বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

জুলুম

গোলাম মাওলা নঈম

সবা প্রকাশনা

শুভম

SUVOM

বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন বড় গল্প সঙ্কলন

জুলুম

গোলাম মাওলা নঈম

রাসলার: সাধারণ এক কাউহ্যাণ্ডের কাজ নিয়ে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করার অভিজ্ঞতা হলো এক ভবঘুরে যুবকের, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি পুরানো বন্ধু বেঈমানি করবে ওর সঙ্গে…

জবরদখল: এক বছর পর র‍্যাঞ্চে ফিরে এসে ম্যাক্স গ্লিসন দেখল বেহাত হয়ে গেছে ওর সম্পত্তি, চাচা খুন হয়েছে, প্রেমিকা দূরে সরে গেছে…এবং ওর নামে চরমপত্র ঘোষণা করেছে প্রতিপক্ষ…

মাশুল: সামান্য ভুলের কারণেও চরম মাশুল গুনতে হয় কখনও কখনও, কিন্তু নেহাত খামখেয়ালিপনার প্রায়শ্চিত্ত কি মৃত্যুতে হওয়া উচিত?

ঘায়েল: গরু বিক্রির টাকা নিয়ে ফিরে আসার সময় খুন হয়ে গেছে টিম কার্টিস, তিন আউটল আর মরুভূমির চোখ রাঙানিকে পরোয়া না-করে টাকা উদ্ধারে নেমে পড়ল জন ক্যালকিন…

জুলুম: দুস্তর মরুভূমিতে হঠাৎ অনাথ দুই ভাই-বোনকে আবিষ্কার করল টেক গেণ্ট্রি, তারপর ছুটল ধুরন্ধর স্যামুয়েল কর্টেসের পিছনে, যে-কোন মূল্যে ভাই-বোনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে…

প্রত্যয়: নতুন কেনা র‍্যাঞ্চে এসে স্যাম রেডলিন আবিষ্কার করল জালিয়াত আর বেপরোয়া খুনিদের লোভী দৃষ্টি পড়েছে র‍্যাঞ্চের উপর, একের পর এক হামলা আসছে…

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী ওডম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

জুলুম

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8300-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

JULUM
Western Stories
By: Golam Mawla Naeem

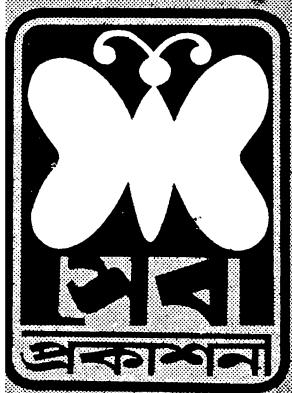

চুয়ান্ন টাকা

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং

শুভম

Visit Us at boighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ:

লিরা, তোমাকে–
তৃতীয় বিয়ে বার্ষিকীতে,
আমরা এখন তিনজন!

ওয়েস্টার্ন

জুলুম

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সূচি

জবরদখল	৫
জুলুম	৫৩
ঘায়েল	৭৭
মাশুল	১০৫
রাসলার	১২১
প্রত্যয়	১৫৫

SUVOM

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

জবরদখল

নিচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসার পর দূরে বার-জি র‍্যাঞ্চ হাউস চোখে পড়ল ম্যাক্স গ্লিসনের। আনন্দে বুকটা ভরে গেল ওর। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের সঙ্গে লড়ে মলিন চেহারা পেয়েছে বাড়িটা, কিন্তু ম্যাক্সের কাছে এই বাড়ির ছবি কখনও মলিন হওয়ার নয়। এটা যে ওর নিজের বাড়ি!

স্পারের খোঁচায় ঢাল বেয়ে নেমে গেল ঘোড়াটা, প্রেয়ারি ধরে দুলকি চালে ছুটল। মিনিট তিনেকের মধ্যে র‍্যাঞ্চের আঙিনায় পৌঁছে গেল ম্যাক্স। আনন্দের আতিশয্যে বুক ঢিপঢিপ করছে ওর।

'গেল কোথায় সবাই?' মিটিমিটি হাসছে ম্যাক্স, কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'এমন তাজ্জব কাণ্ড তো দেখিনি! এদ্দিন পর এলাম, অথচ স্বাগত জানানোর জন্য নেই কেউ...'

বাড়ির দরজা খুলে পোর্চে পা রাখল এক লোক।

অচেনা মানুষ! বিস্ময়ে কথাগুলো হজম করে ফেলল ম্যাক্স, সরু চোখে দেখল লোকটাকে। গালে দাড়ির জঙ্গল, লম্বা গোঁফ চিবুক ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। ছোট ছোট নীল চোখ।

'কে তুমি?' কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইল লোকটা। 'কী চাও?'

'আমার নাম ম্যাক্স গ্লিসন,' সহাস্যে বলল ম্যাক্স। 'জন চাচা কোথায়?'

'চিনলাম না তোমাকে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল লোকটা। 'আর জন চাচা নামে কারও নামও শুনিনি। ভুল জায়গায় চলে এসেছ, বাছা।'

'ভুল জায়গা?' অবিশ্বাসের হাসি ম্যাক্সের মুখে। 'দূর, তামাশা বাদ দাও! জন চাচার সঙ্গে এই বাড়ি নিজের হাতে খাড়া করেছি, করাল আর বার্ন তৈরি করেছি। তারপরও বলবে ভুল জায়গায় এসেছি? যাক্‌গে, তুমি বোধহয় তামাশা করছ! অন্যরা কোথায় গেল?'

সতর্ক চোখে ম্যাক্সকে মাপল লোকটা, ওকে ছাড়িয়ে গেল তার দৃষ্টি, পিছনে চলে গেছে।

'বোধহয় বাড়ি ছেড়ে অনেকদিন বাইরে ছিলে?'. পিছন থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক্স। ওর পিছনে, বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে গাট্টাগোট্টা শরীরের এক লোক। ব্লন্ড চুল। চওড়া মুখের সঙ্গে চ্যাপ্টা নাক মানিয়ে গেছে খুব। নাকটা ভাঙা, একদিকে সামান্য বেঁকে গেছে। নির্লিপ্ত চোখে শয়তানি ভরা চাহনি।

'বাড়ির বাইরে ছিলাম কি-না?' জবাবে বলল ম্যাক্স। 'হ্যাঁ। পাক্কা এক বছর! গরুর পালের সঙ্গে উত্তরে এলসওঅর্থে চলে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে সেগুন্ডোর চাকরি নিয়ে ওয়াইওমিং; সব মিলিয়ে···বছর খানেক হবে।'

চারপাশে সতর্ক ও কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল ম্যাক্স, পরিস্থিতি সুবিধার ঠেকছে না। একটা ঘাপলা আছে কোথাও, মহা ঘাপলা। জন চাচা সবসময় বাড়ি আর আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতেন, অথচ পুরো র‍্যাঞ্চে অযত্ন এবং অবহেলার ছাপ। পোর্চ অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে, দরজার কব্জা ঢিলে হয়ে গেছে। করালের একটা ঘোড়াও পরিচিত নয় ম্যাক্সের।

'রঙ-তামাশা বাদ দিয়ে বলো তো জন চাচা কোথায়?' ফের জানতে চাইল ও।

তির্যক হাসি ফুটল ব্লন্ড লোকটার মুখে। ভাঙা দাঁত বেরিয়ে পড়ল, অশুভ একটা চাহনি ফুটল তার চোখে। 'জন গ্লিসনের কথা বলছ তো, এখানে থাকত যে লোকটা? অনেক আগেই চলে গেছে সে। পরপারে। চালু হাতের বিরুদ্ধে ড্র করার খেসারত দিয়েছে।'

'কী বললে?' ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ম্যাক্স, বেকুব বনে গেছে। ওর মুখ দেখে মনে হলো যেন পেটে স্ট্যালিয়নের লাথি খেয়েছে। 'কারও বিরুদ্ধে পিস্তল তুলেছিল জন চাচা? সত্যি বলছ?' অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল ও। 'অসম্ভব! জন গ্লিসন অক্ষম ছিলেন। জীবনে কখনও কারও বিরুদ্ধে পিস্তল তোলেননি, শিকার করার জন্যও অস্ত্র ব্যবহার করেননি। সারা জীবনেও ওঁকে কখনও পিস্তল ঝোলাতে দেখিনি আমি। আর আদপে ওঁর কোন পিস্তল বা রাইফেলই ছিল না।'

'যা শুনেছি তাই বললাম তোমাকে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ব্লন্ড লোকটা। 'যাক্‌গে, হাতে অনেক কাজ আমাদের, তুমি বিদায় হলে বাঁচি। একটা পরামর্শ দিচ্ছি, অযথা ঘোরাঘুরি না-করে এলাকা ছেড়ে

চলে যাও, তা হলে নিজেরই মঙ্গল করবে!'

'মানে?' বিভ্রান্ত স্বরে জানতে চাইল ম্যাক্স, সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছে না। নিজের বাড়ির এই পরিবর্তন এখনও মেনে নিতে পারেনি; ভাবছে আসলে কী ঘটেছে, কী কারণে আমূল বদলে গেছে সবকিছু।

'বলতে চাইছি এখানে হয়তো অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবে, সব যে তোমার ভাল লাগবে তা নয়। তবে এটাই বাস্তবতা। মেনে নিলেই মঙ্গল। যদি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নাও, সানবনেটে গিয়ে ওয়েব বেনেট বা ফ্রেডি বার্টলেটের সঙ্গে দেখা কোরো। বোলো গ্লেন গ্রাহাম পাঠিয়েছে, যাবতীয় সব পাওনা যেন তোমাকে বুঝিয়ে দেয় ওরা।'

'ওয়েব বেনেট কে?' ম্যাক্সের প্রশ্ন, নামটা ওর অপরিচিত।

'বেশ কিছুদিন ছিলে না তো, তাই ওর নাম শোনোনি। তবে চিনে ফেলবে। ওয়েবের কথায় চলে এই তল্লাট। ওয়েব বেনেট হচ্ছে র‍্যামরড, আর ফ্রেডি বার্টলেট আমাদের শেরিফ।'

সন্দিগ্ধ মনে নিজের র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল ম্যাক্স গ্লিসন। মন অস্থির হয়ে আছে, বুঝতে পারছে না ঠিক কী ঘটেছে। জন চাচা গানফাইটে খুন হয়েছে! এর কোন মানে হয়? চাচাকে চেনে ও, জানে কোনভাবেই ডুয়েলে যাওয়ার লোক নন সংঘাত বিরোধী মানুষটা। জীবনে কখনও পিস্তল বা অস্ত্র স্পর্শ করেননি, অথচ এরা বলছে…

ফ্রেডি বার্টলেট এখন সানবনেটের শেরিফ! তা হলে কেড সোবার্সের কী হলো? গত এক বছরে নতুন নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল না, সত্যি কথা হচ্ছে আগামী এক বছরেও নির্বাচন হবে না। তিন বছর মেয়াদে নির্বাচিত হয় সানবনেটের শেরিফ। বিপুল ভোটে দুই দফা নির্বাচিত হয়েছে সোবার্স। যোগ্য ল-ম্যান হিসাবে চৌহদ্দিতে সুনাম ছিল তার।

আসল ঘটনা জানার একটাই উপায়–সমস্ত রহস্যের কিনারা করা যাবে তা হলে–স্টিভেন্স র‍্যাঞ্চে যেতে হবে। বার্টের কাছ থেকে জানা যাবে প্রকৃত সত্য। তা ছাড়া, জেসিকাকেও দেখতে ইচ্ছে করছে। কতদিন হলো মেয়েটাকে দেখেনি!

ছয় মাইল দূরে স্টিভেন্স র‍্যাঞ্চের হেডকোয়ার্টার, পৌঁছতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। চলার ফাঁকে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি আর আশপাশে তীক্ষ্ণ নজর চালাল ম্যাক্স। মারভিলা পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ জরিপ

করল। বিস্তর গরু চরছে রেঞ্জে, এক বছরে গরুর সংখ্যা বেড়েছে। সবগুলোর গায়ে বার-জি ব্র্যান্ড।

আচমকা রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ও। আরে, একটা গাধা ও! কথাটা আগে মনেই আসেনি! জন চাচা যদি সত্যি মারা গিয়ে থাকেন, র‍্যাঞ্চটা তো এখন ওর! সেক্ষেত্রে গ্লেন গ্রাহাম মালিক বনে গেল কী করে? উড়ে এসে জুড়ে বসেছে? আসলে কে লোকটা?

ঘোড়ার গতি বাড়াল ম্যাক্স। মাত্র কয়েক মাইল, তাই দ্রুত পৌঁছে গেল। দূর থেকে দেখল র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দায় অলস সময় কাটাচ্ছে তিনজন লোক। বাড়ির একেবারে কাছে গিয়ে ঘোড়া থামাল ম্যাক্স। তিনজনের কাউকে চেনে না। অপিরিচিত মুখ। খুঁটিয়ে দেখল লোকগুলোকে।

'বার্ট স্টিভেন্স কোথায়, বলতে পারো কেউ?' শেষে জানতে চাইল ও।

'স্টিভেন্স?' চওড়া, বাদামী হ্যাট পরা লোকটা উত্তর দিল, কণ্ঠে নিতান্ত অনীহা। 'কই আর পাবে, ওর বাড়ি গিয়ে দেখো। ওই যে, সানবনেট পাস-এ। এখানে আসেনি সে।'

'আমি তো জানতাম এটা ওরই র‍্যাঞ্চ।'

আচমকা তিনজনই সজাগ ও সতর্ক হয়ে গেল, ম্যাক্স যেন যাদুবলে ইশারা করেছে। টানটান হয়ে গেল বাদামী হ্যাটঅলার শরীর। 'বলছ এটা বার্ট স্টিভেন্সের র‍্যাঞ্চ?' মাথা নাড়ল সে। 'তুমি নিশ্চয়ই এখানে নতুন এসেছ। এটা ওয়েব বেনেটের বাথান। আর কস্মিনকালেও কোন র‍্যাঞ্চ ছিল না স্টিভেন্সের। ক্রীকের ওপারে সানবনেট পাস-এ কয়েক একর জমিকে যদি র‍্যাঞ্চ বলো তা হলে ভিন্ন কথা! মেয়েকে নিয়ে ওখানেই থাকে স্টিভেন্স। মেয়েটার অবশ্য লংহর্ন ড্যান্স হলে কাজ শুরু করার কথা। এখনও যদি কাজে যোগ না-দিয়ে থাকে...' শেষ করল না সে, তাচ্ছিল্যের হাসি ঝুলছে ঠোঁটে।

'জেসিকা স্টিভেন্স?' অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছে ম্যাক্স। একের পর এক চমক হজম করতে পারছে না। 'তাও আবার লংহর্নে? তুমি বোধহয় তামাশা করছ, মিস্টার। জেসিকা তেমন মেয়েই নয়! মরে গেলেও ওর মত মেয়ে কোন ড্যান্স হলে নাচবে না...'

'ড্যান্স হলের মালিক খবরটা রীতিমত প্রচার করেছে,' ঠাণ্ডা সুরে জানাল বাদামী হ্যাট। 'প্রচার করার মত খবরই এটা, তাই না?'

ধন্দে পড়ে গেল ম্যাক্স। লোকটার মুখের ভাব আর কণ্ঠ বলে দিচ্ছে মিথ্যে বলেনি। *সময় পাল্টায়,* তিক্ত মনে উপসংহারে পৌঁছল ও, অসম্ভব বলতে আসলে দুনিয়ায় কিছু নেই। কিন্তু এমন কী ঘটেছে যে জেসিকা স্টিভেন্সের মত একজন লেডি ড্যান্স হলে গাইতে বা নাচতে রাজি হয়ে গেল?

সময়ে সব প্রশ্নেরই জবাব মিলবে। আপাতত ধৈর্য ধরতে হবে ওকে। তবে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওর অনুপস্থিতিতে বেসিনের পরিস্থিতি বেশ পাল্টে গেছে। এমনকী মানুষগুলোরও পরিবর্তন হয়েছে।

কথা না-বাড়িয়ে নিজের পথ ধরল ম্যাক্স। এক ঘণ্টা পর চিন্তিত মনে রৌদ্রদগ্ধ সানবনেট শহরের মূল রাস্তায় ঢুকল ও। একটু হলেও অন্যমনস্ক। আসার সময় সারাটা পথ ভেবেছে, কিন্তু ধাঁধার জবাব মেলেনি; বরং যেন আরও ঘোলাটে হয়ে গেছে।

গ্লেন গ্রাহামের কথাটাও কেমন অদ্ভুত! ওয়েব বেনেট বা ফ্রেডি বার্টলেটকে বলতে হবে ওর সমুদয় পাওনা যেন বুঝিয়ে দেয়। আগে না-হলেও এখন উদ্দেশ্যমূলক ও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হচ্ছে কথাটা। সন্দেহজনক! আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে গ্রাহাম?

লংহর্ন সেলুনের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল ম্যাক্স। ব্যাটউইং দরজার পাশে দেয়াল জুড়ে বিশাল দুটো পোস্টার লাগানো, তাতে লেখা শিগ্‌গিরই এখানে গান গাইবে জেসিকা স্টিভেন্স। দু'ধারে নজর চালিয়ে আরও কয়েকটা বাড়ির দেয়ালে একই পোস্টার চোখে পড়ল। প্রচারে ঘাটতি রাখেনি লংহর্ন কর্তৃপক্ষ।

অজান্তে শক্ত হয়ে গেল ম্যাক্সের চোয়াল, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ঠোঁটজোড়া। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে রোদে ঝলসানো শহরটা দেখল ও, নিরানন্দ চাহনি বদলে যাওয়ার মত কিছু চোখে পড়ল না। সবই পানসে, কৃত্রিম এবং অচেনা মনে হচ্ছে ওর কাছে।

সেলুনের ভিতরে ঢুকেও একটা ধাক্কা খেল ম্যাক্স। বার বা গোটা বিশেক টেবিল ছাড়া আর সবকিছুই বদলে গেছে। বারকীপ লোকটা বিশালদেহী, চর্বিসর্বস্ব। তীক্ষ্ণ চাহনিতে ম্যাক্সকে জরিপ করল। 'কী দেব তোমাকে?' যেন খেঁকিয়ে উঠল লোকটা, সুরটা শ্রুতিকটু এবং আপত্তিকর মনে হলো ম্যাক্সের কাছে।

'রাই,' নির্বিকার মুখে বলল ম্যাক্স, বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে

ধীর ভঙ্গিতে পুরো সেলুনে দৃষ্টি চালাল। পরিচিত মুখ নেই একটাও। শর্টি রোগানকে দেখা যাচ্ছে না। শ্যন ক্রফোর্ডও নেই। যে-ক'জন আছে, সবাই ম্যাক্সের অপরিচিত। অচেনা হওয়াতে দোষ নেই, সমস্যা হচ্ছে এদের কেউই নিরীহ বা সাধারণ কাউবয় নয়। শক্ত মুখের, কঠিন চাহনির ধান্ধাবাজ।

'গরু দাবড়ানোর কাজ পাওয়া যাবে এখানে?' বারকীপের উদ্দেশে আলাপী সুরে জানতে চাইল ও। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছি, পকেটের অবস্থা ভাল নয়। তাই ভাবছি কোন একটা আউটফিটে যদি কয়েক মাসের জন্য কাজ জুটে যায়...'

'যেখানে যাচ্ছিলে চলে যাও,' জবাব দিল বটে, কিন্তু ম্যাক্সের দিকে তাকাল না বারটেন্ডার। 'লোকের দরকার নেই কারও, সবার বাঙ্কহাউস ভরা।'

*

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে সেলুনে প্রবেশ করল দীর্ঘ, সুঠামদেহী এক লোক। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল সে। পরিপাটি ধূসর রঙের দামী সুট পরনে, মাথায় কালো হ্যাট। লোকটাকে দেখা মাত্র কঠিন হয়ে গেল বারকীপের চাহনি, আড়চোখে ম্যাক্সের দিকে তাকাল—চাহনিতে শঙ্কা আর দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছে। ব্যাপারটা ম্যাক্সের নজর এড়ায়নি। ধূসর সুটঅলার মুখটা সরু, চওড়া সুঠাম শরীরের সঙ্গে বেমানান। মাথা থেকে হ্যাট সরাতে দেখা গেল চুলগুলো পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো।

ম্যাক্সের উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'নতুন এসেছ?' আমুদে কণ্ঠে জানতে চাইল লোকটা, চাহনি উজ্জ্বল হয়ে গেছে। 'একটা ড্রিঙ্ক খাওয়াই তোমাকে, ফ্রেন্ড? একা ড্রিঙ্ক করতে ভাল্লাগে না আমার। সেলুনে তুমি ছাড়াও লোক আছে, কিন্তু রুচি অত নীচে নেমে যায়নি যে কয়োটগুলোর সাথে বসব।'

টানটান হয়ে গেল ম্যাক্সের দেহ, চোখে শঙ্কা নিয়ে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাল। সরু মুখঅলার কথা শুনতে না-পাওয়ার কোন কারণ নেই; কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, সামান্য বিকারও নেই কারও মধ্যে! যার যার ধান্ধায় ব্যস্ত, এমনকী মুখ তুলেও তাকায়নি কেউ।

বিস্মিত ম্যাক্স। ঘরে একটা বোমা পড়লেও এরচেয়ে বেশি অবাক হত না। ব্লন্ড লোকটার দিকে তাকাতে দেখতে পেল মৃদু নড করছে সে, চোখের তারায় কৌতুক।

'ধন্যবাদ। সানন্দে পান করব তোমার সঙ্গে,' বলল ও।

'মাইকেল রিচমন্ড আমার নাম,' জানাল সে। 'পেশায় লইয়ার, পরিস্থিতির বিচারে কখনও কখনও জুয়াড়ী, আর অভ্যাসবশত ছাত্র এখনও।' সামান্য বিরতি দিল সে। 'ওদেরকে কয়োট বলার পরও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না দেখে খুব অবাক হয়েছ? সম্ভবত তিন কারণে চরম অপমান হজম করছে ওরা। প্রথম কারণঃ কথাটা যে সত্যি তা ওরা নিজেরাও জানে, মনের গভীরে চাপা পড়ে থাকলেও সেটা অস্বীকার করতে পারছে না। দ্বিতীয় কারণঃ ওরা জানে আইনের রীতি-নীতি যেমন জানি, তেমনি পিস্তলেও চালু আমার হাত। আর তৃতীয় কারণঃ আমি মরিয়া। যক্ষ্মায় কিছুদিনের মধ্যে মারা যাচ্ছি বলে বুলেটের ডর নেই আমার বুকে।

'ভয় বা সমীহের কারণে যে ওরা শান্ত আছে তা নয়। আসলে এটা সহজ একটা সমীকরণের ফসল। সমীকরণটা সমাধান করতে গেলে ফলাফল ওদের জন্য স্বাস্থ্যকর হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে কেউ আগ্রহী নয়। গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন চলে আসছেঃ মরার আগে ওদের ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে যাব আমি?

'তো, বন্ধু, অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? বুলেট তো কারও খ্যাতি বা রক্ত বিচার করে না, এমনকী আমাকেও খাতির করবে না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ড্র করার জন্য মুখিয়ে আছে, কিন্তু এও জানে ওদের সম্পর্কে জানি আমি, তাই আমার প্রথম টার্গেট ওরাই হবে। নিজে টার্গেট হওয়ার ভয় এড়ানো খুব কঠিন, তাই না?'

ম্যাক্সের উপর স্থির হলো লইয়ারের দৃষ্টি, চাহনিতে দুশ্চিন্তা। 'ঢোকার সময় শুনলাম ব্যাঞ্চে কাজ খুঁজছ। দেখে ভালমানুষ মনে হচ্ছে তোমাকে। দুঃখের কথা কী জানো, এমন লোকের কদর বা জায়গা নেই এখানে।'

কী বলবে ভেবে পেল না ম্যাক্স, বিব্রত বোধ করছে। শেষে বলল, 'আশপাশে যা দেখেছি, আমার কাছে তো মনে হলো ভালমানুষরাই বসতি করেছে এখানে।'

হাতের গ্লাসে চলে গেছে মাইক রিচমন্ডের দৃষ্টি। 'ঠিকই বলেছ তুমি, তবে উপযুক্ত একজন নেতার অভাব পড়েছে ওদের। কেউ অতি মাত্রায় নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বা সংঘর্ষের বিরোধী, কারও কারও আইনের প্রতি সীমাহীন আনুগত্য, আর অন্যদের সাহস বা মুরোদ নেই। তাই

নেতৃত্ব দেওয়ার মত কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

এখানে বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার মত কেউ যদি থাকে তো সেই লোক মাইক রিচমন্ড, এতক্ষণে বুঝে গেছে ম্যাক্স। ড্রিঙ্ক শেষ করে দরজার দিকে এগোল ও, ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাতে বারটেন্ডারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

'চলতে থাকো, স্ট্রেঞ্জার!' বিড়বিড় করে বলল মোটাসোটা বারকীপ।

*

মৃদু হাসল ম্যাক্স গ্লিসন। 'এলাকাটা আমার পছন্দ হয়েছে, তাই ঠিক করেছি থেকেই যাব!'

জবাবের অপেক্ষা করেনি ম্যাক্স, কিংবা "কয়োট"দের কী প্রতিক্রিয়া হয় তাও জানার চেষ্টা করেনি, দ্রুত পায়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল। হিচিং রেইলে বেঁধে রাখা ঘোড়ার লাগাম খুলে স্যাডলে চড়ল ও, তারপর সানবনেট পাসের দিকে এগোল।

ওর অনুপস্থিতিতে ঠিক কী ঘটেছে এখনও স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি ম্যাক্স, তবে রিচমন্ডের মন্তব্য আর অন্যদের মুখে শোনা ফিরিস্তি থেকে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছে। হয়তো সত্যের সামান্যই। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে বেসিনের কর্তৃত্ব এখন কঠিন ও নৃশংস কিছু লোকের হাতে, কার্যত সানবনেট আর আশপাশের এলাকা তাদের দখলে। হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে তাদের ঠেকানোর চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সংগঠিত বা সমন্বিত প্রতিরোধ করা যায়নি।

রিচমন্ডের ধারণায় বেসিনে সংঘাতের ঘোর বিরোধী ছিল একজন। লোকটা নিশ্চয়ই জন চাচা। আইনের প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত লোকটি বার্ট স্টিভেন্স ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না। বরাবরই এমন স্টিভেন্স, সবকিছু আইনমাফিক করার চেষ্টা করে, সামান্য ব্যতিক্রম ঘটতে দিতে রাজি নয়। অন্যরা নেহাত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় লোক। ভালমানুষ কিন্তু যথেষ্ট সাহসী বা দৃঢ়চেতা নয়। চরম অন্যায়ের প্রতিবাদ করার হিম্মতও এদের নেই।

স্পষ্টত, এখানে যা কিছু ঘটে গেছে, ঘটেছে খুব দ্রুত এবং প্রায় আপসে–ভুক্তভোগী বা বঞ্চিতরা প্রতিরোধ করার সুযোগ পায়নি বললেই চলে।

বিচ্ছিন্ন একটা র‍্যাঞ্চের ঘটনা হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। কিন্তু বেশ কয়েকটা র‍্যাঞ্চ আর পুরো শহর এই আগ্রাসনের শিকার। কিছু মানুষের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সাধারণ লোকজন।

ধীর গতিতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল ম্যাক্স, হর্স থিফ মেসার লাগোয়া লালচে ক্লিফের দেয়ালকে পাশ কাটিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল। মাইল দুয়েক দূরে গানসাইট ক্রীক। ক্লিফের সারি পেরিয়ে আসার পর উন্মুক্ত প্রান্তর চোখে পড়ল—সানবনেট পাস। চোখ জুড়ানো সবুজ তৃণভূমির একপাশে গুটিকয়েক গাছের ছায়ায় ছোট্ট অ্যাডোবি দালান আর করাল দেখতে পেল ম্যাক্স।

বাড়ির কাছাকাছি চলে এল ও। করালে দুটো পরিচিত ঘোড়া দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ম্যাক্সের, সরু চোখে খুঁটিয়ে দেখল। উঁহুঁ, ভুল দেখছে না। বাটন আর ব্ল্যাকি! জন চাচার খুবই প্রিয় দুটো ঘোড়া। ম্যাক্স নিজে ওগুলোর শঙ্কর করিয়েছে। বড় করেছে।

মনটা ভাল হয়ে গেল ওর। এখানে আসার পর অপরিচিত মুখ বা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি দেখার পর এতক্ষণে চেনা দুটো মুখ চোখে পড়ল! হোক না ঘোড়ার। আনন্দের আতিশয্যে দ্রুত স্যাডল ছাড়ল ম্যাক্স, করালের বেড়ার কাছে পৌঁছে গেছে এ-সময় চোখের কোণ দিয়ে বাড়ির সিঁড়িতে তিনজন লোককে দেখতে পেল।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক্স। জেসিকা স্টিভেন্স এতটুকু বদলায়নি! বরং আরও সুন্দরী হয়েছে। রীতিমত ডানাকাটা পরী।

ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড। জেসিকা! আহ্, প্রিয় মুখটা দেখতে পেল শেষপর্যন্ত!

বিস্ফারিত জেসিকার চোখ, কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'ম্যাক্স!' ফুঁপিয়ে উঠল যেন ও। 'ম্যাক্স গ্রিসন!'

*

ম্যাক্সের দৃষ্টি শুধু জেসিকাকে দেখছে না, পাশের লোক দুটোর উপরও পুরো নজর রেখেছে। জেসিকার কথায় দু'জনকে ঝট করে ওর দিকে ফিরে তাকাতে দেখতে পেল।

'ঠিক, জেসি,' উৎফুল্ল স্বরে বলল ও। 'দেরিতে হলেও বাড়ি ফিরে এসেছি।'

'কিন্তু···আমরা যে শুনেছি তুমি মারা গেছ?'

'ভুল শুনেছ,' লোক দু'জনকে খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত ম্যাক্স। চওড়া

কাঁধঅলা একজন, বিশাল বুকের ছাতি; মুখটা শরীরের সঙ্গে মানানসই—চৌকো ও মাংসল। পাশের লোকটা হাড্ডিসার, সরু মুখ। বুকে একটা ব্যাজ আঁটা। নিশ্চয়ই ফ্রেডি বার্টলেট। অন্যজন ওয়েব বেনেট না-হয়ে যায় না।

বার্টলেটের চোখে চোখ রাখল ম্যাক্স। 'শুনেছি জন চাচা খুন হয়েছেন। ওঁর মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করেছ তুমি?'

সতর্ক চাহনি দেখা গেল ল-ম্যানের চোখে। 'হ্যাঁ,' শান্ত স্বরে উত্তর দিল সে। 'ফেয়ার ডুয়েলে মারা গেছে। মৃত্যুর পরও পিস্তলটা ওর হাতে ছিল।'

'অসম্ভব! জন চাচা কোয়েকার* ছিলেন। পিস্তল দূরে থাক, সারা জীবনে কারও দিকে একটা আঙুলও তোলেননি।'

'যা ঘটেছে তাই বলেছি আমি,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল ফ্রেডি বার্টলেট। 'তবে একটু শ্লথ ছিল, এই যা। আমি যখন লাশটা খুঁজে পেয়েছি, হাতে তখনও পিস্তল ছিল।'

'লোকটা কে?'

'গ্লেন গ্রাহাম। কিন্তু যা বলেছি, ফেয়ার ডুয়েল ছিল ওটা।'

'মাথা ফাটিয়ে বললেও বিশ্বাস করব না!' জ্বলে উঠল ম্যাক্সের চোখ, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে জন চাচা, অন্তত এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না! নিশ্চয়ই খুন করার পর পিস্তলটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে কেউ!'

'চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছ, স্ট্রেঞ্জার,' মৃদু, অনুত্তেজিত স্বরে বলল ওয়েব বেনেট। দৃঢ়, প্রত্যয়মেশানো কণ্ঠ। 'পিস্তলটা ওর হাতে নিজে দেখেছি আমি। শুধু আমি একা নই, এ ছাড়াও অন্তত দশজন সাক্ষী আছে।'

'ডুয়েলটা দেখেছ?'

'ডুয়েলটা কেউ দেখেনি বটে, তবে জন গ্লিসনের ডান হাতে পিস্তলটা অনেকেই দেখেছে।'

হঠাৎ কর্কশ স্বরে হেসে উঠল ম্যাক্স। 'যাহ্, কেস খতম! ডান হাতে বলেছ না? শিলো যুদ্ধের পর থেকে জন চাচার ডান হাত

---

* কোয়েকার: জর্জ ফক্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়,যারা ভায়োলেন্সের ঘোর বিরোধী

অকেজো। সতীর্থ এক যোদ্ধাকে সরিয়ে আনতে গিয়ে গুলি লেগে হাতের কব্জি গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে পিস্তল দূরে থাক একটা পাখির পালকও ধরার সাধ্য ছিল না চাচার।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ওয়েব বেনেটের মুখ। চট করে ওর দিকে চকিত দৃষ্টি হানল বার্টলেট।

'একটা পরামর্শ দেই, স্ট্রেঞ্জার?' শান্ত স্বরে বলল বেনেট। 'তুমি বরং চেপে যাও। যা হওয়ার হয়ে গেছে। সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, পুরানো ঘটনা নাড়াচাড়া করে পরিস্থিতি গরম করা ঠিক হবে না। সেটা আমরা হতেও দেব না।'

'জন চাচা খুন হয়েছেন,' এবার অনুত্তেজিত শোনাল ম্যাক্সের কণ্ঠ। 'অথচ চুপ করে থাকব? শুনে রাখো, খুনির উচিত সাজা হওয়ার ব্যবস্থা করব আমি! দেখব আমাকে কে ঠেকায়! ওই র‍্যাঞ্চ আমার, এবং শিগ্‌গিরই ওটা আমি ফিরিয়ে নেব!'

নিষ্ঠুর হাসি খেলে গেল ওয়েব বেনেটের মুখে। 'বোঝা যাচ্ছে এখানে কী ঘটেছে এ সম্পর্কে ধারণা নেই তোমার। যুদ্ধের সময় স্রেফ কাগুজে একজন সৈনিক ছিল তোমার চাচা, তাই না? ফিল্ডে দায়িত্ব ছিল না ওর। তো, সে না-থাকায় র‍্যাঞ্চটা মালিকহীন হয়ে পড়ল। এক্ষেত্রে যে দখল করবে সে-ই মালিক বনে যাবে। রেঞ্জে গরু চরাতে শুরু করলাম গ্রাহাম আর আমি। একই সময়ে নিজের জন্য ক্লেইম করল বার্ট স্টিভেন্স। আসলে ওই জমির মালিকানা নির্দিষ্টভাবে বললে কারোই ছিল না। কাগজে-কলমে বা দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিক হওয়ার প্রচলন তখনও হয়নি।

'তো, জমি আর রেঞ্জের উন্নতি করলাম আমরা। তারপর গরু ড্রাইভে নিয়ে গেলাম। আমাদের অনুপস্থিতিতে জন গ্লিসন এবং বার্ট স্টিভেন্স ফিরে এসে দখল করে বসল। স্বভাবতই, আমরা ফিরে আসার পর মালিকানা নিষ্পত্তি করার জন্য কোর্টে যেতে হলো। কোর্টের নির্দেশও আমাদের পক্ষে এসেছে।'

'কার পক্ষে?'

'গ্রাহাম আর আমার পক্ষে।'

'আর গরু? আমার চাচার যে গরু ছিল ওগুলোর কী হলো?'

শ্রাগ করল বেনেট। 'মালিক ছাড়া র‍্যাঞ্চ পড়ে থাকলে যা হয়। মাস কয়েকের মধ্যে প্রতিবেশীরা ব্র্যান্ড বদলে নিজের করে নিল

বেশিরভাগ গরু। নিজেদের নামে রেজিস্ট্রিও করল। যা বুঝেছি, টেক্সাস থেকে ফিরে এসেই গরুর পাল নিয়ে আবার চলে গেছ তুমি। আর আমরা ক্লেইম করেছিলাম তোমার চাচা যুদ্ধে থাকার সময়।

'গরুর ব্যাপারে আলাপ করা যেতে পারে তোমার সঙ্গে। চাইলে কিন্তু ট্রেইল ড্রাইভে নিয়ে যাওয়া গরুর অংশ দাবি করতে পারি আমি। কী করেছ, বেচে দিয়েছ সব?'

'নিজের চেষ্টায় জেনে নিচ্ছ না কেন?' থমথমে হয়ে গেছে ম্যাক্সের মুখ, নিজেকে শান্ত রেখেছে। 'একটা কথা বলে যাচ্ছি, মি. বেনেট: গ্রাহাম বা যেই হোক, চাচার খুনিকে খুঁজে বের করব আমি। তারপর কোর্টে তোমার সঙ্গে লড়ব। এবার তোমরা যদি দয়া করে বিদায় হও,' খানিক দূরে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকা জেসিকা স্টিভেন্সের দিকে ফিরল ও। 'তা হলে বার্ট স্টিভেন্সের সঙ্গে দেখা করতে পারি।'

'উঁহুঁ, দেখা হবে না,' বলল বেনেট। 'বার্ট ঘুমাচ্ছে।'

কঠিন হয়ে গেল ম্যাক্সের চাহনি। 'এই র‍্যাঞ্চও কি তোমার কথায় চলে?'

'শিগ্‌গিরই আমার হয়ে কাজ শুরু করবে জেসিকা। পরে হয়তো ওর সঙ্গে আমার বিয়েও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, ধরে নিতে পারো ওর হয়ে কথাটা বলছি।'

জেসিকার চোখে চোখ রাখল ম্যাক্স। 'ঠিক বলেছে ও?'

করুণ দেখাল মেয়েটির মুখ। 'হ্যাঁ, ম্যাক্স।'

'তুমি তা হলে প্রতিশ্রুতিটা ভুলে গেছ?'

'অনেক কিছুই বদলে গেছে, ম্যাক্স,' অনুতপ্তের সুরে বলল জেসিকা। 'পরে তোমার সঙ্গে এ-নিয়ে আলাপ করব।'

'অনেক হয়েছে, গ্লিসন,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ফ্রেডি বার্টলেট। 'এবার বিদায় হও। বুঝতেই পারছ তোমার জন্য এখানে কিছু নেই। হাতের সবক'টা তাস খেলে ফেলেছ। যেভাবে এসেছ, ফিরতি পথে ওভাবে চলতে থাকলে অযথা অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে। পেকোসের ওপাশে গেলে কাজও পেয়ে যাবে। শুনেছি ওদিকে পিস্তলবাজদের খুব কদর যাচ্ছে।'

'কোথাও যাচ্ছি না আমি!' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল ম্যাক্স।

'আমার বুকে একটা তারা আছে, কথাটা ভুলে যেয়ো না,' হুমকির সুরে মনে করিয়ে দিল বার্টলেট। 'সামান্য বেচাল করেছ তো হাতকড়া

নিয়ে তোমাকে ধরতে নামব আমি।'

*

স্যাডলে ঘুরে বসল ম্যাক্স গ্লিসন। জেসিকার মুখে স্থির হলো ওর উৎসুক দৃষ্টি, মুহূর্তের জন্য মনে হলো মেয়েটা হয়তো কিছু বলতে চাইছে, তবে নিশ্চিত হতে পারল না। ঘুরে চলতে শুরু করল ও, একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাল না। অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর বাটন আর ব্ল্যাকির কথা মনে পড়ল। আরে, ঘোড়া দুটোকে ফেলে এসেছে!

ঘোড়া দুটোও বেনেটদের দখলে চলে গেছে? এরচেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর হতে পারে না। প্রায় প্রতিটি জায়গায় পরিস্থিতি ওর বিরুদ্ধে। জেসিকার মন বদলে গেছে, এতটাই যে তিন বছর আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়েছে। সম্ভবত নিজের বাড়িতে বন্দি হয়েছে বার্ট স্টিভেন্স, কিংবা ভয়াবহ একটা কিছু ঘটেছে তার। ফ্রেডি বার্টলেট এখন শেরিফ। বেনেটদের পছন্দের কোন লোকের জজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বোধহয় চলে যাওয়াই উচিত। পেকোস অঞ্চলে যেতে পারে। এটাই সহজ পথ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনকী জন চাচাও এটাই চাইতেন, যেহেতু সাংঘাতিক শান্তিপ্রিয় মানুষ তিনি, তিক্ত মনে ভাবল ম্যাক্স। তবে আর দশজনের চেয়ে ভিন্ন ধাতে গড়া সে। কোমাঞ্চিদের সঙ্গে লড়ে মারা গেছে ওর বাবা, আর যৌবনে পদার্পণ করার আগেই যুদ্ধে গেছে ম্যাক্স। সেনাবাহিনীতে ডেস্কে কাজ নিয়েছিলেন জন গ্লিসন, কিন্তু ম্যাক্স জীবনের দীর্ঘ সময় যুদ্ধে কাটিয়েছে।

ট্রেইল ড্রাইভে উত্তরে গিয়েও লড়তে হয়েছে ওকে। দুই জাতের ইন্ডিয়ান আর রাসলারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডজ সিটিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, বারবার লড়তে হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এল্‌সওঅর্থে আরিস্তা নামে এক বন্দুকবাজের সঙ্গে ডুয়েল লড়েছে। পরিণতিতে বুটহিলে ঠাঁই পেয়েছে লোকটা।

আরিস্তার অতি উৎসাহী বন্ধুদের এড়াতে দ্রুত শহর ছেড়েছে ম্যাক্স, ডজ সিটির উত্তরে নতুন একটা বুম ক্যাম্পে আসার পর ওয়াইওমিংগামী এক ট্রেইল ড্রাইভের সঙ্গে ভিড়ে যায়। সারাদিনই ইন্ডিয়ানদের চোরাগোপ্তা হামলা হত, পাল্টা উচিত জবাব দিতে মোটেও কসর করত না ওরা। একইসঙ্গে রাসলারদের উৎপাত ঠেকাতেও তটস্থ

থাকতে হত। একবার স্ট্যাম্পিডের পর হারিয়ে যাওয়া কয়েকটা বলদের খোঁজে বেরিয়ে তিন রাসলারের তোপের মুখে পড়ে গিয়েছিল ম্যাক্স।

লড়াইয়ের প্রথম ধাক্কায় দু'জনের স্যাডল খালি করে ফেলে ও। সিডার ও বোল্ডারে ছাওয়া পাহাড়ী ঢালে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকল অন্যজন, প্রায় সারাটা দিন তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলার পর সন্ধ্যার ঠিক আগে, বাউই ছুরি আর হাতাহাতি লড়াইয়ে লোকটাকে ঘায়েল করে ফেলল ম্যাক্স।

ওয়াইওমিং পৌঁছে পুরানো বন্ধু মেজর ক্লাইডের সঙ্গে দেখা করেছে ও। "ওয়্যাগন বক্স" যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল দু'জন। ফেরার সময় ক্যান্সাস চলে গেল। প্ল্যাটে নদীর তীরে এক দল মোষ শিকারীর সঙ্গে যোগ দিয়ে, কয়েক মাস তাদের সঙ্গে কাটিয়ে ডজ সিটিতে ফিরে গেছে আবার।

তারপর বাড়ির টান অনুভব করতে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে আসা। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি সমস্ত বেসিনে অভাবনীয় বদল ঘটে গেছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত হর্স থিফ মেসার লাগোয়া এক উপত্যকায় সময়টা কাটিয়ে দিল ম্যাক্স, তারপর রাতে সানবনেটে ঢুকল। আলো ঝলমলে লংহর্ন সেলুন আজ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বিভ্রান্ত, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দূর থেকে সেলুনটা একবার দেখল ম্যাক্স, তারপর শ্রাগ করে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল। শহরে ঢোকার আগে পুরো এক চক্কর কেটে চারপাশের সমস্ত এলাকা নিরীখ করেছে। ওয়েব বেনেট ও ফ্রেডি বার্টলেটকে শহরে ঢুকতে না-দেখলেও অনুমান করেছে এ-মুহূর্তে সানবনেটে আছে দু'জন। সকালে গ্লিসন র‍্যাঞ্চে ওর উপস্থিতি আর মাইক রিচমন্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা নিশ্চয়ই জেনে গেছে তারা।

নিজের ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারছে ম্যাক্স। যে-কোন প্রকারে দখল বজায় রাখবে ওয়েব বেনেট, প্রয়োজনে চরম কঠোর হতেও দ্বিধা করবে না। ধুরন্ধর লোক। নিশ্ছিদ্র একটা পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে, শেষ মুহূর্তে ম্যাক্সের কারণে বানচাল হতে দেবে না সে। ফ্রেডি বার্টলেটও চালু মাল।

যুদ্ধ ঘোষণা করার আগে কয়েকটা ব্যাপার জেনে নেওয়া উচিত মনে করছে ম্যাক্স। জানে তথ্যগুলো কার কাছে পাওয়া যাবে। একটাই

সূত্রঃ মাইক রিচমন্ড।

লিভারি স্টেবল থেকে বেরিয়ে মূল রাস্তা ধরে এগোল ও। ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল স্টেবলের সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হসল্যার, চট করে কাঁধে রাখা হাত নামিয়ে নিল লোকটা। ম্যাক্স বাজি ধরে বলতে পারবে রাস্তার উল্টোদিকে কারও উদ্দেশে সঙ্কেত দিয়েছে সে। তবে কাউকে চোখে পড়ল না। ফাঁকা ও শূন্য মনে হচ্ছে গুটি কয়েক দালান।

মাত্র তিনটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। লংহর্নে, সস্তা ও ছোটখাট আরেকটা সেলুনে এবং বহু পুরানো জেনারেল স্টোরে। ছোট সেলুনের উপরতলার একটা কামরায়ও আলো জ্বলছে; আর লংহর্নের বিশাল দালানের বর্ধিত অংশের কয়েকটা কামরা আলোকিত। সানবনেটের একমাত্র হোটেল হিসাবেও সেবা দিচ্ছে লংহর্ন।

রাস্তা ধরে এগোল ম্যাক্স, রাতের নিস্তরঙ্গ বাতাসে ওর বুটের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কয়েক গজ সামনে দুই দালানের ফাঁকে এক চিলতে খোলা জায়গা। একই গতিতে এগিয়ে চলল ও, খোলা জায়গার শুরুতে পৌঁছানো মাত্র চট করে এক পাশে সরে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল শরীর।

পিছনে পদশব্দ শুনতে পেল ম্যাক্স। হঠাৎ যেন সন্দিহান হয়ে পড়েছে লোকটা, পদশব্দের ধরন পাল্টে গেছে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে যেন। তারপর হালকা চালে দৌড়ানোর শব্দ হলো···হঠাৎ বাড়ির কোণে দেখা গেল লোকটাকে। ছুটতে ছুটতে থেমে গেছে। নুড়িপাথরের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষে জোরাল শব্দ হলো। ঘাড় বাঁকিয়ে দুই দালানের মধ্যবর্তী গলিতে উঁকি দিল সে। দেয়ালের গাঢ় ছায়ার সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে বলে ম্যাক্সকে দেখতে পেল না। দেয়াল বা ছায়া ছাড়াও বৃষ্টির পানি জমানোর জন্য পেতে রাখা বড়সড় ব্যারেলের আড়াল পাচ্ছে ম্যাক্স।

চাইলে লোকটার পিঠে একটা চাপড় দিতে পারে ও, এতটাই কাছে!

হঠাৎ পা বাড়াল লোকটা। ঝটিতি হাত বাড়িয়ে তার গোড়ালি চেপে ধরল ম্যাক্স। আচমকা পিছন থেকে টান পড়ায় তাল হারিয়ে ফেলল সে, পড়ন্ত অবস্থায় ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো, তবে পড়ার পর একেবারে স্থির হয়ে গেল লোকটা।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল ম্যাক্স, তারপর বাম হাতে পকেট থেকে

দেয়াশলাই বের করে কাঠি জ্বালাল। বাদামী হ্যাট! বার্ট স্টিভেন্সের র‍্যাঞ্চে এর সঙ্গে কথা হয়েছিল। বড়সড় একটা পাথরের সঙ্গে মাথার সংঘর্ষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বেচারা।

দ্রুত সক্রিয় হলো ম্যাক্স। লোকটার পিস্তল বের করে চেম্বার খালি করে আবার জায়গামত রেখে দিল। পকেট হাতড়ে মুড়িয়ে রাখা এক টুকরো কাগজ পেল। হাতড়ে মনে হলো টাকা নয়। সাধারণ কাগজ। সাইজেও বেশ ছোট।

গলি ধরে এবার দ্রুত এগোল ম্যাক্স, শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে থামল। একটা বাড়ির জানালা পথে চৌকো আলো এসে পড়ছে বাইরে। 'এটা নিশ্চয়ই কাজে দেবে!' মুঠো থেকে কাগজটা বের করে পড়ার সময় বিড়বিড় করল ও।

জলদি শহরে চলে এসো। পরিস্থিতি ভাল ঠেকছে না। এখন কোনভাবেই সবকিছু বানচাল হতে দেওয়া যাবে না। –ডব্লু.এস.

ডব্লু.এস মানে ওয়েব বেনেট। সবকিছু গুছিয়ে এনেছে ওরা। এখন কোন অবস্থাতেই বানচাল হতে দেবে না। এখন কেন? চিরকুট ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ম্যাক্স, খেয়াল করল আলোটা সেলুন থেকে আসছে। দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে এগোল ও, কাছে গিয়ে জানালা পথে উঁকি দিল। ছোট্ট এক টেবিলে বসে খেলছে দু'জন লোক। বারের সঙ্গে শরীর এলিয়ে দিয়ে পত্রিকা পড়ছে বারকীপ। সকালে দেখা ভুঁড়িঅলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। লোকটা ঘাড় ফেরাতে তাকে চিনতে পারল ম্যাক্স।

রেড জনসন।

ম্যাক্সের বাবার হয়ে কাজ করেছে রেড। যুদ্ধের সময় কিছুদিন ম্যাক্সের সঙ্গেও ছিল। হয়তো অন্যদের মত বদলে যায়নি সে, ভাবছে ম্যাক্স, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারে। হাত তুলে জানালার কাচে মৃদু শব্দে করাঘাত করল ও।

দ্বিতীয়বারের পর চোখ তুলে তাকাল রেড জনসন। একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে জানালা বরাবর উঁচিয়ে ধরল ম্যাক্স, পলকের জন্য দেখে নিল দুই খেলুড়েকে। এদিকে মনোযোগ নেই

কারও।

সিধে হয়ে হাতের পত্রিকা ভাঁজ করে বারের নীচে রেখে দিল জনসন, একটা কাপ তুলে নিয়ে জানালার কাছে চলে এল। গ্লাস আর কাপ ধোওয়ার জন্য বালতি ভরা পানি রয়েছে এখানে। এক হাতে কাপটা বালতিতে চুবিয়ে অন্য হাতে জানালার কাচ সামান্য উঁচু করল রেড।

'আমি ম্যাক্স গ্লিসন,' নিচু স্বরে বলল ম্যাক্স, সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জানতে চাইল: 'মাইক রিচমন্ডকে কোথায় পাব, বলতে পারো?'

'উপরতলায় অফিস-কাম-কোয়ার্টার আছে ওর,' ফিসফিস করে বলল জনসন। 'পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে। সাবধানে যেয়ো।'

জানালা থেকে সরে এল ম্যাক্স। একটু আগে দেখা সিঁড়িটাই দোতলায় ওঠার রাস্তা। সামান্য দ্বিধায় ভুগল, এটা একটা ফাঁদও হতে পারে, কিন্তু শেষে রেড জনসনের বিশ্বস্ততার পক্ষে বাজি ধরল। তা ছাড়া, এখন পর্যন্ত এমন কোন খবর পায়নি বা নমুনা দেখেনি যাতে মনে হতে পারে ওকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিপক্ষ। যদ্দূর মনে হচ্ছে ওরা চায় এখান থেকে চলে যাক ম্যাক্স। হয়তো ভড়কে দিয়ে ওকে তাড়াতে চাইছে। ওয়েব বেনেটদের অবস্থান বা ভিত যথেষ্ট মজবুত মনে হচ্ছে।

সিঁড়ির মাথায় উঠে সরু ক্যাটওঅক ধরে দরজার সামনে পৌঁছল ও। হালকা করাঘাত করল দরজায়। মুহূর্ত কয়েক পর ভিতর থেকে সাড়া দিল কেউ: 'কী চাই?'

'আমি ম্যাক্স গ্লিসন। সকালে সেলুনে আমার সঙ্গে কথা বলেছ তুমি, মি. রিচমন্ড!'

দরজা খুলে যেতে অন্ধকার কামরায় পা রাখল ম্যাক্স। পিছনে কবাট ভিড়িয়ে দিল আইনজ্ঞ। একইসঙ্গে পাঁজরে পিস্তলের নলের খোঁচা টের পেল ম্যাক্স।

'ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো!' সতর্ক করে দিল রিচমন্ড।

ম্যাক্সের পিছনে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরাল সে। পাশের কামরায় বাতি জ্বলছে, তবে খুবই ম্লান; দরজার নীচ দিয়ে সামান্য আলো চোখে পড়ছে।

'সতর্ক না-থেকে উপায় নেই,' মৃদু হেসে ব্যাখ্যা দিল আইনজ্ঞ।

'এরইমধ্যে দু'বার আমাকে ড্রাই-গাল্‌শ করার চেষ্টা চালিয়েছে ওরা। প্রতি সোমবার ওদের কবরে ফুল দিয়ে আসি!' হাসিটা আরও চওড়া হলো। 'দ্বিতীয় ঘটনার পর বাড়তি একটা কবর খুঁড়ে রাখলাম। তারপর থেকে আর জ্বালাচ্ছে না কেউ! সামান্য একটা গর্ত, তাই না? অথচ বেয়াড়া লোকগুলোর মধ্যে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করেছে।'

ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল রিচমন্ড। 'আজ একটু আগে-ভাগে শুয়ে পড়েছি। আচ্ছা, তুমিই তা হলে সেই গ্লিসন! জেসিকা স্টিভেন্সের কাছে তোমার কথা শুনেছি। ওর ধারণা তুমি মারা গেছ। একটা গুজব শোনা গিয়েছিল ওয়াইওমিং-এ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে নাকি তুমি মারা পড়েছ।'

'দেখতেই পাচ্ছ, সেটা ঘটেনি। যাক্‌গে, কাজের কথায় আসা যাক। পেশায় তুমি লইয়ার, মি. রিচমন্ড। আমার র‍্যাঞ্চের উপর কী ধরনের ক্লেইম করেছে ওরা?'

'দুর্ভাগ্যজনক হলেও ক্লেইমটা প্রায় নির্ভেজাল। জোরালও বটে। যুদ্ধের সময়, তোমার আর তোমার চাচার অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশীদের পাশাপাশি বাইরে থেকে কিছু লোকজনও এলাকায় এসে গরু ব্র্যান্ড করতে শুরু করে। গরুতে মার্কা বসানোর পর চলে যায় ওরা। তারপর, অনেকদিন পর ফিরে এল। তুমি যখন ডজ সিটিতে চলে গেলে, এখানে এসে তোমার চাচাকে সরে যেতে বলল ওরা।

'জন গ্লিসন যে সরে যায়নি, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। স্বভাবতই ব্যাপারটা কোর্টে গড়াল। এলাকায় কোন লইয়ার না-থাকায় নিজেই নিজের হয়ে লড়েছে তোমার চাচা। জজ ওদের নিজস্ব লোক ছিল, আর হঠাৎ কোত্থেকে ডজনখানেক সাক্ষী যোগাড় করে ফেলল ওরা, শপথ নিয়ে বলল গ্লিসন র‍্যাঞ্চ আসলে ওদেরই। বেনেটদের পক্ষে সাক্ষ্য দিল ওরা।

'গরু ছাড়াও গ্লিসন এবং স্টিভেন্স, দুই র‍্যাঞ্চের ক্লেইম দাবি করল ওরা। শুধু উন্মুক্ত রেঞ্জ হলে কথা ছিল না, কিন্তু এলাকার সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ দুটো বাথান ওদের দখলে চলে গেল। সেই সঙ্গে লাগোয়া উন্মুক্ত জমি তো আছেই। ছোট র‍্যাঞ্চারদের অস্তিত্ব ওদের ইচ্ছের অধীন হয়ে পড়ল। এদিকে বড় দুই র‍্যাঞ্চের উপর স্কোয়াটিং অধিকার প্রতিষ্ঠা করল গ্রাহামরা।'

'চাইলেও কি ওরকম করা যায়?' জানতে চাইল ম্যাক্স। 'ন্যায্য

বলা যায় না এটাকে!'

'আইন অনুযায়ী টানা বিশ বছর দখলে থাকার পর ওরকম অধিকার পেত ওরা, কিন্তু জানোই তো কোর্ট বা জজ নিজেদের অনুকূলে থাকলে আইনের ফাঁকফোকর গলে বেরিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। ওদের ইচ্ছেমাফিক হয়েছে সবকিছু। জজ থমাসকে মুঠির ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেছিল ওয়েব বেনেট। তা ছাড়া, পরাজিতদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল তোমার চাচা।'

'সে তো অনেকেই করেছে।'

'এবং তাদের বেশিরভাগ যুদ্ধ শেষে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে অমন অন্যায় আর নৈরাজ্যের শিকার হয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাক্স। 'চাচা কীভাবে মারা গেলেন?'

*

শ্রাগ করল মাইক রিচমন্ড। 'শোনা যায় মুখের উপর গ্রাহামকে মিথ্যুক বলেছিল জন গ্লিসন। পরিণতিতে ড্র করে গ্রাহাম। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না কেউ, তবে জন গ্লিসনের লাশের হাতে একটা পিস্তল পায় লোকজন। ঠাণ্ডা মাথায় খুন, কারণ যদ্দূর জানি অস্টিনে গিয়ে আপীল করার পরিকল্পনা ছিল মি. গ্লিসনের।'

'ইদানীং বার্ট স্টিভেন্সের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'দুর্ঘটনার পর আর দেখিনি।'

'দুর্ঘটনা!?'

'শহর থেকে বাড়ি ফিরছিল স্টিভেন্স। বাকবোর্ড চালানোর সময় যা হয় ওর, বরাবরের মত ঢুলছিল। ঘোড়াগুলো কোন কারণে ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করে। বাকবোর্ড উল্টে কোমরে ব্যথা পেল স্টিভেন্স। এরপর থেকে রাইড করা দূরে থাক, টানা বেশিক্ষণ বসে থাকতেও পারে না সে।'

'আসলেই দুর্ঘটনা ছিল ওটা?'

শ্রাগ করল আইনজ্ঞ। 'আমি অন্তত সন্দিহান, তবে প্রমাণ করতে পারব না। বাকবোর্ডের একটা ঘোড়ার পাছায় লম্বা আঁচড় পাওয়া গিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কেউ ইস্পাতের কাঁটাঅলা চাবুক দিয়ে মেরেছে ঘোড়াটাকে।'

'তাই হবে,' তিক্ত স্বরে বলল ম্যাক্স। 'কোন কিছুই দেখছি বাকি রাখেনি ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল রিচমন্ড। চেয়ারে গা এলিয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিল সে, গম্ভীর চাহনিতে ম্যাক্স গ্লিসনকে নিরীখ করছে। 'তুমি যে ওদের পরের টার্গেট, বুঝতে পারছ? পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ার ঝুঁকি ওরা নেবে না। গোলমাল করার আগেই তোমাকে সরিয়ে দেবে। আমার তো মনে হয় ইতোমধ্যে ওদের জন্য দুশ্চিন্তার যথেষ্ট খোরাক জুগিয়ে ফেলেছ তুমি।'

একটু আগে ওকে অনুসরণ করার ঘটনাটা খুলে বলল ম্যাক্স, পকেট থেকে নোট বের করে আইনজ্ঞকে দিল। পড়ার পর সরু হয়ে গেল রিচমন্ডের চোখ। 'উম্‌ম্‌, মনে হচ্ছে ভিমরুলের চাকে ছোট্ট একটা ঢিল পড়েছে। এটাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারি আমরা। কেউ হয়তো খোঁজখবর করার জন্য আসছে, বা সন্দিহান হয়ে উঠেছে।'

চিন্তিত চাহনি ম্যাক্সের। 'কী করতে বলো আমাকে?'

শ্রাগ করল দীর্ঘদেহী লইয়ার, মৃদু হেসে বলল: 'এসবে আমার স্বার্থ নেই, গ্লিসন। বার্ট স্টিভেন্স বা জন গ্লিসনের সঙ্গেও ব্যক্তিগত পরিচয় নেই আমার। তবে অনেক গুজব কানে আসছে এবং বেনেট বা বার্টলেটদের মত কঠিন লোকের কর্তৃত্ব আমার পছন্দ নয়। ওদের স্যাডলের নীচে ছোট্ট এক টুকরো কাঠ বলতে পারো আমাকে, বড়সড় কোন ক্ষতি হচ্ছে না, তবে অস্বস্তিকর অসুবিধাটা মেনে নিয়ে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে ওরা, বেসিনে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে। মানতেই হবে, সামান্য হলেও ওদের খোঁচাতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাকে ভয়ও পায় ওরা।'

"মক্কেল পেয়েছ দু'একজন?'

'মক্কেল?' শব্দ করে হাসল রিচমন্ড। 'একজনও না! পাব বলেও মনে হচ্ছে না! যেখানে বেনেট বা বার্টলেটের মত লোক অন্যদের উপর গায়ের জোর ফলায়, সেখানে আমার মত মানুষের দাম থাকে না। কারণ ওদের বিরুদ্ধে কেউ জিততে পারে না। আর নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করবে কী, বেনেটকে ঘৃণা করতে মহা ব্যস্ত সবাই।'

'সানবনেট শহরে তোমার প্রথম মক্কেল হয়ে গেলাম তা হলে,' মৃদু হাসল ম্যাক্স। 'অস্টিনে গিয়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করবে তুমি। সমস্ত ঘটনা আর কাগজপত্র ওদের সামনে ফেলবে। হয়তো তেমন কিছু হবে না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের সন্দেহ তো হবে। চাই কি প্রতিপক্ষকে একটা ঝাঁকিও দিতে সক্ষম হব আমরা। তবে কাজের কাজ হবে যদি লোকজন এ-সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কথা বলুক সবাই, আলোচনা

করুক। এভাবেই পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠবে, তাতে উপরঅলাদেরও টনক নড়বে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এটাই চায় না বেনেটেরা। নীরবে পার পেতে চাইছে তো, আমরা ওদের কানের পাশে মৌমাছির গুঞ্জন ছড়িয়ে দেব!

'দেখো কদ্দূর করতে পারো। বেনেটের পিছনে কয়েকজন গোয়েন্দা লাগাতে পারলে মন্দ হবে না। আমি জানতে চাই ওরা আসলে কে, আগে কোথায় বা কী ছিল, এখানে কোত্থেকে এসেছে।'

'দারুণ আইডিয়া!' সিধে হয়ে বসল রিচমন্ড। 'কিন্তু অত কিছু করতে গেলে বিস্তর টাকা লাগবে। জিনিসটা নেই আমার কাছে।' ইশারায় দুই কামরার অফিস-কাম-কোয়ার্টারটা দেখাল। 'দু'মাসের বকেয়া পড়ে গেছে। বাড়ির মালিক রেড না হয়ে অন্য কেউ হলে লাথি মেরে বের করে দিত আমাকে।'

সহাস্যে শার্টের বোতাম খুলল ম্যাক্স, কোমরের ভাঁজে রাখা মানিবেল্ট থেকে এক হাজার ডলার বের করে রিচমন্ডকে দিল। 'উত্তরে কিছু গরু বিক্রি করেছিলাম। হিসাব দিতে হবে না, যা খুশি খরচ কোরো। ওখানে যেন সাড়া পড়ে যায়। এদিকের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ কোরো লোকজনের সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়াল আইনজ্ঞ, উজ্জ্বল হয়ে গেছে মুখ। বোঝাই যাচ্ছে কাজটা পছন্দ হয়েছে। 'কী যে খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না তোমাকে! এমন একটা কাজই চাইছিলাম। ভাবতেও পারবে না ওদের জন্য পরিস্থিতি কেমন গরম করে তুলব! এখানে বসে সেই উত্তাপ টের পাবে ওরা! ছ্যাঁকা খেয়ে...' কাশি ওঠায় থেমে গেল সে, কাশতে কাশতে বিকৃত হয়ে গেল মুখ। গম্ভীর দৃষ্টিতে রুগ্ন লোকটিকে দেখল ম্যাক্স।

মিনিট কয়েক পর সুস্থির হতে সক্ষম হলো রিচমন্ড। 'অসুস্থ একজন লোকের উপর বিশ্বাস রাখছ তুমি, গ্লিসন!'

'উঁহুঁ, অসুস্থ নয় একজন লড়াকু মানুষের উপর আস্থা রাখছি,' গম্ভীর স্বরে বলল ম্যাক্স। 'আরেকটা কাজ করতে হবে–ভূমি অফিসে গিয়ে জমির মালিকানার ব্যাপারটা একটু চেক কোরো।'

নীরবে হ্যান্ডশেক করল ওরা। আইনজ্ঞের সাফল্য কামনা করে দরজার দিকে এগোল ম্যাক্স। সন্তর্পণে কবাট সরিয়ে অন্ধকার ক্যাটওঅকে পা রাখল। বাইরের পরিবেশ বেশ ঠাণ্ডা।

ভাল বা মন্দ যাই হোক, লড়াই শুরু হয়ে গেছে, আনমনে ভাবল ও। এখন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভাবতে হবে। কাঠের সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে রাস্তার দিকে এগোল ম্যাক্স। চারপাশে সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েনি বা শব্দও শুনতে পায়নি। দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ। রাস্তা পেরিয়ে লংহর্ন সেলুনে ঢুকল ও।

পুরো সেলুন লোকে গমগম করছে। বার আর ড্যান্স হলে ভিড় বেশি। কয়েকজনের মুখ পরিচিত ঠেকছে, তবে কাউকেই ওর ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো না, বরং ম্যাক্সকে দেখে গম্ভীর, কঠিন এবং থমথমে করে ফেলল মুখ। তিক্ততা ভুলে যাওয়া সত্যি কঠিন। পরাজিত, দুর্বল মানুষ এরা; কিন্তু ভাঙেনি এখনও।

অন্যরা ভাড়াটে গানহ্যান্ড। সচরাচর যা হয়–নিষ্ঠুর ও কর্কশ অভিব্যক্তি মুখে। পোড়খাওয়া কাউহ্যান্ডও রয়েছে। কাজের খোঁজে এসেছে এই শহরে।

ভিড় ঠেলে বারের কাছে পৌঁছল ম্যাক্স।

তিনজন বারকীপ রয়েছে এখন। ফরমাশ দেওয়ার পর মোটকু বারটেন্ডার চোখ তুলে দেখল ওকে। তবে তাকে ফরমাশ দেয়নি ম্যাক্স। খেয়াল করল এগিয়ে এসে সঙ্গীর কানে কানে কী যেন বলল সে। ততক্ষণে ম্যাক্সের গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে তাক থেকে একটা বোতল নামিয়ে এনেছে অন্যজন।

*

এই লোকটা প্রায় শীর্ণদেহী, হাড্ডিসার মুখ। চোখের নীচে সামান্য কালি পড়েছে। মোটকুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল সে, গম্ভীর মুখে বলল: 'দুঃখিত, তোমাকে পরিবেশন করা যাবে না। মানা আছে!'

ঝলসে উঠল ম্যাক্সের হাত। এত দ্রুত যে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগই পেল না বারকীপ। গলার কাছে শার্টের কলার খামচে ধরল দুই আঙুলে, আঙুলের গাঁট লোকটার কণ্ঠার হাড়ের উপর তীব্র চাপ দিচ্ছে, এক হ্যাঁচকা টানে তাকে বারের উপর আছড়ে ফেলল ম্যাক্স।

'জলদি ঢালো!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল ও।

কী যেন বলতে চেয়েছিল লোকটা, কিন্তু ম্যাক্স চাপ বাড়াতে গলায় তীব্র ব্যথা অনুভব করল। যা বলার ছিল, হজম করে ফেলল। মুখ নীল

হয়ে গেছে যন্ত্রণায়। কষ্টেসৃষ্টে মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর ম্যাক্স মুঠোর চাপ সামান্য শিথিল করতে কাঁপা হাতে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। তবে বেশিরভাগ বাইরে পড়েছে। তিনবারের চেষ্টায় অর্ধেকটা ভরতে সক্ষম হলো।

ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে দিল ম্যাক্স। ভোঁতা শব্দে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে, ককিয়ে ওঠার পর মিনিট খানেক বাদে সিধে হলো।

বাম হাতে হুইস্কির গ্লাস তুলে চুমুক দিল ম্যাক্স, পুরো কামরায় শ্যেনদৃষ্টি চালাল। খেয়াল করল চোখাচোখি এড়াতে প্রায় সবাই আগেভাগে দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে।

'সৎ র‍্যাঞ্চারদের সুস্বাস্থ্য কামনায়!' সবাই যাতে শুনতে পায় এমনভাবে বলল ম্যাক্স।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সুঠামদেহী এক লোক। গাট্টাগোট্টা গড়ন, মুখটা কঠিন, চাহনি তীক্ষ্ণ। 'বলতে চাইছ আমাদের কেউ কেউ অসৎ?' উস্কানির সুর লোকটার কণ্ঠে।

'বিলকুল!' একটুও নিচু হলো না ম্যাক্সের কণ্ঠ।

মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল পুরো সেলুন। পোকার টেবিলে চিপ্‌স পড়ার শব্দ থেমে গেছে, ত্রস্ত পায়ে ছুটতে থাকা ওয়েট্রেসরা ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। কান খাড়া করে কথা শুনছে সবাই।

'ঠিকই ধরেছ তুমি!' খেই ধরল ম্যাক্স। 'সৎ র‍্যাঞ্চার ছিল এই তল্লাটে, তবে হয় তারা খুন হয়েছে নয়তো পঙ্গু হয়েছে। আমার চাচা জন গ্লিসন্ খুন হয়েছেন, অথচ খুনিরা ওঁর মৃত্যুকে ফেয়ার ডুয়েল হিসাবে চালানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে—চাচার হাতে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিয়ে!'

'তাই তো ঘটেছে,' বলল একজন। 'আমি নিজে জনের হাতে পিস্তল দেখেছি।'

'কোন্ হাতে ছিল পিস্তলটা?' লোকটার দিকে ফিরল ম্যাক্স।

'ডান হাতে!'

'ধন্যবাদ, পার্টনার!' শান্ত স্বরে বলল ও। 'মৃত্যুর সময় জন গ্লিসনের ডান হাতে পিস্তল ছিল? অথচ শিলো যুদ্ধের পর থেকে পুরোপুরি অকেজো ছিল ওঁর ডান হাত।'

'বলো কী!' ফিরিস্তি দেওয়া লোকটা সভয়ে পিছিয়ে গেল দুই কদম, মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ভিড় থেকে কে যেন বলে উঠল: 'ঠিকই বলেছে ও! এক রত্তি মিথ্যে বলেনি। জন গ্লিসনের ডান হাত বিকলাঙ্গ ছিল। কখনও ডান হাত ব্যবহার করতে দেখেনি ওকে। পিস্তল দূরে থাক, ল্যাসোও ধরতে পারত না।'

ভিড়ের উপর দৃষ্টি চালাল ম্যাক্স, শেষে বিশালদেহীর চোখে চোখ রাখল। গ্রাহাম, বেনেট আর বার্টলেটদের শক্তি খর্ব করার ইচ্ছে ওর। কাজটা এখান থেকে শুরু করা উচিত।

'শিগ্‌গিরই একটা তদন্ত হবে,' চড়া কণ্ঠে ঘোষণা করল ও। 'শুরুটা হবে অস্টিন থেকে, তারপর কর্তৃপক্ষ এখানেও আসবে। তোমাদের কেউ যদি ওয়েব বেনেট বা ফ্রেডি বার্টলেটের কাছ থেকে কোন জিনিস কিনে থাকো, সময় থাকতে থাকতে টাকা ফেরত নিয়ে নাও।'

'বাজে বকছ!' প্রায় ছুটে আসতে উদ্যত হয়েছে বিশালদেহী। চওড়া কাঁধ দুই মানুষ সমান। 'আমাদের কাউকে কাউকে চোর বলছ!'

'শুধু চোর নয়, খুনিও বলছি,' সহাস্যে যোগ করল ম্যাক্স। 'তুমি যেহেতু বেনেটের পেটের একটা কৃমি, কথাটা তোমার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।'

ছুটে এল দানব।

'ব্যাটাকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়ে দাও, বুন!' চেঁচিয়ে উৎসাহ দিল একজন।

*

জেদ বা রাগ ছাপিয়ে সহসা এক ধরনের বুনো উন্মত্ততা অনুভব করল ম্যাক্স গ্লিসন। এক কদম পিছিয়ে এসে হঠাৎ আগে বাড়ল ও, কোমরের পাশে রাখা ডান হাত উপরে উঠে গেল, জবর ঘুসি হাঁকাল। ছুটে আসছিল বুন নামের বিশালদেহী। মোক্ষম ঘুসিটা পেটে পড়তে অঁক করে বিজাতীয় একটা আওয়াজ করল সে, ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিষ্ঠুরভাবে এবার দু'হাত চালাল ম্যাক্স। বাম হাতের ঘুসিতে দুমড়ে গেল বুনের মুখ, ডান হাতেরটা হনুর হাড়ের উপর চামড়া ছিলে ফেলল। আঘাতের প্রচণ্ডতায় টলে উঠল দানব, সামলে নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল, এলোমেলো কয়েক পা ফেলে পিছিয়ে গেল। দর্শকের ভিড়ের কাছে চলে গেছে সে, পড়ন্ত বুনকে ধরে ফেলল দু'জন লোক।

সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে নিজেকে ফিরে পেল সে। দু'পা এগিয়ে এল, বার কয়েক মাথা নাড়ল নিজেকে সুস্থির করে নিতে, তারপর বুনো ষাঁড়ের মত ছুটে এল।

পিছিয়ে গেল না ম্যাক্স, বরং এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হলো। সর্বশক্তি দিয়ে দু'হাত চালাচ্ছে। বাম হাতের বজ্রাঘাতে ঘায়েল করে ফেলল দানবকে। ডান হাতের ঘুসিতে কেটে গেল বুনের থুতনির চামড়া, ডান হাতের জবর ঘুসি ল্যান্ড করল অরক্ষিত নাকে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল বুন, গলগল করে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

নাক ভেঙে গেছে বুনের, হনুর কাছে চামড়া চিরে হাড় স্পষ্ট চোখে পড়ছে। টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে। দু'হাত চালাতে চালাতে এগিয়ে গেল ম্যাক্স। এটা মাত্র শুরু। এই লোকটা ওয়েব বেনেটের হয়ে কাজ করে। জিম বুনকে দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে ইচ্ছুক ম্যাক্স। মারপিট শেষে যখন সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে যাবে ও, পিছনে ওয়েব বেনেটের ভঙ্গুর সামর্থ্যের নমুনা রেখে যাবে।

পরপর দুটো ঘুসি হাঁকিয়ে বুনের মুখ থেঁতলে দিল ম্যাক্স। প্রতিরোধ করার সমস্ত স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে বুন; গতি শ্লথ, মারেও জোর নেই তেমন, কদাচিৎ দু'একটা ঘুসি ছুঁড়ছে যার কোনটাই জায়গামত পড়ছে না, অনায়াসে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে ম্যাক্স।

সমানে একের পর এক ঘুসি চালাতে থাকল ম্যাক্স, তারপর হঠাৎ খেয়াল করল সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে জিম বুন। আসলে মেঝেয় আছড়ে পড়েছে। নিথর পড়ে থাকল, শুধু ককাচ্ছে মৃদু স্বরে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল এক লোক, বুনের কাছে এসে থামল। ওয়েব বেনেট। স্থির দৃষ্টিতে জিম বুনকে দেখল সে, তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল ম্যাক্সের দিকে। চাহনিতে তীব্র ঘৃণা।

'গোলমাল না-পাকিয়ে শান্তি হলো না তোমার?' হিসহিস শব্দে জানতে চাইল সে।

'পাকিয়েছি, তবে তাদের সঙ্গে যারা আমার অনুপস্থিতির সময় ঝামেলাটা শুরু করেছিল, ওয়েব!' সন্তুষ্ট স্বরে জবাব দিল ম্যাক্স, দারুণ স্বস্তি বোধ করছে। ফুরফুরে লাগছে শরীরটা। মারপিটের ক্লান্তিও অনুভব করছে না।

মারপিটের এই ব্যাপারটা সবসময়ই উপভোগ করে ও, বিশেষ করে সেটা যখন যৌক্তিক কারণে হয়। এরচেয়ে সুনির্দিষ্ট কারণ বা

লক্ষ্য নিয়ে কখনও লড়াই করেনি ও। এখন এমনকী অন্য কারও সঙ্গে লড়তেও প্রস্তুত। 'নিরীহ একজন বুড়োর সম্পত্তি চুরি করার আগে আমার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল তোমার, বেনেট!'

'চুরি হবে কেন?' দারুণ বিস্মিত দেখাল বেনেটকে, একেবারে শান্ত মুখ। 'কারও কাছ থেকে কোন কিছু চুরি করা হয়নি, বা জোর করেও কেড়ে নেওয়া হয়নি। প্রশ্নই আসে না! বৈধ এবং আইনসম্মতভাবে নিজেদের সম্পত্তির দখল নিয়েছি আমরা।'

'শিগ্‌গিরই একটা তদন্ত হবে,' সোজাসাপ্টা বলল ম্যাক্স। 'অস্টিন থেকে শুরু করে এখানেও ঘাঁটাঘাঁটি করবে ওরা। সবকিছু ওলটপালট করে ছাড়বে কর্তৃপক্ষ।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল বেনেটের চাহনি, মুখ থেকে দুশ্চিন্তা দূর করতে পারেনি। 'তদন্ত? কেন মনে হলো তোমার তদন্ত হবে?'

ওয়েব বেনেট যে একটা ধাক্কা খেয়েছে তাতে নিঃসন্দেহ ম্যাক্স। 'মনে হচ্ছে, কারণ আমি নিজে ব্যবস্থা করছি, আবেদন করেছি যাতে সত্যি সত্যি তদন্ত হয়। চুরি করেই খালাস, ওই জমি সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখোনি। বেশিরভাগ মামুলি জোচ্চোরদের ক্ষেত্রে এটাই ঘটে, শুধু নিজেদের দিকটাই ভাবে ওরা, এবং নিজের দাবি যৌক্তিক মনে করে। কিন্তু অন্য দিকও যে থাকে। সবসময়! ভজকটটা ওখানেই করেছ!'

সপাটে দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকল ফ্রেডি বার্টলেট। এগিয়ে এসে একে একে জিম বুন, ওয়েব বেনেট আর ম্যাক্সের উপর নজর চালিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। 'কী হচ্ছে এখানে?' শেষে বাজখাঁই কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'গ্লিসন অভিযোগ করছে আমরা নাকি জোচ্চুরি করেছি,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জানাল বেনেট।

ঘুরে ম্যাক্সের মুখোমুখি হলো ল-ম্যান। 'ভারী অদ্ভুত কাণ্ড! ও কীভাবে অভিযোগ করে? খুনের আসামী কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে নাকি? ম্যাক্স গ্লিসন, খুনের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করছি আমি।'

মৃদু শোরগোল উঠল লোকজনের মধ্যে। তলে তলে শীতল আশঙ্কা আর ভয় টের পাচ্ছে ম্যাক্স। 'খুনের অভিযোগ? মাথা ঠিক আছে তোমার?'

'আমারটা ঠিকই আছে,' চালিয়াতির সুরে জবাব দিল মার্শাল। 'তবে তোমারটা দিব্যি খারাপ হয়ে গেছে। এখানে আসার আগে কোথায় ছিলে? উঁহুঁ, মিছে বলে লাভ নেই। আমি বলে দিচ্ছি। মাইক রিচমন্ডের অফিসে গিয়েছিলে। একটু আগে ওকে মৃত পেয়েছি। খুন করা হয়েছে বেচারাকে। তোমার পর আর কেউ দেখা করেনি ওর সঙ্গে। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে ওর অফিসে ঢুকেছিলে, অন্তত দু'জন সাক্ষী আছে, এরা তোমাকে চোরের মত চুপিসারে বেরিয়ে আসতেও দেখেছে।

'ভুল বলিনি, তাই না? যাক্‌গে, মাইক রিচমন্ডকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করছি তোমাকে।'

হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো সেলুন। নির্জলা আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে ওকে দেখছে লোকজন, টের পেল ম্যাক্স। অথচ একটু আগেও কারও কারও সহানুভূতি ছিল ওর প্রতি, কিন্তু এখন প্রায় সবাই খুনি ভাবছে ওকে।

বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষা আর দুর্দান্ত সাহসের কারণে সমীহ করত রিচমন্ডকে, এদের অনেকে রিচমন্ডের কাছ থেকে উপকৃতও হয়েছে। নিজেরা আতঙ্কিত বা ভীত হলেও ওয়েব বেনেট বা ফ্রেডি বার্টলেট সম্পর্কে রিচমন্ডের স্পষ্টবাদিতা উপভোগ করত সবাই। অথচ মানুষটাকে খুন করেছে ম্যাক্স গ্লিসন!

'খুন করার প্রশ্নই আসে না!' প্রতিবাদ করল ম্যাক্স। 'কেন খুন করব ওকে? আমার বন্ধু ছিল ও। আমার পক্ষ হয়ে ওরই তো অস্টিনে যাওয়ার কথা ছিল।'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল ওয়েব বেনেট। 'বলতে চাও তোমার অভিযোগ ওর কাছে গুরুত্বহীন মনে হওয়ায় রিচমন্ড যেতে চায়নি, আর খেপে গিয়ে এক পর্যায়ে ওকে খুন করে ফেলেছ? বুঝলাম রাগের মাথায় গুলি করে বসেছ ওকে।'

'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই,' গম্ভীর স্বরে বলল ফ্রেডি বার্টলেট, হঠাৎ খুব দায়িত্ববান হয়ে পড়েছে। 'আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে তোমার, ম্যাক্স গ্লিসন। কথা দিচ্ছি ন্যায্য ট্রায়াল হবে তোমার।'

নীরবে চারপাশে দৃষ্টি চালাল ম্যাক্স। মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। উঁহুঁ, পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ঘর ভর্তি মানুষ। এদের সরিয়ে দরজা পর্যন্ত যেতে পারবে না। তা ছাড়া, বাইরে কোন ঘোড়া

পাবে কি-না তাও জানে না, তবে দু'একটা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অন্যের ঘোড়া নিয়ে পালাতে গেলে ঘোড়াচুরির দায়ে ঠিক ফেঁসে যাবে। ওর নিজের ঘোড়াটা লিভারি স্টেবলে রয়ে গেছে।

হাল ছেড়ে দিল ম্যাক্স। দেখা যাক কী ঘটে।

ওকে নিরস্ত্র করল ল-ম্যান, তারপর প্রায় ঠেলে দরজার দিকে নিয়ে চলল।

এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে জিম বুন, দরজার পোস্টের সঙ্গে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে। ফুলে-ফেঁপে বেঢপ আকার নিয়েছে থেঁতলানো, রক্তাক্ত ও বিক্ষত মুখ। দুনিয়ার ঘৃণা আর প্রতিহিংসা নিয়ে ম্যাক্সকে ভস্ম করে দিল সে, চিবিয়ে চিবিয়ে শপথ করল: 'আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে! খুব শিগ্‌গিরই!'

*

জেল হাউসটা ছোটখাট। চারটা সেল আর বাইরে এক, কামরার অফিসরূম। খোলা দরজা দিয়ে ঠেলে এক সেলের ভিতর পাঠানো হলো ম্যাক্সকে। ওয়েব বেনেটের সঙ্গে গ্লেন গ্রাহামও জেল অফিসে হাজির হয়েছে।

'অস্টিন থেকে তদন্ত করানোর খায়েশ নিশ্চয়ই এবার মিটে যাবে তোমার?' সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসল ওয়েব বেনেট। 'যদ্দূর জানি ওখানে বেশ কিছু বন্ধু আছে রিচমন্ডের।'

গ্রাহ্য করল না ম্যাক্স, অন্য ভাবনায় ব্যস্ত। মাইক রিচমন্ড খুন হয়েছে! বিশ্বাসই করতে পারছে না ব্যাপারটা। শূন্য দৃষ্টিতে পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

রিচমন্ডের উপর ভরসা করেছিল। নির্জলা সত্যি হচ্ছে ল-ইয়ারকে পাওয়ার পর ওর কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। নিজে যা করতে পারত না, তাই করাতে পারত রিচমন্ডের মাধ্যমে। একটা তদন্ত শুরু হলে অন্তত দুটো সুবিধা পেত ম্যাক্স, এবং সেই সুবিধা নিয়ে আইনী লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে পারত ওয়েব বেনেটকে। এখন আর সম্ভব হবে না, যেহেতু নিরপেক্ষ কোন কোর্টে লড়ার সুযোগ পাবে না।

মাইক রিচমন্ডের মৃত্যুতে বন্ধুহীন হয়ে পড়েছে ও। জেসিকার আচরণ স্রেফ দায়সারা গোছের ছিল, ওর কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা। সত্যি যদি ওয়েব বেনেটের ড্যান্স হলে গান গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, বলতেই হচ্ছে বেশ বদলে গেছে জেসিকা। বার্ট স্টিভেন্স

পঙ্গু। ওকে সাহায্য করবে কি, সম্ভবত নিজেকেও করতে পারছে না। রেড জনসন যতই আন্তরিক হোক, হয়তো পরোক্ষভাবে সাহায্যও করবে ওকে, কিন্তু বেনেট কোম্পানির ভয়ে সরাসরি ওর পাশে এসে দাঁড়ানোর সাহস করবে না।

রিচমন্ডের মৃত্যু ধোঁয়াটে নয়, বরং পরিষ্কার একটা চিত্র তুলে ধরেছে ম্যাক্সের ভাবনায়। ট্রায়ালের সময় হতে হতে পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে ফেলবে প্রতিপক্ষ। ম্যাক্সের পিস্তল দুটো মার্শালের হেফাজতে রয়েছে, দু'তিনটা গুলি খরচা করলে পরে অনায়াসে দাবি করা যাবে ওগুলোর মাধ্যমে মাইক রিচমন্ডকে খুন করা হয়েছে। কোর্টে ম্যাক্সকে ফাঁসিয়ে দেওয়া সহজ কাজ হবে তখন। সাক্ষী যোগাড় করতেও কষ্ট করতে হবে না ওয়েব বেনেটের।

ছোট্ট জানালার সামনে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছে ম্যাক্স। সহসা ভয়ঙ্কর শব্দে বজ্রপাত হলো, পরপরই ঘন কালো আকাশের বুক চিরে দিল নীলচে বিদ্যুৎ, তারপর একের পর এক বজ্রপাত হতে থাকল।

প্রথমে হালকা চালে, মৃদু শব্দে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, তারপর ঝাঁপিয়ে নামল। পড়ছে তো পড়ছেই। কমবে কি, কেবল বাড়ছেই। বৃষ্টি বা মেঘের দূরাগত আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। একেবারে নীরব হয়ে আছে জেল হাউস। নীরব ও শূন্য। লংহর্ন থেকে বাজনার শব্দ আর অতি উৎসাহী খদ্দেরদের উৎফুল্ল চিৎকার ভেসে আসছে কখনও কখনও; তবে তুমুল বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে। কামরার কোণে কটের উপর শুয়ে পড়ল ম্যাক্স, বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

অনেকক্ষণ পর জাগল ম্যাক্স। বৃষ্টি পড়ছে এখনও, তবে ধরে এসেছে কিছুটা। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে অন্য একটা শব্দ কানে আসছে। কান পেতে অনেকক্ষণ শুনল ও, তারপর বুঝতে পারল শব্দের কারণ। শহরের পিছনের শুকনো ওঅশটা কানায় কানায় ভরে গেছে বৃষ্টির পানিতে, তুমুল স্রোতের আকারে বইছে এখন।

অন্ধকার সেলের কটে শুয়ে থাকল ম্যাক্স, আরও একটা শব্দ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। বাইরে হচ্ছে শব্দটা, ওঅশে প্রবাহমান স্রোতের কাছাকাছি কোথাও। কটের উপর উঠে বসল ও, কান পেতে মনোযোগ দিয়ে শুনল; তারপর কট ছেড়ে দ্রুত পায়ে দেয়ালের কাছে

চলে এল।

শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে সেলের কোণে মেঝের নীচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। গত কয়েকদিন বোধহয় বেশ বৃষ্টিপাত হয়েছে, জেল হাউসের কোণে পানি ভর্তি ব্যারেলটাও সেই সাক্ষ্য দেয়। গম্ভীর গুমগুম একটা শব্দ, সেই সঙ্গে মেঝেয় কাঁপন। ম্যাক্স জান বাজি রেখে বলতে পারবে ওর অনুমানই সত্যি।

ফিরে এসে কটের উপর বসল ও। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। ফের উঠে সেলের কোণে চলে এল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তার আলোয় সেলের দেয়াল ও মেঝে নিরীখ করল। দুটোই স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। মেঝে আর দেয়ালে লাথি হাঁকাল ম্যাক্স, কাজ হলো না। ভেজা এবং স্যাঁতস্যাঁতে হলেও যথেষ্ট মজবুত এখনও। ভাঙবে না।

দেয়াল কতটা পুরু? দরজার কথা স্মরণ করল ও, যতটা মনে পড়ছে তা থেকে অনুমান করল দেয়ালের পুরুত্ব আট ইঞ্চির মত হবে। মেঝে কি আরও পুরু? হাঁটু গেড়ে বসে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল আবার, দুই দেয়ালের মধ্যবর্তী পিলার খুঁটিয়ে দেখল। চুন, বালি ও জল মিশিয়ে বিশেষভাবে তৈরি হয় এগুলো, সাধারণ ইটের চেয়ে কোন অংশে কম শক্ত নয়, কিন্তু ভেজা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত নরম ও ঝুরঝুরে হয়ে পড়ে।

পকেট হাতড়াল ম্যাক্স, এমন কিছু নেই যা দিয়ে পিলারটা খুঁড়তে পারবে। পকেট-ছুরি, বাউই, চাবি–সবই নিয়ে গেছে মার্শাল। হঠাৎ আশা জাগল মনে। কোমরের চওড়া বেল্টটা তো আছে! দ্রুত হাতে ওটা খুলে ফেলল ম্যাক্স; ভারী ও চওড়া পিতলের বাকল দিয়ে পিলার খুঁড়তে শুরু করল।

ভিজে আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে পিলার, তবে লাগাতার হাত চালিয়ে যাচ্ছে ম্যাক্স। অমসৃণ মেঝের সঙ্গে সংঘর্ষে হাতের চামড়া ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়, ঘামে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া মুঠি থেকে বেল্টের বাকল পিছলে যাচ্ছে বারবার। ক্লান্তি লাগলেও ভ্রূক্ষেপ করছে না, আশা জাগছে মনে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, সামান্য হাঁপাচ্ছেও; তবে সেটা স্রেফ উত্তেজনার কারণে। পিলারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো তুলে আনছে। মাঝে মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে লাথি চালাচ্ছে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট মজবুত রয়ে গেছে মেঝে, ভেঙে পড়েনি। জিব্রালটারের

মতই শক্ত।

টানা পাঁচ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে ক্ষান্ত হলো ম্যাক্স। বাকল ক্ষয়ে গেছে, কোনভাবেই কাজ চালানো যাচ্ছে না। পিলার বরাবর মেঝে দুই ইঞ্চি খনন করতে সক্ষম হয়েছে। গুঁড়ি আর বুটে লেগে থাকা কাদা যোগাড় করে মেঝের ক্ষতে এমনভাবে লাগাল যাতে স্বাভাবিক মনে হয়। তবে মোটেই স্বাভাবিক হলো না। এবার উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স, সন্তুষ্ট মনে ফিরে এসে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। দারুণ ক্লান্ত লাগছে এতটাই যে শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

*

ভোরবেলায় বাইরে সামান্য নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল ম্যাক্স। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেলের করিডরে ঢুকল ফ্রেডি বার্টলেট, পিছনে জিম বুন বুনের হাতে একটা ট্রে। সামান্য খাবার এবং এক পট কফি। লোকটার মুখ কালসিটে দাগে ভরে গেছে, ফুলে দ্বিগুণ সাইজ পেয়েছে নাকটা, ভুরু আর চোয়ালের চামড়া উধাও হয়ে গেছে কয়েক জায়গায়। চোখে তীব্র ঘৃণা। গরাদের নীচ দিয়ে ট্রে ঠেলে সেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল সে, তারপর চলে গেল। তবে ফ্রেডি বার্টলেটের মধ্যে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে সে, সময় নিয়ে সিগারেট রোল করে ধরাল।

'বুঝলে, গ্লিসন,' চুকচুক করে দুঃখিত হওয়ার ভান করল বার্টলেট। 'তোমার মত ভালমানুষের এমন করুণ পরিণতি সত্যি দুঃখজনক! আফসোস হচ্ছে আমার।'

মুখ তুলে তাকাল ম্যাক্স। 'নিশ্চয়ই! আফসোসে কলজে ফেটে যাচ্ছে তোমার!'

ম্যাক্সের ভর্ৎসনায় ভুরু কোঁচকাল সে। 'তেজ দেখছি এখনও কমেনি তোমার! অত তড়পাচ্ছ কেন? যথেষ্ট ঝামেলা করেছ, তবে তারপরও তোমাকে ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই আমাদের। কোর্টে যদি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারো, হয়তো একটা সুযোগ পাবে। কিন্তু সেই আশায় থাকা ঠিক হবে? পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে কতক্ষণ! তারচেয়ে পকেটে ক'টা ডলার থাকতে থাকতে এ তল্লাট ছেড়ে চলে গেলেই পারো। এখানে থেকে গেলে শুধু ঝামেলাই বাড়বে, শেষে হয়তো বেঘোরে জানটাই খুইয়ে বসবে। সবচেয়ে বড় কথা, ন্যায্য ভাবে র‍্যাঞ্চের মালিক হয়েছে বেনেট। ওকে কোনভাবেই হটাতে

পারবে না॥ না কোর্টে, না গায়ের জোরে। দখল রাখার মত টাকা, প্রভাব আর লোকবল, সবই আছে ওর।'

'দেখা যাবে কতটা জোর ওর।'

'একটুও বাড়িয়ে বলিনি। যে-কোন মূল্যে দখল বজায় রাখবে ও। হয়তো চরম মূল্য দিয়ে সত্যটা জানবে তুমি। ততদিনে ঢের দেরি হয়ে যাবে॥ তারচেয়ে বরং সবকিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছ না কেন?'

'সবকিছু ছেড়ে চলে যাব?' হেসে উঠল ম্যাক্স। 'কীভাবে সম্ভব সেটা? খুনের দায়ে গারদে আটকা পড়েছি, অথচ তুমিও জানো যে অন্য কেউ খুনটা করেছে। ট্রায়ালের সময় গর্ত থেকে ঠিকই ধোঁয়া বেরিয়ে পড়বে॥ যাতে বেরোয় সেটা নিশ্চিত করব আমি।'

ভুরু কোঁচকাল বার্টলেট, চাহনিতে সামান্য শঙ্কা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, ক্ষণিকের জন্য হলেও ঠিকই দেখতে পেল ম্যাক্স। বুঝল ঠিক জায়গায় টোকা দিয়েছে। এ জিনিসটাকে ভয় পাচ্ছে শত্রুপক্ষ, চায় না এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হোক। ম্যাক্সকে গ্যাঁড়াকলে ফেলেছে বটে, তবে চায় না আদৌ কোন ট্রায়াল হোক, কারণ তাতে আসল ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কম জানাজানি হওয়াই ভাল ওদের জন্য॥ ম্যাক্স তল্লাট ছেড়ে চলে গেলেই সবচেয়ে ভাল হয়। স্বেচ্ছায় চলে গেলে তো কথাই নেই, চিরতরে সরিয়ে দিতে পারলেও চলে। আসল কথা হচ্ছে ও না-থাকলেই সবকিছু নিশ্চিন্তে চালিয়ে যেতে পারবে॥

'তাতে শুধু ঝামেলাই বাড়বে। তোমার সঙ্গে সাধারণ লোকও ভুগবে,' প্রতিবাদ করল বার্টলেট। 'বিনিময়ে পাবেটা কী? কিচ্ছু না! ট্রায়াল হতে হতে তোমার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ হাতে পেয়ে যাব, এ-নিয়ে বাজি ধরতে পারো।'

'নিশ্চয়ই॥ জানি যে আমাকে ফাঁসানো হবে।'

'এ ছাড়া আর কী আশা করো?' শ্রাগ করল মার্শাল। 'এমন কিছুই পাওনা তোমার॥ যেমন কর্ম তেমন ফল। যাক্‌গে, স্রেফ উটকো ঝামেলা এড়ানোর জন্য প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে তুমি না-থাকলে সবার জন্যই মঙ্গল হয়। মাথা খাটানোর চেষ্টা করো, আপাগোড়া ভাবো সবকিছু। তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে রাজি থাকলে তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি।'

'সত্যি ছেড়ে দেবে?' তীক্ষ্ণ চাহনিতে তাকে বিদ্ধ করল ম্যাক্স। এক

ফোঁটা বিশ্বাস করেনি কথাটা। বার্টলেট বুক ফাটিয়ে বা জান কবজ করে বললেও বিশ্বাস করত না। হ্যাঁ, ছেড়ে দেবে বটে, তবে ট্রেইলের ধারে এক-দু'জন লোক বসিয়ে দেবে। লাশটা এনে লোকজনকে বলবে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছে আসামী। 'সত্যি যদি ছেড়ে দাও, তা হলে চিন্তা করে···' দ্বিধা করল ম্যাক্স, ফ্রেডি বার্টলেটের মুখ জরিপ করছে। দেখতে চাইছে কী প্রতিক্রিয়া হয়।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মার্শাল, সিধে হয়ে গরাদের কাছে চলে এল। 'আমাকে চেনো তুমি, ম্যাক্স,' নিচু স্বরে বলল সে। 'বিশ্বাস করো, ফাঁসির দড়িতে তোমাকে ঝুলতে দেখে সত্যি খারাপ লাগবে আমার! এটা ঠিক যে ঝামেলা পাকিয়েছ তুমি, আমাদের জন্য পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলেছ। তারপরও সত্যি যদি ভল্লাট ছেড়ে চলে যাও, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে আপত্তি নেই আমার।'

'একটা সুযোগ দাও কেবল,' আন্তরিক স্বরে বলল ম্যাক্স। 'গরাদের ওপারে পা রাখার পর এক মুহূর্তও দেরি করব না, নাক বরাবর ছুটতে থাকব!' সত্যিই তো কথাটা, এক বর্ণ মিথ্যে বলছি না, নিজেকে শুধাল ও।

মিনিট খানেক স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল ফ্রেডি বার্টলেট, তারপর চলে গেল নিজের অফিসে।

সকালটা ঢিমেতালে কেটে গেল। পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছে ম্যাক্স। ওকে মুক্তি দেবে বেনেটরা। ম্যাক্স আশা করছে কালকের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা। যদি সত্যি সত্যি ওকে বেরিয়ে যেতে দেয়, এমনকী পথে যদি অ্যাম্বুশের ব্যবস্থা নাও করে, আসলে কি কিছু করার উপায় আছে ওর? একমাত্র ভরসা মাইক রিচমন্ড খুন হয়ে গেছে। কার্যকরী সাহায্য শুধু ওই একটা লোকের কাছ থেকে পেতে পারত। ওর জন্য প্রতিটি পথ রুদ্ধ। আইন, লোকবল এবং ক্ষমতা—সবই প্রতিপক্ষের করায়ত্ত্বে।

গ্রেফতার হওয়ার আগে সেলুনে বলা ওর কথাগুলো কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে লোকজনের মধ্যে। কেউ কেউ সন্দিহানও হয়ে উঠবে, বেনেট-গ্রাহামদের দাবি আগের মত আর গুরুত্ব পাবে না। জিম বুনকে ম্যাক্সের হাতে মার খেতে দেখে কেউ কেউ খুশি হয়েছে, স্বভাবতই এরপর রিচমন্ডের খুনের অভিযোগে ম্যাক্সের গ্রেফতার হওয়াকে ষড়যন্ত্র

হিসাবে দেখবে এরা। তবে তারপরও এ-নিয়ে প্রতিবাদ বা বিরোধিতায় সোচ্চার হবে না কেউ, অন্তত কারও নেতৃত্ব ছাড়া। ফাঁসিতে ঝুলে বা বেঘোরে মারা পড়ার খায়েশ নেই কারও।

দুপুরে বার্টলেটের দেখা পাওয়া গেল। 'আগামীকালের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলব,' গরাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে জানাল সে।

বিকালটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল ম্যাক্স। প্রায় সারাটা দিন বৃষ্টি হয়েছে। মাঝে মধ্যে থেমেছিল, তবে স্রেফ কয়েক মিনিটের জন্য। পুরো তল্লাট বৃষ্টিতে সয়লাব হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, ট্রেইল কর্দমাক্ত হয়ে যাবে। জেল হাউসের পিছনের ওঅশে ভরা স্রোত, শব্দটা এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে ম্যাক্স। সেল থেকে বড়জোর ত্রিশ গজ দূরে হবে ওঅশটা।

সন্ধ্যার পর সাপার পরিবেশন করা হলো। খেয়ে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল ম্যাক্স। দক্ষ একজন লইয়ার আর সৎ জজ থাকলে কোর্টে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারত ও। গোপন একটা চমক রয়ে গেছে হাতে, আরও একটা পেলে অনায়াসে কাজ সেরে ফেলতে পারত।

জেল হাউস পুরোপুরি নীরব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর কাজে নেমে পড়ল। মাঝে মধ্যে লংহর্ন থেকে বাজনা আর হৈচৈ-এর আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রায় সারাদিন ধরে মেঝের নীচ দিয়ে পানি বয়ে গেছে, এতক্ষণে প্রমাণ সাইজের একটা গর্ত হয়ে যাওয়ার কথা। কামরার কোণে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ম্যাক্স, পকেট থেকে লুকিয়ে রাখা কাঁটাচামচ বের করল। দুপুরে খাবারের ট্রে থেকে সরিয়ে রেখেছিল ওটা।

কীভাবে ম্যাক্স গ্লিসনকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে রাজি করাবে আর কীভাবে জেল থেকে বের করে দেবে, সেই ভাবনায় এত ব্যস্ত ছিল ফ্রেডি বার্টলেট যে খাবারের ট্রেতে কাঁটাচামচের অনুপস্থিতি তার চোখেই পড়েনি।

*

প্রথমে চুন-বালির গুঁড়ো আর কাদার আস্তর সরিয়ে গর্তটা বের করল ম্যাক্স, তারপর দ্রুত হাতে ওটাকে বড় করতে শুরু করল। লাগাতার বৃষ্টিতে বেশ নরম হয়ে গেছে মেঝে। টানা এক ঘণ্টা কাজ করার পর ঘরের আরেক কোণে জমিয়ে রাখা বালতির কাছে এসে পানি পান

করল, তারপর বাঙ্কের উপর ক্লান্ত দেহ চাপিয়ে দিল। বিশ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজ শুরু করল।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে পাথরে আঘাত করল ম্যাক্স। মেঝে দেবে গেল খানিকটা। হাঁটু বাঁকিয়ে এবার ছোট ছোট লাফ দিতে শুরু করল ও, কয়েকবার দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সপাটে হাঁটু নামিয়ে আঘাত করল। পাথরের বাধা এমন হঠাৎ করে ভেঙে পড়ল যে ভারসাম্য হারিয়ে গর্তে পড়ে গেল ম্যাক্স। সামলে নিয়ে গর্ত থেকে উঠে পড়ল, তারপর দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ঝুঁকে পড়ল গর্তের উপর। ছয় ইঞ্চি নীচে পানির লেভেল দেখা যাচ্ছে! ম্যাক্সের অনুমান পানি এখানে বেশ গভীর।

খুঁটিয়ে আরেকবার দেখে নিল ও, মুহূর্ত খানেক অপেক্ষা করে গর্তে দুই পা নামিয়ে দিল। পায়ে স্রোতের তীব্র ধাক্কা টের পেল ম্যাক্স। মেঝের কিনারা চেপে ধরে শরীর গর্তে নামিয়ে দিল ও, শেষে পুরোপুরি ছেড়ে দিল। শরীরে ঝাঁকি অনুভব করল, টের পেল স্রোত টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। দূরে এক পলকের জন্য আলোকিত একটা জানালা চোখে পড়ল, তারপর পানির স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে এগিয়ে চলল। মরিয়া চেষ্টায় দু'হাত চালাল, কিছু একটা ধরতে চাইছে। ঠিকমত নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, বাতাসের অভাবে বুক ভারী হয়ে গেছে; কিন্তু শূন্যে ঠেকছে হাত। ধরার মত কিছুই নেই।

অনুমানের উপর নির্ভর করে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ে একদিকে এগিয়ে চলল ম্যাক্স, আশা করছে ওদিকে কোথাও ওঅশের কিনারা থাকবে। আট ফুট উঁচু তীব্র পানির স্রোতের সঙ্গে লড়তে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। শুধুই পানির গর্জন কানে আসছে।

স্রোত টেনে নিয়ে চলল ওকে। টের পেল উঁচু থেকে নীচে পড়ল এবার। পানির গভীরে ডুবে গেল শরীর। মুহূর্তের জন্য বাতাস টেনে নিতে পেরেছিল, নইলে এতক্ষণে বুক ফেটে যেত। প্রাণপণ চেষ্টায় পানির উপরে ওঠার প্রয়াস পেল, সফল হওয়ার পর সামনে গাঢ় একটা কাঠামো দেখতে পেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ফের পানির স্রোত দানবীয় আক্রোশে হামলে পড়ল ওর উপর। শরীরের প্রতিটি হাড়ে ঝাঁকি দিয়ে টেনে নিয়ে চলল অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে। স্রোতের তীব্রতা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। অন্ধকারে হাতড়াল ম্যাক্স, গাছের একটা মূল ধরতে

সক্ষম হলো।

মূল নয়, ডাল ওটা। বিশাল এক কটনউডের ডাল মাত্র। ভেঙে পড়ার পর পানির সঙ্গে তীব্র বেগে ছুটছে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওটার উপর চেপে বসল ম্যাক্স, গুঁড়িটাকে স্যাডলের মত ব্যবহার করছে। ভাগ্যিস, পানির স্রোতে উল্টে যায়নি ওটা।

অন্ধকারে এগিয়ে চলল ডালটা, সেই সঙ্গে ম্যাক্সও। ঠিক কী ঘটেছে অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না ওর। শহুরে দালানের পিছনে দীর্ঘ নালা ছিল, দালানগুলোর মধ্যে জেল হাউসও একটা। নালার এক প্রান্তে ছিল ব্লাফ। নালা, ওঅশ আর ব্লাফ মিলে ত্রিভুজ তৈরি করেছে। এক প্রান্তে নালা, অন্য প্রান্তে ওঅশ। শহুরে রাস্তা, বাড়ির ছাদ থেকে নালা হয়ে বৃষ্টির সব পানি ব্লাফে নেমে এসেছে, একইভাবে ওঅশ হয়েও দ্বিগুণ সাইজের স্রোত বয়ে গেছে; তারপর ব্লাফে নেমে গিয়ে খরস্রোতা নদীর রূপ পেয়েছে।

বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। তারই আলোয় ক্ষণিকের জন্য সামনে বিক্ষুব্ধ জলরাশি আর স্রোত চোখে পড়ল ম্যাক্সের। একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়েছে যেন, এমন গতিতে ছুটছে পানির প্রবাহ! একশো গজ দূরে ক্যাথেড্রাল গিরিখাত, জানা আছে ওর। অসংখ্য বোল্ডার আর পাথরখণ্ডে ভরা ক্যানিয়নের শুরুতে গভীর একটা খাদ।

গাছের ডালটা ছেড়ে দিতে হবে, নইলে ওটার সঙ্গে গিরিখাতে গিয়ে পড়বে। পানির স্রোতের সঙ্গে চলমান গাছের ডাল গিরিখাতে পড়তে দেখেছে ও, উচ্চতা আর পানির তীব্র স্রোত নীচের পাথুরে জমির উপর আছড়ে ফেলে গাছের ডালকে, মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় ওটা, ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আর সবশেষে গিরিখাতের ওপাশে বিস্তীর্ণ খাদের বুকে বিলীন হয়ে যায়। এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুটা হলেও নিরাপত্তা দিচ্ছিল ওকে গাছের ডালটা, তবে এখন আর ওটার উপর নির্ভর করা যাবে না। গিরিখাতে আছড়ে পড়লে ডালের সঙ্গে ও-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হঠাৎ স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা খেল ডালটা, পানি এবং ফেনা ছিটকে এসে পড়ল ম্যাক্সের নাকে-মুখে, সারা শরীরে। সংঘর্ষ ও স্রোতের ধাক্কায় ঘুরে গেল ডাল, নালার বাঁকের মুখে এসে শেষ প্রান্ত ক্ষণিকের জন্য আটকে গেল কিনারার সঙ্গে। সামনে আরও একটা বাঁক, তারও কয়েক হাত সামনে ক্যাথেড্রাল। স্রোতের তীব্র গর্জন এখান থেকে

শোনা যাচ্ছে। আবার ঝাঁকি খেল ডালটা, নালার বাঁকের মুখে জমে থাকা আবর্জনা আর ভাসমান ডালপালা সরিয়ে দিয়ে নিজেই চক্কর কাটতে শুরু করল।

স্রেফ ক্ষণিকের জন্য, দ্বিমুখী স্রোতের কারণে এটা ঘটছে, অনুমান করল ম্যাক্স, একটু পর তুমুল বেগে গিরিখাতের দিকে এগিয়ে যাবে ওটা। ডাল ছেড়ে দিয়ে নালা থেকে উঠে পড়ার তাগাদা অনুভব করছে ও। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। প্রাণপণ চেষ্টায় হাত বাড়াল, শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে স্রোত ঠেলে এগিয়ে গেল কিনারার দিকে। মরে যাওয়া একটা কটনউডের মূল ভাসছে পানিতে, খড়কুটোর মত ওটাই আঁকড়ে ধরল। মূলের সঙ্গে শরীর পেঁচিয়ে নিল ও, মিনিট খানেক বিশ্রাম নিয়ে এবার নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল।

নালার বাঁকে মূলের কারণে অনেক আবর্জনা জমেছে। পাত্তা না-দিয়ে এগিয়ে চলল ম্যাক্স। পড়ে থাকা কটনউডের একটা ডাল চেপে ধরার পর নিশ্চিন্ত বোধ করল। এবার বোধহয় বেঁচে গেল!

*

অনেক অনেকক্ষণ পর উঠে বসল ম্যাক্স গ্লিসন। ডান পায়ে যেন কী হয়েছে ওর! নড়তে গিয়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করছে, আর এমনিতে অনুভূতিহীন মনে হচ্ছে কোমরের নীচে পুরো পা। ক্রল করে পাথরসারি পেরোল ও, কাদামাখা জমি পেরিয়ে কয়েকটা গাছের আংশিক আশ্রয়ের দিকে এগোল।

নিরাপদ আশ্রয় আর একটা অস্ত্র দরকার ওর। বৃষ্টি বন্ধ হলেই ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে বার্টলেট, পাসি নিয়ে পুরো এলাকায় চিরুনি অভিযান চালাবে। ওকে মৃতও ভাবতে পারে, তবে শতভাগ নিশ্চিত হতে চাইবে। আশ্রয়, খাবার এবং বিশ্রাম ছাড়া আপাতত আর কিছু চাওয়ার নেই ম্যাক্সের। জানা দরকার আঘাত কতটা গুরুতর। কিন্তু যাবে কোথায়?

জেসিকার কাছে সাহায্য পাবে? উঁহুঁ, অতটা পথ যেতে পারবে না। সঙ্গে ঘোড়াও নেই। রেড জনসনের কাছে গেলে হয়তো সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু কীভাবে সাহায্য করবে কিংবা আদৌ করবে কি-না, জানা নেই ম্যাক্সের।

জনসনের সঙ্গে মাইক রিচমন্ডকেও মনে পড়ল ওর। একটা জায়গা আছে! রিচমন্ডের অফিসে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সেলুনের ওপরে

কোয়ার্টারে যেতে সক্ষম হবে কীভাবে?

সৌভাগ্যক্রমে নালার যে-দিকে শহর, ঠিক সেদিকেই উঠে এসেছে ম্যাক্স, খেয়াল করল ও। বড় একটা ঝামেলা বেঁচে গেল। নালা পেরোতে হবে না। পুরো শরীর আড়ষ্ট, চাপ চাপ ব্যথায় কাতর ও, নড়াচড়া করলেই ডান পায়ের ব্যথা অসহ্য ঠেকছে। ইচ্ছে করছে এখানে পড়ে থাকে। অজ্ঞান হয়ে যেতে পারলে ভাল হত, সমস্ত যন্ত্রণা আর দুর্ভোগ থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ছুটি মিলত। কিন্তু সেক্ষেত্রে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তা ছাড়া, ক্ষতের শুশ্রূষা দরকার। বৃষ্টিতে টানা ভিজতে থাকলে শেষে সংক্রমণ হয়ে যেতে পারে।

সময় নষ্ট করা যাবে না। যত কষ্টই হোক যেতে হবে। কতক্ষণ আগে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল ধারণা নেই ওর, এখন ক'টা বাজে তাও জানে না, তবে এটা জানে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। বর্তমান অবস্থায় কয়েকশো গজ কয়েক মাইলের সমান। ধীরে-সুস্থে হলেও এগোতে হবে। আর সতর্ক থাকতে হবে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, তবে ইতোমধ্যে ভিজে একসা হয়ে গেছে বলে পরোয়া করছে না ম্যাক্স।

গন্তব্যে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগল জানে না ও। দূরত্বের হিসাবও করতে পারেনি। শহর থেকে হয়তো মাইল খানেক দূরে ছিল, কিংবা তারও কম। কখনও পায়ে হেঁটেছে, কখনও ক্রল করেছে, কখনও স্রেফ গড়িয়ে এগিয়েছে। একসময় শহরের কিনারায় পৌঁছল। বাড়ির পিছনের খোলা জায়গা হয়ে মাইক রিচমন্ডের কোয়ার্টারের পিছন দরজা দেখতে পেল। ক্রল করে, এক ধাপ এক ধাপ করে সিঁড়ি টপকাল।

ভাগ্যিস, দরজাটা খোলা রয়েছে। নইলে তালা ভাঙার মত শক্তিও নেই ওর।

অন্ধকার কামরায় ঢুকে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ম্যাক্স। কান পেতে শব্দ শুনল। বৃষ্টির লাগামহীন ছন্দময় আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নেই। লংহর্নের বাজনাও থেমে গেছে এখন, নেই মাতাল বা অতি উৎসাহী খদ্দেরদের চিৎকার।

চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল ম্যাক্স। কিছুটা হলেও অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে। আবছা ভাবে দেখতে পেল জানালাহীন কামরা এটা, তবে একেবারে ছাদের কাছে ছোট্ট একটা জানালা রয়েছে। জানালা না-বলে খুপরি বলাই ভাল। ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। আন্দাজের উপর ড্রয়ার হাতড়াল ম্যাক্স, মোমবাতি ও দেয়াশলাই পেয়ে ধরাল।

ভেজা কাপড় খুলে রিচমন্ডের একটা তোয়ালে দিয়ে বিক্ষত পা বাদ দিয়ে পুরো দেহ মুছল ও। আরেক ড্রয়ারে বোতল আর গ্লাস পেয়ে অর্ধেকটা গলায় ঢালল। ধীর পায়ে বিছানার কাছে চলে এল ম্যাক্স, কিনারায় বসে আহত পায়ের দিকে মনোযোগ দিল।

দেখেই আঁতকে উঠল। অন্ধকারে গাছের মূল বা ডালের সঙ্গে লেগে বা অন্য কোনভাবে সংঘর্ষে পায়ের পিছনের পেশি ছিঁড়ে গেছে। বেশ বড় ক্ষতটা। ধমনীর ক্ষতি হয়নি, তবে সামনের দিকে পায়ের বড় হাড়টা ছড়ে যাওয়া চামড়ার ফাঁকে স্পষ্ট চোখে পড়ছে। চারপাশের চামড়া, থেঁতলানো। যতটা সম্ভব ক্ষত পরিষ্কার করার পর রিচমণ্ডের ধোওয়া একটা শার্ট দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল ম্যাক্স।

ক্লান্ত দেহ বিছানায় চাপানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ও। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও পরে মনে করতে পারল না। জেগে উঠে সামনের কামরার দরজার নীচ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া সূর্যের আলো দেখে চমকে উঠল। ডান পায়ে লাগাতার যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে, আড়ষ্ট লাগছে। নড়তে গেলে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। কামরার এক কোণে লম্বা এক টুকরো বেত পেয়ে ওটাকে ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার কাছে চলে এল ম্যাক্স।

সামনের কামরায় সব জানালার পর্দা তুলে দেওয়া, তাই পুরো ঘর সূর্যের আলোয় আলোকিত। বৃষ্টি উধাও হয়ে গেছে। জানালা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও রাস্তার একটা অংশ চোখে পড়ছে, আর প্রথম যাকে দেখতে পেল সে হচ্ছে ওয়েব বেনেট। লংহর্ন সেলুনের পোর্চে দাঁড়িয়ে গ্লেন গ্রাহামের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা। আরও একজন আছে গ্রাহামের সঙ্গে। গোঁফঅলা সেই লোকটা, যাকে বার-জি র‍্যাঞ্চে দেখেছিল ম্যাক্স।

হঠাৎ সবকিছু মনে পড়ে গেল। যে-কোন একটা অস্ত্রের খোঁজে তালাশ শুরু করল ম্যাক্স। সামনের কামরায় টেবিলের একেবারে নীচের ড্রয়ারে একজোড়া ঝকঝকে কোল্ট পেয়ে দারুণ খুশি হয়ে উঠল। কোল্টের নলে রুপোর প্রলেপ দেওয়া, হাতল আইভরির। হোলস্টারসহ গানবেল্ট কোমরে জড়াল ও। একটু তালাশ করতে পিছনের কামরায় দরজার পাল্লার আড়ালে রায়ট বন্দুক আর একটা হেনরি রাইফেল পেয়ে গেল। সব অস্ত্রের অ্যামুনিশন ও মেকানিজম পরখ করল। প্রতিটির জন্য কয়েক বাক্স করে কার্তুজ রয়েছে। পয়েন্ট ফোর-

ফাইভের বাক্স খালি করে সব কার্তুজ পকেটে ভরল ম্যাক্স। মাইক রিচমন্ডের একটা ট্রাউজার পরনে। ডাবল-ব্যারেল শটগানের বেশ কিছু শেল জ্যাকেটের পকেটে ভরল।

ক্লান্ত বোধ হওয়ায় বসে পড়ল ম্যাক্স, হাত-পা কাঁপছে থরথর করে।

খুব বেশি সময় পাবে না। দ্রুত কাজ সারতে হবে। বেশিদিন থাকা যাবে না এখানে। আগে-পরে কেউ না কেউ আসবেই। ম্যাক্স যে এখানে আছে চিন্তাটা কারও মাথায় খেলবে, কিংবা ওর মতই আশ্রয় নিতে কেউ আসতে পারে। ম্যাক্সের উপস্থিতি সম্পর্কে জানে না বলে অন্য কাউকে এই কোয়ার্টার ভাড়াও দিয়ে ফেলতে পারে রেড জনসন।

ভাল করে দরজা বন্ধ করল ম্যাক্স। খুঁজতে গিয়ে বাসি হয়ে যাওয়া পাউরুটি আর কিছু মাখন পেয়েছে। বাছ-বিচার করার সুযোগ বা সময় কোনটাই নেই। যা পেয়েছে তাই সই। খেয়ে কটে লম্বা হলো ও। লাগাতার টনটনে ব্যথা হচ্ছে বিক্ষত পায়ে। না-দেখলেও বুঝতে পারছে উপযুক্ত শুশ্রূষা দরকার ওর।

ফের ঘুম ভাঙার পর কামরার একটু ভিতর থেকে রাস্তায় নজর চালাল ম্যাক্স, এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যাতে বাইরে থেকে ওকে চোখে না-পড়ে। জানালা থেকে দূরে রয়েছে।

দুপুর গড়াচ্ছে। রাস্তার কয়েক জায়গায় লোকের জটলা। দিনের এসময়ে এত লোকের সমাগম হওয়ার কথা নয়। কয়েকজনকে চিনতেও পারল ম্যাক্স। এলাকার পুরানো বাসিন্দা। দু'বার বার্টলেটকে আসা-যাওয়া করতে দেখেছে, মার্শালের হাতে একটা ডাবল ব্যারেল শটগান।

লংহর্নের সামনে সময় কাটাচ্ছে জিম বুন আর গোঁফঅলা। সঙ্গে আরও দু'জন আছে, এদেরকে স্টিভেন্সদের র‍্যাঞ্চে দেখেছে ম্যাক্স।

*

দুপুরে আবার পাউরুটি আর মাখন খেল ম্যাক্স। সবে খাওয়া শেষ করেছে, এসময় জানালা দিয়ে দেখতে পেল রাস্তার মোড় ঘুরে এদিকে আসছে একটা বাকবোর্ড। চালকের আসনে চোখ পড়তে লাফিয়ে উঠল ওর কলজে। জেসিকা স্টিভেন্স নিজে চালাচ্ছে বাকবোর্ডটা। পাশে বসা বার্ট স্টিভেন্সকে বয়স্ক আর রুগ্ন দেখাচ্ছে। বেশিরভাগ চুল সাদা হয়ে গেছে। তাজ্জব ব্যাপার, বার্টের কোমরে একটা পিস্তল রয়েছে!

একটা কিছু ঘটে গেছে। সেটা যাই হোক, তার ফলাফল প্রত্যক্ষ

করছে ম্যাক্স। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বিস্ফোরন্মুখ হয়ে গেছে পরিস্থিতি। এসবের মাঝে ওর কী অবস্থান, জানা নেই ম্যাক্সের। তবে এটা জানে জেল পালানো আসামী ও, দেখা মাত্র ওকে গুলি করার এক্তিয়ার রয়েছে স্যার্টলেট বা জিম বুনের। লংহর্নের পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকা বুনের বুকে একটা ব্যাজ দেখেছে ম্যাক্স, তারমানে বুনকে ডেপুটি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদিকে ওয়েব বেনেটের তৎপরতা দেখে মনে হয়েছে ম্যাক্সকে খুঁজে না-পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা। দুশ্চিন্তা করছে।

দিনটা কোন ঘটনা ছাড়াই কেটে যাচ্ছে। বাঙ্কে শুয়ে পড়ল ম্যাক্স, আরও একবার পিস্তল দুটো পরখ করার পর চোখ বুজল। দেনা-পাওনা বুঝে নেওয়ার সময় কাছিয়ে আসছে, অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে। হয়তো যে-কোন মুহূর্তে ঘটে যাবে ব্যাপারটা। অমসৃণ প্ল্যাঙ্কের সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ভাবছে ম্যাক্স, আর নিজের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে।

সহসা সিঁড়িতে পদশব্দ শুনতে পেল।

ঝট করে উঠে বসল ও, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যথার স্রোত বয়ে গেল ডান পা দিয়ে। অযথাই ভয় পেয়েছে! পিছনের সিঁড়িতে নয়, সামনের সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে কেউ। বেতের ছড়ি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনের কামরায় চলে এল ও, জানালা দিয়ে দৃষ্টি চালাতে দেখতে পেল লোকটাকে। জেসিকা স্টিভেন্স!

কেন এখানে এসেছে মেয়েটা?

দরজার নব ধরে মোচড় দিল জেসিকা। ভিতর থেকে চাবি ঘুরাল ম্যাক্স, দরজা খুলে গেল। সামান্য দ্বিধার পর ভিতরে পা রাখল মেয়েটি। দু'জনের দৃষ্টি একত্র হওয়া মাত্র বিস্ফারিত হয়ে গেল জেসিকার আয়ত চোখ, পুরো মুখ এমনকী ঠোঁটও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'তুমি!' নিঃশ্বাস আটকে বলল জেসিকা। 'ওহ্, ম্যাক্স! এখানে কী করছ তুমি? ছিলেই বা কোথায়!'

এগিয়ে এল মেয়েটি।

পিছিয়ে গিয়ে বিছানার কিনারায় বসে পড়ল ম্যাক্স। 'দাঁড়াও। আমি যে এখানে আছি জানে ওরা?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল।

'না! ক'দিন আগে, খুন হওয়ার আগে, মাইক রিচমন্ডের কাছে কিছু কাগজ রেখে গিয়েছিলাম, ওগুলোর খোঁজে এসেছি।'

'তোমার ধারণা ওকে আমিই খুন করেছি?'

'মাথা খারাপ!' চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল জেসিকার। 'হয়েছে কী তোমার, ম্যাক্স? আমাকে কি আর ভাল লাগে না?'

'তোমাকে ভাল লাগে কি-না?' তিক্ততায় বেঁকে গেল ম্যাক্সের ঠোঁট। 'সাহস আছে তোমার, মেয়ে; নইলে প্রশ্নটা করলে কীভাবে? ফিরে এসে জানলাম আমার পছন্দের মেয়েটা সস্তা এক সেলুনে নাচবে! শুধু কি তাই? আরও...'

'স্রেফ টাকার জন্য, ম্যাক্স, এছাড়া উপায় ছিল না আমার,' শান্ত স্বরে বলল জেসিকা। 'বাবার চিকিৎসা দরকার, অথচ হাতে টাকা নেই। র‍্যাঞ্চের সঙ্গে সমস্ত সম্পত্তিও বেহাত হয়ে গেছে আমাদের। মি. বেনেট নিজেই কাজের প্রস্তাবটা দিয়েছে আমাকে, কথা দিয়েছে আমার কোন অপমান হতে দেবে না-ও।'

'যদি সে নিজেই অপমানটা করতে চায়?'

'ওকে সামলাতে পারব আমি,' বিস্মিত দৃষ্টিতে ম্যাক্সকে দেখছে জেসিকা। 'হয়েছে কী, ম্যাক্স? বসে আছ কেন? চোট পেয়েছ?'

'পায়ে জখম হয়েছে,' জেসিকাকে এগোতে দেখে মাথা নেড়ে নিষেধ করল ম্যাক্স। 'উঁহুঁ, ওটা নিয়ে ভাবার সময় নেই এখন। শহরে লোকজন কী ভাবছে? আমার সম্পর্কে ওদের কী মত? শহরে এত লোকজন থাকার কথা নয়। জলদি বলো, হাতে একদম সময় নেই!'

'কারও কারও ধারণা জেল থেকে পালানোর সময় বানের পানিতে ডুবে মারা গেছ তুমি। তবে ওয়েব বেনেট বা বার্টলেটের মনে ধরবে না ধারণাটা। ওরা নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছে। বেশ অস্থির মনে হলো দু'জনকে। শহরে বেশি লোকজন দেখতে পাচ্ছ দুটো কারণে: মাইক রিচমন্ডের ফিউনেরাল, আর আমাদের পুরানো বন্ধুদের কেউ কেউ ভাবছে তোমার মৃত্যুর কারণ বার্টলেট, যেহেতু গারদে আটকা পড়ার পর তোমার মৃত্যু হয়েছে।'

'জেসিকা!' নীচে, রাস্তা থেকে ডাকল ওয়েব বেনেট, কণ্ঠ শুনে চিনতে পেরেছে ম্যাক্স।

'চুপ করে থাকো!' উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স, গাঢ় সবুজ চোখজোড়া কঠিন হয়ে গেছে ওর। 'এখানে আসুক সে, তাই চাই আমি।'

আশঙ্কায় বড়বড় হয়ে গেছে জেসিকার চোখ জোড়া, তর্ক না-করে অপেক্ষায় থাকল। সিঁড়িতে বুটের শব্দ হলো, একটু পর খুলে গেল

দরজা।

'জেসি–' জেসিকার সঙ্গে ম্যাক্সকে দেখে কথাটা শেষ করতে পারল না ওয়েব বেনেট, স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়েছে, এক হাত এখনও দরজার নবে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে ম্যাক্সকে।

'হাউডি, বেনেট!' বলল ম্যাক্স। 'তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে এই মুহূর্তটার অপেক্ষায় ছিলাম।'

কিছুই বলল না ওয়েব বেনেট। প্রায় খোলা দরজা জুড়ে রয়েছে ওর বলিষ্ঠ কাঁধজোড়া, পলকহীন দৃষ্টি ম্যাক্সের উপর স্থির, চাহনি থেকে বিস্ময়টুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'তোমাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল, বেনেট,' মৃদু স্বরে বলল ম্যাক্স। 'প্রথমে তোমার সম্পর্কে আমার ধারণাটা জেনে নাও। তুমি আসলে একটা জোঁক।'

'জোঁক?' হেসে উঠল ওয়েব বেনেট। 'বাঁচার কোন উপায় নেই তোমার। নাকি আছে? রাস্তায় গিজগিজ করছে আমার লোকজন। তোমার কিছু বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষীও আছে, তবে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কেউ নেই ওদের। ওরা জানে না কী করতে হবে, বা কী করা উচিত। অথচ আমার লোকদের নির্দেশ দেওয়াই আছে। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আমার এমন কোন শত্রুতাও নেই। তোমার বন্ধুদের কাছেই শুনলাম চাচার মতই একটু নরম টাইপের লোক তুমি।'

'কখনও ব্ল্যাক জ্যাক প্যারিসের নাম শুনেছ, বেনেট?'

'পিস্তলবাজ? তার সঙ্গে আবার তোমার কী সম্পর্ক? দোস্ত বলে পার পেয়ে যেতে চাও?'

'এখন আর সম্পর্ক নেই, তবে ছিল একসময়। ক্যান্সাসের এল্‌সওয়ার্থের ঘটনা ওটা। পরদিন সকালে একটা কবর খুঁড়তে হলো ওর জন্য। বড্ড শুথ ছিল সে। আমি নরম মানুষ, তাই না? হয়তো একসময় নরম ছিলাম। এখনও কোন কোন পরিস্থিতিতে নরম হয়ে যাই। যাদের কাছ থেকে আমার কথা শুনেছ, ওরা স্রেফ আমার নরম দিকটা দেখেছে। মুদ্রার অন্য পিঠও আছে, তাই না? বেশ ক'বার ট্রেইল ড্রাইভে গিয়ে ইনজুন আর রাসলারদের বিরুদ্ধে লড়েছি। এখানকার লোকজন সেসব দেখেনি, তবে চালাক লোক হিসাবে তুমি অনুমান করে নিতে পারো এ-ধরনের অভিজ্ঞতা একটা লোককে কেমন বদলে দিতে পারে।

'বাদ দাও, তোমাকে এসব বলার জন্য থামাইনি। বলতে চাই তুমি আসলে একটা বোকার হদ্দ। পুঁচকে জোচ্চোরের মত র‍্যাঞ্চ দখল করেছ। তোমার হয়তো জানা নেই, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে বার-জি র‍্যাঞ্চের জমি তল্লাটের অন্য জমির মত নয়, একটু পার্থক্য আছে।'

'কী বলতে চাইছ?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল বেনেট।

'আমি তো জানতাম জোচ্চোররা একটু চালাক-চতুর হয়! এখনও বুঝতে পারছ না?' আমুদে স্বরে বলল ম্যাক্স। 'কাজে নামার আগে একটু খোঁজখবর নেবে না? বার-জি র‍্যাঞ্চটা আসলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আমার চাচার নিজস্ব বা ক্লেইম করা নয়। আমার দাদী ছিল বেস্ক, দাদীর পৈত্রিক জমি উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে আমাদের হাতে। দাদীর উইলে বলা হয়েছে যদ্দিন আমাদের কেউ জীবিত থাকবে, তদ্দিন এই জমি গ্লিসনদের থাকবে, কোন অবস্থাতেই বিক্রি বা বদল করা যাবে না। আর আমাদের কোন বংশধর যদি না থাকে, তা হলে জমির মালিক হবে টেক্সাস সরকার!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওয়েব বেনেট। 'কী বললে? টেক্সাস সরকার?' নিঃশ্বাস আটকে জানতে চাইল সে। 'এ কেমন অদ্ভুত শর্তের কথা শোনাচ্ছ!'

'অদ্ভুত শর্তই, তবে বেশ কার্যকরী, তাই না?' হেসে বলল ম্যাক্স। 'বুঝতেই পারছ, টেক্সাস সরকার জানে কোন গ্লিসন এই জমি বেচতে পারবে না, কিংবা অদলবদলও করতে পারবে না। এখন কেউ যদি এই জমির মালিকানা দাবি করে তাকে নিশ্চয়ই অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কী করে মালিক হলো, কার কাছ থেকে বা কীভাবে কিনল বা নিল। তাই আগে-পরে যখনই হোক, একসময় কর্তৃপক্ষ আসবেই, তোমাকে ছেঁকে ধরবে।'

বিমূঢ় হয়ে গেছে ওয়েব বেনেট, মুখ থমথমে। রাস্তায় অনেক ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। কিছু একটা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে!

*

ম্যাক্সের বাম দিক থেকে কে যেন বলে উঠল: 'তুমি বরং বেরিয়ে যাও, ওয়েব। রাস্তায় লোকজনকে ঠাণ্ডা করতে হবে তোমার, বেশ খেপে গেছে ওরা। ম্যাক্স গ্লিসনকে চাই আমি!'

ঝট করে পাশ ফিরল ম্যাক্স। গ্লেন গ্রাহাম। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট লোকটা। না-তাকিয়েই বুঝল ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে

কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে ওয়েব বেনেট। ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রাহামের চোখে ঝিলিক দেখতে পেল ম্যাক্স। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে, একইসঙ্গে দেয়ালের দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

বদ্ধ কামরার ভিতরে পিস্তলের আওয়াজটা মনে হলো যেন গোলার শব্দ। কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল গুলি, অজান্তে শিউরে উঠল ম্যাক্স। এবার ট্রিগার টানল ও, পরপর দুটো।

দরজার উপর মুখ থুবড়ে পড়ল গ্রাহাম, দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে। বেল্টের বাকলের নীচে জোড়া ফুটো তৈরি হয়েছে। ইচ্ছে করে একটু নিচু টার্গেট স্থির করেছে ম্যাক্স। 'তুমি আমাকে গুলি করেছ!' ফুঁপিয়ে উঠল গ্লেন গ্রাহাম, শ্বাস আটকে গেছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে যেন কোটর থেকে। 'আমাকে···গুলি করেছ!'

'হ্যাঁ, একইভাবে যেমন আমার চাচাকে গুলি করেছিলে তুমি,' শান্ত স্বরে বলল ম্যাক্স। 'তবে পার্থক্য হলো তুমি ন্যায্যের চেয়েও বেশি সুযোগ পেয়েছ, আর চাচা তা পাননি।'

ম্যাক্স টের পাচ্ছে নড়াচড়ার কারণে পায়ের ক্ষতের মুখ খুলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, চামড়ার উপর শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে। জেসিকার দিকে ফিরল ও। 'চলো, নীচে নামতে হবে। ওয়েব বেনেট খুব চালু লোক। উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে লোকজনকে শান্ত করে ফেলতে পারে।'

রাস্তায় তখন লোকজনের মুখোমুখি হয়েছে ওয়েব বেনেট, পাশে ফ্রেডি বার্টলেট। কাছাকাছি জিম বুন ছাড়াও অন্তত আরও ছয়জন রয়েছে। অলসভাবে ঘোরাফেরা করছে, প্রয়োজন হওয়া মাত্র সক্রিয় হবে।

ধীরে ধীরে, সামনের সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামল ম্যাক্স। জেসিকা ওকে সাহায্য করছে। একে একে সবক'টা চোখ ঘুরে গেল ওদের দিকে।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল রেড জনসন। 'ম্যাক্স, অস্টিন থেকে এসেছে এরা,' একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিন অশ্বারোহীর দিকে ইশারা করে বলল সে। 'কীসের যেন তদন্তে এসেছে।'

'মাইক রিচমন্ডের খুনের আসামী ও,' ম্যাক্সকে দেখিয়ে বলল ওয়েব বেনেট। 'জেল ভেঙে পালিয়েছে গতকাল। আর আমি যদি ভুল না-করে থাকি তা হলে এই মাত্র রিচমন্ডের অফিসে আরও একজনকে

খুন করে এসেছে!'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ম্যাক্সকে মাপছে রেঞ্জাররা, একজন ফিরে তাকাল বেনেটের দিকে। 'গ্লিসনদের র‍্যাঞ্চের বিপরীতে তোমরাই ক্লেইম করেছ?'

দ্রুত ঢোক গিলল বেনেট, দৃষ্টি সরিয়ে নিল অন্য দিকে। 'না, না, আমি নই! গ্লেন গ্রাহাম ওই জমির ক্লেইম করেছে। রিচমন্ডের অফিসে ও-ই গিয়েছিল।' ম্যাক্সের দিকে ফিরল সে। বিলকুল বুঝতে পারছে রেঞ্জারদের উপস্থিতিতে ওর খেলা শেষ হয়ে গেছে। তবে নিজেকে বাঁচানোর অন্য উপায়ও আছে!

হঠাৎ চওড়া হাসি ফুটল ওর মুখে। 'আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোন অভিযোগ নেই তোমাদের? থাকার কথাও নয়। গ্রাহাম খুন করেছিল জন গ্লিসনকে, তারপর গ্লিসনের র‍্যাঞ্চের মালিক দাবি করেছে নিজেকে। এরচেয়ে বেশি কিছু জানি না আমি।'

'কিন্তু গ্রাহামকে তুমিই বুদ্ধি যুগিয়েছ!' বিস্ফোরিত হলো বার্ট স্টিভেন্স। 'তুমিই নাটের গুরু! একই কারসাজি করে আমার র‍্যাঞ্চও দখল করেছ!'

'প্রমাণ করতে পারবে?' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বেনেট। 'মুখে বললেই তো হবে না! কাগজপত্রে বা কাজে-কর্মে আমার নাম নেই, তা হলে কীভাবে প্রমাণ করবে সবকিছুর পিছনে আমি আছি? কোন প্রমাণই নেই।'

দৃঢ় পদক্ষেপে একটু দূরে লংহর্ন সেলুনের হিচিং রেইলে বেঁধে রাখা কালো ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে। কেউ কিছু বলছে না, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে। স্যাডলে চড়ল বেনেট। ঘুরে তাকাল ভিড়ের দিকে, মৃদু মৃদু হাসি খেলা করছে মুখে, তবে হাসির আড়ালে উল্লাস চাপা থাকল না। 'আমার বিরুদ্ধে কিছুই পাবে না তোমরা! কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারবে না!'

'ওকে যেতে দিয়ো না!' রেঞ্জারদের অনুরোধ করল বার্ট স্টিভেন্স। 'পুরো দলের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে খারাপ!'

'কিন্তু প্রমাণ ছাড়া ওকে আটকে রাখার অধিকার নেই কারও,' বলল এক রেঞ্জার। 'সব কাগজপত্র পরখ করেছি আমরা, কোথাও ওর নাম বা এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ওকে জড়ানো যায়। যদি সত্যিই এসবে জড়িত থেকে থাকে সে, বলতেই হয় খুবই ধুরন্ধর লোক।'

'তা হলে ঘোড়া চুরির দায়ে গ্রেফতার করো ওকে!' বাতলে দিল ম্যাক্স। 'ওই কালো ঘোড়াটা আমার!'

কঠিন হয়ে গেল ওয়েব বেনেটের মুখ, তবে হাসল সে। 'ফালতু কথা! এটা আমার নিজস্ব ঘোড়া। কোল্ট ঘোড়ার শঙ্কর। আমি নিজে এটাকে বড় করেছি। বুঝতে পারছি, রঙের কারণে তোমার সন্দেহ হচ্ছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কালো সব ঘোড়া দেখতে মোটামুটি একরকম। সেজন্যই ভুল হয়েছে তোমার। পাছায় আমার ব্র্যান্ডটা দেখো, ব্র্যান্ডটা নতুনও নয়।'

দ্রুত পায়ে ঘোড়াটার সামনে চলে এল ম্যাক্স। 'বাটন!' ডাক দিল ও। 'বাটন, এদিকে আয় তো!'

পরিচিত কণ্ঠের শব্দ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরাল ঘোড়াটা।

'বাটন! জলদি এদিকে আয়!'

যেন ডিনামাইট ফাটল। পরিচিত কণ্ঠ আর তীক্ষ্ণ নির্দেশ পেয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, তারপর মাটির উপর প্রায় আছড়ে পড়ল। পুরো শরীরে ঝাঁকি তুলে স্যাডল থেকে ফেলে দিল ওয়েব বেনেটকে।

'বাটন! জলদি ব্ল্যাকিকে নিয়ে আয়!' নতুন নির্দেশ দিল ম্যাক্স।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ছুটল ঘোড়াটা। একটু দূরে হিচিং রেইলের পাশে গ্রাউন্ড হিচিং করে ব্ল্যাকিকে রেখে গিয়েছিল ফ্রেডি বার্টলেট। কাছে গিয়ে ব্ল্যাকির লাগাম কামড়ে ধরল বাটন, তারপর গায়ের জোরে হিচিং পিন মাটি থেকে তুলে ম্যাক্সের দিকে যাত্রা করল।

'বেশ, বোঝা গেল,' হেসে বলল এক রেঞ্জার। 'ওই লোক আসলে ঘোড়াচোর।'

গা থেকে ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল ওয়েব বেনেট, রাগে ফেটে পড়ার দশা। 'ভাবছ পার পেয়ে যাবে? অত সহজ না!' বলেই ড্র করল সে।

বেনেটের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল ম্যাক্স, আশঙ্কা করছিল এমন কিছু ঘটতে পারে। তৈরিই ছিল। বেনেটকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে দেখে নিজেও ড্র করল। জোড়া পিস্তল একইসঙ্গে গর্জে উঠল। ম্যাক্সের কাছাকাছি পোর্চের খিলান থেকে চল্টা ওঠাল বেনেটের গুলি। এদিকে ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল বেনেট, মুখ বিকৃত হয়ে গেছে।

একই মুহূর্তে গর্জে উঠল কেউ: 'বার্টলেট! বুন!'

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মার্শালের মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। ঘুরে কণ্ঠের মালিকের দিকে তাকাল সে, পিস্তলের বাঁটে চলে গেছে হাত। 'মাইক রিচমন্ড!' বিস্ময়ে রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

নিজের কামরার সামনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল মাইক রিচমন্ড। নির্দ্বিধায় গুলি করল সে। একটা, দুটো···তিনটা। ঢলে পড়ল মার্শাল, কাশির সঙ্গে মুখে রক্ত উঠে এসেছে। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে নিজের দুর্ভাগ্যকে। সেলুনের সুইংডোরের উপর আছড়ে পড়ল জিমঁ বুন, তারপর নিথর হয়ে গেল দেহটা।

'আরে, তুমি···' হতবাক হয়ে গেছে ম্যাক্স।

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল দীর্ঘদেহী লইয়ার। 'দারুণ বোকা বানিয়েছি ওদের, তাই না? আমাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা একটু বেশি করছিল ওরা। সেদিনও একজনকে পাঠাল। ব্যাটার মুখটা ভর্তা করে দিলাম শটগান দিয়ে। তারপর ওর কাপড় নিজে পরে অস্টিনে চলে গেলাম। রেঞ্জারদের সঙ্গে এসেছি আমি, তবে শহরের কাছে এসে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। ওদের সঙ্গে কথা ছিল প্রয়োজন না-হলে নাক গলাবে না, আমাদের ব্যাপার আমাদেরকে সামলানোর সুযোগ দেবে।'

'তুমি অস্টিনে যাওয়ায় টেক্সাস সরকারের বেশ কিছু টাকা বেঁচে গেছে,' সহাস্যে বলল এক রেঞ্জার। 'ফ্রেডি বার্টলেট আর ওয়েব বেনেটকে এমনিতেও খুঁজছিলাম আমরা। ওয়ান্টেড বলে ওরা চেয়েছে গ্লিসন ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না হোক। জানত যে ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর করছে রেঞ্জাররা।'

লোকজনের সহায়তায় বেনেট বাহিনীর অন্য সদস্যদের গ্রেফতার করল রেঞ্জাররা।

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ম্যাক্স, পায়ের ব্যথা বিস্মৃত হয়েছে। লইয়ারকে দেখে সত্যি ভাল লাগছে ওর। 'দারুণ খেল্ দেখিয়েছ, পার্টনার! এমন ঘোল খাইয়েছ ওদের, কী বলব!'

'রোজগারের টাকা হালাল করলাম, আর কিছু না,' নিস্পৃহ স্বরে বলল রিচমন্ড। 'তবে কাজটা করে সত্যি মজা পেয়েছি। আর তুমি কম দেখালে কোথায়? জুড়িটা ভালই মিলেছিল আমাদের।'

***

জুলুম

ঢাল বরাবর নীচের ওঅশের উদ্দেশে স্টিল-ডাস্ট স্ট্যালিয়নটাকে চালনা করল টেক গেন্ট্রি। পানি আছে কি-না জানা নেই ওর, তবে আশা করছে হয়তো বিফল হবে না। শিগ্‌গিরই পানি পেতে হবে, নইলে এ-যাত্রায় কম্ম সাবাড় হয়ে যাবে। শেষ পরিণতিটা ওর এবং ঘোড়ার জন্য একই।

নিক কেসেল আর ডেমন ডেশ যদি অন্য কোন সময়ে রক সিটির রাস্তায় উদয় হত, তা হলে হয়তো সমস্যা হত না বা এই দুর্ভোগ ওকে পোহাতে হত না।

কিন্তু একেবারে মোক্ষম সময়ে হাজির হয়েছিল ওরা। সবে তখন সেলুন থেকে বেরিয়ে এসেছিল টেক, চারপাশে পলকের দৃষ্টি চালিয়ে বুঝে গেল উপায় নেই। পাহাড়ী এলাকায় যাওয়ার পথ এবং মুক্তি—দুটোই আটকে রেখেছিল ডেশ আর কেসেল। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল দু'জন, আর টেক ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মরুভূমির উদ্দেশে তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল। সেলুনে জেফ ল্যান্ডারের লাশ পিছনে ফেলে আসার পর রাস্তায় তার দুই দোস্তের সঙ্গে তর্ক করার বা পিস্তল যুদ্ধে নামার খায়েশ হয়নি টেকের, যেহেতু জানত যে ধারে-কাছে ওদের আরও বন্ধু এবং অন্য ল্যান্ডাররা রয়েছে।

জরিয়াতে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার আইডিয়াটা মন্দ ছিল না, তবে একেবারে মাঠে মারা গেছে। মুখের উপর ওকে কাপুরুষ বলে গাল দিয়েছে জেফ ল্যান্ডার, তারপর ড্র করেছে। কথায় যতই চালু হোক, পিস্তলে অত চালু ছিল না জেফ—সত্যটা প্রমাণের পরিণতিতে সেলুনের মেঝেয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে তাকে।

জরিয়ায় ল্যান্ডাররা ভাই-বেরাদার মিলে মোট নয়জন, আর ডেশরা তিন ভাই; ওদের দোসর কেসেলরা চারজন। টেকের বড় দুই ভাই জরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড়ী এলাকায় প্রসপেক্টিং করছিল, টেকের উদ্দেশ্যও ছিল সেদিকে যাওয়ার, কিন্তু পথটা ডেমন ডেশ আর নিক

কেসেল আটকে দেওয়ায় ঠিক উল্টোদিকে ঘোড়া ছোটাতে বাধ্য হয়েছে ও। পরিণতিতে এখন মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে। সঙ্গে এক ফোঁটা পানি নেই। যা ছিল দু'দিন আগে শেষ হয়ে গেছে।

স্ট্যালিয়নটাই এ-যাত্রা বাঁচিয়েছে ওকে। এতে কোন সন্দেহ নেই। ওর পিছু নিয়ে এসেছিল শত্রুপক্ষ, কিন্তু ধরতে পারেনি। মরুভূমিতে বড় হওয়া স্টিলডাস্ট সবক'টা ঘোড়াকে পিছনে ফেলে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে এসেছে টেককে। তারও আগে গর্জনরত দুটো অস্ত্রের গুলিকে ফাঁকি দিয়ে শহর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে। দুর্দান্ত গতি ছাড়াও অফুরন্ত দম আর সহিষ্ণুতা রয়েছে ঘোড়াটার।

শহর থেকে বেরিয়ে নাক বরাবর টানা ছুটেছে টেক, তারপর নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে অ্যালকালি বেসিনের দিকে এগিয়েছে। এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি ওরা, যেহেতু অপেক্ষাকৃত রুক্ষ ও দুর্গম ট্রেইল ওটা, আর গন্তব্য হিসাবে রয়েছে বিস্তীর্ণ ও অভিশপ্ত অ্যালকালি বেসিন। সুস্থ মস্তিষ্কের কোন লোক ওখানে যাওয়ার চিন্তা করে না। কিন্তু টেকের জন্য এটাই একমাত্র উপায় ছিল। জরিয়ায় ওর জন্য অপেক্ষায় থাকত শত্রুপক্ষ, একই কথা দক্ষিণ-পশ্চিমের ট্রেইলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য–যেহেতু ওরা জানে ঘুরপথে ভাইদের ক্যাম্পে যেতে পারে টেক।

মা-র পরামর্শ শুনলে এত ঝামেলায় পড়ত না। ওকে পইপই করে বলেছিল কয়েক যুগ ধরে চলমান এই পারিবারিক যুদ্ধ অন্তত আলোচনার মাধ্যমে নিরসন হওয়ার নয়।

টানা ছুটে চলেছে টেক। মাঝে মধ্যে থেমে স্ট্যালিয়নটাকে বিশ্রাম দিয়েছে, নিকট ভবিষ্যতে ওটার দম আর শক্তি প্রয়োজন হবে বলে কখনও কখনও নিজে হেঁটে এগিয়েছে।

*

বলা চলে প্রায় অন্ধের মত এগোচ্ছে টেক গেন্ট্রি, কারণ সামনে কী আছে এ-ব্যাপারে ওর তেমন কোন ধারণা নেই। শুধু জানে প্রায় আটত্রিশ মাইল দীর্ঘ বেসিন পেরিয়ে যেতে হবে। বেশিরভাগ লোক জানে ওদিকে আশি মাইল পর্যন্ত কোথাও কোন পানি নেই, অথচ টেক যখন যাত্রা করেছে, ওর ক্যান্টিনটা অর্ধেক ছিল।

প্রথম এক ঘণ্টা আকাশে তারা দেখে দিক নির্ণয় করেছে, এরপর সামনে ও হাতের বামে দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল পবর্তশ্রেণীকে

কম্পাস হিসাবে কাজে লাগিয়ে ক্রমে বেসিনের পশ্চিম অংশের দিকে এগিয়েছে।

পশ্চিমে কোথাও গ্যালো গ্যাপ নামে একটা জায়গা আছে। পর্বতের চূড়ার কাছাকাছি সবুজ উপত্যকা আছে ওখানে। পাস হিসাবে একসময় ব্যবহৃত হলেও দুর্গম বলে এখন আর ওদিকে যায় না কেউ। গ্যালো গ্যাপে পৌঁছতে পারলে পানি পাওয়া যাবে। তবে জায়গাটার কথা এক প্রসপেক্টরের কাছে শুনেছে ও, সত্যি-মিথ্যে জানে না।

সকালে বিস্তীর্ণ শুভ্রতার রাজ্যে নিঃসঙ্গ একটা কালিমা হিসাবে নিজেকে আবিষ্কার করল টেক গেন্ট্রি। পুরো এলাকায় অ্যালকালি গুঁড়োর আস্তর পড়ে আছে। মাটি যেন জ্বলন্ত উনুন! সাতসকালে রোদে পিঠ তাতাচ্ছে, ক্ষারের আস্তরে রোদ ঝিকিয়ে উঠছে, যেন লক্ষ লক্ষ আয়না সূর্যের আলো প্রতিফলিত করছে–চোখের জন্য রীতিমত পীড়াদায়ক। চোখ কুঁচকে তাকাল টেক। পাহাড় এখনও অন্তত বারো মাইল দূরে।

চার মাইল পথ বাকি থাকতে ছাপগুলো চোখে পড়ল ওর। চোখ রগড়ে তাকাল, বিশ্বাসই করতে পারছে না। এমন বিরান এলাকায় ওয়্যাগনের ছাপ!

লাগাম টেনে স্টিলডাস্টকে থামাল ও। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেহে স্যাডল ছেড়ে ট্র্যাকগুলো জরিপ করল। ক্ষারের মিহি আস্তরের কারণে আলাদা করা যাচ্ছে না, তবে টেক অনুমান করল চার মিউল বা ঘোড়ায় টানা ওয়্যাগনটা বেশ ভারী।

পুব দিক থেকে এসেছে ওটা, আর এখন উত্তরে মোড় নিয়ে ঠিক ওর গন্তব্যের দিকে চলে গেছে। প্রসপেক্টরের কাছে শোনা গ্যালো গ্যাপের অবস্থান খানিকটা পশ্চিমে, তবে উত্তরেই। হয়তো ওখানেই যাচ্ছে ওয়্যাগনটা।

ওয়্যাগনের ড্রাইভারও কি গ্যালো গ্যাপের কথা জানে? নাকি স্রেফ অবচেতন মনের টানে সেদিকে চলে গেছে, বুঝতে পেরেছে পাহাড় পেরোনোর পথ ওই একটাই? একে একে দু'দিকেই দৃষ্টি চালাল টেক, উঁহুঁ, এমন জায়গায় খেয়ালের বশে চলা যায় না। নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশে গেছে ওয়্যাগনটা।

কোত্থেকে এসেছে? দক্ষিণ-পশ্চিমে জরিয়া থেকে এলে ওটার ছাপ আগেই ওর চোখে পড়ত।

স্যাডলে চেপে আবার যাত্রা করল টেক। সতর্ক, সন্দিগ্ধ। পর্বতশ্রেণীর কিনারে নিচু পাহাড়ের কাছে এসে খেয়াল করল ছড়ানো-ছিটানো পাথরখণ্ড, বুনো ঘাস আর গ্রিজউডের বুক চিরে এগিয়ে গেছে ট্রেইল। উত্তরে এগোচ্ছে ওয়্যাগন। চোখ কুঁচকে যদ্দূর সম্ভব দৃষ্টি চালাল ও, কিন্তু উদ্বাহু নৃত্যরত তাপতরঙ্গ আর উড়ন্ত ধুলো ছাড়া কিছু দেখতে পেল না।

ওয়্যাগন নিয়ে এত ভাবছে যে নিজের সমস্যা বিস্মৃত হয়েছে টেক। এতক্ষণে জেনে গেছে পুব দিক থেকে অ্যালকালি বেসিন পাড়ি দিয়ে এসেছে ওটা। সেক্ষেত্রে হয় মানজানো থেকে, কিংবা অন্য কোথাও থেকে যাত্রা শুরু করেও কনেজো এলাকা পাড়ি দিয়ে উত্তরে বাঁক নিয়ে এখানে চলে এসেছে।

এমন নরকে ওয়্যাগনটার উপস্থিতি রীতিমত ভূতুড়ে ব্যাপার। এরচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা জীবনে কমই দেখেছে টেক। অ্যাপাচি এলাকায় ওয়্যাগন নিয়ে যাতায়াত করে না কেউ, তায় এটা অ্যালকালি বেসিন–অভিশপ্ত মরুভূমি। সম্ভব, কিন্তু তারপরও দ্রুতগতির ঘোড়ায় চড়েও অ্যাল্কালি বেসিন পাড়ি দিতে চায় না নিঃসঙ্গ কোন লোক। ভোগান্তির কথা বাদ দিলেও, ওয়্যাগনের ড্রাইভার সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে বেসিন পাড়ি দিয়েছে। অতি অসাবধানী বলা চলে না, বরং বলতে হয় দুঃসাহসী। নাকি বোকা বলা উচিত?

দিনের আলো কমে আসছে। শরীরের ক্লান্তি একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়ার প্ররোচনা দিচ্ছে ওকে, কিন্তু এগিয়েই চলল টেক। ওয়্যাগনের ড্রাইভার ওকে কৌতূহলী করে তুলেছে, ল্যান্ডারদের ভূত যেহেতু আপাতত ঘাড় থেকে খসিয়ে ফেলতে পেরেছে, তাড়া বোধ করছে না টেক, বরং ড্রাইভারের পরিচয়, দুঃসাহসী এই অভিযানের কারণ বা উদ্দেশ্য জানতে উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছে। টেক ধরেই নিয়েছে লোকটা এলাকায় নতুন এসেছে, নইলে এত বড় ঝুঁকি নিত না।

দিনের আলো যখন ফিকে হয়ে এসেছে, তখন মিউলটাকে দেখতে পেল টেক। ওটাকে দেখে হ্রেষাধ্বনি করল স্টিলডাস্ট, সরে যেতে উদ্যত হলো, কিন্তু হাঁটুর গুঁতোয় একই গতিপথ বজায় রাখল টেক, আরও কাছ থেকে দেখতে ইচ্ছুক। বিশালদেহী ও বলিষ্ঠ ছিল মিউলটা, ট্রেইলের ধারে মরে পড়ে আছে; সারা দেহে দুর্গম বেসিন পাড়ি দেওয়ার চিহ্ন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে শেষ মুহূর্তে উত্তাপ আর

ক্লান্তির কাছে পরাজিত হয়েছে এখানে।

একেবারে কাছে যেতে ট্রাঙ্কটা চোখে পড়ল ওর। দুই পাথরের মাঝে আংশিক লুকানো। স্যাডল ছেড়ে পাথরের কাছে চলে গেল টেক, খুঁটিয়ে দেখল জিনিসটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ মজবুত এবং ভারী; নিশ্চয়ই ওজন কমাতে ফেলে গেছে ওয়্যাগন ড্রাইভার। ঝুঁকে পড়ে ট্রাঙ্কটা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পাবল না টেক। শক্ত করে লাগানো। ট্রাঙ্ক ছাড়াও এক পাশে কয়েকটা চেয়ার আর একটা কাঠের বিছানা পড়ে আছে।

'সম্ভাব্য সব ওজন কমিয়ে ফেলেছে,' চিন্তিত মনে বিড়বিড় করল টেক। 'শিগ্‌গিরই পানি খুঁজে বের করতে হবে লোকটাকে, নইলে নির্ঘাত বাকি মিউলগুলোকেও হারাবে।'

উঠে দাঁড়ানোর সময় ট্রাঙ্কের গায়ের লেখাটা চোখে পড়ল ওরঃ এস.সি. কর্টেস, সেন্ট লুইস, এমও।

'বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে লোকটা,' মন্তব্যের সুরে বলল টেক গেন্ট্রি। সেন্ট লুইস এখান থেকে অন্তত কয়েকশো মাইল দূরের পথ। স্যাডলে চেপে ফের যাত্রা করল ও। পাঁচ মাইল এগোনোর পর ক্যাম্প ফায়ারের আগুনটা দেখতে পেল।

*

দূর থেকে দেখে প্রথমে একটা তারার মত মনে হলো, তবে একটু কাছে যেতে ভূমির কাছাকাছি দেখাল; টেকের অবস্থান থেকে জায়গাটা কিছু উঁচুতে। ট্রেইলটা ক্রমশ পবর্তশ্রেণীর কোলে প্রবেশ করছে, বিস্তৃত ঢালের আকারে উঠে যাচ্ছে। ক্যাম্পফায়ারের ছোট্ট আলোটাকে আলোকবার্তা হিসাবে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলল ও।

ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে থাকতে স্যাডল ছেড়ে এক গুচ্ছ গ্রিজউডের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বাঁধল টেক, তারপর পায়ে হেঁটে এগোল।

ওয়্যাগনের পিছনে হিচিং করা তিনটা মিউল, সবগুলোর লাগাম একত্রে ফস্কা গেরো দিয়ে বাঁধা। আগুনের উপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে একটা মেয়ে। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য শুকনো মেস্কিট ডাল যোগাড় করছে ছোট্ট একটা ছেলে, আট-নয় হবে বয়স। এ ছাড়া আর কেউ নেই। অন্তত টেকের চোখে পড়ছে না।

ঘুরে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ও। স্যাডলে চড়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল। মৃদু স্বরে গান গাইছে ও। টেক জানে বেসুরো

ওর কণ্ঠ, তায় গলা শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে, কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুটোকে ভড়কে দিতে চায় না। আগুনের কাছে পৌঁছল।

কাজ ফেলে ওর দিকে তাকাল ছেলেটা, চোখ বড়বড় হয়ে গেছে। মেয়েটার হাতে পুরানো ফ্রন্টিয়ার মডেলের একটা কোল্ট শোভা পাচ্ছে।

'ঘাবড়িয়ো না, ম্যা'ম,' স্যাডল থেকে নেমে বলল টেক। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমাদের ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

'কে তুমি?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'নাম টেক গেন্ট্রি। তোমাদের ট্রেইল অনুসরণ করে এসেছি।'

'কেন অনুসরণ করেছ?' তীক্ষ্ণ মেয়েটার কণ্ঠ, তবে কেঁপে গেছে। ভয় লুকানোর চেষ্টা করছে। বড়জোর সতেরো হবে ওর বয়স।

'একই পথে যাচ্ছি, এটা একটা কারণ। অন্য কারণও আছে অবশ্য–জানতে ইচ্ছে করছিল এমন রুক্ষ জায়গায় ওয়্যাগন নিয়ে কারা এবং কোথায় যাচ্ছে।'

'সামনে কি কোন গন্তব্য নেই?'

'মানুষের বসতি আছে কি-না যদি তাই জানতে চাও, ম্যা'ম, তা হলে বলি, একশো মাইলের মধ্যেও পাবে না। তবে গুটি কয়েক শ্যাক নিয়ে ছোট্ট একটা শহর আছে। লোকে ওটাকে পাই টাউন বলে।'

'কোত্থেকে এসেছ তুমি?' বড়বড়, আয়ত, মায়াবী নীল চোখ মেয়েটার; গাঢ় চাহনি। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আসায় মলিন হয়ে গেছে মুখ, তবে সাফসুতরো হয়ে এলে এই মেয়ে অপ্সরা হয়ে যাবে।

'জরিয়া থেকে। তবে একা চলতে হলে এ ট্রেইলটাই আদর্শ। জরিয়া শহরটা ল্যান্ডার আর কেসেলদের রাজত্ব। মন্দ লোক ওরা।'

'হুট করে বাবা মারা যাওয়ায় বিপদে পড়ে গেছি আমরা,' কোল্টটা ওয়্যাগনের সঙ্গে লাগানো হোলস্টারে রেখে দিল মেয়েটা, হাত তুলে পিছন দিকটা দেখাল। 'বব আর আমিই ওঁকে কবর দিয়েছি।'

'পুরো বেসিন একা পেরিয়ে এসেছ তুমি?' টেকের কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। যাত্রার শুরুতে, মানে বেসিনের আগে যে পাহাড় আছে, ওখানে পৌঁছানোর আগেই মারা গেলেন বাবা। তিনদিন আগের কথা এটা।'

সরে গিয়ে স্টিলডাস্টের স্যাডল-ব্রিডল খুলতে শুরু করল টেক, এদিকে রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। পকেট হাতড়ে এক

টুকরো বেকন খুঁজে পেল টেক। 'তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত বেকন আছে?' জানতে চাইল ও। 'লম্বা যাত্রায় বেরোলে সঙ্গে নেয় সবাই।'

মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা, কপালে এসে পড়া এক গোছা অবাধ্য চুল সরিয়ে দিল আঙুল চালিয়ে। আগুনের আঁচে লালচে হয়ে গেছে মুখ। 'এক সপ্তাহ আগেই বেকন ফুরিয়ে গেছে,' বিব্রত ভাবটা কাটাতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল মেয়েটা, থুতনি শক্ত হয়ে গেল। 'প্রায় সব খাবারই শেষ, তবে যা আছে তারপরও তোমাকে স্বাগতম।'

স্যাডলটাকে ওয়্যাগনের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে নিজে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল টেক, খেয়াল করল যৎসামান্য আয়োজন করা হয়েছে। শুকনো কয়েকটা বীন আর কর্নের রুটি। 'ধারে-কাছে আত্মীয় আছে তোমাদের?' জানতে চাইল ও।

'না,' টেকের হাতে থালা ধরিয়ে দিল মেয়েটি। 'এখানে বাবার একটা জায়গা আছে। তবে সেজন্য নয়, মূলত বাবার কারণে পশ্চিমে এসেছি। ফুসফুসে কী যেন হলো ওঁর। ডাক্তাররা পরামর্শ দিল শুষ্ক আবহাওয়া বা বাতাস নাকি ভাল হবে ওঁর জন্য। ববকে জন্ম দিতে গিয়ে মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, তাই মিসৌরিতে থাকার মত কোন পিছুটান থাকল না। বাবার অসুস্থতার পর পশ্চিমে যাত্রা করলাম আমরা।'

'বললে তোমার বাবার একটা র‍্যাঞ্চ আছে। কোথায় ওটা?'

'ঠিক কোথায় তা বলতে পারব না। পরিচিত একজনকে টাকা ধার দিয়েছিলেন বাবা, কিংবা গরু কেনার জন্য দিয়েছিলেন। কথা ছিল পশ্চিমে এসে নির্দিষ্ট এক জায়গায় র‍্যাঞ্চ গড়বে ওই লোকটা। গুছিয়ে নেওয়ার পর বাবাকে খবর পাঠাবে।'

ধীরে ধীরে খাবার গিলছে টেক, ক্ষুধার চেয়ে তেষ্টাই বেশি টের পাচ্ছে। মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। 'টাকা যে দিয়েছিল প্রমাণ করার মত কোন কাগজ বা রসিদ আছে?'

'হ্যাঁ, লোকটার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন বাবা। চুক্তিটা পরে নোটারিও করা হয়েছে। চামড়ার ওয়ালেটে রাখা আছে ওটা। ওই লোকটাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন বাবা। ওটাই আমাদের শেষ সম্বল ছিল।'

খাওয়া শেষে ওয়্যাগনের ভিতরে ঘুমাতে চলে গেল ভাই-বোন। কাছাকাছি মাটির উপর শুয়ে পড়ল টেক গেন্ট্রি। 'কী বিপদ!' বিড়বিড়

করল ও। 'এমন লেজেগোবরে অবস্থা আর দেখিনি! একেবারে নাবালক দুটো ছেলেমেয়ে ধার দেওয়া টাকার খোঁজে এতদূর এসেছে, অথচ ওই টাকা বহু আগে ফারো টেবিলে হয়তো নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

*

সকালে নিজেই মিউল তিনটাকে ওয়্যাগনে জুড়ল টেক গেন্ট্রি, ভাই-বোনকে অনুসরণ করতে বলে আগে আগে স্যাডলে চড়ে এগোল। উত্তরের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে।

দুপুর নাগাদ গ্যালো গ্যাপের প্রবেশমুখ নির্দেশকারী বুড়ো আঙুল সদৃশ পাথুরে বাট-টা চোখ পড়ল। ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে জায়গাটার কাছে চলে গেল টেক, ঘুরে-ফিরে সবচেয়ে সহজ ট্রেইলের তালাশ করল। দু'বার নেমে ট্রেইল থেকে পাথর সরিয়ে দিল যাতে এগোতে সুবিধা হয় ওয়্যাগনের।

নিচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গ্যালো গ্যাপ চোখে পড়ল ওর। সবুজ উপত্যকা জুড়ে থাকা ঘাসের গালিচা আর দীর্ঘ গাছের সারি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পানির গন্ধ পেয়ে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে স্টিলডাস্ট, ওয়্যাগনটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

সব মিলিয়ে হয়তো দু'শো একরের বেশি হবে না, তবে দারুণ সমৃদ্ধ জমি। ঘন সবুজ ঘাস, দীর্ঘ পাইনের সারি, চারপাশে স্বস্তিকর ছায়া আর পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা বাতাস···মরুভূমি বা অ্যালকালি বেসিনের মাঝে এমন স্বর্গ কল্পনাও করা যায় না। পানি আছড়ে পড়ার শব্দ শুনে ঝর্নাটা আবিষ্কার করল টেক, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও টলটলে মিষ্টি জল। উঁচু শৃঙ্গের বুক চিরে বেরিয়েছে প্রথমে, গ্র্যানিটের গা বেয়ে পরে ত্রিশ ফুট নীচে আছড়ে পড়ছে অন্তত এক একর আয়তন বিশিষ্ট এক জলাশয়ে। কাছাকাছি গাছ কেটে খোলা জায়গা তৈরি করেছে কেউ, হয়তো কেবিন খাড়া করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কোন কারণে সম্ভব হয়নি।

ঘোড়াটাকে পানি পান করার সুযোগ দিল টেক, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। ততক্ষণে পানির কাছে ওয়্যাগন থামিয়েছে মেয়েটা। 'ছোট্ট একটা স্বর্গ!' উৎফুল্ল স্বরে বলল টেক, খুশিতে ঝলমল করছে ওর মুখ। 'আচ্ছা, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি এখনও!'

চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটির মুগ্ধ দৃষ্টি। 'এলিজাবেথ ম্যাকক্লিন। তবে সবাই আমাকে লিজ বলেই ডাকে।'

দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি বা দুর্ভোগ কোনটাই নেই এখন লিজের মুখে, পানি আর সবুজ বনানীর উপস্থিতি যেন যাদুমন্ত্রের মত কাজ করেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ওয়্যাগন থেকে জিনিসপত্র নামানো শুরু করল লিজ। একটু পর, বগলে রাইফেল নিয়ে বনের দিকে এগোনোর সময় মেয়েটির উচ্ছ্বাসভরা হাসি আর গুনগুন করে গাওয়া গানের সুর কানে এল টেকের।

এগিয়ে চলল ও। বনের কিনারে এসে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। বেশ কয়েকটা হরিণ পানি পান করছে, মেয়েটার মিষ্টি কণ্ঠে মুখ তুলে তাকাল; এতটা বিস্মিত হয়েছে যে নড়ছেই না।

ব্যাপারটা টেককে নিজের নিঃসঙ্গতার কথা মনে করিয়ে দিল।

গাট্টাগোট্টা একটা হরিণ শিকার করে ক্যাম্পে ফিরে এল ও।

সে-রাতে তৃপ্তি ভরে হরিণের মাংস খেল ওরা। টেকের মনে হলো বাড়িতে রয়েছে ও। গত কয়েকদিনের সামান্য আহারের পর একে ভূরিভোজন বলা চলে। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে কড়া কফির মগে চুমুক দিল টেক, আগুনের ওপাশে বসা লিজ ম্যাকক্লিনের দিকে চাইল। 'মনে মনে এমন জায়গাই খুঁজছিলাম,' হঠাৎ বলল ও। 'পেয়েও গেছি। ছোট্ট হলেও জায়গাটা সত্যি সুন্দর।

'একটা প্রস্তাব দেব, ম্যা'ম? সবকিছু গুছিয়ে নেওয়া এবং ক্লান্তি কেটে যাওয়া পর্যন্ত কয়েকটা দিন এখানে থেকে যেতে পারো তোমরা। দু'একদিনের মধ্যে একটা কেবিন খাড়া করে ফেলব। এদিকে বিশ্রাম আর ঘাস-পানি পেয়ে তাজা হয়ে উঠবে তোমার মিউলগুলো। তারপর পাই টাউনে গিয়ে ওই লোককে খুঁজে বের করব, যাকে টাকা দিয়েছিল তোমার বাবা। ওর সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে আসলে কী পরিস্থিতি।'

ব্যাপারটা ওরকমই থাকল। তবে পরের কয়েকটা দিন মহা সুখে কাটল টেকের। গাছ কেটে কেবিন তৈরি করল। এমন কিছু কাজ করেছে যা করার চিন্তাই করেনি কখনও। কেবিন সম্পর্কে দরকারী বেশ কয়েকটা পরামর্শ পেয়েছে লিজের কাছ থেকে। পালাক্রমে তিনটা মিউলকে কাজে লাগিয়ে উপত্যকার এক কোণে জমি চাষও করেছে।

তাজা মাংসের জন্য বিস্তর শিকার করছে টেক। অ্যান্টিলোপ, বনমোরগ, টার্কি বা খরগোশ ছাড়াও রাজহাঁসও রয়েছে। ঘন গাছপালার ফাঁকে এক জায়গায় টসটসে কালো বেরির থোকা খুঁজে

পেয়ে রীতিমত বিস্মিত হয়েছে ও, পশ্চিম টেক্সাসের গুয়াডালোপ পর্বতশ্রেণীতে এ-ধরনের বেরি দেখা যায়। মেক্সিকান পামও রয়েছে ক্লিফের ধারে।

চতুর্থদিন কেবিন খাড়া হয়ে গেল। বিস্তর মাংস সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন খাবারের অভাব হবে না ওদের। বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত খাবার পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে মিউল আর স্টিলডাস্টটা। এক ফাঁকে সবগুলো অস্ত্র তেল দিয়ে পরিষ্কার করল টেক।

ওর প্রস্তুতি লিজের চোখ এড়ায়নি, দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। 'ঝামেলা হবে বলে মনে করো তুমি?' দ্রুত জানতে চাইল। 'আমি চাই না আমার জন্য...'

'বাদ দাও তো,' লিজকে থামিয়ে দিল টেক। 'আমার নিজের ঝামেলারই কমতি নেই। তোমার জন্য বাড়তি কিছু করতে যাচ্ছি না।' জেফ ল্যান্ডারের সঙ্গে ওর পিস্তলযুদ্ধ আর দুই পরিবারের দীর্ঘদিনের শত্রুতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করল ও।

খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ল টেক। পকেটে চামড়ার ওয়ালেট, যেটায় রাইলি ম্যাকক্লিনের সঙ্গে স্যামুয়েল কর্টেসের চুক্তির কাগজ রয়েছে। সারাদিন চলার পর সন্ধের আগে আগে এইমলেস ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করল ও, অ্যালকালি বেসিন পাড়ি দেওয়ার সময় প্রথম রাতে এখানেই থেমেছিল। পরদিন পাই টাউনে পা রাখল। লিজের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে স্যামুয়েল কর্টেস সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পেরেছে, র‍্যাঞ্চের সম্ভাব্য অবস্থানও জেনেছে, তবে আদৌ যদি কোন র‍্যাঞ্চ থেকে থাকে।

*

করালের সবচেয়ে উপরের রেইলে পাছা রেখে বসে আছে বাদামি চুলো এক কাউহ্যান্ড, নীল চোখে নিস্পৃহ চাহনি। লাগাম টেনে তার পাঁচ হাত দূরে ঘোড়া থামাল টেক গেন্ট্রি, স্যাডল হর্নের সঙ্গে কনুইয়ের ভর রেখে সামান্য ঝুঁকে এল, পকেট থেকে তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। প্রথমটা তৈরি করে অফার করল বাদামি চুলো কাউবয়কে।

'স্যামুয়েল কর্টেস নামের লোকটা সম্পর্কে কিছু জানো?' আলাপী সুরে জানতে চাইল ও।

'জানি বোধহয়,' সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ভেদ করে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, উপলব্ধি করল একই চরিত্রের মানুষ ওরা। 'স্পার

সেলুনে গেলে পাবে ওকে।'

তখনই সেলুনের উদ্দেশে যাত্রা করার আগ্রহ দেখা গেল না টেকের মধ্যে, বরং সময় নিয়ে সিগারেটে টান দিল। নীরব কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর জানতে চাইল, 'কেমন মানুষ ও, ধারণা দিতে পারো?'

'খুব মেজাজী,' সিগারেটে টান দিল কাউহ্যান্ড। 'ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন। নীচ জাতের লোক। পিস্তল হাতে খুবই বিপজ্জনক। ওর হয়ে যদি কাজ করার ইচ্ছে থাকে, আগেই বলে দিই ন্যায্য বেতন পাবে না। নিজের মর্জি মতন বেতন দেয় ও, কাউকে কাউকে কবরের টিকেটও ধরিয়ে দেয়। সাহস থাকলে প্রতিবাদ করতে পারবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ড্রও করতে হবে তোমার।'

'তাই?'

'হ্যাঁ,' মিনিট খানেক নীরবতার পর খেই ধরল কাউবয়। 'পাওনা বেতন কম দেওয়া হয়েছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল চারজন। পরিণতিতে বিনা খরচায় মি. কর্টেসের ব্যক্তিগত বুটহিলে কবর হয়ে গেছে ওদের। র‍্যাঞ্চহাউসের দক্ষিণে জায়গাটা।'

'ভয়ানক লোক দেখছি! সেক্ষেত্রে কাজ সারে কীভাবে, একা নাকি কারও সাহায্য পায়?'

'চারজনকে খসিয়ে দেওয়া একার পক্ষে কি সম্ভব? নোংরা কাজে সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত লোক আছে ওর–সিমন প্যাকার আর বিউগল নোজ কার্মিট।'

'ওর র‍্যাঞ্চটা কেমন? খুব সুন্দর?'

'তল্লাটের সেরা। হবেই তো! বিস্তর টাকা নিয়ে এসেছিল, প্রায় দশ হাজার হবে। গরু কিনে সবকিছু গুছিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি। ভাল জায়গা বেছে নিয়েছে।'

এবার স্থির দৃষ্টিতে টেককে বিদ্ধ করল বাদামি চুলো কাউবয়। 'আমার নাম মাইক হেস্কি। একসময় কর্টেসের হয়ে কাজ করতাম।'

'তুমি নিশ্চয়ই পাওনা নিয়ে কর্টেসের সঙ্গে তর্ক করোনি?' হেসে জানতে চাইল টেক।

'কর্টেসের মত লোকের সঙ্গে কখন তর্ক করা যায় না ওটুকু বুদ্ধি আমার আছে,' পাল্টা হেসে বলল হেস্কি। 'বিদায় করার সময় আমাকে ক্রসফায়ারে ফেলে দিয়েছিল ওরা। কর্টেস একা থাকলে হয়তো একটা

চান্স নেওয়া যেত, কিন্তু প্যাকার আর কার্মিটও ছিল সঙ্গে। তিনদিকে তিনজন। এক্ষেত্রে পাগল বা বোকা ছাড়া কেউ ঝুঁকি নিত না। আমিও নেইনি। হাতে যা ধরিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়ে চলে এসেছি বটে, তবে অপেক্ষায় আছি। আসার সময় বলেছি সময় হলে বাকি টাকা আদায় করে নেব। আমার কথা শুনে মুখের উপর হেসেছে ওরা।'

বাম হোলস্টারের পিস্তলটা ঢিলে করল টেক, স্যাডলের উপর পা তুলে আড়াআড়ি একপাশে এনে স্টিরাপের সঙ্গে রাখল। 'কী জানো, আমার সঙ্গে কিছু কাগজপত্র আছে, যাতে প্রমাণ হয় স্যামুয়েল কর্টেসের র‍্যাঞ্চের অর্ধেক মালিকানা রাইলি ম্যাকক্লিন নামে এক ভদ্রলোকের। ভদ্রলোকের মেয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি আমি। ভাবছি সরাসরি কর্টেসের কাছে অর্ধেক ভাগ দাবি করব।'

কৌতুক ফুটে উঠল হেস্কির চোখে। 'মরতে চাইছ তো? পিস্তলটা বের করে নিজের কপালে ঠেকিয়ে গুলি করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! মরার জন্য কর্টেসের কাছে যাওয়ার কী দরকার? নির্ঘাত তিনজনে মিলে বুলেট দিয়ে তোমার পুরো পেট ভরে দেবে।' থেমে টেক গেন্ট্রিকে আপাদমস্তক নিরীখ করল সে। 'কী যেন নাম বললে তোমার?'

এবার হাসল টেক। 'বলিনি। নামটা হচ্ছে টেক গেন্ট্রি।'

করালের রেইল ছেড়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল মাইক হেস্কি। 'ক্যাসল রকের গেন্ট্রি তুমি? আচ্ছা! তা হলে তো...' কথা শেষ করল না সে।

'তা হলে কী?'

'হয়তো...হয়তো তোমার দাবি মেনেও নিতে পারে কর্টেস।'

বেকার কাউবয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের পথে এগোল টেক। ভেবেছিল স্যামুয়েল কর্টেস বিশালদেহী মানুষ, কিন্তু স্পার সেলুনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্পট করতে সক্ষম হলো—ওর চেয়ে গায়ে-গতরে সামান্যই বড় হবে, দেখে কিছুটা নিরাশই হলো। অথচ তাবৎ গেন্ট্রিদের মধ্যে টেকই সবচেয়ে খাটো।

ব্যাটউইং দরজা খুলে যাওয়ার শব্দে ফিরে তাকাল কর্টেস, দেখতে চায় কে এসেছে। তীক্ষ্ণ চাহনি বা কঠিন চেহারায় এক ধরনের নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা রয়েছে। পলকের দৃষ্টিতে টেক আর অনুসরণরত হেস্কিকে দেখে আগ্রহ বোধ করল না সে, নিজের কাজে মনোযোগ দিল।

হেঁটে বারের কাছে চলে গেল টেক, দরজার কাছে দেয়ালের সঙ্গে

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হেস্কি, নিতান্ত আলসেমি তার আচরণে।

বারে কর্টেসের পাশে দাঁড়ানো লোকটা নির্ঘাত ক্যাট প্যাকার। নামের কারণটা স্পষ্ট, তার মুখাবয়বে এক ধরনের পশুসুলভ ভাব রয়েছে।

'কর্টেস?' জানতে চাইল টেক গেন্ট্রি।

'ঠিকই ধরেছ,' ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল সে। 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ,' নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে বারের সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়াল টেক। বারকীপকে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিয়ে কর্টেসের দিকে ফিরল। 'তোমার পার্টনারের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি আমি।'

কুঁচকে গেল স্যামুয়েল কর্টেসের মুখ, কিন্তু সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল সে। মুহূর্তে কঠোর হয়ে গেল মুখটা। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল টেকের দিকে, তবে সরু ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটল। 'পার্টনার? দুঃখিত, আমার কোন পার্টনার নেই।'

বারের উপর ঝুঁকে পড়ল টেক। ওর জন্য ড্রিঙ্ক ঢালছে বারকীপ, দৃশ্যটা যেন দারুণ আগ্রহের বিষয়, সময় নিয়ে দেখছে। তাড়া নেই ওর।

*

মাঝে মধ্যে টেকের দিকে তাকাচ্ছে স্যামুয়েল কর্টেস, ক্রমে অস্থির আর বিরক্ত হয়ে উঠছে; খেপে যাচ্ছে। 'বেশ!' তীক্ষ্ণ স্বরে হঠাৎ বলল সে। 'তোমার যদি কিছু বলারই থাকে, বলছ না কেন?'

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল টেক, যেন খুব অবাক হয়েছে। 'আমি তো তোমাকে মনে করার সময় দিচ্ছিলাম, কর্টেস! একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে চুক্তি করার পর সেই চুক্তি লোটারি করে, একটা র‍্যাঞ্চ গড়ার জন্য দশ হাজার ডলার নিয়ে এসে এখন নিশ্চয়ই বলবে না তুমি ভুলে গেছ?'

ইচ্ছে করে, গলা চড়িয়ে কথাগুলো বলেছে টেক, যাতে ঘরের সবাই শুনতে পায়।

ঝোলার বিড়াল বেরিয়ে পড়লে যা হওয়া উচিত, মুহূর্তে খেপে গেল স্যামুয়েল কর্টেস। 'চুক্তির কপি আছে তোমার কাছে?' সরোষে জানতে চাইল সে।

'নিশ্চয়ই। কাঁচা করি না আমি।'

'কিন্তু তুমি কেন? যে-ভদ্রলোক আমার সঙ্গে চুক্তি করেছিল বলছ, সে নিজে আসেনি কেন?'

'ফুসফুসে কী যেন হয়েছিল ওর, পশ্চিমে আসার পথে মারা গেছে বেচারা।'

স্বস্তির প্রবাহ বয়ে গেল কর্টেসের সারা দেহে, মুখ দেখে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। রাইলি ম্যাকক্লিন নেই যখন, ওর অপকর্ম প্রমাণ করবে কে? 'না-বলে পারছি না, বন্ধু,' আমুদে কণ্ঠে বলল কর্টেস। 'আমার তো মনে হয় এটা আমার কাছ থেকে কিছু টাকা খসিয়ে নেওয়ার মতলব ছাড়া আর কিছু না। এতে কাজ হবে না, স্ট্রেঞ্জার।'

'ভুল বুঝছ তুমি। রাইলি ম্যাকক্লিন মারা গেলেও একটা মেয়ে আর নাবালক ছেলে আছে ওর। এখন আমার কাজ ওদের ন্যায্য অধিকার আদায় করা। ওদের সমস্ত সম্পত্তির দখল নিশ্চিত করব আমি, মি. কর্টেস। আমার তো ধারণা তুমি চাইলে কাজটা শান্তিপূর্ণভাবেও হতে পারে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল কর্টেসের মুখ, চেষ্টাকৃত হাসি উপহার দিল সে। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। জানে আশপাশে কিছু শত্রুও আছে, যাদের এই আলোচনা জানতে দেওয়া যাবে না। লোকজন এও জানে নগদ দশ হাজার টাকা নিয়ে এলাকায় এসেছিল ও, এক মরসুমে অনেক গরু কিনেছিল যেখানে অন্য র‍্যাঞ্চাররা সারা বছরের খরচ সামলে নিতে হিমশিম খাচ্ছিল।

'ঠিকই বলেছ, ইচ্ছা থাকলে যে-কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব,' বলল কর্টেস। 'এটারও মীমাংসা করা যাবে। চুক্তি নিয়ে আমার র‍্যাঞ্চে চলে এসো। ওটা যদি ভুয়া না হয় তা হলে একটা সমঝোতা করে নেব আমরা।'

'নিশ্চয়ই!' রাজি হলো টেক। 'কাল তা হলে দেখা হবে!'

হোটেলের পোর্চে হেস্কির জন্য অপেক্ষায় থাকল টেক, বেকার কাউবয় এসে যোগ দিল ওর সঙ্গে। 'তুমি নিশ্চয়ই কর্টেসের র‍্যাঞ্চে যাচ্ছ না?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল সে। 'ওখান থেকে আস্ত ফিরে আসতে পারবে না।'

'আস্ত ফিরে আসতে পারব কি-না জানি না, তবে যাচ্ছি,' দৃঢ় স্বরে বলল টেক গেন্ট্রি। 'নিজের চোখে র‍্যাঞ্চটা দেখতে চাই। ওখানে গেলে র‍্যাঞ্চের অবস্থা, গরুর স্টক কেমন ইত্যাদি জানতে পারব। আমার মন বলছে কর্টেস হয়তো নগদ টাকায় রফা করতে চাইবে, সেক্ষেত্রে র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে ধারণা পেতে দেবে না আমাদের।

'তা ছাড়া, সেলুনে শহরের সাধারণ লোকজন ছিল, ওদের সামনে মি. ম্যাকক্লিনের দাবি উপস্থাপন করেছি আমি। এরা কেউ কেউ খুবই নিষ্ঠুর লোক, কিন্তু এতিম বাচ্চার সঙ্গে নেমকহারামি এরাও সহ্য করবে না। স্যামুয়েল কর্টেস আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের মত আউটল ছাড়া অন্য যে-কোন লোকই ম্যাকক্লিনের বাচ্চাদের পক্ষে দাঁড়াবে। পশ্চিমে এটাই স্বাভাবিক।'

তর্ক করল না হেস্কি, আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল নিজের পথে। পিছন থেকে তাকে দেখল টেক, তারপর হোটেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

পরদিন সকালে স্টিলডাস্টের পিঠে স্যাডল চাপানোর সময় ক্ষীণ গোঙানির শব্দ শুনতে পেল টেক। চট করে একটা পিস্তল তুলে নিল ও, ঘোড়াটাকে ফিসফিস করে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়ে করালের কোণের দিকে এগোল। এক পাশে বেশ কিছু লগ পড়ে আছে, কিনারা ঘুরে সেখানে যেতে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল মাইক হেস্কিকে। গা থেকে ধুলো ঝাড়ছে সে, মুখটা বেদান। 'কী হয়েছে?' জানতে চাইল টেক।

'প্যাকার আর কার্মিট। শহর ছাড়ার তাড়া দিয়ে গেল, আমি নাকি অযথা আশপাশে ঘুরঘুর করছি। তবে সেটাও দোষের ব্যাপার ছিল না কর্টেসের কাছে। দোষটা করেছি তোমার সঙ্গে ওদের সামনে উপস্থিত হয়ে। ওদের ধারণা আমি তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। সেটা দেখেই আমাকে তাড়ানোর জন্য হন্যে হয়ে পড়েছে। কাল সকাল পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে।'

টলমল এগোল সে, এক হাতে মাথা চেপে ধরেছে। 'কথা শেষ হতে দেরি কেবল। কখন যে পিস্তল বের করে আমার মাথায় চালাল কার্মিট, টেরই পাইনি, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলাম।'

সরু হয়ে গেল টেকের দৃষ্টি। 'নির্দেশটা আরও কোমলভাবেও দিতে পারত ওরা, তাই না?' মৃদু হাসল ও। 'তো, এখন কী করবে?'

'আমি কি লেজ তুলে পালাচ্ছি? রাস্তা ধরে ছুটতে দেখছ আমাকে?' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল মাইক হেস্কি। 'শুনে রাখো, এখানে আছি আমি! এবং থাকব! কেউ আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে নড়াতে পারবে না!'

'তা হলে হাত-মুখ ধুয়ে এসো,' পরামর্শ দিল টেক গেন্ট্রি 'একসঙ্গে নাস্তা করব আমরা!'

"তুমি আগে যাও।। সময়মত পেয়ে যাবে আমাকে।"

রাস্তা ধরে এগোনোর সময় ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল টেক, দেখল শহরের ঠিক বাইরের দিকে ইন্ডিয়ান কুঁড়ের দিকে এগোচ্ছে মাইক শ্রেস্কি।।

*

মনে বেশ দুশ্চিন্তা নিয়ে পাই টাউন থেকে এক ঘণ্টা পর বেরিয়ে এল টেক গেস্ট্রি।। স্যামুয়েল কর্টেসের সঙ্গে প্রথম দেখার পর থেকে কিছুটা হলেও আশাবাদী ছিল ও, কিন্তু এখন আর ততটা নয়।। কর্টেসের মত লোকের কাছ থেকে ন্যায্য কোন আচরণ আশা করা যায় না।।

ওর পিছু পিছু আসছে মাইক শ্রেস্কি।। শুরুতে, টেক আপত্তি করায় একটু পিছিয়ে ছিল, কিন্তু টেককে কর্টেস র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়তে দেখে পাশে চলে এল সে।। টেক যে সমূহ বিপদে পড়তে যাচ্ছে এ-নিয়ে কোন সন্দেহ নেই ওর মনে।। টেকের দাবি সহজে মেনে নেবে না কর্টেস, র‍্যাঞ্চের এক ইঞ্চিও বিনা লড়াইয়ে ছেড়ে দেবে না।। বরং সকালে মাইকের উপর দুই ক্রুর আক্রোশ থেকে সহজে অনুমান করা যায় প্রয়োজনে কতটা নীচ বা বেপরোয়া হতে পারে স্যামুয়েল কর্টেস।।

গভীর আগ্রহের সঙ্গে রেঞ্জের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে টেক গেস্ট্রি।। এখন পর্যন্ত যতটা দেখেছে, মন্দ বলা চলে।। বেশিরভাগ জায়গায় বড়বড় সবুজ ঘাস, পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ, পাহাড়ের কোলে উঁচু পাথর পাহাড়ে ছায়া।। এ-ই দেখতে চেয়েছিল ও, জানতে চেয়েছিল আগামী কতটা পেতে পারে ম্যাকক্লিনরা।। পরে স্যামুয়েল কর্টেসের সঙ্গে কথা বলার সময় যেন না ঠকে সেজন্য এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে।। এখন বোঝা যাচ্ছে, পরিবারকে অস্বীকার করলেও, কম্যান্ড তাকে অন্ধকারে রেখেছে কর্টেস।।

কর্টেসের সঙ্গে একটা সমঝোতা বা চুক্তিতে আসতে পারলে অন্য কারও আপত্তি করার কথা নয়।। ম্যাকক্লিনদের স্বার্থ দেখা ওর পবিত্র দায়িত্ব।। এক্ষেত্রে র‍্যাঞ্চ আর স্টকের অবস্থা জানা থাকলে ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে সুবিধা হবে।।

"মার্থা ম্যাকক্লিন পশ্চিমে এসে র‍্যাঞ্চের অংশ দাবি করবে, এমন কিছু স্বপ্নেও আশা করেনি স্যামুয়েল কর্টেস, সে-ই নিয়েছিল পুরো আয়েশী জীবনে অভ্যস্ত একজন মানুষ শান্ত সুরেলা

পেরিয়ে পশ্চিমে আসবে না কখনও।। কিংবা এলেও র‍্যাঞ্চের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও তার ছিল না।। নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার জানে কর্টেস—চালকের আসনে সে-ই রয়েছে, স্রেফ দখল বজায় রাখতে পারলেই হলো।।

টেক সেন্ট্রি ভাল করে জানে সিংহের মুখের ভিতর প্রবেশ করতে যাচ্ছে।। তবে নিজের সামর্থ্যের উপর আস্থা আছে ওর।। তা ছাড়া, সেলুনে সাধারণ লোকজনের উপস্থিতিতে কর্টেসের সঙ্গে ওর আলোচনার পর চাইলেও চূড়ান্ত কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না র‍্যাঞ্চ মালিক।। ইতোমধ্যে পুরো কাহিনি কর্টেসের শত্রুদের মধ্যে চাউর হয়ে গেছে।।

পোর্চের সিঁড়িতে ক্যাট প্যাকারকে দেখতে পেল টেক।। ওকে দেখে উজ্জ্বল হলো গানম্যানের চোখজোড়া।। "হাউডি!" আমুদে স্বরে স্বাগত জানাল সে।। "এসো!! বস তোমার অপেক্ষায় রয়েছে!"

তাড়া বোধ করছে না টেক, সময় নিয়ে স্যাডল ছাড়ল, হিচিং রেইলের সঙ্গে বাঁধল স্টিলডাস্টকে, তারপর চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে অফিসে ঢুকল।। নিজের ডেস্কে বসে আছে স্যামুয়েল কর্টেস, আর বিউগল নোজ ফায়ারপ্লেসের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।।

"এসে গেছে ও, বস!" টেককে নিয়ে ভিতরে ঢোকার সময় জানান দিল প্যাকার।।

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল র‍্যাঞ্চার, হাত বাড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইল: "চুক্তিটা এনেছ?"

পকেট থেকে বের করে ওটা এগিয়ে দিল টেক।।

দ্রুত হাতে ভাঁজ খুলে টেবিলের উপর কাগজটা মেলে ধরল কর্টেস।। পলকের দৃষ্টি চালিয়ে মুখ তুলে তাকাল, তবে টেকের দিকে নয়, গানম্যান প্যাকারের দিকে।। "হ্যাঁ, এটাই, ক্যাট!"

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার ক্ষীণ খসখসে আওয়াজটা যখন শুনতে পেল টেক, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গানম্যানের মুখোমুখি হলো ও, কিন্তু বাধা দিতে পারল না।। প্যাকারের নামিয়ে আনা পিস্তলের বাঁট সজোরে মাথার চাঁদিতে না-লেগে একপাশে লাগল।। হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ে গেল টেক।। কেটে যাওয়া চামড়া থেকে রক্ত ঝরছে।।

তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর—দুনিয়ায় বোধহয় ওর চেয়ে বোকা লোক

আর নেই! কিন্তু কীভাবেই জানবে সামান্য দু'একটা কথাও বলবে না ওরা? ধাপ্পা দিয়ে কিংবা ওকে লোভ দেখিয়ে কিনে ফেলার চেষ্টাও করবে না?

লাফিয়ে আগে বাড়ল কার্মিট, কাছে এসে সরোষে লাথি হাঁকাল টেকের পাঁজরে। ডেস্কের পিছন থেকে স্যামুয়েল কর্টেসও চলে এসেছে। ঝুঁকে বুকের কাছে শার্ট খামচে ধরে টেককে টেনে তুলল সে, তারপর গালে কষে চারটা চড় বসিয়ে দিল। পিস্তলের ব্যারেল নেমে এল আবার। অন্ধকার আর শূন্য এক সাগরে বিলীন করে দিল টেককে।

এরপর কতক্ষণ ধরে ওর শরীরের উপর সমস্ত আক্রোশ আর প্রতিহিংসা মিটিয়েছে ওরা বলতে পারবে না টেক। অর্ধচেতন অবস্থায় চোখ মেলল ও, ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় আছে বা কী হয়েছে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদাভেদ করতে এখনও সক্ষম হয়নি। ঝাড়া কয়েক মিনিট পর বুঝতে পারল নিজের মাথার উপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে আছে রাস্তায়, একটা পা আটকে আছে স্ট্যালিয়নের স্টিরাপে।

টেকের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া ছিল বলে রক্ষা, ট্রেইলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে স্টিলডাস্ট, একচুল নড়ছে না, বরং ঘাড় বাঁকিয়ে মনিবের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। 'হাঁটিস না, বাছা!' ককিয়ে নির্দেশ দিল টেক। 'ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্!' পা বাঁকিয়ে স্টিরাপ থেকে ছুটিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেল ও, কিন্তু সফল হলো না।

কর্টেসদের পরিকল্পনাটা আঁচ করতে পারছে টেক। আচ্ছামত পেটানোর পর রাস্তায় এনে ঘোড়ার স্টিরাপের সঙ্গে আটকে দিয়েছে ওর পা, তারপর ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে দিয়েছে। টেক জেগে ওঠার আগেই কারও চোখে ধরা না-পড়ে দ্রুত সরে পড়েছে নিরাপদ দূরত্বে। বেশিরভাগ ঘোড়া স্টিরাপে বাড়তি বোঝা বা ওজন পেলে ভড়কে যায়, আতঙ্কে ছুটতে থাকে। এক্ষেত্রে স্টিলডাস্ট না হয়ে অন্য ঘোড়া হলে ঠিক ছুটতে থাকত, টেনে-হিঁচড়ে মরুভূমিতে নিয়ে যেত টেককে। নির্ঘাত খুন হয়ে যেত ও। শনিবারের পে-ডের ফুর্তি শেষে বাড়ি ফেরার সময় মাতাল বহু কাউহ্যান্ড এভাবে নিজের অজান্তে ফেঁসে যায়।

সবকিছুই ঠিক ছিল। নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা। স্টিলডাস্টের ব্যাপারটা অবশ্য তাদের জানার কথা নয়। চার মাস বয়স থেকে ওটাকে নিজ হাতে বড় করেছে টেক, প্রশিক্ষণ দিয়েছে, নানা কৌশল শিখিয়েছে।

গত চারটা বছর একে অন্যকে ছাড়া খুব কম সময় কেটেছে ওদের। অজ্ঞান টেককে স্টিরাপে আটকে দেওয়ার পর স্পষ্ট না-বুঝলেও একটা ঘাপলা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল বিশাল ঘোড়াটা, পাছায় সজোরে চাপড় খাওয়ার পরও তাই কয়েক পা এগোনোর পর থেমে গেছে। দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণ থেকে বুঝতে পেরেছে এ-মুহূর্তে না-চলাই উচিত। তাই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

ফের পা মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাল টেক, কিন্তু সফল হলো না। নিজেকে তুলতেও পারল না। মাথা তুলতে পারলে স্টিরাপ ধরে হয়তো স্যাডলে চেপে বসতে পারত। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এসময় খুরের দূরাগত শব্দ শুনতে পেল।

মরিয়া হয়ে ট্রেইলের দিকে তাকাল টেক, আশঙ্কা করছে হয়তো কর্টেসের লোকজন ফিরে আসছে। পরমুহূর্তে স্বস্তির পরশ ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা দেহে। লোকটা মাইক হেস্কি!

'আরে!' সবিস্ময়ে চেঁচাল কাউবয়। 'তুমি দেখছি আটকা পড়ে গেছ! কী করে হলো, বলো তো?' দ্রুত স্যাডল ছেড়ে টেকের পাশে চলে এল সে, স্টিরাপ থেকে মুক্ত করল ওকে।

ব্যাখ্যা করল টেক। 'স্টিরাপে পা আটকে যাওয়ার পরিণতিতে আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল ওরা। ভাগ্যিস, তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিল, সম্ভবত ভয় পাচ্ছিল কারও চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে, নইলে ঠিক বাতিল হয়ে যেতাম।'

'চুক্তিটা ওদের কাছে রয়ে গেছে!' মনে করিয়ে দিল হেস্কি।

'হ্যাঁ,' হাসতে গিয়ে তীব্র ব্যথায় কুঁচকে গেল টেকের মুখ, দেখতে না-পেলেও বুঝতে পারছে ওর চেহারার মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে শয়তানগুলো। 'অত চিন্তা কোরো না। ওটা কপি ছিল। আমি নিজে নকল করেছি। টেবিলের উপর রেখে এক ঝলকের জন্য দেখেছিল কর্টেস, তাই বুঝতে পারেনি আসল নয়। তো, কর্টেস বুঝে ফেলার আগেই যেতে হবে আমাদের।'

*

শরীরে যত্রতত্র ব্যথা অনুভব করছে টেক গেন্ট্রি, বুঝতে অসুবিধা হলো না অকথ্য নির্যাতনের অসহায় শিকার হতে হয়েছে ওকে। সারা দেহে অসহ্য ব্যথা আর আড়ষ্টতা, তবে গ্রাহ্য করল না ও। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল স্যাডলে, তারপর পাই টাউনের উদ্দেশে জোর কদমে ঘোড়া

ছুটিয়ে দিল।

হোটেলের সামনে পৌঁছে দেখল পোর্চে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। টেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল একজন। 'হাউডি! ভিতরে এক ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে।

বিধ্বস্ত দেহে ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল টেক, ঘোড়ার দায়িত্ব হেস্কির উপর ছেড়ে দিয়ে লবিতে গিয়ে ঢুকল। দু'পা এগিয়ে জমে গেল জায়গায়। ববের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে লিজ ম্যাকক্লিন!

হাসতে যাচ্ছিল লিজ, কিন্তু টেকের মুখে চোখ পড়তে হাসিটা উধাও হয়ে গেল। 'ওহ্, টেক! কী হয়েছে তোমার?' দ্রুত পায়ে, প্রায় ছুটে এল মেয়েটা।

সংক্ষেপে খুলে বলল টেক, শেষে জানতে চাইল: 'তুমি কীভাবে এলে এখানে?'

'তুমি চলে আসার পর খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল,' বলল লিজ। 'বাবার মৃত্যু আর তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এত ঝামেলার মধ্যে ছিলাম যে সুস্থিরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাইনি, সারাক্ষণ কী করব কোথায় যাব এই নিয়ে ভাবতে হত। হঠাৎ বাবার একটা কথা মনে পড়ল।

'জানো বোধহয়, মি. কর্টেস একটা ট্রাঙ্ক রেখে এসেছিল আমাদের কাছে? কথা ছিল পশ্চিমে আসার সময় ওটা সঙ্গে নিয়ে আসব আমরা, অথবা পাঠিয়ে দেব। ট্রাঙ্কটা ভরা ছিল না বলে যাত্রার সময় সমস্যা হবে ভেবে বাবা ওটা খুলে টুকিটাকি জিনিসে ভরে নিয়েছিলেন। ভিতরে কী পেয়েছিল জানি না, তবে বাবাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখেছি, কয়েকবারই বলেছিলেন পশ্চিমে এলে বোধহয় বড় কোন সমস্যায় পড়ব।

'বাবার মুখে শুনেছি কেবল, কিন্তু আসলে কী ধরনের সমস্যা বা ট্রাঙ্কে কী দেখেছেন, জানা নেই আমার, ধারণাও করতে পারিনি। তো, তুমি চলে আসার পর সবকিছু ভেবে মনে হলো ট্রাঙ্কটা খুলে দেখা যাক। কিছু কাগজ আর কয়েকটা হ্যান্ডবিল পেয়েছি যাতে স্যামুয়েল কর্টেসের নামে সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। নিজের নামের ওয়ান্টেড পোস্টার কেন যে নিজের কাছে রেখেছিল সে, খোদা মালুম, কিন্তু শেরিফ বল্‌ল কোন কোন অপরাধী নিজের নামের পোস্টার বা হ্যান্ডবিল রাখতে গর্ববোধ করে।'

'তারপর এখানে চলে এলে?'

মাথা ঝাঁকাল লিজ। 'পথে দু'জন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তোমার খোঁজে এদিকে আসছিল ওরা। ওদের সঙ্গে তাগড়া ঘোড়া ছিল। একসঙ্গে এসেছি আমরা।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল টেকের মুখ। 'আমার খোঁজে এসেছে?'

'স্যামুয়েল কর্টেস শহরে ঢুকছে!' দ্রুত জানাল মাইক হেস্কি।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল টেক গেন্ট্রি, হোলস্টারে পিস্তল দুটোর অবস্থান পরখ করল। দরজার দিকে এগোল ও।

'আমিও আছি তোমার সঙ্গে!' ঘোষণা দিয়ে পিছু নিল হেস্কি।

পোর্চ হয়ে রাস্তায় পা রাখল ওরা, তারপর পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সেলুনের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল কর্টেস, সঙ্গে দুই স্যাঙাৎ রয়েছে। সেলুনে ঢুকতে যাবে, অবচেতন মনের তাড়নায় বোধহয়, একটা অস্বাভাবিকতা টের পেয়ে পুরো রাস্তায় নজর চালাল।

'কর্টেস!' চেঁচিয়ে ডাকল টেক। 'আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছ তুমি! তোমার দিন শেষ আজ!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল স্যামুয়েল কর্টেস, রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ। ধূলিময় রাস্তায় পা রাখল সে, ধীর গতিতে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। ছায়ার মত দু'পাশে অনুসরণ করছে ক্যাট প্যাকার আর বিউগল নোজ কার্মিট।

দৃঢ়, সুনিশ্চিত পায়ে এগোচ্ছে টেক গেন্ট্রি, চোখে চোখে রাখছে কর্টেসকে। তিনজনই বিপজ্জনক, তবে পালের গোদাটাকে প্রথমে ঘায়েল করার ইচ্ছে ওর।

'তোমাদের বস্ একজন আউটল,' দুই স্যাঙাতের উদ্দেশ্যে বলল টেক। 'সেন্ট লুইসে খুনের দায়ে ফেরারী ও। চাইলে লড়াই থেকে সরে যেতে পারো তোমরা।'

'মিছে কথা বলছ তুমি!' তাচ্ছিল্যের সুরে ভর্ৎসনা করল কার্মিট।

এগিয়ে চলল টেক গেন্ট্রি। তীব্র রোদে ঝলসাচ্ছে পাই টাউনের রাস্তা, ধারে-কাছে টুঁ শব্দও করছে না কেউ। লাইন-অভ-ফায়ার থেকে নিজেদের এড়াতে সরে গেছে সবাই।

সবার দৃষ্টি পাঁচজন মানুষের উপর। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে হালকা ধুলো উড়ছে ওদের বুটের আঘাতে। কর্টেসদের পিছনে হিচিং রেইলে

পাঁচটা ঘোড়া বাঁধা। গোলাগুলির সময় ওগুলোর গায়ে কোন একটা বুলেট না-লাগলেই স্বস্তি, ভাবল টেক। ওর জানে সর্মান তালে হাঁটছে মাইক হেস্কি, হাত হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে।

*

স্যামুয়েল কর্টেসের উপর স্থির হয়ে আছে টেকের দৃষ্টি, দুনিয়ায় যেন আর কোন মানুষ নেই। হঠাৎ খেয়াল করল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে কর্টেস, যেন কুঁজো হয়ে গেছে। ভেস্টের পকেটে তামাকের প্যাকেটটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কর্টেসের হ্যাটের ব্রিমের নীচে মোটা মোটা ভুরু, প্রায় সোজা হয়ে গেছে এখন। চোখের পলক পড়ছে না। চাহনিতে হিমশীতল জিঘাংসা আর দানবীয় নিষ্ঠুরতা।

হঠাৎ করে নরক নেমে এল জায়গাটায়।

চোখের পলকে পিস্তল বের করল স্যামুয়েল কর্টেস। চুল পরিমাণ আগেই ড্র করতে সক্ষম হলো টেক, কিন্তু গুলি করল না তখনই, বরং অপেক্ষায় থাকল, ধীরে ধীরে পিস্তল তুলে আনছে। কানে তপ্ত হল্কা ছড়িয়ে চলে গেল কর্টেসের প্রথম গুলি, তাড়াহুড়ো করেছে। মৃত্যুর নৈকট্য টের পেয়ে অজান্তে শিউরে উঠল টেক, ভ্রূ কোঁচকাল।

ফের ট্রিগার টানল গানম্যান। ক্রুদ্ধ আক্রোশে টেকের বগলের কাছে ভেস্ট ফুটো করল গুলিটা। লম্বা দম নিয়ে এবার ট্রিগার টানল টেক। পরপর দু'বার।

বুটের আগায় ভর দিয়ে ঝুঁকে ছিল কর্টেস, ঝাঁকি খেয়ে সিধে হয়ে গেল দেহটা। মুখ হাঁ করল সে, যেন বাতাসের অভাব বোধ করছে। দীর্ঘক্ষণ ওভাবেই, কোনরকম নড়াচড়া ছাড়া টিকে রইল সে, তারপর ভারী ও ভোঁতা শব্দে ধূলিময় রাস্তায় আছড়ে পড়ল।

সামান্য পাশ ফিরল টেক, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে কার্মিট। নিশ্চিন্ত মনে এবার প্যাকারের দিকে মনোযোগ দিল ও। গুলির তুবড়িতে ঘনঘন ঝাঁকি খেল ক্যাট প্যাকারের দেহ, তারপর টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে, সমানে গালাগাল করছে। উন্মত্ত আক্রোশে একের পর এক ট্রিগার টানছে সে, লক্ষ্য নিয়ে ভাবছে না।

হঠাৎ টের পেল কার্তুজ শেষ। পিস্তল তুলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর কার্তুজ তুলে নিতে গানবেল্টের দিকে হাত বাড়াল।

দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে টেক, দেখল কার্তুজের বেল্ট

হাতড়াচ্ছে ক্যাট প্যাকার। একটা কার্তুজ বের করে চেম্বারে ভরল সে, জ্বলে উঠল চোখজোড়া। মুখ তুলে তাকাল টেকের দিকে, কিন্তু শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলুনের উদ্দেশে পা বাড়াল, যেন সবকিছুই ভুলে গেছে, মুখ নির্বিকার। তিন কদম এগোতে সক্ষম হলো সে, চতুর্থ কদম ফেলতে পা তুলল, যেন সিঁড়িতে পা রেখেছে–পা'টা বাতাসে আটকে থাকল মুহূর্তের জন্য, তারপর ভারী লগের মত অমসৃণ বোর্ডের তৈরি পোর্চের উপর আছড়ে পড়ল।

হাঁটু গেড়ে বসে আছে মাইক হেস্কি, হাঁটুর নীচে এক পা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। এদিকে ধূলিমলিন রাস্তায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কার্মিট, শরীরের নীচে গাঢ় রক্তের পুকুরটা বড় হচ্ছে।

সহসা ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল লোকজন। ত্রস্ত পায়ে টেকের পাশে চলে গেল লিজ, ওর সারা মুখে স্বস্তি।

আলতো হাতে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরল টেক, তারপর সহসা মনে পড়ল একটু আগে দু'জন লোকের কথা বলেছিল লিজ। 'কে যেন আমার খোঁজে এসেছিল?' জানতে চাইল ও। 'কারা ওরা?'

'আমরা।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল টেক। সেলুনের উল্টোদিকে স্টোরের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী দুই যুবক। সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে।

'বেন! জেফ!' বিস্ময় টেকের কণ্ঠে। 'আমাকে খুঁজে পেলে কীভাবে?'

চওড়া হলো বেন গেন্ট্রির হাসি। 'জরিয়া ছেড়ে চলে আসার পর তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম। একদিন অপেক্ষা করার পর জরিয়াতে ফিরে গেলাম। ওখানে ল্যান্ডারদের সঙ্গে সামান্য বাতচিৎ হলো। শেষে, এল পাসোর দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে ওদের দু'জন। বাকিরা, বুঝতেই পারছ, ভাই-বেরাদারের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি।

'রাস্তায় বেরিয়ে বিধ্বস্ত পনিতে চড়া ইন্ডিয়ান একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। ওর কাছে জানলাম ঝামেলায় পড়েছ তুমি। শুনে আর দেরি করিনি, দেখতে এলাম কীভাবে কী করলে।'

'ইনজুন ছেলে আসবে কোত্থেকে!?' টেকের বিস্ময় কাটছে না।

'আমিই পাঠিয়েছিলাম ওকে,' জানাল মাইক হেস্কি। 'ভেবে দেখলাম বাইরের সাহায্য লাগতে পারে, আমরা হয়তো কুলিয়ে উঠতে পারব না, তাই তোমার ভাইদের খবর দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছি

ছেলেটাকে। কিন্তু সিক্সপ্যান হাতে এমন কারিশমা দেখাবে জানলে ওকে কখনোই পাঠাতাম না।"

হাসি ম্লান হয়নি জেক গোল্ড্রির। আলতো হাতে খুতনির দাড়ি মাখলা সে। "দূর, অযথাই এলাম! বিপক্ষে মাত্র তিনজন জানলে কখনোই আসতাম না! ওদের জন্য টেক একাই যথেষ্ট।" টেকের উপর থেকে নিজের দিকে সরে গেল তার দৃষ্টি, হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে সম্মান দেখাল। "প্যালো প্যাপের জায়গা বা বাহুর মধ্যে যা ধরে রেখেছ এখন ওটা ছেড়ে মনে হয় না শিগগিরই বাড়ির দিকে যাবে তুমি। নিকোলকে কী বলব তা হলে?"

"নিকোল?" টেকের কাছ থেকে ছিটকে সরে গেল লিজ, দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। "তোমার যে প্রেমিকা আছে বলোনি তো, টেক!"

ভাইদের উদ্দেশে চোখ টিপল টেক গোল্ড্রি। "নিকোল? ও হচ্ছে গোল্ড্রিদের মস্তিষ্ক। আমাদের মা। মা-কে আমরা নাম ধরেই ডাকি।"

হেস্কির দিকে ফিরল ও। "প্যালো প্যাপো আমার জায়গাটার উপর নজর রাখতে পারবে কয়েকদিন? বেশি না, বড়জোর এক সপ্তাহ। লিজকে নিয়ে বাড়িতে যাব। বহুদিন পর গোল্ড্রিদের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে বলে নিশ্চয়ই মহা আনন্দিত হবে নিকোল।"

কনেকে প্রশ্নটা করা হয়নি, বিয়ের প্রস্তাবও দেয়নি টেক, কিন্তু বাহুতে লিজের মৃদু চাপ থেকে উত্তরটা পেয়ে গেছে।

ঘায়েল

ত্রিশ গজ দূর থেকে খুঁটিয়ে ক্যাম্পটা পর্যবেক্ষণ করল জন ক্যানাকিন। করালে একটা ঘোড়াও নেই, চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে না। কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে কোলের উপর আড়াআড়িভাবে রাখল ও, হাঁটুর গুঁতোয় আগে বাড়াল ঘোড়াকে। সতর্ক ও।

রঙহীন জীর্ণ শ্যাক, উন্মুক্ত শেড, খোলা করাল, ঝর্না থেকে পাইপের মাধ্যমে বয়ে আনা পানি জমা হচ্ছে ট্রাফে—সবকিছু আগের মত। কিছু বদলায়নি। বরাবর যেমন দেখেছে জন, আজও ব্যতিক্রম লাগছে না—নিঃসঙ্গ, জীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন। চিরাচরিত হতশ্রী চেহারার ওয়াগন ক্যাম্প।

স্যাডল ছেড়ে সতর্কতার সঙ্গে বাড়ির দিকে এগোল ও, নিজের আর বাড়ির মাঝখানে রেখেছে ঘোড়াকে। বিল মার্শের সঙ্গে এখানেই দেখা হওয়ার কথা ওর। কিন্তু মানুষ দূরে থাক, প্রাণের কোন চিহ্নই নেই। দশদিন আগে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে ট্রেইল ড্রাইভে গিয়েছিল বিল। কেউ ফিরে আসেনি এখনও। অথচ তাদের উচিত ছিল।

বাইরের গেট পেরিয়ে বাড়ির কাছে চলে এল জন, পোর্চের সিঁড়িতে থামল মুহূর্তের জন্য। মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সতর্ক, কিন্তু অস্বস্তি ভরা চাহনি চালাল চারপাশে।

কোথাও কেউ নেই, সন্দেহজনক কিছুও চোখে পড়ছে না। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে এখনও ফিরে আসেনি বিল।

ট্রেইল ড্রাইভ থেকে ফিরে আসায় নানা কারণে দেরি হতে পারে। কিন্তু বিল মার্শকে চেনে বলে সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল জন। বিলের জীর্ণ কেবিন দেখে যতই স্বাভাবিক মনে হোক, নির্ঘাত একটা ঝামেলা হয়েছে।

দরজায় তালা নেই, স্রেফ দড়ি দিয়ে কড়া বেঁধে রাখা। ভিতরে ঢুকল জন। রান্নাঘরে টেবিল আর ভাঙা একটা চেয়ার পড়ে আছে, ঘরের

কোণে। ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে এল ও। রাইফেলের মাযল দিয়ে ছাই সরাতে পুড়ে যাওয়া একটা কাঠের টুকরো চোখে পড়ল। ঝুঁকে বসে পড়ল জন, হাত বাড়িয়ে পোড়া কাঠের চেলা পরীক্ষা করল। শক্ত, আর ঠাণ্ডা।

কেবিনে আরও দুটো কামরা আছে। রাইফেলের মাযল দিয়ে কবাট ঠেলে পাশের ঘরে উঁকি দিল ও। ঘরে কোন আসবাব নেই। এক কোণে শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে যাওয়া পরিত্যক্ত এক জোড়া বুট দেখা যাচ্ছে, আর মেঝেয় পড়ে আছে একটা কোট। দেয়ালের হুক থেকে খসে পড়েছে। কোটের উপর ধুলো নেই, বরং মেঝেয় জমে থাকা ধুলোর উপর বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ রয়েছে!

পরিবেশে এটাই একমাত্র অস্বাভাবিকতা। জনকে সন্দিহান করার জন্য যথেষ্ট।

মেঝেয় পড়ে থাকা কোটের কাছে চলে এল ও, আলতো হাতে স্পর্শ করল। একটু হাতড়াতে পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে রাখা বোর্ডের একটা টুকরো আবিষ্কার করল। বুক ধুকপুক করছে ওর, মন কু গাইছে। সরু পেরেক দিয়ে খুঁচিয়ে বোর্ডের বুকে কয়েকটা লাইন লেখা:

হঠাৎ এসেছে ওরা–স্টিভ কোয়ান,
নাথান ব্লাই আর অচেনা একটা লোক।

নীচে বিলের স্বাক্ষর।

কেবিন থেকে বেরিয়ে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখার ফাঁকে পরিস্থিতি বিবেচনা করল জন। এতক্ষণে বোধহয় অনেক দূরে চলে গেছে তিন খুনি। দৃশ্যত, ওরা জানত না এখানে আসবে জন। যুগপৎ হতাশা আর শঙ্কা বোধ করছে ও, যেহেতু জানে লোকগুলো কী নিয়ে গেছে।

বিষণ্ন মনে কোটটা হাত থেকে ছেড়ে দিল ও, হোলস্টারের ফিতা খুলে দিল। কান খাড়া ওর। পানি গড়ানোর কুলকুলধ্বনি, বাতাসের শনশন শব্দ...আর খুট-খুট একটা আওয়াজ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরপরই হচ্ছে।

শব্দের উৎসের দিকে এগিয়ে গেল ও, করালের প্রান্ত ঘুরে শেডে চলে এল।

*

দু'হাত ছড়িয়ে রাখা বিল মার্ফির. শেডের দেয়ালের খুঁটির সঙ্গে দুই

কব্জি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে হতভাগ্য র‍্যাঞ্চারকে। চিবুক ঝুলে পড়ে বুক স্পর্শ করেছে। নগ্ন পায়ের আঙুল মাটি থেকে বড়জোর ইঞ্চি খানেক উপরে। গায়ের শার্ট ছিঁড়ে ফালা-ফালা, সুঠাম দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। শুকনো রক্ত কালো হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। করালের বারের উপর পড়ে আছে লোহার শিকল, ওটা দিয়ে পেটানো হয়েছে বিলকে। বাতাসের কারণে বারবার নড়ছে শিকলটা, শব্দ হচ্ছে একটু পরপর।

বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছে বিল, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় মরতে সময় লেগেছে, অর্থাৎ অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়েছে।

হঠাৎ জিনিসটা চোখে পড়ল। এক পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটির উপর একটা তীর এঁকেছে বিল মার্ফি। পশ্চিম দিক নির্দেশ করছে তীরের মাথা।

*

বিল মার্ফির সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় জনের, তবে পরিচয়টা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হতে মোটেই দেরি হয়নি। কিছু মানুষকে প্রথম দেখায় ভাল লেগে যায়, বিলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

বছর দুই আগে প্রায় বিরান এলাকায় র‍্যাঞ্চ তৈরি করে বিল মার্ফি। একটু একটু করে র‍্যাঞ্চটা গড়ে তুলেছে। পুরোপুরি একা। অক্লান্ত খাটতে জানে, অন্যের মুখাপেক্ষী হতে অনিচ্ছুক আর নির্বিরোধী শান্তি প্রিয় মানুষ, সৎ, অকপট, সাহসী এবং কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী–বিলকে ভাল লাগার জন্য এর যে-কোন একটা কারণই যথেষ্ট।

একসঙ্গে ক্যাম্পাস গেছে ওরা। গল্প করেছে, খেয়েছে, রাইড করেছে। জন জানে প্রয়োজনে ওর জন্য প্রাণ দিতেও দ্বিধা করত না বিল। স্বভাবতই বিলের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করছে ও। তবে এরচেয়েও বড় দায় রয়ে গেছে–টিম কার্সন ছাড়াও ছোটখাট কয়েকটা পরিবারের ভাগ্য জড়িয়ে আছে ওর কর্তব্যের সঙ্গে। বিশ্বাস করে গরুর পাল বিল মার্ফির হাতে তুলে দিয়েছিল এরা, আশায় দিন কাটাচ্ছে গরু বিক্রির টাকা নিয়ে ফিরে যাবে বিল। কারও কারও ঘরে পর্যাপ্ত খাওয়াও নেই। বিশেষ করে টিম কার্সনের পরিবারের কথা না-ভাবলেই নয়···ড্রাইভ থেকে ফেরার সময় আরও তিনজন কাউহ্যান্ডের মত বেঘোরে মারা পড়েছে নিরীহ মানুষটা।

হোপ ভ্যালির বেশ কয়েকটা পরিবারের ভাগ্য এখন জনের

পদক্ষেপের উপর নির্ভর করছে।

শ্যাকের পাশে ছায়া আছে এমন এক জায়গায় বিল মার্ফিকে কবর দিল জন, একটা ফলক বসিয়ে দিল। কাজের ফাঁকে, উঠে দাঁড়ানোর সময় একবার পাহাড়ের কোলে আলোর ঝলক চোখে পড়ল; কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না-করে একমনে কাজ করে গেল। বুঝতে অসুবিধা হয়নি পাহাড় থেকে ওর উপর নজর রাখা হচ্ছে।

শেষে র‍্যাঞ্চের আঙিনায় এসে স্যাডলে চাপল জন, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে রীজের উপর উঠে, পশ্চিমে ঘোড়া ছোটাল। সহজ ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে, নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টা করছে না। জানে কাজটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর; খোলা জায়গা বলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে, তবে চারপাশের সবকিছুতে নজর রাখার সুবিধা ছাড়তে নারাজ জন।

তিন রহস্যময় রাইডারের ছাপ ধরে নাক বরাবর পশ্চিমে এগিয়ে চলল ও। মাইল ছয়েক পর দক্ষিণে মোড় নিল ট্রেইল। রুক্ষ প্রান্তরের শুরু এখান থেকে। সামনে দুস্তর মরুভূমি।

*

পরদিন বেশ ভোরে যাত্রা করল জন। ট্রেইল ধরে বেশ খানিকটা আসার পর হঠাৎ উল্টো ঘুরে ফিরতি পথে এগোতে শুরু করল, সরাসরি একই ট্রেইলে না-হলেও আগেরটার সমান্তরালে চলছে। মাইল দুই এসে এক গুচ্ছ মেস্কিট ঝোপের আড়ালে থামল। ট্রেইলে ফেলে আসা ছাপ মোটামুটি আড়াল করতে পেরেছে। সন্তুষ্ট মনে এবার অপেক্ষায় থাকল।

পিছু ফেউ নিয়ে আর এগোনোর ইচ্ছে নেই ওর। দেখা যাক লোকটা কে, বা কারা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আধ-ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ট্রেইলে দেখা গেল লোকটাকে। মেস্কিট পাতার ফাঁক দিয়ে কালো সুট পরা এক লোককে দেখতে পেল জন। দামী কালো হ্যাট লোকটার মাথায়। কাউহ্যান্ডদের তিন মাসের বেতন দিয়েও এমন হ্যাট কেনা যাবে না। শক্তপোক্ত গড়ন লোকটার। দীর্ঘদেহী। মুখ চওড়া, বড়সড় স্যাডলটা বহুল ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেলেও পায়ে বুটজোড়া পালিশ করা, তবে ধুলোর স্তর জমেছে এখন।

নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলল লোকটা, জনের উপস্থিতি টের পায়নি,

কিংবা কোন কিছু সন্দেহও করেনি। একই গতিতে এগিয়ে চলেছে সে, ঘোড়াটাকে হাঁটাচ্ছে। সওয়ারীর চোখ ট্রেইলের উপর, তবে মাঝে মধ্যে চোখ তুলে আশপাশ দেখে নিচ্ছে।

লোকটা দশ গজ এগিয়ে যেতে আড়াল ছেড়ে ট্রেইলে চলে এল জন। রাইফেলটা ডান হাতে ওর, নল নিচু। 'আমাকে অনুসরণ করার নিশ্চয়ই যৌক্তিক কারণ আছে তোমার?' মৃদু স্বরে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল ও। 'কারণটা আমার পছন্দ হতে হবে কিন্তু।'

স্যাডলে আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটার দেহ। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল সে, তারপর ধীরে ধীরে ঘোড়াকে পাশ ফেরাল। 'জরুরি আলোচনা আছে তোমার সঙ্গে,' জনের প্রশ্নের উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সে। 'বোধহয় একই উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলছি আমরা।'

নীরবে অপেক্ষায় থাকল জন, আগন্তুকের উপর থেকে মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরায়নি।

'র‍্যাঞ্চে একটা লোককে কবর দিয়েছ তুমি,' খেই ধরল সে। 'তারপর তিন খুনির পিছু নিয়েছ। ওদেরকে আমিও খুঁজছি।'

'আইনের লোক হয়ে থাকলে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও, তোমার কাজ হয়ে যাবে। আর যদি আউটল হও, একই জাতের হলেও তোমার উপস্থিতি সহ্য হবে না ওদের।'

'পিঙ্কারটনের গোয়েন্দা আমি।'

'পেশাটা স্বাস্থ্যকর নয়। পশ্চিমের বহু জায়গায় এই পরিচয় দিলে খুন হয়ে যাবে।'

ব্যাপারটা বোধহয় সে নিজেও জানে, একেবারে নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে মুখ। 'আমি রে টাইসন। ওদেরকে চেনো?' পিছনের ট্রেইলের দিকে ইশারা করে জানতে চাইল পিঙ্কারটন গোয়েন্দা।

'বিলের কাছ থেকে জেনেছি।'

ভুরু কুঁচকে জনের দিকে তাকাল টাইসন। 'তাজ্জব ব্যাপার! বিল মার্ফির মৃত্যুর অন্তত কয়েক ঘণ্টা পর ওর র‍্যাঞ্চে পৌঁছেছ তুমি, কারণ পাহাড়ের উপর থেকে সবই দেখেছি আমি। তোমার আগেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বিলের কাছ থেকে কীভাবে জানলে? মরা মানুষ তো কথা বলতে পারে না!'

পকেট থেকে বোর্ডের টুকরোটা বের করে দেখাল জন, যেটা বিলের কেবিনে পেয়েছিল। 'বুদ্ধি ছিল বিলের, তাই না?' কীভাবে ওটা

পেয়েছে, ব্যাখ্যা করার পর বলল জন। 'আমার সম্পর্কে জানত ও, জানত কীভাবে ম্যাসেজটা দেওয়া যাবে। ব্লাইরা কেন এসেছে জেনে গিয়েছিল ও কিংবা অনুমান করেছিল, এবং আগে থেকে ভেবে রেখেছে যে তিনজনকে অনুসরণ করে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব আমি, শেষে টাকাগুলোও উদ্ধার করব।'

'কীসের টাকা?'

'গরু বিক্রির টাকা। হোপ ভ্যালির বেশ কয়েকজন র‍্যাঞ্চারের টাকা।'

পকেট থেকে সিগার বের করে ধরাল টাইসন। 'ওই তিন গোক্ষুরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছি আমি। তোমারও উদ্দেশ্য ওদের শায়েস্তা করা। আমার তো মনে হয় একে অন্যকে সাহায্য করতে পারব আমরা। তাতে কারও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বিচ্যুত হবে না। নাথান ব্লাই সত্যিকার বন্দুকবাজ, বেশ কয়েকটা খুন করেছে। স্টিভ কোয়ান পেশায় মোষ শিকারী হলেও পুরোপুরি আউটল বনে গেছে এখন। রাইফেলে ওর চেয়ে দক্ষ লোক সারা টেরিটরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। তৃতীয় লোকটাকে চিনি না, তবে আঁচ করতে পারছি কে হতে পারে।

'তিনজনের বিরুদ্ধে একা লড়তে গেলে···হয়তো সম্ভব, কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা একেবারে কম। তারচেয়ে দু'জন যদি একসঙ্গে থাকি, ওদের মোকাবিলা করি, তা হলে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। কী বলো?'

'কী করবে সেটা তোমার মর্জি,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জন। 'পশ্চিম দিকে যাচ্ছি আমি। ইচ্ছে হলে তুমি আসতে পারো।'

*

এবড়োখেবড়ো প্রান্তর ধরে এগোচ্ছে ওরা এখন। দৃষ্টিসীমায় অসংখ্য গিরিখাত আর নিচু পাহাড়সারি চোখে পড়ছে। পাহাড়ী ঢালে ছড়ানো-ছিটানো জুনিপার ঝোপ। রুক্ষ প্রান্তর হলেও অনায়াসে ট্রেইলের ছাপ অনুসরণ করতে পারছে ওরা, কারণ ট্র্যাক গোপন বা আড়াল করার কোন চেষ্টাই করেনি বিল মার্ফির তিন খুনি। করার কথাও নয়, কারণ ওরা ভাবেইনি তাদের অনুসরণ করতে পারে কেউ।

'এদিকটায় লোকজন নেই তেমন,' জানাল জন। 'শুকনো খটখটে মাটি, পানির উৎস নেই। র‍্যাঞ্চিংয়ের জন্য জঘন্য জায়গা। এই খরায়

শুকিয়ে গেছে বেশিরভাগ ওঅটরহোল। মোষ নেই বলে কোমাঞ্চিরাও আজকাল এদিকে আসে না আর। এমন বিরান জায়গা খুব কমই চোখে পড়ে।'

'টাকার ব্যাপারটা খুলে বলতে আপত্তি আছে?'

'হোপ ভ্যালির ছোটখাট কয়েকজন র‍্যাঞ্চারের গরু ডজ সিটিতে ড্রাইভে নিয়ে গিয়েছিল টিম কার্সন। গরু বিক্রির ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে ফিরতি যাত্রা করেছিল টিম, হঠাৎ ওর সন্দেহ হলো ক্রুদের কয়েকজন টাকা মেরে দেওয়ার মতলব করছে। বিকল্প হিসাবে চমৎকার একটা বুদ্ধি আঁটল টিম, বিলকে খবর পাঠিয়ে দিল গরু বিক্রির টাকা কোথায় পাওয়া যাবে। নির্দেশ দিল টাকা উদ্ধার করে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যেতে হবে। তারপর রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল ও, টাকা লুকিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল। এর কয়েকদিন পর এক রাতে ক্রুদের হাতে খুন হয়ে গেল টিম। পুরো ক্যাম্প তোলপাড় করেও কিচ্ছু পেল না ওরা।'

'টাকা কোথায় আছে তুমি নিশ্চয়ই জানো?'

'উঁহুঁ, তবে বিল জানত। এজন্যই মরার আগে ব্লাইদের হাতে অকথ্য যন্ত্রণা সইতে হয়েছে ওকে। বলে ফেলেছে কি-না, কে জানে! তবে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিলকে যতটা চিনেছি তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় গুমর বের করতে পারেনি ওরা। বিল যদি ওদের বলে গিয়ে না-থাকে, তা হলে দুনিয়ার কেউই ওই টাকার হদিশ জানে না।

'আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার। আমার উপর ভরসা করে ম্যাসেজ রেখে গেছে বিল। ও অনুমান করেছিল চেষ্টা করলে আমি হয়তো টাকা উদ্ধার করতে পারব–খুঁজে বের করব, আর যদি ইতোমধ্যে আউটলদের হাতে চলে গিয়ে থাকে তা হলে ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করব।'

'বেশ কঠিন আর বড়সড় ভরসা।'

রে টাইসনের মন্তব্যটা সত্যি। বেশ কঠিন কাজই জুটে গেছে জনের। মরুভূমির কোথাও লুকিয়ে রাখা টাকা খুঁজে বের করতে হবে, যার হদিশ জীবিত কারও জানা নেই; কিংবা ইতোমধ্যে যদি আউটলরা ওগুলো পেয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে।

পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে হিমেল বাতাস, ক্যানিয়নে হা-হুতাশ

তুলছে। তিন রাইডারের ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে না এখন। সময় নিয়ে ট্রেইল নিরীখ করল টাইসন, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। এদিকে একই গতিতে এগিয়ে চলেছে জন, এতটুকু গতি কমায়নি, কিংবা চারপাশে দৃষ্টিও চালায়নি।

'কোথায় যাচ্ছে ওরা, বুঝতে পারছ?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল টাইসন।

'জানি। এখান থেকে কোথাও যাওয়ার রাস্তা মাত্র তিনটা। মরুভূমিতে পশু, পাখি বা মানুষ···যেই হোক, সবার গন্তব্য থাকে একটাই—ওঅটরহোল বা পানির উৎস। তাই নিশ্চিতভাবে বলা চলে কোথায় যাবে ওরা। ওই যে,' দক্ষিণ-পুবের দিকে ইশারা করল জন। 'ওটা কোমাঞ্চি ওয়েল্‌স। নাক বরাবর সত্তর মাইল। টিম কার্সন অবশ্য অন্য পথ ধরে বাড়ি ফিরছিল।

'উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যাত্রা করেছিল কার্সন, তবে এতটা পথ আসার প্রশ্নই আসে না। সেক্ষেত্রে কোমাঞ্চি ওয়েল্‌স বাদ। বাকি থাকে লস্ট লেক আর ওয়্যাগন ক্যাম্প। ক্রুরা যেহেতু লস্ট লেকে কার্সনের লাশ খুঁজে পেয়েছে তাই আমার ধারণা ওয়্যাগন ক্যাম্প বা কাছাকাছি শুকনো কোন জায়গা তিন আউটলর গন্তব্য।'

'আচ্ছা,' মনে মনে জনের কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে টাইসন। 'কিন্তু ধরো, ওরা যদি উল্টোটা চিন্তা করে থাকে?'

'চিন্তা যাই করুক, ওয়্যাগন ক্যাম্পেই যাবে ওরা। এ ছাড়া কোন উপায় বা সম্ভাবনা নেই। মরুভূমিতে পানির উপর নির্ভর করতে হয়। আর ওরা নিশ্চয়ই এখানে পানির প্রতিটি উৎস চেনে, কারণ ওদের দু'জন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত টিম কার্সনের ক্রু ছিল। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পাল নিয়ে ডজ সিটিতে গেছে ওরা, ফিরতি পথের অর্ধেকটাও কার্সনের সঙ্গে ছিল।'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল জন, ট্রেইলে মাটি নিরীখ করছে। ঘোড়াকে কয়েক কদম আগে বাড়াল ও, তারপর আবারও থেমে গেল। 'আরে, অদ্ভুত তো! ওরা দেখছি লস্ট লেকের দিকে গেছে!'

একটা সিগার ধরিয়ে অপেক্ষায় থাকল টাইসন। নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা আছে ওর। জানে এখানে ওর মাতব্বরি চলবে না। মরুভূমির এই ট্রেইল ধরে এগোতে হলে জনের উপর নির্ভর করতে হবে। ওকে দিয়ে কিছু হবে না, সেটা কয়েক মাইল আগেই

বোঝা গেছে। ট্রেইলটাকে এখন আল্পস পর্বতমালার মতই দুর্বোধ্য লাগছে। নিজেকে দক্ষ ট্র্যাকার মনে করত ও, অতীতে বেশ কারিশমাও দেখিয়েছে; কিন্তু এখানে এসে একেবারে বেকুব বনে গেছে। ট্রেইলে কিছুই চোখে পড়ছে না। একটা কাক হেঁটে গেলেও বোধহয় এরচেয়ে বেশি চিহ্ন থাকত। নীরব সমীহ আর মুগ্ধতার সঙ্গে জনের কাজ-কারবার দেখছে। কয়েক পা এগোল জন, তারপর ফিরে এল আগের জায়গায়।

'লস্ট লেকের দিকেই যাচ্ছে ওরা।'

'তা হলে আর দেরি করছি কেন?'

'আমরা যাব ওয়্যাগন ক্যাম্পে।'

'লস্ট লেকে যদি গিয়ে থাকে ওরা, পিছু নিচ্ছি না কেন?'

'অযথা শক্তি খরচ করার কী দরকার!' শান্ত স্বরে বলল জন, ফিরে এসে স্যাডলে চেপেছে। 'ব্যর্থ হয়ে লস্ট লেক থেকে ওয়্যাগন ক্যাম্পে যাবে ওরা। সেক্ষেত্রে ওয়্যাগন ক্যাম্পে আগে গিয়ে ওদের অপেক্ষায় থাকাই ভাল নয়?'

স্থির দৃষ্টিতে জনকে দেখল টাইসন। দারুণ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে। এতটা নিশ্চিত হচ্ছে কী করে? মানুষই তো, ভুল করতে পারে না সে?

'ভুল হচ্ছে না তো আমাদের?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল পিঙ্কারটন গোয়েন্দা। 'তা হলে কিন্তু আমও যাবে ছালাও যাবে।'

'উঁহুঁ, ভুল হয়নি আমাদের।'

*

বিকালে যখন ওয়্যাগন ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা, ততক্ষণে দিনের উত্তাপ অনেক কমে এসেছে। দুপুরের মত দাবদাহে পুড়তে হচ্ছে না। গুটি কয়েক মেস্কিট আর ক্যাটক্লর ধারে ছোট্ট ওঅটরহোল, একটু দূরে ছড়ানো-ছিটানো বোল্ডারসারি। স্বচ্ছ টলটলে পানি নিজেরা পান করল ওরা, ক্যান্টিন ভরল, তারপর ঘোড়া দুটোকে খাওয়ার সুযোগ দিল।

বাতাস পানিতে হালকা কুলকুল ধ্বনি তৈরি করেছে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ নিরীখ করল জন। দূরে কোথাও একটা কোয়েল ডেকে উঠল।

'চলে তো এলাম, কিন্তু সোনার কোন নমুনা দেখছি না! সত্যি জানো তুমি, নাকি স্রেফ অনুমান করেছ?' জানতে চাইল টাইসন।

'সোনা এখানেই আছে। আমি নিশ্চিত।'

শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে মোষের চর্বি মিশিয়ে ছোট করে আগুন জ্বালাল ওরা, আগুনকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসল। রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে টাইসন। বিশালদেহী মানুষ বলা চলে তাকে। জামার আস্তিনের নীচে সবল পেশি কিলবিল করে। বাড়তি এক ফোঁটা মেদ নেই দেহের কোথাও। সাসপেন্ডার আর স্লিভ গার্টার পরতে অভ্যস্ত। কফির জন্য কেতলি ভরে পানি নিয়ে এল জন, তারপর আরও জ্বালানি খুঁজতে বেরোল।

ওয়্যাগন ক্যাম্প জায়গাটা আশপাশের তুলনায় কম রুক্ষ। ঝর্নার কাছাকাছি ছোট্ট তৃণভূমি রয়েছে, ঢালের গোড়ায় সিডার, কটনউড এবং স্প্রুসের সমাবেশ। কয়েকটা সিডার বেশ পুরানো। উইলো ঝোপের পর মেস্কিট আর প্রিকলি পিয়ারের ঝোপ।

'একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে,' ক্যাম্পে ফিরে এসে বলল জন। 'দু'দিনও লাগতে পারে। কিন্তু আসবেই ওরা! সম্ভাব্য সব ঝামেলার জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদের।'

সন্দিহান চাহনিতে চারপাশ একবার দেখল রে টাইসন। 'এর যে-কোন জায়গায় সোনা লুকানো থাকতে পারে, কারও পক্ষে কি জানা সম্ভব? দু'দিন এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করলে আশপাশের এলাকার মতই হয়ে যাবে ক্যাম্পটা।'

'উঁহুঁ, মাটি খুঁড়ে সোনা লুকিয়ে রাখেনি টিম,' ঝুঁকে আগুনে কাঠ যোগ করল জন। 'শব্দ হওয়ার ভয় ছিল নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে এমন কোন জায়গায় রেখেছে যাতে চাইলেই তুলে নেওয়া যায়।'

'কীসের শব্দ?'

'মাটি খোঁড়ার শব্দ। রাতের বেলায় মাটি খোঁড়ার সামান্য শব্দেও অন্যদের ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা। বেলচা ব্যবহার না-করে যদি স্রেফ খালি হাতেও গর্ত খুঁড়ে থাকে ও, গর্তটা মাঝারি সাইজের হতে হবে। সময় ও শব্দসাপেক্ষ ব্যাপার সেটা। তা ছাড়া, ট্রেইলে খুব কম মানুষের ঘুম গভীর হয়।'

*

পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চালিয়েও সোনার দেখা পেল না ওরা। ঝর্নার ধারে-কাছে প্রতিটি গর্ত বা নিচু জায়গা খুঁজেছে। গাছের ফোকর, ঝোপের আড়াল কিংবা লুকানোর সম্ভাব্য জায়গা হতে পারে···এমন সব

জায়গায় সযত্নে তালাশ করেছে। যুক্তি অনুযায়ী জায়গাটা বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু তারপরও ক্যাম্প থেকে বৃত্তাকারে অনেকটা জায়গায় খোঁজ চালিয়েছে ওরা। অথচ ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েনি।

বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে পড়েছে রে টাইসন। 'ক্যালকিন, নিজের উপর আস্থা রেখে এখানে এসেছ তুমি, কিন্তু ফলাফল শূন্য। কে জানে, এতক্ষণে হয়তো তোমার সোনা খুঁজে পেয়ে একশো মাইল দূরে চলে গেছে ওরা! সেক্ষেত্রে এখানে থেকে কী হবে আর? আমি এখনই এখান থেকে চলে যাওয়ার পক্ষে।'

মুখ তুলে তাকাল জন, চাহনি নিস্পৃহ। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারো তুমি। সোনা যেহেতু এখানে আছে, আগে বা পরে হোক ওরা আসবেই। হয়তো আজ রাতেই।'

উঠে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেল টাইসন। স্যাডল তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠের উপর চাপাল, স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ছাড়িয়ে মরুভূমিতে দৃষ্টি যেতে একেবারে জায়গায় জমে গেল সে। 'দেখেছি ওদের!' অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল গোয়েন্দা। 'আসছে ওরা! আমাদের ক্যাম্পের আগুন বোধহয় দেখে ফেলেছে!'

'তা হলে আগুনের কাছে এসে বসে পড়ো। আর তৈরি থেকো।'

পরস্পরের কাছ থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ক্যাম্পের চৌহদ্দিতে ঢুকল ওরা। সেয়ানা লোক। ঝামেলার জন্য তৈরি। ক্যাম্পের বিশ গজের মধ্যে এসে ঘোড়া থামাল সবাই।

'চলে এসো সবাই,' আহ্বান জানাল জন। 'কফিটা গরম আছে এখনও।'

'এখানে কোত্থেকে এসেছ তোমরা?' কথা বলার দায়িত্বটা স্টিভ কোয়ান নিয়েছে, তার পাশে রয়েছে নাথান ব্লাই, আর অচেনা লোকটা একটু পিছনে। শীর্ণদেহী বলা চলে তাকে, মুখটা সরু, চোখে নিস্প্রাণ চাহনি।

'ফোর্ট গ্রিফিন থেকে এসেছি,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জন, বাম হাতে কফির কাপ ধরেছে, নিরুদ্বিগ্ন মুখে চুমুক দিল।

জনের উপস্থিতি, আচরণ বা সতর্কতাবোধ, কোনটাই পছন্দ হয়নি ওদের; এবং সেটা চেপে রাখার চেষ্টাও কেউ করছে না। কোলের উপর শটগান রেখে একটু দূরে বসে থাকা রে টাইসনও ওদের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।

এরাই বিল মার্ফিকে অত্যাচার করেছে, খুন করেছে। ঘটনাটা মনে পড়তে নিজের অজান্তে শক্ত হয়ে গেল জনের চোয়াল, তলে তলে শীতল আক্রোশ বোধ করল।

'সচরাচর ট্রেইল ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছ, তাই না?' জানতে চাইল জন। 'পুরো মরুভূমিতে এটাই বোধহয় সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন পানির উৎস। লোকজন তেমন আসেই না।'

স্যাডল ছাড়ল নাথান ব্লাই। 'কফি খেতে আপত্তি নেই আমার,' এগিয়ে এল সে, হাতে নিজস্ব কাপ। কফি নিতে ওটা বাড়িয়ে দিল সে।

মুচকি হাসল জন। 'ওই যে, কেতলি। তুমি নিজেই ঢেলে নাও।'

জনের কথাবার্তায় দারুণ কৌতূহল ও আগ্রহ বোধ করছে অচেনা লোকটা। মনোযোগী দৃষ্টিতে এখন জনকে মাপছে সে, নিষ্প্রাণ চাহনি বদলে গিয়ে সেখানে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। 'তুমি নিজেও তো ট্রেইল ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছ,' মন্তব্যের সুরে মনে করিয়ে দিল লোকটা। 'একটু আগেই যেমন বলেছ, সচরাচর রুট থেকে এটা বেশ দূরে।'

'তবে জায়গাটা অন্যগুলোর চেয়ে ভাল,' আলাপী সুরে বলল জন। 'ঝর্নার পাশে কিছু ঘাস আছে।' থেমে রে টাইসনের দিকে ইশারা করল। 'এ হচ্ছে রে টাইসন। জাতে গরু ব্যবসায়ী হলেও ইদানীং র‍্যাঞ্চিংয়েও টাকা খাটাচ্ছে। ভাবছি ঠিক এখানেই ছোটখাট একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলব আমরা।'

নিঃশব্দে হাসল স্টিভ কোয়ান, হাসিতে সামান্য আমোদও নেই। 'ঘোড়া বা গরু পালবে কোথায়? চারপাশে যা জমি, দশ মাইলের মধ্যেও দশটা গরু পালতে পারবে না।'

জনের উপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি আগন্তুক। 'ওর ভাবগতিক সুবিধার মনে হচ্ছে না, স্টিভ,' জনের কথা বলছে সে। 'চালু মাল! ওকে মনে ধরছে না।'

এবার তিনজনের দৃষ্টিই স্থির হলো জনের উপর। এদিকে ওদের অলক্ষ্যে, কিন্তু সন্তর্পণে শটগানের নল সামান্য সরিয়ে নিল রে টাইসন। এখনও কোলে আছে ওটা, তবে নলটা তিনজনের দলের দিকে চেয়ে আছে। জনের দিকে অখণ্ড মনোযোগ থাকায় তিন আউটল্ ব্যাপারটা খেয়াল করেনি।

কফির কাপ তুলে চুমুক দিল জন, মৃদু স্বরে বলল: 'তো, ব্যাপার

তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না? আগে যেহেতু এসেছি, তাই ইচ্ছেমত থাকব আমরা। তোমাদের পছন্দ হলো না না-হলো তাতে কিছু যায়-আসে না। পানির চাহিদা থাকলে ব্যবহার করতে পারো, আপত্তি নেই আমাদের। কিন্তু আমরা থাকছি।'

'উঁহুঁ, এখান থেকে চলে যাবে তোমরা!' ঠাণ্ডা স্বরে ঘোষণা করল নাথান ব্লাই।

স্মিত হাসল জন। 'বোকামি হয়ে যাবে না তাতে, নাথান? হয়তো আমাদের নিকেশ করে ফেলতে পারবে তোমরা, কিন্তু এটা ঠিক সঙ্গে তোমাদের দু'একজনকে নিয়ে যাব। কে জানে, তিনজনকেই নিয়ে যেতে পারি! পরপারে যেতে তোমার বা স্টিভের কোন টিকেট লাগবে না, বিনা পয়সায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

নির্দিষ্ট কারও দিকে তাকাচ্ছে না জন, কফিতে ওর সমস্ত মনোযোগ। তবে কেউ এক চুল নড়লেও ঠিকই টের পাবে। 'আগেই বলেছি···ফোর্ট গ্রিফিন থেকে এখানে এসেছি আমি। তবে মবিটিও গিয়েছিলাম। অতীতে তোমরা কী করেছ সেটা তোমাদের ব্যাপার, কিন্তু আমি হলে পোস্টারে চেহারা থাকার পরও ওখানে ফিরে যেতাম না।'

ঝট করে টাইসনের দিকে পাশ ফিরল স্টিভ কোয়ান, চোখে আগুন ঝরছে। কিন্তু টাইসনের কোলে শটগান আর উদ্যত নল দেখে আগুনে পানি পড়ল। 'আগুন জ্বালো, নাথান,' নির্দেশ দিয়ে সরে গেল সে। মুহূর্ত কয়েক দ্বিধা করল অন্যরা, শেষে কোয়ানের অনুগামী হলো। যাওয়ার আগে ঝাড়া একটা মিনিট জনকে দেখে নিল আগন্তুক।

তিন আউটল চলে যেতে নিজের জায়গায় বসে কফির মগ ভরে নিল জন। 'কেন যে মাথায় আসছে না!' নিজের উপর রাগ হচ্ছে ওর। 'ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবলেই পেয়ে যাব। কেবলই মনে হচ্ছে···জানি সব সোনা এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' কফিতে চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল ও, টাইসনকে জিজ্ঞেস করল: 'কাকে ধরতে এসেছ তুমি?'

'ব্লাই আর কোয়ান। ট্রেন ডাকাতি। টাকার অঙ্কটা বেশি নয়, তবে ওটা আমাদের মাথাব্যথা নয়। অপরাধী ধরাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। অন্য লোকটা···ওর সম্পর্কে কোন রেকর্ড মনে নেই বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিত অন্য কোথাও নিশ্চয়ই ওর নামে হুলিয়া আছে।'

*

মাঝরাতের পর, পাহারায় যখন টাইসন, ওয়্যাগনের দূরাগত ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পেল ওরা। চলে যায়নি আউটলরা, কয়েকশো গজ দূরে ক্যাম্প করেছে। সারাক্ষণ ওদের জ্বালানো আগুনের কুণ্ডের উপর একটা চোখ রেখেছে রে টাইসন। ভাবছিল ঘুমিয়ে পড়ার পর দুই আসামীকে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে যাবে, কিন্তু প্ল্যানটা বাতিল করতে হয়েছে, কারণ আউটলরাও পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে। আসামী ধরা দূরে থাক, ওদের অজান্তে ক্যাম্প থেকে বের হওয়াও বোধহয় সম্ভব হবে না। তিক্ত মনে বিকল্প উপায়ের হদিশ করছিল, তখনই ওয়্যাগনের শব্দ শুনতে পেল।

টাইসনের সন্দেহ হলো স্বপ্ন দেখছে, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। করার কথাও নয়। এই রুক্ষ মরুভূমিতে রাতের বেলায় ওয়্যাগন আসবে কোত্থেকে? রীতিমত অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার। পাশের ক্যাম্পে পাহারায় থাকা স্টিভ কোয়ানেরও একই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ছায়ার সঙ্গে মিশে গেল সে। একই কাজ রে টাইসনও করেছে। স্বাভাবিক সতর্কতা।

ক্ষীণ হলেও ওয়্যাগনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে জনের, উঠে বসল ও।

ঘন অন্ধকার ভেদ করে হঠাৎ আলোয় বেরিয়ে এল জোড়া মিউলে টানা ওয়্যাগনটা। দাড়িঅলা এক লোক ড্রাইভার, পাশে একটা মেয়ে বসে আছে। আলোর বৃত্তে ঢুকে পড়ার পরপরই ওয়্যাগন থামিয়েছে লোকটা।

বড়জোর সতেরো-আঠারো হবে মেয়েটার বয়স। সুন্দরী। অদ্ভুত ব্যাপার, মাঝখানের ফাঁকা দূরত্বটুকু পেরিয়ে আগুনের কুণ্ড ছাড়িয়ে গেল মেয়েটার দৃষ্টি, জনের চোখে মুহূর্তের জন্য স্থির হলো। মেয়েটার চোখে অনুনয়–সাহায্য প্রার্থনা করছে!

সত্যি কি দেখেছে? ধন্দে পড়ে গেল জন, নাকি এইমাত্র ঘুম থেকে জেগে ওঠায় ভুল করছে? উঁহুঁ, বৈরী পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত বলে এসব ব্যাপারে ভুল হয় না ওর। বহু বছরের অভ্যাস এটা। ঘুম থেকে চোখ মেলে যখন তাকায়, পূর্ণ সজাগ ও সচেতন থাকে।

মেয়েটা সাহায্য চাইছে? আজগুবি ব্যাপার! এতদূর থেকে কারও

চাহনি পড়তে পারার কথাই নয়! নিশ্চিত না-হলেও সবচেয়ে বড় অসঙ্গতিটা ঠিকই ধরা পড়েছে ওর চোখে–লোকটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই মেয়েটার।

ড্রাইভারের আসন থেকে মাটিতে নামল লোকটা। ক্যাম্প-ফায়ারের আলোয় এবার ভাল করে তাকে দেখল জন। মাঝ বয়স পেরিয়ে গেছে, পঞ্চাশোর্ধ্ব; কিন্তু শরীর গাট্টাগোট্টা, দড়ির মত পাকানো পেশির সমন্বয়। লোকটার চলাফেরায় এক ধরনের প্রচ্ছন্ন লুকাছাপা ভাব আছে যেটা জনের একেবারে পছন্দ হলো না।

'ক্যাম্প হিসাবে জায়গাটা মন্দ না,' চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালিয়ে জনের দিকে ফিরল লোকটা। 'বসতি করবে নাকি?'

'উঁহুঁ, চলার পথে থেমেছি,' জানাল জন। 'তোমরা?'

শব্দ করে হাসল লোকটা। 'আমরাই তাই। আমার নাম উইল হিকম্যান, আর ও আমার ভাতিজি···সুসান পোলার্ড।' চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল সে, আউটলদের ক্যাম্পের আগুনের উপর বেশ খানিকটা সময় সেঁটে থাকল দৃষ্টি।

'আচ্ছা, ও তা হলে এখানে,' প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলল সে, জহুরির চোখে নিরীখ করছে আগন্তুককে। 'এমন লোককে ভুলে যাওয়া কঠিন।'

'চেনো?'

'আলবৎ! আমি ওকে চিনি, তবে আমাকে চেনে না সে। উঁহুঁ, এখন পর্যন্ত চেনে না।' জনের দিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ চাহনি হানল সে। 'ওর নাম এবার্লি বয়েড। মন্টানা আর ওয়াইওমিং-এর দিকে খুব নাম-ডাক ওর।'

জনদের ক্যাম্পটা খুঁটিয়ে দেখল সে। 'বোধহয় বহুদিন পর কেউ ক্যাম্প করল এখানে। এমন এলাকায় কেউ গরুর ড্রাইভের কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করবে না।'

'ইদানীং কেউ করেওনি,' নির্লিপ্ত সুরে বলল জন।

'তাই নাকি?' থোক্ করে থুথু ফেলল হিকম্যান। 'কিন্তু আমি যে শুনেছি টিম কার্সন নামে একজন গরুর পাল নিয়ে এই এলাকা পাড়ি দিয়েছে?'

তখনই উত্তর দিল না জন, পকেট থেকে কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। ব্যাপার কী? হিকম্যানের কথাবার্তা

যে উদ্দেশ্যমূলক তাতে কোন সন্দেহ নেই। শেষপর্যন্ত কী প্রসঙ্গে যাবে সে, দিব্যি আঁচ করতে পারছে জন। সোনার কথা তুলবে। টেক্সাসের কারও কি টিম কার্সনের লুকিয়ে রাখা সোনার কথা জানতে বাকি নেই?

'এখান থেকে অনেক পুবের এলাকা দিয়ে গরু নিয়ে গিয়েছিল কার্সন,' বলল জন। 'প্রথমে উইচিটায় যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও মত বদলে ডজ সিটিতে গিয়েছিল।'

সায় জানাল হিকম্যান। 'ট্রেইলের যা অবস্থা, সেটাই উচিত ছিল। সম্ভবত ফিরতি পথে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল সে, সঙ্গে ওর ক্রু ছিল কয়েকজন। ওরা যে খুব ভাল লোক ছিল তা বলা যাবে না।' ঘাড়ের উপর দিয়ে জনের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'তুমিও কি ওর সঙ্গে ছিলে?'

'ওর র‍্যাঞ্চে মাঝে মধ্যে কাজ করেছি আমি। আমার বন্ধু ছিল সে।'

ওয়্যাগন থেকে নেমে আগুনের কাছে চলে এসেছে সুসান পোলার্ড। হিকম্যানের পাশাপাশি, একটু দূরে বসেছে। একেবারে নিস্পৃহ মুখ, তবে সেটা চেষ্টাকৃত। ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন মেয়েটা, বাজি রেখে বলতে পারবে জন। নীরবে ওদের কথা শুনলেও মাঝে মাঝে জনের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু একইসঙ্গে হিকম্যানের চোখে যাতে সেটা ধরা না-পড়ে সে-ব্যাপারেও পুরোপুরি সচেতন।

আরও একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে জন। টিম কার্সনের টাকার লোভে আরও একজন হাজির হয়ে গেছে।

ধারে-কাছে সমস্ত জায়গা খুঁজে দেখেছে জন। কাজ হয়নি। অথচ এখানে আদৌ কোন কিছু লুকিয়ে রাখা রীতিমত অসম্ভব মনে হয়। আগেও কয়েকবার এসেছে জন, তাই মাটি বা বালির পরিবর্তন সহজে ওর চোখে ধরা পড়ার কথা। কিন্তু কোনরকম রদবদল চোখে পড়েনি। যুক্তি আর অনুমান বলছে এটাই সেই জায়গা। তা ছাড়া, টিম এবং মার্ফি দু'জনেই এ জায়গাটা চিনত। মার্ফি টাকা লুকিয়ে রাখবে–এমন একটা ব্যবস্থা করেছিল টিম। হতে পারে এমন কিছু ওদের জানা ছিল যা অন্য কারও জানা নেই।

দৃশ্যত, সোনার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তিন আউটলর, নইলে অনেক আগেই ওগুলো উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ত…নাকি জন আর টাইসনের উপস্থিতির কারণে ইচ্ছে করে দেরি

করছে?

এই সোনার জন্য একাধিক খুন করেছে ওরা। নির্দ্বিধায় আরও করবে।

*

ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে।

এখনও পাহারায় আছে রে টাইসন। জন ঘুমাচ্ছে। চারদিক শান্ত। সামান্য টুঁ শব্দও শোনা যাবে। পানির কুলকুল ধ্বনি ও পাতার মর্মর ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তবে এসব স্বাভাবিক।

ভোরের উন্মেষে জনকে জাগিয়ে দিল টাইসন।

'সবকিছু শান্ত আছে,' বলল সে। 'কিন্তু আমার মনে হয় না ওরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে।'

বেডরোলে উঠে বসল জন, পায়ে বুট গলিয়ে সিধে হলো। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। আগুনটা নিস্প্রভ হয়ে গেছে। একটু দূরে তিন আউটলর ক্যাম্পের আগুনও ম্লান দেখাচ্ছে এখন। ওয়্যাগনে কোন সাড়া নেই। ওয়্যাগনের নীচে বিছানা করে ঘুমিয়ে পড়েছে উইল হিকম্যান।

পশ্চিমাকাশে চলে গেছে আধখানা চাঁদ, ভোরের উন্মেষে উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে ওটা। আগুনের বৃত্ত থেকে অন্ধকারে সরে এসে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল জন। বেডরোলটা আগুনের কাছ থেকে বেশ কিছুটা সরিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। শুধু বুটজোড়া দেখা যাচ্ছে ওর, শরীরের অন্য অংশ অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। তা ছাড়া, প্রকাণ্ড এক কটনউডের ছায়া পড়েছে জায়গাটায়।

খুবই সতর্কতার সঙ্গে বুটজোড়া থেকে পা গলিয়ে বের করে আনল ও, বুটগুলো প্রায় নড়ল না বললেই চলে। এবার পকেট থেকে মোকাসিন বের করল, সবসময় ভাঁজ করে সঙ্গে রাখে ওগুলো। সরে যাওয়ার আগে বুটজোড়া দেখে নিশ্চিন্ত হলো। ঠিক আছে। নীচের অংশ আলোর সীমানায়, দূর থেকে অনায়াসে চোখে পড়বে, কিন্তু উপরের অংশ অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে।

একটু একটু করে গাছের আড়ালে সরে এল জন, তারপর সময় নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল সামনের লে-আউট।

গাছে কোন খাঁজ বা গর্ত নেই, ডালপালার ফাঁকে বাক্স বা ওরকম কিছু লুকিয়ে রাখার মত জায়গা নেই, এমনকী ঝর্নার পানির তলায়ও রাখা সম্ভব নয়, কারণ পানি একেবারে অগভীর ও স্বচ্ছ। দূর থেকে

পাথুরে তলা চোখে পড়ে। ধারে-কাছে কোথাও মাটি খোঁড়ার চিহ্ন নেই···যদি খুঁড়েও থাকে, উড়ন্ত বালির নীচে চাপা পড়ে গেছে।

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়, নিজের অজান্তে নিঃশব্দে হেসে উঠল জন। চিন্তাটার যৌক্তিকতা ভাবতে গিয়ে সামান্য অসতর্ক হয়ে পড়ল। মনোযোগ ছুটে গেল মুহূর্তের জন্য। সংবিৎ ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যাগনের পিছনে নড়াচড়া চোখে পড়ল।

সন্তর্পণে ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল সুসান পোলার্ড। অতি সতর্কতার সঙ্গে হেঁটে, অন্ধকারে মেয়েটিকে মিলিয়ে যেতে দেখল জন। ফের মেয়েটার উপস্থিতি টের পেল একটু পর–একেবারে ক্ষীণ শব্দ–ঠিক ওর পাশে!

'শিকার করার সময় নয় এটা,' ফিসফিস করে বলল ও।

অন্ধকারে পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, মি. ক্যালকিন! যেখানে খুশি, স্রেফ এখান থেকে চলে যেতে পারলেই হলো।'

'হয়েছে কী? চাচার সঙ্গে কোন সমস্যা?'

'চাচা কে? ওই লোকের সঙ্গে আমার রক্তের কোন সম্পর্কই নেই! চাচা মারা যাওয়ার পর আমার চাচীকে বিয়ে করেছিল সে। দু'জনের কারও সঙ্গেই আমার রক্তের সম্পর্ক নেই। সপ্তাহ দুয়েক আগে চাচী মারা যাওয়ার পর বাড়ি ছেড়ে চলে এল সে।'

'কেন চলে এল?'

'ট্রেমেন্সের কারণে। ডেরেক ট্রেমেন্সকে মনে আছে, টিম কার্সনের হয়ে কাজ করত? ড্রাইভ শেষ করে দলবল নিয়ে ফিরে আসে সে। মি. কার্সনের খুনিদের একজন। তো, মি. কার্সনকে খুন করতে কোয়ানদের সাহায্য করেছে সে। এরপর ওর সঙ্গীরা খুন হয়ে যায় কোয়ান, ব্লাই আর বয়েডের হাতে। ট্রেমেন্সকেও খুন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। মৃত মনে করে ওকে ফেলে চলে যায় ব্লাইরা। আহত অবস্থায় অনেকটা পথ ক্রল করে এক র‍্যাঞ্চে চলে আসে ট্রেমেন্স, একটা ঘোড়া চুরি করে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়।

'ওয়্যাগন ক্যাম্পের সেই রাতে অন্ধকারে নড়াচড়া ধরা পড়েছিল ওর চোখে, তাই ও একরকম নিশ্চিত ছিল যে এখানেই সোনা লুকানো আছে। কয়েকটা দিন টিকে থাকার পর আমাদের বাড়িতেই মারা যায় সে, আর ওর দেখানো পথ ধরে এখানে এসে হাজির হয়েছে

হিকম্যান।'

ট্রেমেন্সকে মনে করতে পারল জন। অলস, ছন্নছাড়া টাইপের যুবক। সবসময় জেসি জেমসদের গল্প করতে পছন্দ করত।

'যেভাবে হোক ওর হাত থেকে উদ্ধার করো আমাকে, মি. ক্যালকিন!' করুণ হয়ে গেল মেয়েটার কণ্ঠ। 'বলছে আমাকে ডজ সিটি বা ফোর্ট ওঅর্থে নিয়ে যাবে। ওখানে নাকি চাইলেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করতে পারব। সেই টাকায় নিশ্চিন্তে চলে যাবে আমাদের বাকি জীবন। কিচ্ছু করতে হবে না!' হঠাৎ জনের একটা বাহু খামচে ধরল মেয়েটা। 'ওরকম নোংরা টাকা আয় করার ইচ্ছে নেই আমার, মি. ক্যালকিন!'

'বেশ,' প্রতিশ্রুতি দিল জন। 'কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা মিটে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে দূরে থেকো।'

যেমন দ্রুত আর নিঃশব্দে এসেছিল, ঠিক তেমনি উধাও হয়ে গেল মেয়েটা। প্রায় নিঃশব্দে হাঁটতে পারে সুসান, বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করল জন, যেন ইন্ডিয়ান! এই দরকার ছিল, নইলে ঠিক ধরা পড়ে যেত হিকম্যানের চোখে, যা পাতলা ঘুম লোকটার।

হঠাৎ একটা অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন হলো জন। সুসানের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে পুরো ক্যাম্পের উপর নজর রেখেছিল, কিন্তু দু'এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি সরে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে আউটলদের ক্যাম্পে। একটা বিছানা ফাঁকা মনে হচ্ছে।

পুবাকাশ ধূসর হতে শুরু করেছে, সকাল হতে বেশ দেরি আছে এখনও। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নার্ভাস ভঙ্গিতে অবস্থান বদল করল জন। ক্লান্তি লাগছে খুব। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ওকে সতর্ক করল একটা কণ্ঠ: 'উঁহুঁ, নোড়ো না! যেভাবে আছ, থাকো, ক্যালকিন।'

মার্ফির করুণ ও বীভৎস মৃত্যু ভুলে যায়নি জন, চোখ বুজলে এখনও দেখতে পায়। নির্দেশটা মানলে যে একই পরিণতি হবে ওর, এ-ব্যাপারে শতভাগ নিঃসন্দেহ। না-মানলেও গুলি খাবে, তবে পাল্টা লড়াই করার একটা সুযোগ তো পাবে।

নির্দেশটা কানে যাওয়া মাত্র তৎপর হলো ও। ঝটিতি এক পাশে লাফ দিল, গড়িয়ে অন্ধকারে সরে গেল কয়েক গজ, তারপর হাঁটু গেড়ে উঠে বসল। ততক্ষণে পিস্তল চলে এসেছে হাতে। একটু আগের অবস্থানের কয়েক গজ পিছনে কমলা আগুন ওগরাল একটা পিস্তল,

শব্দটা পরে শুনতে পেল জন, নিজে ট্রিগার টানার পর।

সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল ও। পড়ন্ত অবস্থায় রক্তমাংসের শরীরে ওর পাঠানো গুলি বিদ্ধ হওয়ার ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল। ভাগ্যিস, লাফ দিয়েছিল, নইলে ঠিক ফুটো হয়ে যেত! কারণ আবারও গুলি করেছে লোকটা।

একটু দূরে বেশ কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। ক্যাম্পের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল জন।

টাইসন উধাও হয়ে গেছে।

গাঢ় দেখাচ্ছে ওয়্যাগনের কাঠামো। নীচে ঘুমাচ্ছিল উইল হিকম্যান, কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না তাকে। ম্লান আলোয় একটু আগেও লম্বা একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছিল, এখন আর নেই।

আহত লোকটার ধীর লয়ের ভারী নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছে জন, এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ নেই ওর। কে জানে, হয়তো ওর এগিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে সে, হাতে উদ্যত পিস্তল। দেখা মাত্র ফুটো করে দেবে বুক। ঠায় পড়ে থাকল ও, এক চুল নড়ছে না। বুকের নীচে শুকনো পাতা পিষ্ট হচ্ছে। নড়তে গেলেই শব্দ হবে।

কিছুক্ষণ এভাবেই কেটে গেল।

সন্তর্পণে সিধে হলো জন, উবু হয়ে বসল। সতর্কতার কারণে কোন শব্দ হয়নি। পায়ে মোকাসিন রয়েছে…তারপরও ঝুঁকি নিতে নারাজ। উঠে দাঁড়ানোর সময় খুবই সতর্কতার সঙ্গে এক পা ফেলল মাটিতে, পরখ করল। নরম মাটি। সন্তর্পণে পরের পা সামনে বাড়াল।

ওর পিছনে চলে আসতে সক্ষম হয়েছিল যে-লোকটা, সহসা তাকে দেখতে পেল জন। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে সে, তবে মুঠিতে পিস্তলটা শক্ত করে ধরা এখনও।

হাঁটু গেড়ে বসে চারপাশ হাতড়াল জন, শুকনো একটা ডাল খুঁজে পেয়ে ওটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডালটা ছুঁড়ে না-দিয়ে উদ্যত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থেকে ডালের ডগা দিয়ে ঝোপে ক্ষীণ শব্দ তৈরি করল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল উপুড় হয়ে থাকা লোকটার পিস্তল। জবাবে জনও গুলি করল।

নিথর হয়ে আছে ক্যাম্প। কোথাও কোন সাড়া নেই। যেন শূন্য! সন্তর্পণে পড়ে থাকা লোকটার কাছে চলে এল জন। এবার নিশ্চিত হওয়া গেছে। পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিয়ে গানবেল্টও খুলে

ফেলল। গানবেল্টটা কাধের উপর রেখে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিল।

টাইসন বা হিকম্যানের পাত্তাও নেই কোথাও। স্রেফ উধাও হয়ে গেছে। দুই আউটলরও খবর নেই। চারপাশ এত নীরব যে ঘোড়ার ঘাস টানার শব্দ জোরাল ও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

শিগ্‌গিরই দিনের আলো ফুটে উঠবে। তারপর শুরু হবে আসল লড়াই। সবকিছুর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে আজই। এখন পর্যন্ত সোনার খোঁজ পায়নি জন, সোনা ছাড়া এ-জায়গা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। তিন আউটলর একজন খতম। অন্যরা সম্ভবত বহাল তবিয়তে আছে। এবার্লি বয়েডের সঙ্গে ওর লড়াইয়ের সময় ক্যাম্পের অন্য অংশে সংঘটিত গোলাগুলির তাৎপর্য রয়েছে বটে, তবে সেটা ওর বা টাইসনের পক্ষে না-ও যেতে পারে।

গুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেছে রে টাইসন। বেঁচে আছে সে? নাকি আহত হয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে?

প্রকাণ্ড একটা কটনউডের আড়ালে সরে এল জন, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল দেহ। ক্যাম্পে রেখে আসা রাইফেলের অভাব বোধ করছে খুব। শিগ্‌গিরই দরকার হবে ওটা। একটু একটু করে সরতে শুরু করল ও। ঝোপঝাড় তেমন ঘন নয়, তবে আঁধার থাকায় কাভার হিসাবে ওগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে।

আগুনের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও। প্রায় নিভে গেছে আগুন, গুটিকয়েক কয়লা ম্লান আভা বিতরণ করছে। সরু ধারায় ওঠা ধোঁয়া ভোরের নিস্তরঙ্গ বাতাসে স্থির হয়ে আছে।

পুবাকাশ ধূসর এখনও, তবে দিগন্তের কিনারায় কমলা ছোপ লেগেছে। কোথাও কিছু নড়ছে না।

হঠাৎ ক্ষীণ নড়াচড়া টের পেল জন। ওয়্যাগনের পিছনের চাকার কাছে খুবই সন্তর্পণে নড়ল কেউ! রাইফেলের ব্যারেলে লেগে ঝিকিয়ে ওঠা ফিকে আলোও ওর চোখ এড়ায়নি। লোকটা সম্ভবত হিকম্যান। ক্যাম্পে আসার পর তার হাতে একটা বাফেলো গান দেখেছিল। কার পক্ষ নিয়েছে সে?

নিরপেক্ষ বোধহয়, ভাবল জন, আপাতত। নিজেদের মধ্যে লড়ে শেষ হয়ে যাক অন্যরা, তারই অপেক্ষায় থাকবে সে। স্রেফ নিজেকে রক্ষা করবে শুধু। এখন তার একটাই লক্ষ্য। নিজে টিকে থাকা। অন্যদের কী হলো তাতে আমল দেওয়ার কোনই কারণ নেই। জন

আর আউটলদের লড়াই শেষ হলে সক্রিয় হবে সে।

সেক্ষেত্রে, এই লড়াইয়ের শেষ পর্বে যারাই জীবিত থাকুক, উইল হিকম্যানের মুখোমুখি হতে হবে।

ধীরে ধীরে আলোকিত হলো সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, ধূসর মেঘের সারির ফাঁক গলে উঁকি দিল সূর্য। ক্যাম্প আর আশপাশের এলাকা এখন পুরোপুরি আলোকিত। সুনির্দিষ্টভাবে না-জানলেও তিনটা পক্ষই পরস্পরের অবস্থান অনুমান করে নিয়েছে।

ওয়্যাগনের পিছনে অবস্থান নিয়েছে উইল হিকম্যান, হাতে বাফেলো গান। স্রেফ দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে সে। ব্যবহার করার জন্য অস্ত্র তৈরি, সে নিজেও, প্রয়োজন পড়া মাত্র নির্দ্বিধায় গুলি করবে। টার্গেট কে বা কী, এ-নিয়ে ভাবনা নেই ওর।

নিজস্ব অবস্থান থেকে একটু একটু করে সরে যেতে শুরু করল জন, খুবই সতর্কতার সঙ্গে কাজটা করছে। চেষ্টা করছে যাতে সামান্য শব্দও না-হয়, ওর নড়াচড়া যাতে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না-করে। ঢালু জমি ধরে পাহাড়ের কোলে সরে আসতে সক্ষম হলো ও। নীচের ক্যাম্পের প্রায় পুরোটা চোখে পড়ছে এখন, আগের অবস্থানের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে বলতে হবে।

ওয়্যাগন থেকে নেমে আগুনের কাছে চলে গেল সুসান। কাঠ যোগ করে আগুনটাকে চাঙা করে তুলল, কফির কেতলি চাপিয়ে নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাঝে মধ্যে ওর দিকে দৃষ্টি রাখল জন, এবং বিস্মিত হলো। চারপাশে স্নায়ুক্ষয়ী লড়াইয়ে ব্যস্ত কয়েকজন লোক, যে-কোন মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারে কেউ, একটা এসপার-ওসপার ছাড়া এই লড়াই শেষ হবে না; এ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নেই সুসান পোলার্ডের মধ্যে, একান্ত মনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। মেয়েটার সাহস বা নির্লিপ্ততা সমীহ করার মত।

নিজের জায়গা থেকে পুরো ওয়্যাগন ক্যাম্প কাভার করতে পারবে জন। বিপদ হতে পারে কেবল এক দিক থেকে—যদি কেউ ওর পিছনে বিশাল প্রিকলি পিয়ার ঝোপের কাছে পৌঁছতে পারে। যথেষ্ট আড়াল রয়েছে ওদিকটায়। দু'একটা গাছ ছয়-সাত ফুট উঁচু, ঝুরঝুরে বালির ঢালে জন্মেছে ঘন হয়ে। ওই একটা জায়গা নিয়ে উদ্বিগ্ন জন, অস্বস্তি ওর কাটছে না। আরেকটু সরে যেতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সাহস

করতে পারছে না। বড্ড ঝুঁকি।

রাইফেলটার জন্য এখন রীতিমত হা-পিত্যেশ করছে ও। এখান থেকে ওটা দেখাও যাচ্ছে। ওটা থেকে দু'হাত দূরে এক লোকের কাঁধ আর হাত দেখা যাচ্ছে। লোকটা নির্ঘাত টাইসন।

ঝর্নার কাছাকাছি অগভীর একটা খাদে অবস্থান নিয়েছে সে। কোনরকমে শরীরটা ঢাকতে পেরেছে। এ-পর্যন্ত এক চুলও নড়েনি পিঙ্কারটন গোয়েন্দা, তাই জন বুঝতে পারছে না সে আদৌ বেঁচে আছে নাকি মারা পড়েছে।

ঝিরঝিরে বাতাসে বালি উড়ছে, এক জায়গার বালি অন্য স্থানে সরিয়ে নিচ্ছে। গাছের গোড়ায় বালি জমছে, অগভীর খাদ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, কোথাও আবার আলগা বালি সরে যাওয়ায় উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে গাছের মূল। চারদিকে নিশ্ছিদ্র কাভার বলতে কোন জায়গা নেই। ব্যাপারটা বিস্ময়কর যে ছোট্ট এ জায়গাটায় চারজন লোক পরস্পরের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সামান্য শব্দ শোনার বা নড়াচড়া দেখার অপেক্ষায় আছে চারজন লোক, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, প্রতিপক্ষের তৎপরতা চোখে পড়া মাত্র ট্রিগার টিপে দেবে···এক পাশে রাইফেল হাতে তৈরি বয়স্ক একজন, মূল লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তবুও খুন করার জন্য প্রস্তুত। আর মাঝখানে, নিবিষ্ট মনে নাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত একটা মেয়ে, এমনভাবে কাজ করছে যেন আদপে বিপদের কোন ভয় নেই; শান্ত, নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে কাজ করছে।

এক ঘণ্টা কেটে গেল। জোরাল বাতাসে মাটির উপর গড়িয়ে গড়িয়ে সরে গেল খসে পড়া পাতা, কটনউডের সারিতে কাঁপন···

একটা ঝড় আসছে।

তৎক্ষণাৎ ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল জন, ঝড়টাকে কীভাবে নিজের সুবিধামত কাজে লাগাবে। অন্যরা নড়বে, এই অপেক্ষায় ছিল ও···কিন্তু আর অপেক্ষা করা যাবে না

দুই আসামীকে ধরতে চায় টাইসন, এদিকে জনের লক্ষ্য সোনা। ওই সোনা না-পেলে দুর্ভোগে পড়বে বেশ কিছু মানুষ, কারও কারও রুটি-রুজি এর উপর নির্ভর করছে; কিন্তু পেলে কেউ ধনী হয়ে যাবে না, বরং দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে কার্সন পরিবার। ওই পরিবারে বাবা নেই, স্বামী নেই এখন।

টাইসন হয়তো খুন হয়ে গেছে। শুধু একটা কাঁধ দেখতে পাচ্ছে জন, গত দেড় ঘণ্টায় নড়েনি, কিংবা নড়লেও ওর চোখে পড়েনি।

হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে হাতে নিল জন, জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঠিকমত চাল দিতে পারলে হয়তো শত্রুপক্ষকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে বাধ্য করতে পারবে। দুই আউটল যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, টাইসন বা ওর চেয়ে ভাল অবস্থানে নেই এটা পরিষ্কার।

দ্রুত পা চালাল জন। এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের পিছনে পৌঁছাল। গর্জে উঠল একটা রাইফেল···কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে জন।

পরেরবার তৈরি থাকবে ওরা, ভাবল জন।

গুলির শব্দেও ভ্রূক্ষেপ করল না সুসান, একবার মুখ তুলে তাকাল শুধু। সামান্য নড়েচড়ে বসেছে উইল হিকম্যান, এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসেছে যাতে গুলি করতে পারে। লড়াইয়ের একেবারে শেষ পর্বে যোগ দেবে সে, কিন্তু আগেই তৈরি হয়ে বসে আছে।

সেয়ানা!

সামনে প্রকাণ্ড এক কটনউড, বড়জোর পনেরো ফুট দূরে। ওখানেই জনকে আশা করবে প্রতিপক্ষ। কিন্তু একটু ডানে আরও গাছ আছে, ওর এখনকার অবস্থানের সোজাসুজি।

লম্বা দম নিয়ে ছুটল জন। যতটা জোরে সম্ভব ছুটছে। গাছটাকে বাউলি কেটে সামান্য মোড় নিয়ে ক্যাম্পের দিকে ফিরল। সহসা পঞ্চাশ গজ দূরে নিচু গর্ত থেকে উদয় হলো একটা মাথা আর শরীরের উপরের অংশ, হাতে রাইফেল। গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা! তৈরি ছিল জন, পুরো ব্যাপারটা ওর পরিকল্পনা মাফিক–দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল। দেখল ঝাঁকি খেল লোকটা, মুঠি থেকে রাইফেল ফেলে উধাও হয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। পরমুহূর্তে একটা হাত আড়াল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল রাইফেলটা।

কাছাকাছি চলে এসেছে এখন জন। শুধু দু'পাশে গাছপালার আড়াল পাচ্ছে ও, সামনে-পিছনে খোলা জায়গা।

জন নিশ্চিত গর্তে লুকিয়ে থাকা লোকটার আঘাত তেমন গুরুতর নয়, হয়তো স্রেফ আঁচড় কেটেছে বুলেট কিংবা চামড়া পুড়িয়ে দিয়েছে; কানের পাশ দিয়ে চলে যেতেও পারে। কিন্তু লোকটাকে ভড়কে দিতে

সক্ষম হয়েছে জন, এরপর আর চট করে মাথা তুলবে না।

এখন পর্যন্ত টাইসনের কোন তৎপরতা চোখে পড়েনি ওর, কিংবা দ্বিতীয় আউটলও নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করেনি, কিন্তু তাই বলে যে দু'জনেই খতম হয়ে গেছে তা নয়। বরং জন নিশ্চিত সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে আছে লোকটা।

দূরত্বটা এখন খুবই বিপজ্জনক, ডানে বা বামের গাছের আড়ালে যেতে চাইলে নির্ঘাত গুলি খেতে হবে। তবে জনের অনুমান দ্বিতীয় লোকটা প্রায় ষাট গজ দূরে শুয়ে আছে। রাইফেলের জন্য পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ। চারপাশে শ্যেনদৃষ্টি চালাল ও, গাছপালাকে ছাড়িয়ে গেল দৃষ্টি, দ্বিতীয় লোকটাকে খুঁজে পেতে চায়।

'হিকম্যান?' হঠাৎ চেঁচাল একটা কণ্ঠ।

সাড়া দিল না বয়স্ক লোকটা।

'হিকম্যান, শুনছ?' আবার চেঁচাল আউটল। 'ক্যালকিনকে খুন করতে পারলে আধাআধি ভাগ পাবে!'

জবাব দিল না হিকম্যান, ধন্দে পড়ে গেছে।

সহসা জলাশয়ের কাছে উদয় হলো রে টাইসন, শিথিল মুঠিতে ধরা পিস্তলটা। দ্রুত এক কদম এগিয়ে এল সে, পিস্তল তুলে গুলি চালাল, লক্ষ্য জলাশয়ের পিছনের পাথরসারি।

জনের উল্টোদিকের লোকটা উঠে দাঁড়াচ্ছে। গাছের আড়াল ছেড়ে তীর বেগে বেরিয়ে এল ও, তিন লাফে দূরত্ব কমিয়ে ফেলল ছয় ফুট। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে গুলি করল। কাঁধে বুলেট বেঁধায় ঝাঁকি খেল গানম্যানের দেহ, সামান্য ঘুরে গেল ডান পাশে।

গুলি করার জন্য রাইফেল তুলল উইল হিকম্যান, নিশানা করছে। টেরই পেল না সক্রিয় হয়ে উঠেছে সুসান পোলার্ড। দেরি না-করে গরম কফি ছুঁড়ে মারল মেয়েটা।

মুখের একপাশে গরম কফি লাগায় নিশানা সরে গেল উইল হিকম্যানের, বাফেলো গান থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিটা আকাশগামী হলো। ফের নিশানা করার আগেই, ছুটে নাথান ব্লাইয়ের কাছে পৌঁছে গেল জন, এমন একটা অবস্থানে পৌঁছেছে যে আহত ব্লাই এবং হিকম্যান দু'জনকেই কাভার করতে পারছে।

এভাবেই এসপার-ওসপার হয়ে গেল।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল রে টাইসন। 'এবার্লি বয়েড খতম,' বলল

সে। 'নাথান, ডাকাতির দায়ে গ্রেফতার করা হলো তোমাকে। আমি পিঙ্কারটনের লোক।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল হিকম্যান, এক হাতে বিক্ষত মাথা চেপে ধরেছে, তীব্র গালাগালের ফাঁকে যন্ত্রণায় ককাচ্ছে। প্রচণ্ড গরম কফি মুখের চামড়া আর কাঁধ পুড়িয়ে দিয়েছে, উপরন্তু কেতলির কিনারা লেগে মাথার চামড়াও কেটে গেছে, সরু ধারায় রক্ত ঝরছে জায়গাটা থেকে।

কেতলি তুলে নিয়ে পানি ভরল সুসান, তারপর আবার আগুনে চড়াল। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর, ভয়ে চোখ বড় হয়ে গেছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এবার্লি বয়েডের লাশের দিকে তাকাল না। জলাশয়ের পাশে পড়ে আছে লাশটা।

এগিয়ে গিয়ে হিকম্যানের রাইফেলটা তুলে নিল জন, হাত বাড়িয়ে দিল। সিক্সশ্যুটারটা চাইছে।

এদিক-ওদিক তাকাল হিকম্যান, মুখে দ্বিধা ফুটে উঠল। কিন্তু পাত্তা দিল না জন, এমনকী তাকালও না তার দিকে। শেষে, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে জনের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'উঁহুঁ, নীচে ফেলো,' বলল জন। 'আমি নিজেই কুড়িয়ে নেব।'

নাথান ব্লাইয়ের জখম থেকে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছে রে টাইসন। জনের দিকে ফিরে জানতে চাইল: 'কোয়ান কোথায়?'

'ওই যে, ওখানে। তবে কোথাও যেতে পারবে না।'

'বেশ, আমরা চলে যাচ্ছি,' বলল হিকম্যান। 'আমাকে আটকে রাখার অধিকার নেই তোমার।'

'হ্যাঁ, যেতে পারো,' বলল জন। 'কিন্তু সুসান আমাদের সঙ্গে থাকছে।'

রাগে জ্বলে উঠল হিকম্যানের চোখ। 'ও আমার ভাতিজি। আমার সঙ্গে এখানে এসেছে, আমার সঙ্গেই যাবে! তোমার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই, তাই...'

'আমি তোমার ভাতিজি নই,' চড়া স্বরে তাকে থামিয়ে দিল সুসান। 'আর ওদের সঙ্গে যাব আমি।'

'শুনেছ তো?' পরামর্শের সুরে বলল রে টাইসন। 'নিজের ইচ্ছে মত যেখানে খুশি যেতে পারে মিস্ পোলার্ড। তুমি বা আমি জোর

করতে পারব না। ওকে বা আমাদের ঘাঁটাতে এলে সত্যি কপালে খারাবি আছে তোমার। কোয়ানদের সহায়তা করার অভিযোগে গ্রেফতার করে ধরে নিয়ে যাব তোমাকে। এতে হয়তো শক্ত অভিযোগ আনা যাবে না তোমার বিরুদ্ধে, কিন্তু সুসান তো নিজের পছন্দমত জায়গায় চলে যেতে পারবে।'

বিষদৃষ্টিতে দু'জনকে দেখল হিকম্যান, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল।

কোয়ান আর বয়েড দু'জনেই মৃত। নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপেছে নাথান ব্লাই, হ্যান্ডকাফ পরা। কোয়ানের ঘোড়ায় চড়েছে সুস্মন। স্যাডলে চাপার সময় জনের দিকে ফিরল টাইসন। 'আমার লক্ষ্য তো পূরণ হলো। কিন্তু তোমারটা?'

ওয়্যাগন থেকে একটা বেলচা বের করে নিয়েছে জন। 'ওটাই তো বের করব এখন,' মৃদু হেসে বলল ও। 'মাঝে মধ্যে ভাবনা গুলিয়ে যায়, চাইলেও চট করে মনে পড়ে না বা মাথাটা চলে না। সবার ক্ষেত্রেই বোধহয় ঘটে এটা।

'পুরো ব্যাপারটা যদি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো···গভীর রাতে সোনা লুকাতে হবে তোমার। সহজ পথ কোনটা? হয় একটা গর্তে ফেলে দিতে হবে, নইলে বালি সরিয়ে জিনিসটা রেখে আবার বালি বসিয়ে দিতে হবে। জিনিসটা পরে দিনের বেলায় দেখা যাবে কি যাবে না লুকানোর সময় এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। তো, চারপাশে তালাশ করে দেখেছি আমরা, লুকানোর মত কোন গর্ত নেই। যদি খুঁড়ে রাখা হত শব্দটা তখনই কারও কানে না-গেলেও পরদিন সদ্য খোঁড়া বালি অন্যদের চোখে পড়ার কথা। সেক্ষেত্রে কী করেছে টিম কার্সন?'

'তুমিই বলো,' হেসে বলল টাইসন। 'আমার মাথায় আসছে না।'

'এমন একটা জায়গা যেটা স্রেফ হাতে খোঁড়া সম্ভব, আবার কারও চোখেও পড়বে না। মরুভূমিতে সরে যাওয়া বালিই উপযুক্ত সেই জায়গা।'

বেলচা হাতে প্রিকলি পিয়ার ঝোপের কাছে চলে এল জন। ঘন হয়ে জন্মানো ঝোপের চারপাশে একবার চক্কর কাটল, শেষে পাতা আর কাঁটার মাঝে খোলা একটা জায়গা পছন্দ করল। তেমন বড় নয় তবে কাঁটার আঘাত না-খেয়ে হাত ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়বার বেলচা চালাতে প্রথম থলে বেরিয়ে পড়ল। মিনিট কয়েকের মধ্যে সব থলে বের করে ফেলল জন।

স্যাডলব্যাগে সোনা ঢুকিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল ও। এসময় ওদের দিকে এগিয়ে এল উইল হিকম্যান।

'আমার অস্ত্রগুলো দেবে না?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ফোর্ট গ্রিফিনের মার্শালের কাছে রেখে যাব,' বলল জন। 'যখনই লাগবে তোমার, মার্শালের কাছে গিয়ে বোলো কীভাবে ওগুলো হাতছাড়া হলো, দিয়ে দেবে সে। এরপর চাইলে আমার খোঁজে বেরোতে পারো।'

*

ঘণ্টা দুয়েক পর ঘোড়া থামাল ওরা। দশ মাইল পেরিয়ে এসেছে। জনের দিকে ফিরল রে টাইসন। 'পিঙ্কারটনে যোগ দিলে ভাল করতে তুমি, জন। চেষ্টা চালাবে নাকি?'

'উঁহুঁ, অন্য ব্যস্ততা আছে আমার,' উত্তরে বলল জন। 'সবার আগে অবশ্য এই সোনাগুলো মিসেস কার্সনের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।'

সুসানের দিকে ফিরল ও। 'মেলিসা কার্সন খুব ভাল মহিলা, ম্যা'ম। কোথায় বা কীভাবে যাবে ঠিকঠাক না-হওয়া পর্যন্ত ওর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারবে তুমি।'

আবার এগোল ওরা। কিছুদূর পর মেস্কিট ঝোপের কাছে ট্রেইল দু'ভাগ হয়ে গেছে।

বিদায়ের পালা এসে গেল।

'গুড লাক, রে,' বলল জন।

একটা হাত তুলল পিঙ্কারটন গোয়েন্দা। 'পারলে ঘুরে যেয়ো একবার। আর ধন্যবাদ, জন।'

কঠিন চাহনিতে জনকে বিদ্ধ করল হ্যান্ডকাফ পরা নাথান ব্লাই। 'আমার কাছ থেকে ধন্যবাদ পাবে না!'

'কিন্তু আমাকে ধন্যবাদই দেওয়া উচিত তোমার,' স্মিত হেসে বলল জন। 'কারণ এখনও বেঁচে আছ তুমি।'

মাশুল

স্টোভের উপর থেকে মুখ তুলে তাকাল মিসেস ব্যারন, আগুনের আঁচে লালচে হয়ে গেছে মুখ। 'ডাস্টি কোথায়? এখনও বাইরে রয়ে গেছে?' কিছুটা অসহিষ্ণু শোনাল তার কণ্ঠ।

চ্যাপ্‌সের উপর হাত দুটো ঘষল হ্যান্স। 'উঁহুঁ, বাড়িতে সাপার করবে না ও। শহরে গেছে।'

নিজের উপর ডেমিয়েন ব্যারন আর জেসিকার দৃষ্টি আঁচ করতে পারল হ্যান্স। থমথমে মুখ বা চোখে অসন্তুষ্ট চাহনি দেখে বোঝা যায় প্রচণ্ড রেগে আছে মি. ব্যারন। শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখল মিসেস ব্যারন, কিন্তু সে কিছু না-বলায় চুলোর দিকে মনোযোগ দিল। টেবিলের কোণ ঘুরে জেসিকার উল্টোদিকের চেয়ারে বসল হ্যান্স।

কফিপট নিজের দিকে টেনে নিল ডেমিয়েন ব্যারন, চোখ তুলে হ্যান্সের দিকে তাকাল। 'ও একাই গেছে, বয়? নাকি সঙ্গে চালচুলোহীন ওই সেস হিকম্যানও আছে?'

ফাঁপরে পড়ে গেল হ্যান্স। মিথ্যে বলতে চায় না, আবার সত্যের পুরোটাও বলতে অনীহা রয়েছে ওর। 'একা যায়নি,' প্রায় অনিচ্ছার সুরে জবাব দিল ও। 'সঙ্গের লোকটা কে আমি নিশ্চিত নই।'

বিজাতীয় একটা আওয়াজ তুলে অসন্তোষ ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল ব্যারন। গম্ভীর মুখে হাতের কাপ নামিয়ে রাখল। বন্ধু নির্বাচনে একমাত্র ছেলে ডাস্টির সঙ্গে দ্বিমত রয়েছে তার। সেস হিকম্যানের মত বাউণ্ডুলে ডাস্টির পছন্দ–ব্যাপারটা কখনোই মানতে পারেনি সে। এটা এখন তাই ব্যারনের জন্য বিব্রতকর এবং তিক্ত অধ্যায়। পেন্সিলভেনিয়ায় ধর্মভীরু মানুষ হিসাবে সুনাম ছিল ব্যারনদের, এখানেও তাই আছে। হিকম্যানদের পরিচিতি ঠিক উল্টোটা। মন্দ মানুষ হিসাবে তাদের জানে সবাই। ইদানীং শহরে বিস্তর টাকা খরচা করছে সেস হিকম্যান, অথচ সে বলছে নিক কেসেলের ফোর স্টার সেলুনে পোকারে এত টাকা জিতেছে। অবিশ্বাস্য!

'আরেকবার বলব ওকে,' কর্কশ স্বরে ঘোষণা করল ব্যারন।

'তারপর ত্যাজ্য করে দেব! আমার ছেলের সঙ্গে ফোর স্টার আউটফিটের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। চোর-বাটপারের আড্ডা ওখানে!'

উদ্বিগ্ন মনে স্বামীর দিকে তাকাল মিসেস ব্যারন। সবসময়ই হাসি-খুশি থাকে সে, কথাবার্তায় কৌতুক বা আমোদের অভাব থাকে না। 'গালাগাল করবে তো বাসায় বসে যত ইচ্ছে কোরো, ঘরের বাইরে নিক কেসেলকে গাল দিতে যেয়ো না। জেসিকাকে ওর হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার পর থেকে মুখিয়ে আছে সে, এমন একটা অজুহাত পেলে নির্দ্বিধায় গুলি করবে তোমাকে। ওর মত নীচ গানস্লিংগারের জন্য এসব কোন ব্যাপারই নয়।'

'ওকে আমি ভয় পাই নাকি?' সোজাসাপ্টা স্বরে বলল ব্যারন।

হ্যান্স জানে মিথ্যে বলছে না সে। ভয় পায় না, তবে ইচ্ছে করে এড়িয়ে চলে কেসেলকে। তার কারণ ব্যারন একজন ক্ষুদ্র র‍্যাঞ্চার, একসময় কৃষক ছিল, এবং পুরোদস্তুর শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ মানুষ। অথচ নিক কেসেল আগাগোড়া বদ লোক, এতটাই যে সত্যটা চেপে রাখারও চেষ্টা করে না। শহরে কেসেলের ফোর স্টার সেলুন হচ্ছে রাজ্যের যত বখাটে, বন্দুকবাজ, জোচ্চোর আর আউটলর আড্ডাখানা। কেসেল নিজেও দুর্ধর্ষ। হ্যান্সের জানামতে অন্তত একজোড়া খুন করেছে সে, ডুয়েলে হারিয়েছে আধ-ডজন বন্দুকবাজকে।

এই পরিবারের কেউ নয় বলে মন্তব্য করতে নারাজ হ্যান্স, তবে ব্যারনের পক্ষে ওর মত। ছেলেকে সামলে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে, কিন্তু কোর্ন কাজ হয়নি। দু'বার হ্যান্স নিজেও গিয়েছিল ফোর স্টারে, উল্টো রেগে গিয়েছিল ডাস্টি।

এর কারণ হতে পারে হ্যান্সের কম বয়স। সতেরো চলছে ওর। আর ডাস্টির বাইশ। স্বভাবতই, পাঁচ বছরের ছোট কারও কাছ থেকে পরামর্শ শুনতে চাইবে না দুর্বিনীত ডাস্টি ব্যারন, তায় সে যদি হয় তাদের কাউহ্যান্ড। তবে শুধু কাউহ্যান্ড বললে ভুল হবে, কারণ ব্যারনদের কাছে হ্যান্স প্রায় ছেলের মতই। অনাথ হ্যান্সকে বারো বছর বয়স থেকে মানুষ করছে তারা। দিনের বেশিরভাগ সময় হ্যান্সের ডেমিয়েন ব্যারনের নৈকট্যে কাটে। তোরো বছর বয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সমান কাজ করছে ও। কেউ ওকে কোন কাজের নির্দেশ দিয়ে "না" শুনতে পায়নি কখনও।

*

ফোর স্টারে পোকার ছাড়াও ডাস্টি ব্যারনের জন্য আরও একটা আকর্ষণ আছে—লাল-চুলো গায়িকা ফ্লোরেন্স। হ্যান্স ছাড়া সম্ভবত এক জেসিকাই জানে। তবে নিশ্চিত জানে না, স্রেফ সন্দিহান। গুজব আছে ফ্লোরেন্স আসলে নিক কেসেলের মেয়েমানুষ। জেসিকা সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু এড়িয়ে গেছে হ্যান্স।

এ-নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ডাস্টির সঙ্গে বেধে গিয়েছিল ওর, প্রায় তেড়ে এসেছিল তরুণ ব্যারন। কিন্তু কী দেখেছিল হ্যান্সের চোখে, কেবল সে-ই জানে, হঠাৎ নিজেকে সামলে নেয় শেষ মুহূর্তে। কখনও হয়তো স্বীকার করবে না সে, তবে সেদিন সত্যি ভয় পেয়েছিল হ্যান্সকে।

জেসিকার মতই, হ্যান্সও ব্যারনদের পালক সন্তান। নিউমোনিয়ায় অর্ধমৃত অবস্থায় বার-বিতে আগমন ওর, কালো গেল্ডিংয়ে চড়ে মাঝরাতে উপস্থিত হয় র‍্যাঞ্চে। দয়ালু ব্যারনদের শুশ্রূষায় সেরে ওঠে হ্যান্স, আর পরবর্তীতে পেয়ে যায় একটা ঠিকানা। সুস্থ হয়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যারনদের আপত্তি সত্ত্বেও কাজ শুরু করে হ্যান্স। তবে দু'মাস পর থেকে ওকে চল্লিশ ডলার মাইনে দিচ্ছে ডেমিয়েন ব্যারন।

টাকাটা হ্যান্স নিচ্ছে স্রেফ ব্যারনকে খুশি রাখার জন্য, টাকা না-নিলে আহত হবে সে।

বার-বিতে থাকলেও কার্যত আসলে অন্য এক ভুবনের মানুষ ও। নিজের সম্পর্কে বা অন্য কোন বিষয়ে নিজ থেকে কখনও আলাপ করে না কারও সঙ্গে, তবে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর দেয়, ব্যারনরাও কখনও ওর ব্যক্তিগত বিষয়ে জানতে চায়নি। মাঝারি গড়নের দেহ ওর, গড়পড়তার চেয়ে লম্বা, কিন্তু কাঁধ চওড়া ও পেশিবহুল। সবুজ চোখে আমুদে চাহনি থাকে সবসময়। নড়াচড়ায় এক ধরনের আলসেমি ভাব আছে, যেন নিতান্ত অলস ও শ্লথ গতির লোক, আসলে মোটেও তা নয়। কাজের বেলায় দক্ষ, চটপটে এবং আন্তরিক। হাত দুটো নির্ভরযোগ্য। কোন কিছু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া লাগে না ওকে। ঘোড়ায় চড়তে শেখার আগে থেকে বাকবোর্ডে ঘোড়া জুড়ে নেওয়া, পরিষ্কার করা, পানি আনা, দরজার কব্জা মেরামত বা অস্ত্র পরিষ্কার করা…খুঁটিনাটি এসব কাজ করতে অভ্যস্ত হ্যান্স।

ব্যারনের সঙ্গে একটা রফা হয়েছে ওর, কথা দিয়েছে রাউন্ড-আপ পর্যন্ত থাকবে, তারপর নিজের পথে চলে যাবে।

'কাল রিডলদের গরু জড়ো করব আমরা,' হঠাৎ কাজের কথা পাড়ল ব্যারন। 'তারপর গ্রান্টদের পাওনা চুকিয়ে দেব, তা হলে আর ওদের জায়গাটার দখল নিতে বাধা থাকবে না। ভাবছি ডাস্টিকে ওখানে বসিয়ে দেব। কেমন হবে? নিজের একটা জায়গা হলে দায়িত্ব বাড়বে ওর, বদ অভ্যাস বাদ দিয়ে হয়তো সোজা হয়ে যাবে।'

খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যান্স, খাওয়ার ইচ্ছে নষ্ট হয়ে গেছে। এর মানে কী জানে ও। ডেমিয়েন ব্যারনের ইচ্ছে জেসিকাকে বিয়ে করে গ্রান্টদের র‍্যাঞ্চে থাকবে ডাস্টি।

হঠাৎ মুখ তুলে জেসিকার দিকে তাকাল ও, গলা শুকিয়ে গেছে। দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, ধূসর চোখজোড়া স্থির হলো হ্যান্সের চোখে, কী যেন খুঁজল মেয়েটা, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

চেয়ার পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যান্স, মৃদু স্বরে ক্ষমা চেয়ে বাইরে জ্যোৎস্নালোকিত আঙিনায় বেরিয়ে এল। বার্নের কোণে নিজের হাতে তৈরি একটা কামরায় থাকে ও। ব্যারনরা আপত্তি করেছিল প্রথমে, চেয়েছিল তাদের সঙ্গে একই ঘরে থাকুক ও, কিন্তু স্রেফ জেসিকার কারণে রাজি হয়নি হ্যান্স। অত কাছে না-থাকাই ভাল। তবে এর বাড়তি একটা সুবিধাও আছে: ঘোড়ার কাছাকাছি থাকতে পারছে। মুহূর্তের মধ্যে রাইড করতে হতে পারে ওকে!

প্রথম যখন এসেছিল, তার সঙ্গে আজকের হ্যান্স ট্রেভার্নের মধ্যে মিল নেই তেমন। কালো গেল্ডিং আর পয়েন্ট ফোর-ফোর উইনচেস্টারটা ওর নিজস্ব। বাকি সবই ব্যারনের সৌজন্যে পাওয়া। আসার সময় অসুস্থতার মধ্যে পিস্তল এবং ওর সবচেয়ে ভাল কাপড় পাহাড়ে ফেলে এসেছিল, জীর্ণ রেঞ্জ-পোশাক পরে এসেছিল, আর রাইফেলটা নিরাপত্তার খাতিরে রেখেছিল সঙ্গে।

প্রচণ্ড অসুস্থ থাকার পরও দরজায় করাঘাত করার আগে কয়েক ঘণ্টা র‍্যাঞ্চের উপর নজর রেখেছিল হ্যান্স, তারপর সাহস করে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। সতর্ক না-হয়ে উপায় ছিল না, কারণ ওকে চেনে এমন লোকের সামনে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

পরে, নিজস্ব কেবিন তৈরি হওয়ার পর পাহাড়ে গেছে ও, লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক আর ওর আউটফিট নিয়ে এসেছে র‍্যাঞ্চে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ পিস্তল বহন করতে দেখেনি ওকে, ভাগ্য ভাল থাকলে কেউ দেখবেও না।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল গেল্ডিংটা, মুখ দিয়ে গুঁতো মারল হ্যান্সের পাঁজরে, তারপর চোখ পাকাল। স্টলে ঢুকে ঘোড়ার পাশে দাঁড়াল হ্যান্স, একটা হাত রাখল গেল্ডিংয়ের পিঠে। 'আর একটু দেরি, বয়,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'তারপর যাত্রা করব আমরা।'

এখান থেকে চলে যাওয়ার আরও একটা কারণ শহরে গাস ম্যাটিসের আগমন। খবরটা ডাস্টির কাছ থেকে পেয়েছে হ্যান্স। গিলা ক্রসিঙের সেই লড়াইয়ের সময় উপস্থিত ছিল ম্যাটিস, কার্ড ফিস্কের বন্ধু বলে নিজেকে দাবি করে সে; আর এই কার্ড ফিস্ক হ্যান্সের হাতে খুন হয়েছে পিকাচোতে। তা ছাড়া, সিমারনের ঘটনাটাও ম্যাটিসের চোখের সামনে ঘটেছিল। ম্যাটিস দেখেছে পনেরো বছরের উঠতি তরুণ হ্যান্স ট্রেভার্নের দুর্ধর্ষ রূপ–পিতৃহত্যার বদলা নিয়েছিল ও সেদিন। জালিয়াতি করে ওদের ছোট্ট র‍্যাঞ্চটা দখল করে নিয়েছিল তিন আউটল, তারপর হ্যান্সের বাবাকে খুন করে। এই ঘটনার তিন বছর পর সিমারনে তিনজনকে বাগে পেয়ে যায় হ্যান্স। সামনাসামনি ফেয়ার ডুয়েলে দু'জন খুন হয়ে যায় ওর হাতে, অন্যজন পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হয়।

আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে বলেই এখানে আর থাকতে চাইছে না হ্যান্স। গ্যাটিসের সামনে পড়লে সেটা ঘটতে বাধ্য। খ্যাতির বিড়ম্বনায় নতুন করে দুর্ভোগ পেতে চায় না হ্যান্স।

পরদিন সকালে ডেমিয়েন ব্যারনের আগেই রাউন্ড-আপের কাজে রেঞ্জে চলে গেল হ্যান্স। কিছুক্ষণ পর জেসিকার সঙ্গে ওখানে পৌঁছল ব্যারন, দেখল কমবয়সী একটা বকনাকে ব্র্যান্ড করছে হ্যান্স। দূর থেকে হাত নেড়ে এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চ মালিক, তবে জেসিকা রয়ে গেল, স্যাডলে বসে থেকে নিবিষ্ট মনে হ্যান্সের কাজ দেখছে।

'র‍্যাঞ্চের কাজে খুবই দক্ষ তুমি, হ্যান্স,' হ্যান্স বাছুরটাকে ছেড়ে দিতে মন্তব্য করল জেসিকা। 'নিজস্ব একটা আউটফিট গড়ে তোলা উচিত তোমার।'

'সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই,' স্বীকার করল হ্যান্স। 'কখনও হবেও না বোধহয়।'

'কেন? আর দশজনের হলে তোমার ক্ষেত্রে হবে না কেন?'

'হবে না।'

'হয়তো তোমার চাওয়াতেই সমস্যা। ঠিক যেভাবে চাওয়া উচিত

ওভাবে চাও না। নাকি ফেলে আসা অতীতের কারণে তুমি চাইছ না?'

*

চট করে মুখ তুলে তাকাল হ্যান্স, বেশ চমকে গেছে যদিও মুখে তা প্রকাশ করল না। 'আমার সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

'নিজের সম্পর্কে আমাদের যা বলেছ এরচেয়ে এক রত্তি বেশি জানি না। কিন্তু তুমি যে সবকিছু বলোনি এটা বুঝতে পারছি। একবার ডিম আনতে বার্নে গিয়ে দেখলাম খালি গায়ে কাজ করছ, তোমার গায়ে বুলেটের ক্ষত চোখে পড়ল। আমার বাবার গায়েও একই ধরনের ক্ষত ছিল বলে চিনেছি, নইলে হয়তো চিনতামই না। যাই হোক, এ-ব্যাপারে কখনও কিছু বলোনি আমাদের, এর মানে হচ্ছে তুমি বলতে ইচ্ছুকও নও।'

'ঠিকই ধরেছ,' স্যাডলের পেটি টাইট করল হ্যান্স, মুখ নির্লিপ্ত ওর। 'আসলে বলার মত ঘটনাও নয় ওসব, তাই বলিনি। বাবার ফুসফুসে অসুবিধা ছিল বলে পশ্চিমে এসেছি আমরা। ডাক্তার বলল শুকনো আবহাওয়ায় থাকলে হয়তো আরাম পাবে, তাই আসা। ইনডিপেনডেন্স-এর পরের দীর্ঘ পথটা আমিই ওয়্যাগন চালিয়েছি। ক্যান্ডওয়েল হয়ে সান্তা ফে। বাবার কাছে যা ছিল; সব খরচ করে ছোট্ট একটা স্প্রেড দাঁড় করালাম আমরা। কিন্তু চুরি করে আমাদের স্প্রেড দখল করে নেয় তিনজন লোক। প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাবা খুন হয়ে যান।'

স্যাডলে চড়ার সময় হ্যান্স খেয়াল করল ডেমিয়েন ব্যারন ফিরে এসেছে, নীচের উপত্যকা নিরীখ করছে। 'নীচের জমির অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না, হ্যান্স,' চিন্তিত স্বরে বলল র‍্যাঞ্চ মালিক। 'অথচ গরুর জন্য পর্যাপ্ত ঘাসের অভাব পড়ে গেছে। কিছুটা দূরে হয়তো ঘাস আছে, কিন্তু পানির উৎস থেকে অনেক দূরে।'

'দক্ষিণের ওই ড্রটা বিকল্প হতে পারে,' প্রস্তাব দিল হ্যান্স। 'ওটা ভাল করে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে কয়েকজন দক্ষ লোক আর কয়েকটা বলদ হলে কাজটা করা সম্ভব। হয়তো বেগার খাটতে হবে, কিন্তু ড্রর আড়াআড়ি একটা বাঁধ দেওয়া যাবে। বর্ষার সময় যে-টুকু বৃষ্টি হয়, ড্র ধরে নেমে আসা পানি বাঁধের ওপাশে আটকা পড়লে, আমার তো মনে হয় শুধু শুকনো মরসুমই নয়, এমনকী সারা বছরের চাহিদাও মিটে যেতে পারে।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে হ্যান্সকে দেখল ব্যারন, প্রস্তাবটা নিজের মনে

উল্টেপাল্টে দেখছে। 'চলো তো দেখি,' শেষে বলল সে।

ঘোড়া ছুটিয়ে ড্রর কাছে চলে এল ওরা। পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করল হ্যান্স, নির্দিষ্ট কয়েকটা জায়গা দেখাল। 'মবিটির এক লোক ঠিক এমনই করেছিল,' জানাল হ্যান্স। 'দু'বার পানির তোড়ে বাঁধ ভেসে গিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয়বার সফল হয়েছিল সে। হ্রদের মত সারা বছরের পানির চাহিদা মিটিয়েছিল ওটা।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে ব্যারনের, সমীহের দৃষ্টিতে হ্যান্সকে দেখল সে, তারপর আন্তরিক স্বরে বলল: 'প্ল্যানটা দারুণ, হ্যান্স! চমৎকার বুদ্ধি বাতলেছ!'

দূরের পাহাড়সারির দিকে তাকাল হ্যান্স, ইচ্ছে করে ব্যারনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। 'ডাস্টি আর আমি মিলে কাজটা করে ফেলতে পারব।'

উত্তরে কিছু বলল না ব্যারন। হ্যান্সের মত জেসিকাও জানে কারণটা। র‍্যাঞ্চের বাড়তি কাজে আগ্রহ নেই ডাস্টির। যা না-করলেই নয়, শুধু সেটাই করে সে। অথচ চাইলেই করতে পারে। কারণ র‍্যাঞ্চের কাজে খুবই দক্ষ, সমর্থ এবং সক্ষম ডাস্টি; অথচ লেগে থাকতে রাজি নয়। পশ্চিম এমন এক জায়গা যেখানে চট করে ধনী হওয়া যায় না, যে-কোন কাজে লেগে থাকতে হয়। এই লেগে থাকার ব্যাপারটাতেই ডাস্টির যত আপত্তি।

সূর্যের দিকে চলে গেল ব্যারনের দৃষ্টি। 'ওহ্, মনে পড়েছে! ডাস্টির তো এতক্ষণে ফিরে আসার কথা।'

'শহরে থেমেছে বোধহয়,' সম্ভাবনা বাতলাল জেসিকা, এবং ব্যারনের মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে আফসোস করল। কী-কুক্ষণে যে কথাটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল! গরু বিক্রির সাত হাজার ডলার সঙ্গে নিয়ে ফোর স্টার সেলুনে থেমেছে ডাস্টি ব্যারন—ধারণাটা মোটেও স্বস্তিকর নয়। এরচেয়ে অনেক অনেক কম টাকার কারণে মানুষ খুন হয়। আরও একটা ব্যাপার, নিজের উপর একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী ডাস্টি ব্যারন। অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী। একইসঙ্গে বেপরোয়া এবং স্পর্শকাতরও।

'নাহ্, মনে হচ্ছে শহরে গিয়ে ওকে নিয়ে আসাই ভাল হবে,' স্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ পেল ব্যারনের কণ্ঠে। 'ছেলেটা ভালই, কিন্তু সবকিছু নিজের মত করতে চায়। নিজেকে একটু বেশিই সেয়ানা মনে করে, ভাবে যে-কোন বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সামর্থ্য আছে ওর।

কিন্তু কয়োটের দলকে সামাল দেওয়া কি...' কথা শেষ করল না র‍্যাঞ্চার, নিজেই চুপ হয়ে গেল।

স্যাডলে ঘুরে বসল হ্যান্স। 'আমিই তো যেতে পারি, মি. ব্যারন, খামোকা তুমি কষ্ট করবে কেন? তা ছাড়া, অনেকদিন হলো শহরে যাই না। তেমন কিছু ঘটলে ওকে সাহায্যও করতে পারব।'

ব্যারনের মুখ দেখে বোঝা গেল রাজি হবে না, বরং মানা করবে হ্যান্সকে। সে কিছু বলার আগেই চট করে মুখ খুলল জেসিকা: 'ওকেই পাঠাও, বাবা। আমার কয়েকটা জিনিস আনতে হবে। তা ছাড়া, লোকজনের সঙ্গে চট করে খাতির জমিয়ে ফেলতে পারে হ্যান্স। হয়তো কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই ডাস্টিকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে আসতে পারবে ও।'

ঠিক বলেছে! তিক্ত মনে ভাবল হ্যান্স। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে পাঠাও। আমি গুলি খেলে কার কী? ছেলে অক্ষত থাকলেই হলো!

বেশ, যাবে ও। কিন্তু ফিরে এসে এক মুহূর্তও দেরি করবে না, স্যাডলে চেপে যাত্রা করবে নিজের পথে। অরিগন যাবে। জায়গাটা দেখা হয়নি ওর।

ম্যাটিস শহরে আছে মনে পড়তে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর। ডেমিয়েন ব্যারন নয়, বরং ওরই যাওয়া উচিত; কারণ মুখ পাতলা বলে দুর্নাম আছে ব্যারনের। কী থেকে কী বলে ফেলবে কে জানে! গ্যাটিস বা নিক কেসেলের মত মানুষের সঙ্গে আলগা মুখে কথা বলা যে-কারও জন্যই চরম বিপজ্জনক। সামান্য কারণে খুন করতে দ্বিধা করে না ওরা।

তারচেয়ে বরং ওরই যাওয়া উচিত। হয়তো সত্যিই ডাস্টিকে অক্ষত বের করে আনতে পারবে। সমস্যা একটাই: হুইস্কি পেটে পড়লে মাথা ঠিক থাকে না ডাস্টির, তখন ওকে সামাল দেওয়া সত্যি কঠিন, বিশেষ করে ধারে-কাছে যদি লাল-চুলো ফ্লোরেন্স থাকে।

'সত্যি সামলাতে পারবে?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল ব্যারন।

'পারব,' দৃঢ় স্বরে বলল হ্যান্স। 'এমনও হতে পারে হয়তো আদৌ কোন বিপদ হবে না ডাস্টির। যদি হয়ও, পাশে কেউ এসে দাঁড়ালে ঠিক যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে ও।'

'বেশ,' দ্বিধান্বিত স্বরে অনুমতি দিল ব্যারন। 'সঙ্গে তা হলে তোমার উইনচেস্টারটা নিয়ে যাও। আর, আমার সিক্স-গানটাও নিয়ো।'

'উঁহুঁ, সিক্সগান লাগবে না। তোমারটা তোমার কাছে থাক।'

*

গেল্ডিংয়ের গতিপথ পরিবর্তন করে ফিরতি পথে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে যাত্রা করল হ্যান্স ট্রেভার্ন, মুখ থমথমে হয়ে গেছে। বয়স সতেরো হলেও রুক্ষ পশ্চিমে একাকী চারটা বছর কাটিয়েছে ও, যার অভিজ্ঞতা এক যুগের সমান। কোমাঞ্চি বা কিওয়া ছাড়াই ছয়জন মৃত লোককে পিছনে ফেলে এসেছে ও, এক জীবনের জন্য যথেষ্ট। আর কাউকে খুন করতে চায় না। সতেরো বছর বয়সেই ছয়জন। আরও দু'একটা ঘটে গেলে লোকজন হয়তো ওয়েস হার্ডিন বা বিলি দ্য কিডের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করবে ওকে।

গানফাইটার হিসাবে নাম কামানোর সাধ নেই ওর, বরং চায় নিজের ছোট্ট একটা স্প্রেড। গুটিকয়েক গরু চরাবে, বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানাবে। গানফাইটার হিসাবে খ্যাতি থেকে দূরে থাকতে পারলেই হলো, এরচেয়ে বেশি কিছু চাই না ওর।

হঠাৎ গ্রান্টদের ছোট্ট স্প্রেডের কথা মনে পড়ল। ব্যারন ঠিক করেছে ওটা দেবে ডাস্টিকে। ওকে দিতে দোষ কী? রাজকন্যা তো পাচ্ছেই, রাজত্ব না-হলেই কি নয়? তা ছাড়া, র‍্যাঞ্চিংয়ের বেগার খাটুনির প্রতি বিতৃষ্ণা রয়েছে ডাস্টির, সে ভাল করে জানে জায়গাটাকে জেসিকার জন্য বাসযোগ্য করে তুলতে বেশ খাটতে হবে।

ডাস্টিকে শহর থেকে নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবে ও, বিনিময়ে গ্রান্টদের জায়গাটা দাবি করতে পারে না? ব্যারনদের কাছে ছেলেই বড়। তা ছাড়া, হ্যান্স আর ডাস্টির মধ্যে তেমন পার্থক্যই বা কী?

গেল্ডিংটাকে ওঅটর ট্রাফের কাছে রেখে বার্নে গিয়ে ঢুকল হ্যান্স। নিজের কামরায় এসে কোণে রাখা স্যাডল গিয়ার বের করল, তারপর পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের আড়ালে লুকিয়ে রাখা পিস্তলজোড়া, গানবেল্ট আর কার্তুজ বের করল। সামান্য ভেবে একটা নিতে মনস্থ করল, বাশান পয়েন্ট ফোর ফোরটা রেখে দিল আগের জায়গায়। জোড়া পিস্তল নিয়ে প্যারেড করতে করতে শহরে ঢোকার ইচ্ছে নেই ওর, যাকে পোড়খাওয়া দক্ষ পিস্তলেরো মনে হতে পারে। তা ছাড়া, একটা পিস্তল থাকলে এবং ইদানীং ওর মধ্যকার পরিবর্তনের কারণে গাস ম্যাটিস হয়তো নাও চিনতে পারে।

গেট দিয়ে বেরোনোর সময় জেসিকা আর ব্যারনের সঙ্গে দেখা

হলো ওর। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওকে দেখল জেসিকা, কোমরে ঝুলন্ত পিস্তলে লেগে থাকল দৃষ্টি। পরমুহূর্তে বিস্ফারিত হয়ে গেল মেয়েটির চোখজোড়া, মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'সাবধানে থেকো, হ্যান্স!' অনুনয়ের সুরে বলল জেসিকা। 'বাবার কথা মনে রেখো সবসময়, জানোই তো কেমন মাথা গরম ও। তুমি ঠিকমত সামাল দিতে না-পারলে বা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে মাথা গরম করে শহরে ছুটে যাবে, নিজেও খুন হবে ডাস্টিকেও খুন করাবে।'

কথাটা সত্যি, অথচ খানিকটা হলেও বিরক্তি লাগছে ওর। 'নিশ্চয়ই! সত্যি কথাই বলেছ তুমি, কিন্তু ডাস্টির কথা ভাবছ না, কেবলই বাবার চিন্তায় অস্থির।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল জেসিকা, শেষে কী মনে করে সামলে নিল নিজেকে। মুখ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। 'উঁহুঁ, হ্যান্স, শুধু বাবার কথা ভাবছি না আমি। ডাস্টির চিন্তাও আমার মাথায় আছে। না-থাকাই তো অস্বাভাবিক, তাই না?'

আর কিছু শোনার প্রয়োজন নেই। ডাস্টির জন্য দুশ্চিন্তা না-থাকাই অস্বাভাবিক! যেহেতু ক'দিন পর ডাস্টিকে বিয়ে করবে। গরু বিক্রির টাকা নিয়ে ডাস্টি ফিরে এলে গ্রান্টদের জমিটা কেনার কথা, তারপর ওখানেই থিতু হবে ডাস্টি।

ঘোড়ার পেটে আলতো স্পার ছোঁয়াল হ্যান্স, জেসিকাকে পাশ কাটিয়ে নিজের পথে এগোল। বেশ, সম্ভব হলে ডাস্টি ব্যারনকে অক্ষত শরীরে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনবে ও, তারপর নিজের পথ ধরবে।

ট্রেইলে নামার পর মতিগতি পাল্টে গেল গেল্ডিংয়ের, ফুরফুরে মেজাজে ছুটতে থাকল নিজ থেকে। বোঝাই যাচ্ছে ট্রেইলে উদ্দাম গতিতে ছুটতে পেরে সন্তুষ্টি বোধ করছে।

র‍্যাঞ্চ থেকে শহর মাত্র দশ মাইল পথ, অনায়াসে পৌঁছে গেল হ্যান্স। লিভারি স্টেবলের সামনে এসে কালো ঘোড়াটাকে থামাল ও, স্যাডল ছেড়ে চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল। ফোর স্টার সেলুনের সামনের হিচ রেইলে ডাস্টির ঘোড়াটা বাঁধা, স্যাডলব্যাগ দুটো নেই।

ফের রাস্তার দু'পাশ নিরীখ করল হ্যান্স, তারপর রাস্তা পেরিয়ে বোর্ডওঅক ধরে এগোল ফোর স্টার সেলুনের দিকে। চল্লিশ গজ দূরে ওটার অবস্থান। সেলুনের সামনে এসে গতি কমাল না, দেখে মনে হলো পেরিয়ে যাবে, তারপর হঠাৎ পাশ ফিরে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

কোণের এক টেবিলে লাল-চুলো মেয়েটার সঙ্গে বসে আছে ডাস্টি ব্যারন, সামনে টেবিলের উপর স্যাডলব্যাগ দুটো রাখা। পলকের দৃষ্টিতে হ্যান্স বুঝে ফেলল বেহেড মাতাল হয়ে গেছে ডাস্টি।

সারা কামরায় সতর্ক ও ত্বরিত দৃষ্টি চালাল হ্যান্স। বারের কাছে দাঁড়িয়ে বারকীপারের সঙ্গে গল্প করছে নিক কেসেল। হ্যান্সের দিকে মনোযোগ নেই কারও, দেখে থাকলেও পাত্তা দিচ্ছে না। হ্যান্সকে যেহেতু চেনে না, তাই পাত্তা দেওয়ার কারণও নেই।

কিন্তু একজন চেনে। গাস ম্যাটিস।

সেস ব্রিকম্যানের সঙ্গে বারে রয়েছে গাস ম্যাটিস। শুধু দু'জন। গিলা রিভার আউটফিটের আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না সঙ্গে। হ্যান্স সেলুনে পা রাখা মাত্র দু'জনেই মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ম্যাটিস, চোখের পলক পড়ছে না, মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরায়নি। অস্বস্তি ফুটে উঠল তার চোখে, হিসাব মেলাতে পারছে না চেনা চেনা লাগছে, অথচ স্মৃতি হাতড়ে পরিচিত মুখগুলোর সঙ্গে খাপে খাপ মেলাতে পারছে না।

হয়তো একটা পিস্তলের কারণে দ্বিধায় পড়ে গেছে সে, ভাবল হ্যান্স।

দৃঢ় পায়ে ডাস্টির টেবিলের সামনে চলে এল হ্যান্স। মনে করতে পারেনি বলে যে আদৌ পারবে না, তার কোন কারণ নেই. জানে ও, তাই যত দ্রুত সম্ভব ডাস্টিকে নিয়ে কেটে পড়তে ইচ্ছুক। 'হাই, ডাস্টি!' সহাস্যে বলল ও। 'অন্য একটা কাজে শহরে এসেছি। ভালই হলো দেখা হয়ে, একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যাবে। অবশ্য বাবাও তাই বলে দিয়েছে, তোমার পাশে থাকলে নিশ্চিন্ত বোধ করবে ও।'

তিক্ত চাহনিতে হ্যান্সকে ভাসিয়ে দিল ডাস্টি ব্যারন। 'একসঙ্গে ফিরব? তুমি আমার পাশে থাকলে বাবা নিশ্চিন্ত বোধ করবে?' তাচ্ছিল্যের সুরে ভর্ৎসনা করল সে। 'আমি কি বাচ্চা ছেলে যে শহর থেকে র‍্যাঞ্চে ফিরতে সঙ্গী লাগবে? তোমরা কী মনে করো আমাকে? শুনে রাখো, কাউকে দরকার নেই আমার! বাড়ি গিয়ে বাবাকে বোলো ফিরতে রাত হবে আমার, তবে বহাল তবিয়তে ফিরব।' ফ্লোরেন্সের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল সে। 'বেশ রাতই হবে।'

'আমি তা হলে এগুলো বাড়ি নিয়ে যাই?' স্যাডলব্যাগ তুলে নিতে হাত বাড়াল হ্যান্স।

'অযথা ওকে বিরক্ত করছ কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ফ্লোরেন্স, কণ্ঠে চাপা রাগ। 'তোমার বা অন্য কারও উপস্থিতি ওর দরকার নেই, বুঝতে পারছ না? ডাস্টি সেটা চায়ও না। নিজের ওজন নিতে জানে ও, সমঝে চলতেও শিখেছে। যথেষ্ট সাবালক হয়েছে ও, অন্তত তোমার চেয়ে, তাই না? আর যাই হোক, অন্তত বাচ্চা কোন অভিভাবক ওর প্রয়োজন নেই!'

'বাদ দাও তো!' স্পষ্টতই বিরক্ত ডাস্টি, হাত চালিয়ে বাতিল করে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল: 'এই, হ্যান্স, অযথা দুশ্চিন্তা কোরো না। রাত না-বাড়িয়ে বাড়ি চলে যাও। একটু দেরি করে ফিরব আমি।'

'তুমি বরং এখনই চলো, ডাস্টি,' কোমল সুরে বলল হ্যান্স। মনে মনে উদ্বিগ্ন ও, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়েছে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে নিক কেসেল।

'এই যে!' তীক্ষ্ণ স্বরে হাঁক ছাড়ল সেলুন মালিক। 'হয়েছে কী তোমার? ওকে ওর মত থাকতে দাও! একে ও আমার বন্ধু, তায় খদ্দের। সামান্য একজন স্যাডল ট্রাম্প আমার খদ্দেরকে জ্বালাবে, এটা মোটেই সহ্য করব না আমি!'

সেলুন মালিকের দিকে ফিরল হ্যান্স। 'আমি কোন স্যাডল ট্রাম্প নই, ওদের র‍্যাঞ্চে কাজ করি। ওর বাবার নির্দেশে ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি। এবং ওকে নিয়ে তবেই যাব এখান থেকে!'

*

কেসেলের উদ্দেশে কথাটা বললেও তাকে নিয়ে ভাবছে না হ্যান্স, বরং গাস ম্যাটিসকে নিয়ে যত দুশ্চিন্তা। ঠিক ওর পিছনে লোকটা, দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ হিসাবে নাম কুড়িয়েছে; দক্ষতায় হ্যান্সের সমকক্ষ সে। কিন্তু আগাগোড়া নীচ এবং সুযোগসন্ধানী। সুযোগ পেলে যে ওর পিঠে গুলি করবে না, এ-নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। নিক কেসেলের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বেশি খাটে।

'কথাটা শুনতে পাওনি?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল ডাস্টি, কণ্ঠে মাতব্বরির সুর। 'বলেছি তো, বাদ দাও। স্যাডল ট্রাম্প আর যাই হও, এবার বিদায় হও। আসলে তোমার মত লোকজনকে ঘরে জায়গা দেওয়াই ঠিক নয়।'

'শুনেছ তো?' উল্লসিত স্বর কেসেলের। 'এবার কেটে পড়ো! তোমার চাঁদমুখ দেখার ইচ্ছে নেই ওর।'

পিছনে নড়াচড়া টের পেল হ্যান্স। মুহূর্ত খানেক পর ম্যাটিসের কণ্ঠ

শুনতে পেল: 'সেস, ওকে আমার উপর ছেড়ে দাও,' নিস্পৃহ স্বরে বলল গানম্যান। 'ব্যাটাকে চিনি আমি। ও হচ্ছে গিলার সেই বাচ্চা গানফাইটার–হ্যান্স ট্রেভার্ন।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল হ্যান্স, শীতল নিষ্কম্প চাহনিতে বিদ্ধ করল গানম্যানকে। 'হ্যালো, ম্যাটিস! শুনেছি এখানে আছ তুমি, কথাটা তা হলে সত্যি।' সন্তর্পণে ডাস্টির টেবিলের কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল ও। ফ্লোরেন্সের চোখের বিস্ময় কিংবা নিক কেসেলের মুখে আচমকা শঙ্কামিশ্রিত সতর্কতার আবির্ভাব নজর এড়ায়নি ওর।

'আমার খোঁজ করছিলে নাকি, ম্যাটিস?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল হ্যান্স। ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই এখন। এই মোক্ষম সুযোগ। গোলাগুলি শুরু হলে স্যাডলব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে দরজার দিকে ছুট দেবে, একবার বেরিয়ে যেতে পারলে সমস্যা হবে না। ঘোড়ায় চড়ে নাক বরাবর র‍্যাঞ্চে চলে যাবে। গেল্ডিংয়ের সঙ্গে গতিতে পাল্লা দেওয়ার মত ঘোড়া কমই আছে। টাকা না-থাকলে ডাস্টির প্রতি এত দরদ বা আগ্রহ দেখাবে না এরা।

'হ্যাঁ,' স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাটিস, ক্ষৌরিহীন মুখে নিষ্ঠুরতা আর এক ধরনের আলস্যমিশ্রিত বেপরোয়া ঔদ্ধত্য রয়েছে। 'ঠিকই ধরেছ, মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম। তোমার ব্যাপারে আমার ধারণা কী, জানো? বরাবরই ভাগ্য সাহায্য করেছে তোমাকে, অল্পের উপর দিয়ে পার পেয়ে যাও, নিজের চেয়ে ফাস্ট এবং সেয়ানা লোককে স্রেফ ভাগ্যের জোরে নিকেশ করেছ।'

হ্যান্সের পাশাপাশি, কয়েক গজ দূরে চলে এসেছে সেস হিকম্যান, কিন্তু এক পাশে কয়েক কদম সরে গেছে কেসেল। ক্ষণিকের জন্যও গ্যাটিসের উপর থেকে চোখ সরায়নি হ্যান্স, চোখের কোণ দিয়ে অন্যদের উপর দৃষ্টি রাখছে।

'তুমিও আছ এসবে, নিক?' জানতে চাইল হ্যান্স।

শ্রাগ করল সে। 'উঁহুঁ! আমার কী স্বার্থ যে তোমাদের সঙ্গে জড়াব? গিলা রিভার গানম্যান না, আমি নেহাত ব্যবসায়ী। তা ছাড়া, এটা তোমাদের ব্যাপার। তোমরা নিজেরা মিটিয়ে ফেলো।'

'তো, ম্যাটিস,' প্রসন্ন সুরে বলল হ্যান্স, অন্তত একজন কমে যাওয়ায় স্বস্তি বোধ করছে। 'তুমি যখন এত করে চাইছ, তোমাকে হতাশ করব না। বেশ, খেলা শুরু করার সুযোগটা তোমাকেই দিলাম।'

ফোর স্টার সেলুনে খাড়া দুপুরের গরমকে ছাড়িয়ে গেছে অস্বস্তিকর এক উৎকণ্ঠা আর স্থবিরতা। ধূলিমলিন, পোকায় খাওয়া পিছনের জানালার কাছে ভনভন করছে একটা মাছি। রাস্তার কোথাও অধৈর্য ভঙ্গিতে পা ঠুকল একটা ঘোড়া, দূরে কোথাও কল চেপে পানি তুলছে কেউ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে হ্যান্সের দিকে তাকিয়ে আছে গাস ম্যাটিস, ছোট কুঁতকুঁতে চোখে হিংস্র, খুনে চাহনি। ঘামে মলিন হয়ে যাওয়া শার্টের কলার ছিঁড়ে গেছে দু'জায়গায়, ঘর্মাক্ত মুখে ধুলোর সূক্ষ্ম গুঁড়ো জমেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন আটকে থাকল, তারপর হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে ছোবল হানল গাস ম্যাটিস। যাদু খেলে গেল দুই হাতে। চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতায় খাপ থেকে পিস্তল মুক্ত করল সে, কিন্তু ওটুকুই, একই মুহূর্তে হ্যান্সের গুলি বিদ্ধ করল তাকে, পকেটে রাখা বুল ডারহ্যাম তামাকের থলে ফুটো করে হৃৎপিণ্ডের দিকে ছুটল। দ্বিতীয় গুলি তামাকের থলের কিনারা কেটে ফেলল, আর তৃতীয়টা পাঁজরের মাঝখানে লম্বাটে হাড়টা বিদীর্ণ করে ঢুকে গেল ভিতরে।

হ্যান্সের চতুর্থ আর পঞ্চম গুলি তীব্র ঝাঁকি তুলল সেস হিকম্যানের দেহে, টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে, কয়েক কদম, কিন্তু পিস্তল ছাড়েনি লোকটা, নিশানা ছাড়াই গুলি করে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে ষষ্ঠ গুলি করল হ্যান্স। দড়াম করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল হিকম্যান।

একটা মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল হ্যান্স, পড়ে থাকা নিথর দেহ দুটো নিশ্চিন্ত করল ওকে, তারপর নিক কেসেলের দিকে ফিরল।

কেসেলের হাতে একটা পিস্তল, ওটা থেকে সরু ধারায় ধোঁয়া উঠছে। হাসছে বেঈমানটা! থমকে গেল হ্যান্স, ডাস্টি ব্যারনের দিকে তাকাতে পেটে লাথি খাওয়ার অনুভূতি হলো ওর।

স্যাডলব্যাগের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ডাস্টি ব্যারন, কপাল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। গোলাগুলির ফাঁকে মওকা পেয়ে ওকে গুলি করেছে নিক কেসেল। সমান সুযোগ পাওয়া দূরের কথা, কী থেকে কী হয়েছে টেরই পায়নি ডাস্টি!

কেসেলের চোখে চোখ রাখল হ্যান্স। সেলুনকীপারের হাসি এতটুকু ম্লান হয়নি। "কেমন দেখালাম, দারুণ না? বোকার হদ্দ! এমন পরিণতিই পাওনা ছিল ওর। বড়বড় বুলি শুনতে অসহ্য হয়ে পড়েছিলাম! সামান্য ঘিলুও নেই ছেলেটার মাথায়। তো, সব টাকা

এখন আমার···আমার আর ফ্লোরেন্সের। এটাই চেয়েছি, এবং পেয়েও গেলাম শেষপর্যন্ত।'

'এখনও পাওনি,' শীতল বিতৃষ্ণা বোধ করছে হ্যান্স, নিষ্ঠুর শোনাল ওর কণ্ঠ। ব্যারন দম্পতি আর জেসিকার কথা ভেবে মন বরফশীতল হয়ে যাচ্ছে ওর। 'ওগুলো পেতে হলে আমার লাশ ফেলতে হবে!'

'তুমিও দেখছি আরেকটা গাধা!' খরখরে স্বরে হেসে উঠল নিক কেসেল, উল্লাসে হাতের পিস্তল নাড়ল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। 'তুমি আবার কী করবে? খালি পিস্তল দিয়ে কাউকে খুন করা যায় তা তো শুনিনি! ক'টা গুলি করেছ, সবই গুনেছি আমি, বয়। গুনে গুনে ছয়টা শট। সব টার্গেটে বিঁধেছে। গ্যাটিসের দেহে তিনটা। ওহ্, স্বীকার করতেই হয়, দারুণ দেখিয়েছ! বাকি তিনটা বিঁধেছে হিকম্যানের শরীরে। ছুটতে ছুটতে গুলি করছিল ও, ছুটন্ত টার্গেটে বেঁধানো সত্যি কঠিন। কিন্তু ওই কঠিন ও অসম্ভব কাজটাই করেছ নিজে অক্ষত থেকে।

'তো, এখন তোমাকে বাগে পেয়েছি আমি। চাইলেই ফেলে দিতে পারি। পারি না? খালি পিস্তল দিয়ে কী করবে? তোমার লাশ ফেলে দিলে আর কোন বাধা থাকবে? কে ঠেকাবে আমাকে? সবাইকে বলব টাকা-পয়সা ছাড়া এখানে এসেছিল ডার্স্টি, তারপর গোলাগুলিতে খুন হয়ে গেছে। শুনতে কেমন লাগছে? স্বীকার করো, এর মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই!'

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হ্যান্স, হাতের পিস্তলটা কোমরের পাশে স্থির। 'না, অসঙ্গতি নেই, কিন্তু আমার কথা ভুলে যাচ্ছ। তোমার সামনে এখনও দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে টপকে যেতে হবে, নিক। এই পিস্তলটা মোটেই খালি নয়!'

মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হলো কেসেলের মুখ, কিন্তু পরমুহূর্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। 'খালি নয়? মনোযোগ দিয়ে প্রতিটা শট গুনেছি, বয়, তাই ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না। তো, শুভ কাজে দেরি করতে নেই। এবার তোমার পালা, বয়!' পিস্তল তুলে নিশানা করল সে।

পরপর দু'বার ট্রিগার টিপল হ্যান্স···তারপর আবার। প্রতিটি বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল নিক কেসেলের দেহ, কুঁকড়ে গেল মুখ, কিন্তু চোখে নিদারুণ বিস্ময় ফুটে উঠল সেলুন মালিকের। বিশ্বাসই করতে পারছে না ব্যাপারটা। খালি পিস্তলে গুলি থাকে কী করে! মরে

যাচ্ছে বা যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে···অথচ এর কোনটাই তার জন্য বিস্ময় বা হতাশার নয়।

বারের উপর ঢলে পড়ল কেসেলের শরীর, তারপর গড়িয়ে মেঝেয় পড়ল।

দ্রুত পায়ে তার কাছে চলে গেল হ্যান্স। 'নিক, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

চোখ মেলে তাকাল সে।

'সিক্সশূটার নয়, আমার হাতের এটা ছত্রিশ ক্যালিবারের বারো শটের ওয়াল্‌শ নেভি পিস্তল। দারুণ জিনিস, তাই না, নিক? দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, ওটার কেরামতি না-জেনেই ভুলটা করে ফেললে–ধরে নিলে গুলি নেই!'

ঘুরে দাঁড়াল হ্যান্স। দেখল এখনও একই জায়গায় বজ্রাহতের মত বসে আছে ফ্লোরেন্স, মুখে রাজ্যের শোক আর অবিশ্বাস, মৃত্যুপথযাত্রী কেসেলের উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

'তুমি বরং ওর পাশে থাকো, রেড,' মৃদু স্বরে বলল হ্যান্স। 'কয়েকটা মিনিট বাকি আছে ওর।'

নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না মেয়েটার মধ্যে।

স্যাডলব্যাগ দুটো তুলে নিল হ্যান্স, তারপর সতর্ক পায়ে পিছিয়ে এল দরজার দিকে। শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফ্লোরেন্স।

বেরিয়ে যেতেই পোর্চে ছুটে আসা স্টোরকীপার ডেমন ডেশ আর ছয়-সাতজন শহরবাসীর সঙ্গে দেখা হলো হ্যান্সের। এদের মধ্যে শুধু ডেশকেই চেনে হ্যান্স। 'ডাস্টিকে খুন করেছে নিক কেসেল,' বলল ও। 'ওর দিকে খেয়াল রেখো।'

স্টোরকীপার নড করতে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল হ্যান্স। স্যাডলে চেপে র‍্যাঞ্চের পথ ধরল।

উঁহুঁ, ঠিক এখনই যেতে পারছে না ও। যাওয়া উচিত হবে না। ডাস্টিকে হারিয়ে একেবারে মুষড়ে পড়বে ব্যারনরা, ওকে ছাড়া এই শোক সামলাতে পারবে না। ড্র-র কাছে বাঁধটা তৈরি করতেও ওর সাহায্য লাগবে।

'বাছা,' গেল্ডিংয়ের কাঁধে মৃদু আদুরে স্পর্শ বুলাল হ্যান্স ট্রেভার্ন। 'আরও কয়েকটা দিন এখানে থাকতেই হবে। মন খারাপ করিস না, সবকিছু সামলে সত্যি সত্যি অরিগনে যাব আমরা।'

রাসলার

ক্লিফের কিনারে ক্যাম্পটা। দূর থেকে আগুন দেখতে পেয়ে উষ্ণতার লোভে সেদিকে এগোল পিট শয়ার।

ক্যাম্পে তিনজন লোক। আগুনের ওপাশে বসে আছে বিশালদেহী একজন, পাশে মাটির উপর পড়ে আছে একটা শটগান, চাইলেই হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে পারবে। জিনিসটা দেখেই খটকা লাগল পিটের, সামান্য অস্বস্তি বোধ হলো। ট্রেইল ড্রাইভে রয়েছে এরা, এ-সময় বা রেঞ্জে কাজ করার সময় সঙ্গে শটগান রাখে না কোন কাউহ্যান্ড।

আকাশে নিচু ভারী মেঘের সারি। বাতাস গুমট। বৃষ্টি হবে বোধহয়। আবহাওয়া খারাপ দেখে একটু আগে-ভাগে থেমেছে এরা। ঝর্নার লাগোয়া তৃণভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে গরুর পাল, বেশিরভাগ শুয়ে পড়েছে। দেখে বোঝা যায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, দ্রুত আসায় পরিশ্রান্ত।

'কফি হবে?' ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে জানতে চাইল পিট, লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছি। খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার অবস্থা।'

দূরে কোথাও মেঘের গুড়গুড় শব্দ হলো, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল বজ্রপাতের শব্দ। আগুনে কাঠ পোড়ার পটপট আওয়াজ নিস্পন্দ বাতাসে স্পষ্ট শোনা গেল। ক্যাম্পে তিনটা স্যাডল পরানো ঘোড়া রয়েছে, একটার পিঠে মান্ধাতার আমলের মাদার হাবার্ড স্টাইলের স্যাডল।

'হাত-মুখ ধুয়ে এসো,' আহ্বান করল সরু চিবুকঅলা, সুঠামদেহী এক লোক। মেটে রঙের চুল লোকটার। 'খালি পেটে পথ চলতে আমারও ভাল লাগে না।'

পিটের অস্বস্তি আরও বেড়ে গেছে। অন্য কেউ কিছু বলেনি, কিংবা খুব একটা গ্রাহ্যও করছে না ওকে। সবাই কঠিন মানুষ। ক্ষৌরিহীন মুখ আর নোংরা পোশাক রুক্ষ অভিব্যক্তি এনে দিয়েছে চেহারায়। তবে

চেহারা নয়, এদের চোখের সন্দিহান আর চোরা চাহনি সন্দিগ্ধ করে তুলেছে পিটকে।

স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াটাকে ক্লিফ ঘেঁষা ঝোপের কাছে নিয়ে এল পিট। ঝুলন্ত চাতাল রয়েছে ক্লিফের গায়ে, নীচে এক চিলতে শুকনো জায়গা। স্যাডল-ব্রিডল ওখানে রাখল পিট, বৃষ্টি এলেও ভিজবে না। ঘোড়ার শরীর দলাই-মলাই করার সময় ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। মানুষগুলোর মত প্রাচীন আমলের অদ্ভুত কিন্তু দামী স্যাডলটাও ওর কৌতূহলের উদ্রেক করেছে।

বুদ্ধি করে বড়সড় একটা চাতালের নীচে আগুন জ্বালানো হয়েছে যাতে বৃষ্টি এলেও আগুন নিভে না-যায়। ক্যাম্পে এসে ধূসর হয়ে যাওয়া একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল পিট, একজন ওর থালার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। মাংসের দুই স্লাইস থালায় ফেলল কুক, সঙ্গে কয়েকটা রুটি দিল।

ক্ষুধার্ত মানুষের যা করা উচিত–বিনা বাক্য ব্যয়ে খাওয়া শুরু করল পিট। তিনজনের মধ্যে ছোটখাট লোকটা ওর টিনের কাপে কফি ভরে দিল।

'পশ্চিমে যাচ্ছ?' মিনিট কয়েক পর জানতে চাইল মেটে রঙের চুলঅলা।

'পাহাড়ের নীচের রিমের দিকে যাচ্ছি। প্লিজেন্ট ভ্যালি তো ওদিকে, তাই না?'

চট করে পিটের দিকে ফিরে তাকাল সবাই, তবে কেউই কিছু বলল না। পিটের উরুতে নিচু করে বাঁধা জোড়া পিস্তল ওদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। প্লিজেন্ট ভ্যালিতে গরু আর ভেড়ার র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, খবরটা ওদের মত পিটও জানে। এরা ভাবছে হয়তো অন্যদের মতই পিস্তল দুটো ভাড়া খাটাতে যাচ্ছে পিট।

'আমার নাম রেড ব্লিগেন। এরা হচ্ছে টবি মার্ফি আর জনি মিলসন। সল্ট লেকে যাচ্ছি আমরা।'

বিশালদেহী লোকটা টবি মার্ফি, অনুমান করল পিট। 'আমার নাম শয়ার,' পাল্টা পরিচয় জানাল ও। 'পিট শয়ার। ভবঘুরে বলতে পারো। জীবনের বেশিরভাগ সময় ডজ সিটি আর সান্তা ফের ওদিকে কাটিয়েছি।'

'শুনেছি প্লিজেন্ট ভ্যালিতে পিস্তলঅলাদের খুব কদর যাচ্ছে। প্রচুর লোক ভাড়া করছে ওরা।'

'মনে হয়,' নিরুৎসাহী স্বরে বলল পিট, চায় না প্রসঙ্গটা আরও বাড়ুক। খেয়াল করেছে প্লিজেন্ট ভ্যালি নামটা শোনার পর থেকে কেন যেন একটু বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে এরা।

'ওদিকে আমরাও যাচ্ছি। ···ড্রাইভ করে কিছু বাড়তি কামাবে নাকি?' হঠাৎ প্রস্তাব করল রেড। 'লোকবল কম আমাদের। চাইলে যোগ দিতে পারো।'

'মন্দ হবে না তা হলে,' রাজি হয়ে গেল পিট। 'খাবার ভাল তোমাদের।'

'সল্ট লেক পর্যন্ত গেলে চল্লিশ ডলার পাবে। খাওয়া ফ্রি। সামনে যা রুক্ষ এলাকা! সত্যি সাহায্য দরকার। মনে হচ্ছে ঝড়ের কবলেও পড়তে পারি।'

'বেশ। কখন থেকে কাজ শুরু করতে হবে?'

'ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নাও। মাঝরাত পর্যন্ত টবি পাহারায় থাকবে, ও তোমাকে জাগিয়ে দেবে। ভোরের আগে জনিকে ডেকে দিয়ো। আর সাহায্য দরকার হলে ডেকো আমাদের।'

এক পাশে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল পিট, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুমানোর আগে মনে পড়ল যে-কয়টা গরু দেখেছে, প্রতিটির গায়ে একেবারে তাজা ব্র্যান্ড দেখতে পেয়েছে—ডাবল-এ ছাপ। ট্রেইল ড্রাইভের ক্ষেত্রে সচরাচর তাই হয়। গরু রাউন্ড-আপ শেষে মার্কা বসানো হয়, পরপরই ড্রাইভে যাত্রা করে র‍্যাঞ্চাররা। মুশকিল হলো ওর বন্ধু ডস মার্টিন ঠিক এই ব্র্যান্ডটির কথাই বলেছে ওকে।

মাঝরাতে যখন পাহারা দিতে গরুর পালের কাছে এল পিট, ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে তখন।

'শান্তই আছে ওরা,' ওকে জানাল টবি মার্ফি। 'ঝামেলা হবে না বোধহয়। সকালে দেখা হবে।'

ক্যাম্পের দিকে চলে গেল বিশালদেহী লোকটা।

স্লিকারের কলার গলা পর্যন্ত তুলে দিল পিট, আবছা অন্ধকারে যতটা দেখা সম্ভব পালের উপর নজর চালাল। নীরবে শুয়ে আছে গরুগুলো। শান্ত। কোনরকম অস্থিরতা নেই ওদের মধ্যে।

ট্রেইল ড্রাইভের সময় সব আউটফিটে বাড়তি ঘোড়া থাকে। এখানেও আছে কয়েকটা। ধূসর রঙের একটা বাকস্কিনের পিঠে চড়েছে পিট। নিজের মাসট্যাঙকে বিশ্রাম দিয়েছে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে উপত্যকার শেষ প্রান্তের দিকে এগোল ও। পাহাড়ের জমকাল অবয়ব চোখে পড়ছে। দূরে মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তবে বজ্রপাত নেই বলে শান্তই রয়েছে গরুগুলো।

*

বোঝা যাচ্ছে স্রেফ ঠেকায় পড়ে পিটকে কাজে নিয়েছে রেড ব্লিগেন, কিন্তু এমনিতে ওকে পছন্দ করেনি সে। আসলে কেউই করছে না। লোক দরকার ছিল বলে ওকে নেওয়া। মন থেকে গ্রহণ করেনি ওকে। তবে সেজন্য মোটেও ঘাবড়ায়নি পিট, বরং নিজের অবস্থানে অনড় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দেখতে চায় কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। নতুন চাকুরিতে ঢোকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বুঝে ফেলেছে রেড ব্লিগেন আসলে একজন গরুচোর, তার সঙ্গীরাও একই পথের পথিক। পিটের ভুল না-হয়ে থাকলে এবার বেশ বড়সড় দাঁও মারতে সক্ষম হয়েছে ব্লিগেনরা।

পালটা অনেক দূর থেকে এসেছে, দ্রুত পথ পাড়ি দিয়েছে; কিন্তু পিট বোধহয় তারচেয়েও দ্রুত পথ চলেছে। ওর স্বভাবই এমন। ছন্নছাড়ার মত দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আজ এখানে তো কাল ওখানে। ভাল না-লাগলে জায়গা বদল। এভাবে কেটে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও যে ওর ভাগ্য বা দিনকাল বদলাবে, পিট নিজেও বিশ্বাস করে না।

একটা প্রশ্ন ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলেছে পিটকে। জানত ডস মার্টিন ডাবল-এর ফোরম্যান। কথাটা ডসের মুখেই শুনেছিল। টেক্সাসে একই র‍্যাঞ্চে কাজ করেছে, দু'বার ট্রেইল ড্রাইভে সঙ্গী ছিল ওরা, একবার সুদূর মন্টানা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। দু'জনে খুব অন্তরঙ্গ ছিল তা বলা যাবে না, আসলে সুযোগ হয়নি ওদের, তবে পরস্পর সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল।

মাস দুয়েক আগে কাজ ছেড়ে চলে আসে মার্টিন, পিটকে বলেছিল সল্ট লেকে ড্রাইভে যাবে। ট্রেইল বস হিসাবে বেতন ছাড়াও গরু বিক্রির লাভের একটা অংশ পাবে সে, আর ড্রাইভ শেষে র‍্যাঞ্চে ফোরম্যানের কাজটা তো আছেই। ডসের কাছে লোভনীয় মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা।

সেক্ষেত্রে, এই পালের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল মার্টিনের। উপরন্তু, এত কম লোকই বা কেন? ডস কি অন্য কোথাও ব্যস্ত আছে?

ডসকে পিটের ঠিক বন্ধু চলা চলে না। একই র‍্যাঞ্চে কাজ করেছে, একে অন্যকে সাহায্য করেছে; কিন্তু বোঝাপড়া বা হৃদ্যতা কখনও গড়ে ওঠেনি। অনেক কিছুতে অমিল থাকলেও একটা জিনিসে দু'জনের খুব মিল—দু'জনেরই বন্ধুর সংখ্যা হাতে গোনা।

ডস যেখানে নিজেকে জাহির করতে কসুর করে না, পিট ঠিক উল্টো স্বভাবের—নিজেকে সবসময়ই গুটিয়ে রাখে। কথা বলে খুব কম। পাশাপাশি থাকলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে কাজ করে যায়। ঠিক এ-কারণেই অস্ত্রে বা হাতাহাতিতে পিটের সামর্থ্য সম্পর্কে কেউই জানে না, এমনকী ডস মার্টিনও নয়। ইচ্ছে করে নিজেকে গুটিয়ে রাখে পিট, ঝামেলার সম্ভাবনা দেখলে নিজেকে সরিয়ে নেয়।

এর কারণ ওর বাবার দেওয়া শিক্ষা আর বাবার অপমৃত্যু।

পশ্চিমে বন্দুকবাজদের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ রয়েছে সাধারণ মানুষের, অথচ কেউই সমীহ বা শ্রদ্ধা করে না, বরং প্রায় সবাই ভয় পায়, এবং কেউই স্বাগত জানায় না। পিস্তলে কিশোর ছেলের দক্ষতা দেখে পিটকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি, বলে দিয়েছিলেন ঠিক কী আশা করা উচিত: 'বেশ ভাল তোমার হাত, সান,' সতর্ক করে দিয়েছিলেন বুড়ো। 'আমার দেখা ফাস্টদের একজন। যদ্দিন পারো কাউকে তোমার দক্ষতা জানতে দিয়ো না। নেহাত ঠেকায় না-পড়লে পিস্তল ড্র কোরো না। রাগের মাথায় যদ্দিন পর্যন্ত পিস্তল না-ধরে থাকতে পারবে, তদ্দিন সুখ থাকবে তোমার, বয়। একবার পিস্তলবাজ হিসাবে নাম কিনেছ তো নিঃসঙ্গ মানুষ হয়ে যাবে তুমি, জীবনের ট্রেইল তোমাকে একাকী পাড়ি দিতে হবে, যার শেষে কেবল একটা পরিণতি রয়েছে—পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু।'

বাবার উপদেশ প্রথমে তেমন পাত্তা দেয়নি পিট কিন্তু ওর যখন বারো চোদ্দ, হঠাৎ একদিন ড্রয়েলে খুন হয়ে যায় বাবা। কার্যত এ-ঘটনায় আমূল বদলে যায় পিটের জীবন। বেঁচে থাকার জন্য, মামুলি র‍্যাঞ্চ চালানোর জন্য রান্না, ঘরদোর সামলানো, গরু পাহিংং...সব একাই করতে হয়েছে ওকে। ছোট একটা স্প্রেডকে একা সামলে ছোটখাট একটা র‍্যাঞ্চে পরিণত করেছে।

বাবার উপদেশ এখনও মেনে চলে পিট ঝামেলা এড়িয়ে চলতে

চেষ্টা করে; নেহাত ঠেকায় পড়লে হয়তো···। ডস জানে এটা। সে নিজেও গানম্যান। বেশ কয়েকজন লোক খুন হয়েছে তার হাতে, এদের ছয়জনকে নিজে চিনত পিট; ডসের হাতে খুন হওয়া লোকের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাস্তবে আরও বেশি।

টেক্সাস আউটফিটে কাজ করার সময় ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পিটের আসক্তি দেখে প্রথম প্রথম খুব অবাক হত ডস; খুনসুঁটি করে খেপাতে চাইত পিটকে। আসল কারণটা অবশ্য জানে না সে। 'যা অবস্থা,' একদিন হেসে মন্তব্য করেছিল সে। 'তোমাকে বোধহয় বাপ-কা ব্যাটা বলা চলে না। যা শুনেছি তোমার বাবা খুবই সাহসী ও বেপরোয়া মানুষ ছিল, আর তুমি হয়েছ উল্টোটা–ভীতু না-হলেও ঝামেলা থেকে একশো হাত দূরে থাকতে চাও। তোমার সম্পর্কে জানা না-থাকলে কাপুরুষ ভেবে বসতাম।'

ছোট্ট একটা ঘটনার পর পিটের ধাত সম্পর্কে জেনে যায় ডস। ট্রেইল ড্রাইভের ঘটনা। ঝড়ে হঠাৎ স্ট্যাম্পিড হয়ে যায় পালে। কথায় আছে বিপদ একাকী আসে না, ডসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ক্যাট-ক্লর শাখায় পা আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় ওর ঘোড়া, স্যাডল থেকে ছিটকে পাঁচ হাত দূরে গিয়ে পড়ে ডস। বেমক্কাভাবে পড়ে যাওয়ায় পা মচকে যায় ওর। এদিকে উন্মত্ত এক হাজার গরু ঠিক ওর দিকে ছুটে যাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে ওখানে পৌঁছায় পিট, ডস মার্টিনকে স্যাডলে তুলে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসে। ডস সেদিন বুঝতে পারে অসামান্য সাহস না-থাকলে সেদিন ওকে প্রাণে বাঁচাতে পারত না পিট।

এই ঘটনার দুই মাস আগের কথা। ঝামেলা এড়াতে পিটের চেষ্টা সবসময় সফল হলেও সেবার হলো না। নদীর ওপাড়ে ছোট্ট একটা মেক্সিকান ক্যান্টিনার ঘটনা।

মেক্সিকান এক মেয়ের সঙ্গে নাচছিল পিট। হঠাৎ কোত্থেকে এসে মেয়েটাকে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল এক মেক্সিকান, মেয়েটার গালে কষে দুটো চড় বসিয়ে দিল। নিগ্রোদের মত কালো কুঁচকুচে লোমশ এক দানব যেন লোকটা, অন্ধ আক্রোশ আর নৃশংস চোখে তাকিয়ে আছে, পিটের মনে হলো এখুনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর। হাত-পা ছোট ছোট লোকটার, কিন্তু কোমরের হোলস্টারে ভয়ালদর্শন প্রকাণ্ড দুটো কোল্ট।

খেপে গিয়ে এক ঘুসিতে তাকে ফেলে দিল পিট। কিন্তু ঝটিতি উঠে দাঁড়াল মেক্সিকান দানব, রাগে জ্বলছে দুই চোখ। পিটের দিকে তাকানোর আগেই বা একটা শব্দ খরচ করার আগেই ড্র করল। সময় আটকে গেল, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পিট, আযরাইলের দেখা পেয়ে গেছে যেন। তারপর কখন পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছে, নিজেও জানে না। বিদ্যুৎ গতিতে ওর হাতে উঠে এল পিস্তলটা, পরপর দুটো গুলি করল। মেক্সিকান লোকটা তখন সবে পিস্তল বের করেছে। ট্রিগার টেপার আগেই মেঝেয় আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ।

ছোট্ট ক্যান্টিনা গান পাউডারের গন্ধে ভারী হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই তখন থমকে গেছে। এই সুযোগে ক্যান্টিনা ছেড়ে বেরিয়ে এল পিট। ঠিক তিনদিন পর জানতে পারল আসলে কাকে খুন করেছে।

লোকটার নাম ছিল মিগুয়েল হুর্তেজ। সীমান্ত এলাকার ত্রাস, বেপরোয়া এক আউটল। নৃশংস খুনি হিসাবে নাম কিনেছে।

দু'দিন পর এক রাতে পিটের ছোট্ট র‍্যাঞ্চে হামলা চালাল এক দল আউটল। নেতার মৃত্যুর শোধ নিতে চেয়েছিল তারা। হামলার শুরুতে খুন হয়ে গেল দু'জন, একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে।

কেবিনে ঘাপটি মেরে থেকে ওদের বিরুদ্ধে পুরো তিন দিন লড়ে গেল পিট। পুড়ন্ত বার্নের ধোঁয়া দূর থেকে দেখে যখন প্রতিবেশীরা এল, ততক্ষণে পাঁচজন মারা গেছে। র‍্যাঞ্চের আঙিনা আর লাগোয়া মরুভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে লাশগুলো। আহতদের সরিয়ে নেওয়া হলো। পরদিন সকালে ব্যাঙ্কের কাছে ছোট্ট স্প্রেড বেচে দিয়ে টেক্সাস ছেড়ে চলে গেল পিট শয়ার। টেক্সাসের আর কেউ তাকে কখনও দেখেনি, অথচ ওই ঘটনায় রীতিমত কিংবদন্তী আর নায়ক বনে গিয়েছিল পিট।

তবে ডস মার্টিন এই ঘটনা জানে না। সল্ট ক্রীকের পাড়ে পৌঁছে টেক্সাসের অর্ধেক আর নিউ মেক্সিকোর প্রায় সব মানুষকে পিছনে ফেলে এসেছে পিট শয়ার। ডস মার্টিন তখন ডাবল-এ বাথানের ফোরম্যান, কাজের খোঁজে গিয়ে তাকে পেয়ে গিয়েছিল পিট।

*

ঘোড়া ঘুরিয়ে পালের পাশ দিয়ে ধীর গতিতে এগোল পিট শয়ার। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার শুয়ে

পড়েছে গরুগুলো। বৃষ্টি পড়লেও ধরে এসেছে এখন। পালের উপর নজর রাখার কাজে এবার নিজের ঘোড়া ব্যবহার করছে পিট।

কালিগোলা অন্ধকার চারপাশে। আবছা আলোয় বৃষ্টিভেজা গরুর শিং চকচক করছে, গাঢ় কালো পটভূমিতে ওগুলোর দেহ ভূতুড়ে অবয়ব তৈরি করেছে। ঝর্নার কাছাকাছি উইলোসারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পিটের একবার মনে হলো কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ও, মিনিট খানেক কান পেতে শুনল। এমন দুর্যোগের মধ্যে নেহাত ঠেকায় না-পড়লে কারও বেরোনোর কথা নয়, কথাটা এমনকী পশুদের জন্যও প্রযোজ্য। হয়তো শিকারে বেরিয়েছে ক্ষুধার্ত কোন সিংহ। তবে এটা শুধুই একটা সম্ভাবনা।

আবার এগোল পিট, সজাগ এবং সতর্ক। স্লিকারের নীচে হাত বাড়িয়ে পিস্তলের বাঁট ছুঁলো। পালের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে, এ-সময় বিদ্যুৎ চমকাল—পাহাড়ের কিনারে সঙ্কীর্ণ উপত্যকার পুরোটা স্পষ্ট দেখতে পেল পিট।

বৃষ্টিতে ভিজে একাকার এক ঘোড়সওয়ার!

স্টিরাপের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোয় অস্বাভাবিক লম্বা দেখাচ্ছে লোকটাকে, বিজলির আলোয় ন্যাড়া করোটির মত ঝকঝকে সাদা ও নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে মুখটা!

অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল পিট, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিল। কিন্তু চারপাশে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে আবার।

কান পেতেও অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনতে পেল না পিট। ফের যখন বিদ্যুৎ চমকাল, পাহাড়ের কিনারে কাউকে দেখতে পেল না।

অস্বস্তি ভরে অন্ধকার উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকল ও, নিজের ঘোড়ার দিকে খেয়াল রেখেছে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা, মাথা উঁচু, কান খাড়া, সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ের দিকে।

হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল পিট, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে কিছুই দেখতে পেল না।

রাতটা এরপর নির্বিঘ্নে কেটে গেল। ক্যাম্পে যখন পৌঁছল পিট, ততক্ষণে পুব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। স্যাডল ছেড়ে জনি মিলসনকে ঘুম থেকে জাগাল ও।

চমকে বিছানায় উঠে বসল জনি মিলসন। 'করেছ কী!' বিস্ময়

প্রকাশ করল সে। 'সকাল হয়ে গেছে দেখছি! আমাকে তো আরও আগেই জাগানোর কথা তোমার! ভুলে গিয়েছিলে?'

স্মিত হাসল পিট। 'ভাবলাম পাকা রাঁধুনিকে ঘুমাতে দেওয়া উচিত, নইলে সকালের নাস্তায় গড়বড় হয়ে যেতে পারে।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মিলসন। 'আমার ভাগের কাজ তা হলে তুমিই সেরে ফেলেছ? আচ্ছা, ব্যাপারটা কী শুনি?'

'এমন কিছু না!' বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল পিট, হাই তুলল। 'রাতে যেহেতু বলতে গেলে কোন ঝামেলা হয়নি, তাই ভাবলাম পুরোটা আমিই সেরে ফেলি।'

ওদের কথাবার্তায় জেগে গেছে রেড ব্লিগেন। 'বলতে গেলে মানে?' উঠে বসে জানতে চাইল সে।

সামান্য দ্বিধার পর পিট বলল: 'আসলে আমি নিজেও নিশ্চিত নই, একটু হলেও ভড়কে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল সত্যি দেখেছি।'

'কী দেখেছ?' ট্রাউজার পরছে ব্লিগেন, কিন্তু দৃষ্টি সরায়নি পিটের উপর থেকে, চোখে সিরিয়াস চাহনি। 'সিংহ?'

'না, এক ঘোড়সওয়ারকে দেখলাম। খুব লম্বা ছিল লোকটা, মুখ ছিল মড়ার মত ফ্যাকাসে, যেন করোটি।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল পিট। 'সত্যি হয়তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মিনিট কয়েকের জন্য মনে হয়েছিল ভূত দেখেছি!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রেড ব্লিগেন, এদিকে মিলসনের মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখ বিস্ফারিত। 'ভূত? কী বললে, ভূত দেখেছ?' ক্ষীণ স্বরে জানতে চাইল সে।

'বাদ দাও,' শ্রাগ করল পিট। 'আসলে অমন কিছু ছিল না। কী-না কী দেখেছি! এমনও হতে পারে কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল কেউ। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকের আলোয় দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দৃশ্যটা মনে ভয় ধরানোর মতই ছিল!'

এদিকে টবি মার্ফিও উঠে গেছে, উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। বুট হাতে আগুনের পাশে গিয়ে বসল রেড ব্লিগেন। ভেজা মোজা খসিয়ে আগুনে সেঁকল সে, তারপর ভিজে সপসপে হয়ে যাওয়া বুট নেড়েচেড়ে পানি নিংড়ে পায়ে গলাল।

'ঘোড়াটার দুই চোখের মাঝখানে কি সাদা একটা তারা ছিল?'

সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল টবি মার্ফি।

বিমূঢ় হয়ে গেল পিট। 'তাই তো! তুমি জানলে কী করে? চেনো নাকি ঘোড়াটা?'

উঠে দাঁড়াল ব্লিগেন, মৃদু স্বরে বলল, 'মাইল কয়েক পিছনে লোকটাকে দেখেছি আমরা। বিশাল কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে।'

*

ক্যাম্প থেকে একটু দূরে সরে গেছে ব্লিগেন আর মার্ফি, কী নিয়ে যেন আলাপ করছে। এদিকে দুশ্চিন্তায় কুঁচকে গেছে জনির মুখ, রীতিমত আতঙ্কিত বলা চলে। চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকে নিরীখ করল পিট।

ছোটখাট মানুষ জনি মিলসন। শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির, তবে অল্পতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ব্লিগেন বা মার্ফির মত মানসিক দৃঢ়তা বা শক্তিমত্তা কোনটাই নেই তার। জনির এত ভড়কে যাওয়ার কারণ একটা রহস্য। ব্লিগেন বা মার্ফির ভয়ে মুখ খুলবে না সে, বুঝে গেছে পিট। সুতরাং এই গরুর পাল বা ওই রহস্য সম্পর্কে যদি সত্যি কিছু জানার থাকে, সেটা ওর নিজের চেষ্টায় জেনে নিতে হবে।

ভিতরে ভিতরে দারুণ কৌতূহলী হয়ে পড়েছে পিট।

মনে মনে কিছু হিসাব করল ও। এগুলো যদি ডাবল-এ র‍্যাঞ্চ থেকে চুরি করা গরু হয়ে থাকে, অযথা কেন ওই র‍্যাঞ্চের দিকেই নিয়ে যাবে এরা? র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়? তবে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে, যেমন রেড ব্লিগেন বা মার্ফি আসলে কে? ডস মার্টিনের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে কি-না।

এবার কিছু প্রশ্ন করার সময় হয়েছে।

'অনেকদিন ধরে ডাবল-এতে কাজ করছ?' হঠাৎ জানতে চাইল পিট।

চমকে ওর দিকে তাকাল জনি, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আগুনের উপর ঝুঁকে পড়ল। 'উঁহুঁ, মাত্র কয়েকদিন হলো,' নিচু স্বরে বলল সে। 'র‍্যাঞ্চটা আসলে সল্ট লেকের। ব্লিগেন হচ্ছে সেগুন্ডো।'

'তোমাদের ফোরম্যানকে বোধহয় চিনি আমি। এই পালের কথাই বলেছিল আমাকে। ওর নাম ডস মার্টিন। নামটা শুনেছ?'

কাপে সবে কফি ঢেলেছে জনি মিলসন। নামটা শুনে ভিরমি খেল। কাপ থেকে গায়ের উপর ছলকে পড়ল গরম কফি। কিছুটা গিয়ে

আগুনে পড়ল হিসহিস শব্দে। শব্দ শুনে ব্লিগেন আর মার্ফি দু'জনেই ফিরে তাকাল।

কাপটা পিটের হাতে ধরিয়ে দিল জনি, পিটের মুখ খুঁটিয়ে দেখে কী যেন বোঝার চেষ্টা করল। 'হ্যাঁ, মার্টিনই ফোরম্যান। তবে র‍্যাঞ্চের মালিক নির্দিষ্ট কেউ না, যদ্দূর জানি সাগর অঞ্চলের একটা সিন্ডিকেট। সত্যি মার্টিনকে চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ, একসঙ্গে রাইডও করেছি আমরা।'

ব্লিগেন আর মার্ফি ফিরে এল ক্যাম্পে, ওদেরকে কফি ঢেলে দিল জনি।

'শুনলাম কার সঙ্গে যেন রাইড করেছ তুমি?' জানতে চাইল রেড ব্লিগেন।

'তোমার বস্ ডস মার্টিনের সঙ্গে।'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল দু'জনেই। চট করে নিজেকে সামলে নিল ব্লিগেন, হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ। 'আচ্ছা! এজন্যই তোমার নামটা পরিচিত লাগছিল! তুমি তা হলে সেই পিট শয়ার! বুড়ো স্টিভ শয়ারের ছেলে। হ্যাঁ, মার্টিনের কাছে তোমার কথা শুনেছি।'

নিঃশব্দে হাসল টবি মার্ফি। 'তুমি তা হলে সেই ভীতু মানুষ, ঝামেলা দেখলে যার গায়ে জ্বর আসে? হ্যাঁ, তোমার কথা অনেক শুনেছি!'

মার্ফির কণ্ঠের নির্জলা তাচ্ছিল্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল পিটের দেহ, মনটা বিষিয়ে উঠল। বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছিল, তখনই পিছনে ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি নিরস্ত করল ওকে। তিক্ত মনে নিজের জিভটাকে সামলে নিল পিট। প্রতিবাদ করতে পারে, কিংবা টবি মার্ফিকে একহাত দেখেও নিতে পারে, কিন্তু পরিণামে একটা খুন করতে হবে; এবং তারপর আবার ছোটার মধ্যে থাকতে হবে। সহজ সমাধান একটাই—এড়িয়ে যাওয়া।

ব্যাপারটা তলে তলে ত্যক্ত করে তুলল পিটকে। বুঝতে পারছে নিজেকে এদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার—র‍্যাঞ্চে ওর রুখে দাঁড়ানোর গল্প এদের কাছে এখনও পৌঁছায়নি।

'খুনোখুনিতে কৃতিত্বের কিছু নেই,' একটু পর বলল পিট। 'বরং সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে হলে কখনও কখনও ছাড় দেওয়ার

প্রয়োজনও পড়ে, ঝামেলা থেকে দূরে থাকা মানে শুধু কাপুরুষত্ব নয়। সামান্য কারণে লড়াই করার পক্ষপাতী নই আমি।'

কিছু বলল না ব্লিগেন, তবে মার্ফির তাচ্ছিল্যভরা হাসি আরও চওড়া হয়েছে। এদিকে সহানুভূতির চোখে পিটকে দেখছে জনি মিলসন।

ঘটনা আর গড়াল না। নাস্তা শেষ করে যাত্রা করল ওরা। সারা দিন ধীর গতিতে পশ্চিমে এগিয়ে চলল গরুর পাল। কেউ প্রকাশ না-করলেও একটা পরিবর্তন চোখে পড়েছে পিটের, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের সতর্কতার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। সারাক্ষণ এবং লাগাতার ট্রেইল আর আশপাশে চোখ রাখছে ওরা, কাভার আছে এমন জায়গা পেরোনোর সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকছে।

এক ফাঁকে পিটের পাশে চলে এল জনি মিলসন। পালের ওপাশে অন্যদের ব্যস্ত দেখে নিশ্চিন্ত হলো, কেউ ওদের কথা শুনতে পাবে না। মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি যা দেখেছ ভূত ছিল না ওটা। পাহাড়ে গিয়ে যাচাই করেছে রেড। বিশাল একটা ঘোড়ার ট্র্যাক দেখেছে ও।'

'লোকটা ক্যাম্পে এল না কেন?' চিন্তিত মনে প্রশ্নটা করল পিট। 'আগুনটা নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিল ওর।'

ঘোঁৎ করে বিজাতীয় একটা শব্দ করল জনি। 'রেডের সঙ্গে ট্রেইলে দেখা হওয়া সেই লোকটাই যদি তোমার "ভূত" হয়ে থাকে, তা হলে ক্যাম্পে আসার কোন কারণই নেই তার।'

উত্তরটা চিন্তিত করে তুলল পিটকে, কথাটার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছে। উত্তরে কিছু বলার আগেই দেখল অন্যদিকে সরে গেছে জনি মিলসন, দলছুট হয়ে যাচ্ছিল একটা গরু, ওটাকে পালে ফিরিয়ে আনবে।

পালের পিছন দিকে সরে এল পিট, কাজের ফাঁকে বিষয়টা নিয়ে ভাবল। রহস্যময় ওই রাইডার কে হতে পারে? কী উদ্দেশে এসেছিল? ব্লিগেনকে ভয় পায় বলে ক্যাম্পে আসেনি?

প্রকাণ্ড ডোরাকাটা একটা বলদ পাল থেকে সরে গিয়ে ঝর্নার দিকে চলে যাচ্ছে দেখে দ্রুত তৎপর হলো পিট। ঘোড়া ছোটাল ও, কিন্তু পৌঁছানোর আগেই ঝর্নার পাড়ে চোরাবালিতে আটকা পড়ে গেল বলদটা। ডুবে যাওয়ার আগে প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টাই সার হলো শুধু। শরীরের অর্ধেক বালিতে তলিয়ে গেছে।

ল্যাসো ছুঁড়ে বলদের শিংয়ে জড়াল পিট। হয়তো উদ্ধার করা যাবে ওটাকে।

বাকস্কিন ঘোড়াকে অপেক্ষাকৃত শক্ত জমির দিকে পিছিয়ে আনল পিট, দড়ির টান ক্রমে বাড়ছে। মিনিট কয়েক পর বালি থেকে উঠে আসতে সক্ষম হলো বলদটা। টলমল শরীরে দু'পা এগোল ওটা, তারপর হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল। দড়ির বাঁধন ঢিলে করে বলদের কাছে চলে গেল পিট, ওটাকে দাঁড় করাল। হঠাৎ ওটার ব্র্যান্ডে দৃষ্টি পড়ল ওর, কৌতূহলী হয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

কারসাজি করা হয়েছে! স্ল্যাশ ফোরের উপর ডাবল-এ মার্কা বসানো হয়েছে।

'কোন সমস্যা?'

টানটান শীতল কণ্ঠটা চমকে দিল পিটকে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বিষম খেল ও। খোদ ডস মার্টিন দাঁড়িয়ে আছে সামনে!

'ডস!' বিস্ময় মিশ্রিত উৎফুল্ল স্বরে বলল পিট। 'কোত্থেকে এলে তুমি? কী যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে!'

মার্টিনের চোখেও বিস্ময়, বোঝা যাচ্ছে পিটকে আশা করেনি এখানে। 'আরে, তুমি, পিট! আচ্ছা, বলো তো, এখানে কী করে এলে? আবার বোলো না যে এই পালে ড্রাইভ করছ!'

'ঠিকই ধরেছ। ওটা তো তোমার আউটফিট, তাই না? ভাড়া খাটছি। বলদটা চোরাবালিতে পড়ে গিয়েছিল, তুলতে গিয়ে একেবারে ঘাম ছুটিয়ে ছেড়েছে! তবে তুলতে পেরেছি। রেডদের সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না, সবে এলাম। বলদটাকে দাঁড় করাও, তারপর দেখা করতে যাব ওদের সঙ্গে।'

কাজ সেরে পালের কাছে ফিরে চলল ওরা। ডস মার্টিনের উপস্থিতি সত্ত্বেও মন খুঁতখুঁত করছে পিটের। কোথাও নিশ্চয়ই একটা ঘাপলা আছে। বলদের আসল মার্কা স্ল্যাশ-ফোরের উপর ডাবল-এ মার্কা বসানো হয়েছে। আর ওই ব্র্যান্ডের ফোরম্যান হচ্ছে ডস মার্টিন। গরুগুলো যদি চুরি করা হয়ে থাকে, নির্ঘাত মার্টিনও এর সঙ্গে জড়িত। ব্লিগেন, মার্ফি এবং মিলসনও এর বাইরে নয়! যেহেতু এদের সঙ্গে আছে ও, সেক্ষেত্রে ওকেও গরুচোর বলে গণ্য করা হবে!

এটা-ওটা সম্পর্কে জানতে চাইল ডস মার্টিন, যতটা

সংক্ষেপে জবাব দিল পিট। টের পেল পুরানো বন্ধু অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তিত, সামান্য অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে তাকে।

এগিয়ে গিয়ে ব্লিগেনের সঙ্গে যোগ দিল মার্টিন। দূর থেকে দু'জনকে পাশাপাশি রাইড করতে দেখতে পেল পিট। আলোচনা করছে।

রাতে ক্যাম্প করল ওরা।

ক্লান্ত বলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল পিট। ডস মার্টিনের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পায়নি আর। এতে বরং স্বস্তিই বোধ করছে ও। এই আউটফিটের অনেক ব্যাপার ওর পছন্দ হচ্ছে না, আর তা নিয়ে আলাপ করতে চায় না বন্ধুর সঙ্গে। রাতে ক্যাম্পের কাছে আসা রহস্যময় সেই রাইডারের কথা তুলল না কেউ।

সকালে ঘুম থেকে উঠে পিট দেখল ডস মার্টিন চলে গেছে।

'সল্ট ক্রীকে গেছে ও,' জানাল রেড ব্লিগেন। 'ওখানে দেখা হবে ওর সঙ্গে।' আড়চোখে পিটের দিকে তাকাল সে, মুখ নির্বিকার। 'তোমাকে থেকে যেতে বলেছে। প্রশংসাও করল। তুমি নাকি টপহ্যান্ড।'

প্রশংসায় স্বস্তি পেল না পিট, বরং মনে হচ্ছে ক্রমে জড়িয়ে যাচ্ছে বিপদের সঙ্গে। ডস মার্টিন আর কী বলেছে ব্লিগেনকে? ওর অতীত? অজান্তে কুঁকড়ে গেল পিটের মুখ। যাই বলে থাকুক, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এখানে আর থাকা যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব এই আউটফিট ছেড়ে চলে যাবে। সুযোগ আসা মাত্র জানিয়ে দেবে রেড ব্লিগেনকে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত সুযোগ এল না।

একেবারে নীরব হয়ে গেছে জনি, একইসঙ্গে ব্লিগেন আর মার্ফিকে এড়িয়ে চলছে। ছোটখাট মানুষটা বিস্মিত করছে পিটকে, তার অদ্ভুত আচরণের অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না। একটা ব্যাপার স্পষ্ট, কোন ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে জনি।

দুপুরের পর সুযোগ বুঝে জনির পাশে চলে এল ও।

ঘাড় কাত করে ওকে দেখল সে, তারপর মাথা নাড়ল। 'ভাল ঠেকছে না অবস্থা। একেবারে শান্ত সবকিছু! বিশ্বাস করো, একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না।'

ইতস্তত করল পিট, জনিকে আরও বলার সুযোগ দিতে চুপ করে থাকল, কিন্তু আর কিছু বলল না সে। 'হ্যাঁ, শান্ত,' শেষে মৃদু স্বরে বলল

ও। 'কিন্তু এরমধ্যে তো চিন্তার কিছু দেখছি না। অসুবিধা কোথায়? জানোই তো, ঝামেলা পছন্দ করি না আমি।'

'না-চাইলেও ঝামেলা গায়ের উপর এসে পড়ে কখনও কখনও,' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল জনি মিলসন। 'এই পাল নিয়ে যদি কোন ঘাপলা হয়, একটা পরামর্শ আগেই দিয়ে রাখি, কোন কিছু জানার অপেক্ষায় না-থেকে যত জোরে পারো ঘোড়া ছুটিয়ো!'

'আমাকে সতর্ক করছ কেন?'

শ্রাগ করল জনি। 'তোমাকে ভালমানুষ মনে হয়েছে বলে,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'অন্যের পাপে যদি নিরপরাধ মানুষকে ভুগতে হয়, এরচেয়ে লজ্জার কিছু আর নেই।'

*

পিট জানে জনিকে প্রশ্ন করে লাভ হবে না, জবাব দেবে না সে। তাই পালের পিছন দিকে সরে এল ও। বৃষ্টি হয়েছে বলে ধুলো কম, তবে দলছুট আর পিছিয়ে থাকা গরু সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ক্লান্ত বলে পিছিয়ে পড়ছে গরুগুলো। রেড ব্লিগেন আর টবি মার্ফি গরুর দিকে মনোযোগ না-দিয়ে বরং পাহাড় আর ট্রেইলের উপর নজর রাখতে ব্যস্ত, খেয়াল করেছে পিট। বোঝা যাচ্ছে জনি মিলসনের মতই উদ্বিগ্ন ও অস্থির এরা, কোন কিছু ঘটার আশঙ্কায় রয়েছে।

দিনটা কেটে গেল। সন্ধ্যার আগে আগে পাল ছেড়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেল রেড ব্লিগেন। অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে ক্যাম্পের আয়োজন করল ওরা, যন্ত্রের মত কাজ করে যাচ্ছে; কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না।

পালের আশপাশে এক চক্কর মেরে আগুনের কাছে চলে এল পিট। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল। ত্রস্ত হাতে থালায় খাবার বাড়ছে জনি। রেড ব্লিগেন যাওয়ার পর প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।

সহসা উত্তরের পাহাড়ে কোথাও গর্জে উঠল একটা বন্দুক।

অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছিল মার্ফি, থমকে দাঁড়িয়ে গুলির শব্দের দিকে তাকাল, একটা হাত চলে গেছে পিস্তলের বাঁটে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল পিট শয়ার, খেয়াল করল ফ্রাইং প্যানটা পুতুলের মত ধরে রেখেছে জনি মিলসন, আঙুলের গাঁট ফ্যাকাসে ও শক্ত হয়ে গেছে।

শিথিল হয়ে এল মার্ফির শরীর। 'রেড নিশ্চয়ই একটা টার্কি শিকার করেছে,' চট করে বলল সে। 'এদিকে টার্কি আছে বলে শুনেছি। আসার পথে রেড একবার বলেছিল সময় পেলে কয়েকটা টার্কি শিকার করবে।'

কিন্তু তারপরও, সে নিজেই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, আগুনের বৃত্তের বাইরে চলে গেল, হাতে রাইফেল। ধীর ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল।

শব্দ শুনে ওরা টের পেল ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়া। পাছা বিছিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল মার্ফি, হাঁটুর উপর আড়াআড়ি নামিয়ে রাখল রাইফেল।

লোকটা রেড ব্লিগেন।

ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল ছাড়ল সেগুন্ডো, বিশালদেহী মার্ফির দিকে তাকাল। 'একটা টার্কি দেখে গুলি করেছিলাম,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে। 'লাগাতে পারিনি।' তারপর সরাসরি মার্ফির চোখে চোখ রাখল। 'চিন্তা কোরো না, এবার নিশ্চিত হওয়া গেছে।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল জনি। 'মামলা ডিস্‌মিস্, রেড! তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার আর ভাল ঠেকছে না আমার, একটুও না! কাজেই মালপত্র গোছানোই ভাল হবে আমার।'

রেড ব্লিগেনের শীতল চোখে কুৎসিত চাহনি। 'কী বললে, চলে যাবে? চোপরাও! চুপ করে বসে থাকো ওখানে!' ধমকের সুরে শুরু করলেও এবার সুর নরম করল সে, বলে গেল: 'শোনো, জনি, কাল আমাদের শেষ দিন। সল্ট ক্রীকের গ্রে-পাড়ে পে-ডে উদ্‌যাপন করব আমরা। এরপরও যদি থাকতে না-চাও চলে যাবে, কিন্তু কাল পর্যন্ত থাকো। বুঝতেই পারছ, তুমি না-থাকলে এতগুলো গরু আমরা সামাল দিতে পারব না।'

মুখ তুলে তাকাল পিট। 'ওর সঙ্গে আমিও আছি,' মৃদু স্বরে ঘোষণা দিল। 'পশ্চিমে প্লিজেন্ট ভ্যালির দিকে চলে যাব।'

'তুমি যাবে প্লিজেন্ট ভ্যালিতে?' তাচ্ছিল্য মার্ফির কণ্ঠে। 'তারচেয়ে বরং এমন কোথাও যাও যেখানে সারাক্ষণ তোমার উপর নজর রাখতে পারবে কেউ, আগলে রাখতে পারবে! প্লিজেন্ট ভ্যালির লোকজন কিন্তু ঝামেলা দেখলে ভয় পায় না, এড়িয়েও যায় না।'

পিট অনুভব করল কী যেন জেগে উঠছে ওর ভিতর, কিন্তু প্রাণপণ

চেষ্টায় রাগ সামলে নিল। 'তোমার কাছে পরামর্শ চাইনি, টবি,' শান্ত, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল ও। 'নিজেকে সামলানোর মুরোদ আছে আমার।'

'তোমার?' তীব্র শ্লেষের সুরে বলল মার্ফি। 'কবে থেকে হলো? তুমি তো ভীতুর ডিম। তোমার সব গল্পই জানি! বাপ পিস্তলে চালু ছিল বলে মনে করো সবাই তোমাকে দেখে ভয় পাবে! আসল ব্যাপার হচ্ছে তুমি নেড়ি কুকুরের চেয়েও ভীতু! ঝামেলা এড়িয়ে যাও, কথাটা ঠিক নয়, ঝামেলা দেখলে তোমার হিসু চলে আসে—এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার!'

রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পিটের মুখ, দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'তোমাকে দেখছি একটা শিক্ষা না-দিলে চলছে না,' শীতল সুরে বলল ও। 'উঠে দাঁড়াও, দু'একটা দাঁত ফেলে দিই, তা হলে হয়তো শিক্ষা হবে!'

'কী বললে, ভীতুর ডিম?' লাফিয়ে খাড়া হলো টবি মার্ফি। 'নোংরা শেয়াল···'

বাম হাতে সপাটে ঘুসি হাঁকাল পিট। সজোরে এবং বিদ্যুৎ বেগে চালিয়েছে হাতটা, এদিকে মার্ফি ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি পিট লড়াই করবে। ঘুসি আসতে দেখে মাথা নিচু করে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু ঘাবড়ে যাওয়ার কারণে দেরি হয়ে গেছে। নাকে গিয়ে লাগল পিটের ঘুসি। মুহূর্তে থ্যাবড়া হয়ে গেল নাক, গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল। বুকের কাছে শার্ট ভিজে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

চমক সামলে নিল মার্ফি। বিশালদেহী মানুষ, গায়ে-গতরে পিটের চেয়ে দেড়গুণ বড়। বুনো উন্মত্ততা নিয়ে এগিয়ে এল সে, দু'হাতে সমানে ঘুসি চালাচ্ছে। দুই পা খানিক ফাঁক করে জুত হয়ে দাঁড়াল পিট, একের পর এক ঘুসি চালাচ্ছে। ঝাড়া দুই মিনিট উন্মত্ত পশুর মত মুখোমুখি লড়ল ওরা, মার এড়ানোর চেষ্টা করছে না কেউ, বরং কে কত বেশি দিতে পারে এ-নিয়ে ব্যস্ত। ঘুসির ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ওদের দেহ, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে।

হঠাৎ ধাপ্পা মারল পিট, ভান করল যেন দেহের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সুযোগটা নিতে লাফিয়ে আগে বাড়ল মার্ফি, পিটের ভাঁওতা ধরতে পারেনি। পিটের ডান হাতের জবর ঘুসি তাকে এক পায়ের উপর ঠায় দাঁড় করিয়ে দিল, পরমুহূর্তে বাম হাতের ঘুসি উড়িয়ে

নিয়ে দু'হাত পিছনে আগুনের উপর ফেলল ভারী দেহটা।

অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল বিশালদেহী মার্ফি, ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছিটকে আগুন থেকে সরে এল। শার্টের কয়েক জায়গায় আগুন ধরে গেছে। শার্ট খামচে ধরে তাকে সামনে টেনে নিয়ে এল পিট, তারপর ডান হাতে জবর ঘুসি বসিয়ে দিল মার্ফির পেটে। পরের ঘুসি ল্যান্ড করল মাথায়। বাম হাতের ঘুসিতে কান ফেটে গেল লোকটার, যেন পাকা টমেটো ফাটিয়েছে পিট। দড়াম করে মাটির উপর আছড়ে পড়ল টবি মার্ফির বিশাল দেহ।

লড়াইয়ে বাধা দেয়নি রেড ব্লিগেন। আর এখন কঠিন ও কৌতূহলী চোখে মাপছে পিটকে। 'তুমি নাকি লড়াই করো না,' স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল সে। 'বুঝতে পারছি না ডস ওই ভুল ধারণাটা পেল কোত্থেকে!'

ক্যান্টিন থেকে বিক্ষত গাঁটের উপর পানি ঢালল পিট। 'ভুল বুঝেছে বোধহয়। কেউ কেউ ঝামেলা পছন্দ করে না, তারমানে এই নয় যে প্রয়োজনে লড়বে না বা রুখে দাঁড়াবে না।'

মাতালের মত উঠে দাঁড়াল টবি মার্ফি, তারপর টলমল পায়ে ক্রীকের দিকে এগোল।

দৃষ্টিতে পিটকে মাপছে রেড ব্লিগেন। 'টবি যদি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াত, কী করতে তুমি?'

পিটের সবুজ চোখের চাহনি স্থির হলো ব্লিগেনের চোখে, নিস্পৃহ কণ্ঠের জবাব এল: 'খুন করে ফেলতাম! তবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই জেনেও পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর মত অতটা বেকুব মনে হয়নি ওকে।'

*

ভোরের ফ্যাকাসে আলো ফুটছে আকাশে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

পাহাড়ে চলে এসেছে পিট শয়ার। গতকাল সন্ধ্যায় এখানে শিকার করতে এসেছিল রেড ব্লিগেন। গুলিটা আদৌ কোন টার্কিকে করেছে কি-না যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে পিটের মনে। সন্দেহ নিরসন করতে ওর আসা। জানে ব্লিগেন বা মার্ফি ওকে এখানে দেখতে পেলে সমূহ বিপদ হবে, কিন্তু কৌতূহলের কাছে বিপদের আশঙ্কা পরাস্ত হয়েছে।

গতরাতে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেও ট্র্যাক ধুয়ে-মুছে যায়নি। রেড

ব্লিগেনের বে ঘোড়ার ছাপ অনুসরণ করে এতদূর এসেছে পিট। ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। অপেক্ষাকৃত বড়সড় একটা ঘোড়ার ট্র্যাক রয়েছে এখানে। আরও কিছুটা এগোনোর পর হঠাৎ শেষ হয়ে গেল ট্রেইল।

খোলা জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটা ঘোড়া, কপালে গুলির ফুটো ওটার মৃত্যুর কারণ জানান দিচ্ছে। দশহাত দূরে পড়ে আছে দীর্ঘদেহী এক বুড়ো, নিষ্প্রাণ চোখের দৃষ্টি মেলে দেওয়া আকাশের দিকে। দু'হাত ছড়ানো। ঝুঁকে লাশটা পরীক্ষা করল পিট। বুকে তিনটা গুলি ঢুকেছে। কোমরের কাছে আরও একটা জখম আছে, তবে কয়েকদিনের পুরানো ওটা।

ঘোড়াটার ব্র্যান্ড দেখল পিট। স্ল্যাশ-ফোর। *দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাচ্ছে এবার,* আনমনে ভাবল পিট। বুড়োর ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে জীর্ণ একটা খাম পেল। ভিতরে গরুর টালির হিসাব। খামের উপর ঠিকানায় লেখা: *জিম বোয়েন, ডুরাঙ্গো, কোলো।*

স্ল্যাশ-ফোরের মালিক জিম বোয়েন!

সারা পশ্চিমে উল্লেখযোগ্য র‍্যাঞ্চের মধ্যে স্ল্যাশ-ফোর অন্যতম। বিশাল র‍্যাঞ্চটা গড়তে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে জিম বোয়েন। একেবারে শুরুর দিকে পশ্চিমে এসেছিল সে, খরা-বৃষ্টি আর ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়ে একটু একটু করে একটা সাম্রাজ্য গড়েছে। স্ল্যাশ-ফোরের খ্যাতি শুধু বিশালত্বের কারণে নয়, বরং সবচেয়ে টাফ আউটফিট হিসাবে সবাই সমীহ করে।

চিন্তাটা আরও আগে মাথায় আসা উচিত ছিল, ভাবল পিট, তবে ঠিক এ-মুহূর্তের আগে আসেনি।

জিম বোয়েন খুন হয়েছে। এর মানে হুলস্থূল পড়ে যাবে পুরো এলাকায়। স্ল্যাশ-ফোরের কোন হ্যান্ড র‍্যাঞ্চে থাকবে না, খবরটা পাওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়বে, খুনের সুরাহা করার আগে বাড়ি ফিরে যাবে না কেউ।

এবার খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব। বুড়োর পুরানো কিন্তু দামী মাদার হার্বার্ড স্যাডলটা নিয়ে গেছে খুনি। সম্ভবত কয়েকদিন আগে গরু চুরির সময় প্রথম গুলি করেছিল বোয়েনকে, ফেলে রেখে এসেছিল এই ভেবে যে এমনিতে মারা যাবে বুড়ো। সুদৃশ্য স্যাডলটার লোভ সামলাতে পারেনি খুনি, কারণ জিনিসটার দাম একজন কাউহ্যান্ডের তিন মা[illegible] বেতনের সমান। সৌন্দর্যের কারণেও ওটা ফেলে যাওয়া

কঠিন।

দ্বিতীয়বারে–সম্ভবত, গতকাল সন্ধ্যায় জিম বোয়েনের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে ওরা। ভুল শুধরে নিয়েছে। দু'রাত আগের ঘটনা মনে পড়ল পিটের। রহস্যময় সেই ভূতুড়ে রাইডারই ছিল জিম বোয়েন। আহত অবস্থায়ও চুরি হয়ে যাওয়া পালকে অনুসরণ করে চলে এসেছিল, তাকেই পাহাড়ের কাছে দেখতে পেয়েছিল পিট। ওর কাছ থেকে রহস্যময় রাইডারের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল ব্লিগেন। আজ বিকালে বা পরে কোন একসময় নিশ্চয়ই বোয়েনকে দেখে ফেলেছিল ব্লিগেন, তারপর অনুসরণ করে এখানে এসে খুন করে গেছে।

জিম বোয়েনের খুনের খবর জানতে পারলে পুরো এলাকা ওলট-পালট করে ফেলবে স্ল্যাশ-ফোরের রাইডাররা। এটা জানে বলেই এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছে জনি মিলসন। ঠিক একই কারণে দু'দিন ধরে দ্রুত এগোচ্ছে ওরা, সল্ট ক্রীকে পৌঁছতে অধীর হয়ে পড়েছে ব্লিগেন আর মার্ফি। গরু বা রাইডারদের ক্লান্তিকে পাত্তা দেয়নি, উপরন্তু প্রায় সর্বক্ষণ ট্রেইলে নজর রেখেছে। সল্ট ক্রীকে পৌঁছতে পারলে ডাবল-এ র‍্যাঞ্চের হাজার হাজার গরুর ভিড়ে পালটা লুকিয়ে রাখা কঠিন হবে না, সময়মত বেচেও দেওয়া যাবে।

অনুসন্ধান শেষে ক্যাম্পে ফিরে পিট দেখল ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে সবাই, নাস্তা আর যাত্রার তোড়জোড় করছে। থমথমে দেখাচ্ছে মার্ফির মুখ। মুখের দু'জায়গায় গভীর কাটা–হনুর হাড় আর চোখের উপর। ভুলেও পিটের দিকে তাকাল না সে।

সন্দিহান চোখে পিটের বাকস্কিন ঘোড়াটা দেখল ব্লিগেন। ঘোড়ার ভেজা পা নজর এড়ায়নি তার। লম্বা ঘাস ঠেলে এসেছে ওটা, সকালের কুয়াশায় তাই পা ভিজে গেছে।

সেগুন্ডোর মনে যাই থাকুক, বলার সুযোগ পেল না। সরাসরি আগুনের কাছে গিয়ে কাপে কফি ঢালল পিট, বাম হাতে রাখল কাপটা। ডান হাত মুক্ত ওর। 'রেড, ভাবছি আমি চলে যাব। পাওনা টাকাটা দিয়ে দিলেই যেতে পারি।'

'কারণটা জানতে পারি?' পিটের চোখে চোখ রেখে প্রশ্নটা করল

পিট জানে রেড ব্লিগেন একজন গানম্যান, কিন্তু চিন্তাটা ওকে উদ্বিগ্ন করছে না। সারা জীবন ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে ও, ভয়ের কারণে নয়, বরং জিনিসটা আরও ঝামেলা তৈরি করে বলে ওর এত অনীহা। নিজের নৈপুণ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ও, নিরলস চেষ্টা আর অনুশীলন ওর অসামান্য ক্ষিপ্রতা ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদের কারণ। কিন্তু সামান্য কারণে, অন্তত যেটা এড়ানো সম্ভব, হুট করে পিস্তল বের করে বা কাউকে খুন করার মানে পিট খুঁজে পায় না।

জীবন এত সস্তা নয়।

'হ্যাঁ, বলছি,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'ভোরে জিম বোয়েনের লাশ খুঁজে পেলাম, কাল সন্ধ্যায় ঠিক যেখানে ওকে খুন করে এসেছ। স্ল্যাশ-ফোর সম্পর্কে জানি আমি, এও জানি জিম বোয়েনের খুনের খবর চাউর হয়ে গেলে কী হবে। তোমাদের যখন ঘেরাও করবে ওরা, এর মধ্যে থাকতে চাই না বলে চলে যাব।'

পিটের সোজাসাপ্টা কথায় ঘাবড়ে গেল ব্লিগেন, অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছে। ভেবেছিল অজুহাত দেখাবে পিট, কিন্তু উল্টো যা বলেছে তাতে শুধু সত্য উদ্ঘাটনই নয়, উপরন্তু নিজের অবস্থানও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। ব্লিগেন মনে করেছিল স্ল্যাশ-ফোরের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে পিট; কিন্তু আদপে তা নয়, বরং গরুচুরি বা খুনোখুনির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চায় না বলে চলে যেতে চাইছে।

'তুমি থেকে গেলেই পারো, পিট,' নরম সুরে বলল ব্লিগেন। 'ডস ঠিকই বলেছে, কাজের লোক হিসাবে তুমি টপহ্যান্ড। স্ল্যাশ-ফোর আউটফিটকে নিয়ে অত ভেবো না, এসবের কিছুই জানতে পারবে না ওরা। মুনাফার ভাগ হাতে পেলে মনে সাহস পাবে।'

'উঁহুঁ, ওই টাকার দরকার নেই আমার, চাইও না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল পিট। 'আমার যা পাওনা, তাই দাও। চলে যাই।'

'কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই। কাউহ্যান্ডের সঙ্গে সবসময় ডসই লেনদেন করে। এক কাজ করা যাক, তুমি বরং আরও একটা দিন থাকো। একটা দিনেরই তো ব্যাপার। সল্ট ক্রীকে গেলে কাজ শেষ, ডসের সঙ্গেও দেখা হবে। কথা দিচ্ছি, পৌঁছানো মাত্র তোমার পাওনা বুঝিয়ে দেব।'

দ্বিধা করল পিট। মন সায় দিচ্ছে না, কিন্তু নাচার ও। টাকাটা সত্যি দরকার, হাত একেবারে খালি। আরও পশ্চিমে যেতে হলে

সাপ্লাই কিনতে হবে। এতদূর যখন চলেই এসেছে, আরও একটা দিনে এমন কিছু যাবে-আসবে না। 'বেশ, ড্রাইভ শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকব,' শেষে সায় জানাল ও।

আর কোন কথা হলো না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যাত্রা করল ওরা। মন খুঁতখুঁত করছে পিটের, অস্বস্তি বা অস্থিরতা যাচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে উদ্বেগ কেবল বাড়ছে। শেষে না চরম খেসারত দিতে হয়! অন্যদের মধ্যেও উদ্বেগ টের পাচ্ছে পিট, এমনকী জনি মিলসনও। ড্রাইভের শেষ দিকে ডস মার্টিনের ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা, কিন্তু পাত্তাও নেই তার।

গরুর পাল নিয়ে নতুন সমস্যা দেখা দিল। স্বল্প সময়ের বিশ্রাম পেয়ে দম আর শক্তি ফিরে পেয়েছে ওগুলো, প্রকাণ্ড লাল একটা বলদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটা বারবার পাল থেকে সরে গিয়ে ঝোপঝাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ওগুলোকে দাবড়ে পালে ফিরিয়ে আনতে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে ওদের। আকাশে মেঘের আনাগোনা, কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। বাতাস গুমট।

সকালে ছিপছিপে একটা গ্রে ঘোড়ায় চড়ে কাজ শুরু করেছিল পিট, কিন্তু দুপুরের পর নিজের বাকস্কিনে চড়ল। শার্টের তলায় সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে ওর। অমানুষিক খাটুনি যাচ্ছে। বিশাল বোল্ডার, জুনিপার আর পাইন সারির মাঝখান দিয়ে গরুর পালকে চালনা করছে। প্রায় সারাক্ষণ তাগাদা দিতে হচ্ছে। সামনে ক্যানিয়নের মুখ, ওটা পেরিয়ে কিছুদূর গেলে ডস মার্টিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। তারপর পিটের কাজ শেষ। পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যেতে পারবে নিজের পথে।

হঠাৎ ঝোপের দিকে ছুটল লাল বলদটা। অভ্যাস আগেও ছিল, উপরন্তু এই কয়েকদিনে গরু দাবড়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বাকস্কিনটা। পিটের আগেই সক্রিয় হলো ওটা, বলদটাকে দলছুট হতে দেখে আচমকা বাঁক নিয়ে ছুটল। এত আচমকা ব্যাপারটা ঘটেছে যে স্যাডল থেকে পড়ে যাওয়ার দশা হলো পিটের। নিচু স্বরে খিস্তি করল ও, নিজেকে সামলে নিয়ে বেয়াড়া বলদের পিছু নিল। ওটাকে পালে ফিরিয়ে এনে পিছন দিকে তাকাতে দেখতে পেল তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে যাচ্ছে রেড ব্লিগেন আর টবি মার্ফি।

জনি কোথায় আছে, জানা নেই পিটের। ক্ষুব্ধ একটা শোরগোল

কানে এল হঠাৎ।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল দু'পাশের ঝোপঝাড় থেকে ডজন খানেক রাইডার পালের দিকে এগিয়ে আসছে। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে দেরি হলো না ওর, বুঝে ফেলল লড়াই করা বৃথা। তবে অতটা বিচক্ষণতা জনি মিলসনের মধ্যে ছিল না বলেই পালানোর চেষ্টা করল সে।

গায়ের জোরে স্পার দাবিয়ে ব্লিগেনদের পিছু নিয়ে ছুটল জনি মিলসন। কিন্তু বেচারার ভাগ্য খারাপ। দশ গজও পেরোয়নি, তার আগেই স্যাডলচ্যুত হলো। অন্তত দশটা রাইফেল গর্জে উঠেছে। শীর্ণ দেহটা গড়িয়ে গড়িয়ে ঢাল ধরে নেমে এল কয়েক ফুট, তারপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকল।

স্যাডল হর্নের উপর দু'হাত রেখে অপেক্ষায় থাকল পিট, বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনি মিলসনের লাশের দিকে। হয়তো মানুষ হিসাবে খারাপ ছিল না সে, কিন্তু ব্লিগেনদের সঙ্গে জড়িয়ে নিজের চরম সর্বনাশ করেছে। সরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সুযোগ পায়নি। সবসময় সুযোগ আসে না। সুযোগ পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।

রাইডাররা ঘিরে ফেলল পিটকে। কাজ সারতে দেরি করল না ওরা, পিট টের পেল ওর হোলস্টার দুটো আর স্যাডল স্ক্যাবার্ড মুহূর্তে শূন্য হয়ে গেছে।

'তুমি দৌড়ালে না কেন?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল একজন। 'তোমার ঘোড়াটা খোঁড়া নাকি?'

দৃষ্টি তুলে শীতল এক জোড়া চোখ দেখতে পেল পিট। মানুষটা বয়স্ক, চুলে পাক ধরেছে। চোখের কোণের চামড়ায় অসংখ্য কুঞ্চন। ধূসর গোঁফ তেরছাভাবে দৃঢ় চোয়াল ছুঁয়েছে।

স্মিত হাসল পিট, যদিও জীবনে কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি বা এমন তিক্ত অসহায় অনুভূতি হয়নি ওর। চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে এরা, প্রত্যেকের হাতে পিস্তল। 'পালানোর অভ্যাস নেই আমার,' বলল ও। 'আর পালানোর মত কাজও করিনি।'

'অ, তুমি তা হলে সাচ্চা চোর? আমার ভাইয়ের খুনের বিষয়ে কিছু জানো না, এই তো বলবে? বলবে দু'শো গরুর একটা পাল চুরির ব্যাপারেও কিছু জানো না? দুঃখিত, মিস্টার, তোমার গল্প মানতে পারছি না। দেরি না-করে বোধহয় পার্টির কাজ শেষ করে ফেলা

উচিত।'

'আমিও তাই মনে করি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল পিট। 'কিন্তু কথা হচ্ছে ওই দুটোর কোনটাই আমি করিনি। চলার পথে আমাকে ভাড়া করা হয়েছে। সল্ট ক্রীক ওঅশ পর্যন্ত এলে চল্লিশ ডলার পাওয়ার কথা। এখনও পাওনা বুঝে পাইনি আমি।'

'পাওনা বিলকুল বুঝে পাবে!' ছিপছিপে দেহের এক যুবক বলে উঠল, মুখ-চোখ কঠিন হয়ে গেছে তার। 'একটা দড়ি দিয়ে!'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল এক রাইডার। একটা মেয়ে। 'এই লোক কে, ড্যান চাচা? পালানোর চেষ্টা করল না কেন?'

'বলছে ও নাকি শুধু ভাড়াটে, এসবের সঙ্গে জড়িত নয়,' জানাল বুড়ো।

'মৃত লোকটাও নিশ্চয়ই একই কথা বলবে!' তড়পে উঠল যুবক। 'ওর ভার আমাদের উপর ছেড়ে দাও, বস্। আসার পথে একটা কটনউড দেখেছি। কথা দিচ্ছি, আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখব না।'

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল পিট। ড্যান নামের বুড়ো নিশ্চয়ই ড্যান বোয়েন, জিম বোয়েনের ভাই। আর মেয়েটা তার মেয়ে। দীর্ঘ ছিপছিপে দেহ মেয়েটির, অসামান্য সুন্দরী। বয়স বড়জোর আঠারো হবে। সবুজ চোখে কঠিন ক্ষুব্ধ চাহনি।

'জিম বোয়েনের দেহ খুঁজে পেয়েছ তোমরা?' জানতে চাইল পিট। 'কয়েক মাইল পিছনে পাহাড়ের পাশে পাবে।' সতর্কতার সঙ্গে স্যাডল হর্ন থেকে একটা হাত তুলল ও, পকেট থেকে খাম আর টালি শিট বের করে এগিয়ে দিল। 'এগুলো ওর পকেটে ছিল।'

'নিশ্চিত হতে আর কিছু লাগবে?' অধৈর্য স্বরে বলল যুবক। 'চুরির মালের সঙ্গে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। বাড়তি প্রমাণ হিসাবে এই কাগজগুলো কি যথেষ্ট নয়?' এগিয়ে এসে পিটের ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল সে। 'চলো, বয়েজ! শুভ কাজে দেরি করতে নেই!'

'অত অস্থির হওয়ার কিছু নেই, হ্যারি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিল ড্যান বোয়েন। 'কখন ওকে ঝোলাতে হবে, সেটা আমি ঠিক করব, তুমি নও!' পিটের উপর ফিরে এল তার দৃষ্টি। 'নার্ভ বেশ শক্ত তোমার, বাছা, নিজেকে ঠাণ্ডা রেখেছ। তোমার গল্প যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে এসব তোমার কাছে এল কীভাবে আর কেনই বা রেখেছ?'

সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বলল পিট, যোগ করল: 'এ ছাড়া

আর কীই বা করতে পারতাম আমি? পকেটে টাকা নেই, অথচ চল্লিশ ডলার আমার পাওনা হয়েছে। এ-অবস্থায় আমার জন্য অনেক টাকা। ন্যায্য উপায়ে ওটা কামাই হয়েছে আমার।'

'পালের সঙ্গে তিনজন ছিল না? তাই তো বলেছ। যে-দু'জন পালিয়ে গেল, ওরা হচ্ছে রেড ব্লিগেন আর টবি মার্ফি?'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল পিট। ডস মার্টিনের ব্যাপারে নিশ্চিত নয় বলে ইচ্ছে করে বলেনি।

ক্রূর চোখে পালের উপর নজর চালাল ড্যান বোয়েন, শেষে পিটের দিকে ফিরল। 'সব গরুর গায়ে ডাবল-এ মার্কা। এর কোন কারণ বলতে পারবে? ডাবল-এ আউটফিট সম্পর্কে সবাই জানে, গরুচুরির বদনাম নেই ওদের। এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

দ্বিধা করল পিট। অবস্থাদৃষ্টে এবং বিশেষ বিশেষ কয়েকটা ঘটনা ডস মার্টিনের দিকে ইশারা করে, বোঝা যায় সে-ই দলের নেতা। কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছে হলো না ওর। 'আসলে এই এলাকার আউটফিটগুলো সম্পর্কে তেমন জানি না আমি। টেক্সাস থেকে এই প্রথম এদিকে এলাম।'

'তোমার কথায় অবশ্য টেক্সান টান আছে। নাম কী?'

'পিট শয়ার।'

একেবারে বেকুব বনে গেছে হ্যারি নামের কাউহ্যান্ড, পিট যেন তাকে চড় কষেছে। 'পিট শয়ার?' অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল সে, কণ্ঠে সীমাহীন বিস্ময়। 'হুর্তেজ তোমার হাতে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে সবাই। নতুন চোখে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখছে। দুটো লড়াইয়ের ঘটনা মরুভূমি এবং পাহাড়ী এলাকায় প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে ওকে। এরা প্রায় সবাই পিটের কথা শুনেছে, সম্ভবত গ্রাব-লাইন রাইডার বা কোন ভবঘুরে পাঞ্চারের কাছ থেকে।

'পিট শয়ার,' গম্ভীর স্বরে বলল ড্যান বোয়েন। 'তোমার কথা শুনেছি আমরা। স্টিভ শয়ারের ছেলে তুমি, তাই না? স্টিভের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার।'

নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা চাহনি পিটের চোখে। 'ভালমানুষ ছিল আমার বাবা!'

কোমল হয়ে এল ড্যান বোয়েনের চাহনি। 'ঠিকই বলেছ, খুব

ভালমানুষ ছিল ফ্রাঙ্ক।'

'কী ঠিক করলে?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল হ্যারি নামের যুবক। 'আমরা সবাই জানি এই লোক খুনি, গরুর পালের সঙ্গে পাওয়া গেছে ওকে। ওর কাছে জিমের কিছু জিনিসপত্রও ছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও প্রমাণ লাগবে?'

হঠাৎ মুখ খুলল মেয়েটা। 'আরও এক রাইডার ছিল তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করে চলে গেছে লোকটা। কে সে?'

এবার আর এড়ানোর উপায় থাকল না, মিথ্যে বলেও লাভ হবে না, জানে পিট। 'ডাবল-এর ডস মার্টিন।'

'মিছে কথা!' রুক্ষ স্বরে প্রতিবাদ জানাল মেয়েটা। 'জানো কী বলছ তুমি?'

'এর কোন প্রমাণ দিতে পারবে?' তপ্ত স্বরে জানতে চাইল হ্যারি। 'আমাদের এক বন্ধুর বিরুদ্ধে জঘন্য একটা অভিযোগ তুলেছ!'

'ডস মার্টিন আমারও বন্ধু,' মার্টিন সম্পর্কে এবার খুলে বলল পিট। 'এক কাজ করো, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের সামনে নিয়ে আসব মার্টিনকে। হয়তো মার্ফি আর ব্লিগেনও থাকবে সঙ্গে। তিনজনকে পাকড়াও করতে পারবে তখন।'

'সত্যি ধরতে পারবে ওকে?' সন্দেহ প্রকাশ পেল হ্যারির কণ্ঠে। 'বাপু, উপযুক্ত প্রমাণ না-পেলে কিন্তু সন্তুষ্ট করতে পারবে না আমাদের। তবে যদি সত্যিই পারো, দেখার মত একটা ঘটনা হবে!'

'বেঁধে ফেলো ওকে,' নির্দেশ দিল ড্যান বোয়েন। 'সল্ট ক্রীকে যাব আমরা।'

*

ড্যান বোয়েনের ঠিক পিছন পিছন এগোচ্ছে তার ভাতিজী। অন্যরা মেয়েটাকে ক্যারি বলে ডাকছে। শহরের দিকে এগোনোর সময় হঠাৎ এবং এই প্রথম নিজের অসহায়ত্ব এবং সমূহ বিপদ হাড়ে হাড়ে টের পেল পিট শয়ার। ডস মার্টিনের প্রসঙ্গ তুলে নিজেকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারেনি, স্রেফ সন্দিহান করে তুলেছে এদের। সন্দেহ নিরসন করতে না-পারলে এতটুকু দেরি না-করে ওকে ঝুলিয়ে দেবে হ্যারি আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। অন্তত একজনকে না-ঝুলিয়ে ক্ষান্ত হবে না এরা।

ভয়ের সঙ্গে কখনোই পরিচয় ছিল না পিটের, তবে বিপদ সম্পর্কে

জানে। জীবনে বহু বিপদ নির্বিঘ্নে পার করেছে, ওর উপর কোন ছাপ পড়তে দেয়নি। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একসময় মনে হয়েছিল এতে সামান্য অবাস্তবতার ছোঁয়া রয়েছে, ঠিক এখনকার আগে পর্যন্ত মনে হয়নি যে সত্যি ওর কোন বিপদ হতে পারে। কিন্তু স্ল্যাশ-ফোরের রাইডারদের কথাবার্তা শুনে ধারণাটা পাল্টে গেছে। তিক্ত উপলব্ধি হয়েছে: জীবনে এরচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদে আর পড়েনি। এদের কথাবার্তা যদি নাও শুনত, জনি মিলসনের লাশই ওকে সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট। মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে চিৎকার করে ওকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল সে, যাতে পালিয়ে যায় পিট।

ভয় কী জিনিস, এখন বুঝতে পারছে পিট। সমগ্র দেহ-মন দিয়ে টের পাচ্ছে। শীতল ভয়ে আর শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে সব আঙুল, মুখ শুকিয়ে খটখটে, আর পেটে শূন্য অনুভূতি হচ্ছে। বুক ধুকপুক করছে। দূর থেকে শহুরে দালানের আবছা কাঠামো দেখেও মন সুস্থির হলো না, বরং শহরের রাস্তায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় মাথা আর ঘাড়ে রক্ত চলাচল বেড়ে গেল পিটের। ঘৃণ্য এক গরুচোরের মত পিছমোড়া করে বেঁধে শহরে আনা হয়েছে ওকে! এমন দৃশ্য দুঃস্বপ্নের মধ্যেও দেখে না কেউ।

হোটেলের পোর্চে বসে ছিল ডস মার্টিন। হ্যাট পিছনে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, তীক্ষ্ণ চোখে আগুয়ান দলটাকে দেখল। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে রেড ব্লিগেন। টবি মার্ফিকে কোথাও দেখা গেল না।

'হাউডি, ড্যান! কী ধরলে বলো তো?' উৎফুল্ল স্বরে জানতে চাইল মার্টিন। 'গরুচোর নাকি? মশা মারতে কামান দাগা হয়ে গেল না? পুঁচকে এক চোরের জন্য এত বড় দল!'

রাশ টেনে ছোট্ট বাহিনীকে থামাল ড্যান বোয়েন, সাবধানী চোখে মার্টিন এবং ব্লিগেনকে দেখল। 'কতক্ষণ ধরে এখানে আছ তুমি, রেড?'

'আমি?' প্রশ্নটা শুনে যেন খুব অবাক হয়েছে, এমন গলায় বলল রেড ব্লিগেন। 'বড়জোর পনেরো মিনিট হবে, ডাবল-এ থেকে মাত্রই শহরে এলাম। কোন সমস্যা?'

শীতল চাহনিতে একবার পিট শয়ারকে দেখল ড্যান বোয়েন, তারপর মার্টিনের দিকে মনোযোগ দিল। 'পুব দিকে স্ল্যাশ-ফোরের একটা পাল খুঁজে পেলাম। গরুগুলোর গায়ে ডাবল-এ ব্র্যান্ড ছিল, স্ল্যাশ-ফোরের উপর কারসাজি করা হয়েছে। ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখ্যা

করবে?'

শ্রাগ করল ডাবল-এ ফোরম্যান। 'উঁহুঁ, কোন ব্যাখ্যা দিতে পারব না,' অকপট স্বরে বলল সে। 'স্বীকার করছি, এ-ব্যাপারে আমি কিছু জানিও না। তোমরা যাকে ধরে এনেছ, ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সে-ই তো সবচেয়ে যোগ্য লোক।'

'ডস, এই লোককে কখনও দেখেছ তুমি?' চট করে জানতে চাইল ক্যারি বোয়েন।

পিটকে কিছুক্ষণ দেখল মার্টিন, চাহনিতে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। শেষে আনমনে মাথা নাড়ল, ড্যান বোয়েনের দিকে ফিরে সিরিয়াস কণ্ঠে বলল, 'উঁহুঁ, ওকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। নাহ্, আমার কাছে একেবারে নতুন মানুষ!'

'বোয়েন,' হঠাৎ অনুরোধ করল পিট। 'হাত দুটো খুলে দিয়ে আমাকে একটা পিস্তল দাও, তিন মিনিটের মধ্যে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে ফেলব! প্রমাণ করে দেব ও একটা ডাহা মিথ্যুক! তোমাদের প্রিয় ডস মার্টিন স্বীকার করবে যে সে যেমন আমাকে চেনে, তেমনি আমিও চিনি ওকে!'

'পিস্তল থাকতেই হবে, এটা কেমন কথা?' ত্যক্ত স্বরে বলল ড্যান বোয়েন। 'পিস্তল ছাড়া বুঝি কিছু প্রমাণ করা যায় না? যেটা তুমি এমনিতে পারবে, সেটা পিস্তল হলেও পারবে। এবার বলে ফেলো তো, তোমার মনে কী আছে! এমনিতে অধৈর্য হয়ে পড়েছে ছেলেরা। কখন তোমাকে কেড়ে নেয় কে জানে! এই টানাহেঁচড়া আমারও ভাল লাগছে না আর!'

হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল পিট শয়ার। রাগে জ্বলছে ওর চোখ। 'ডস, তোমার মধ্যে যে কয়োটের মত বেঈমানি স্বভাব রয়েছে এটা সবসময় জানতাম, কিন্তু ভাবিনি এতটা নীচে নামবে। তোমার জন্য কবে কী করেছি, সব মনে করতে চাই না, কিন্তু একটা ঘটনা না-বললেই নয়, স্ট্যাম্পিডের সময় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম। এরপরও কি অস্বীকার করবে?'

হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল মার্টিন। 'মহা ফ্যাসাদে ফেলে দিলে, ড্যান! আমার ধৈর্য ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ব্যাটাকে সরিয়ে নাও, নইলে হয়তো শেষে রেগে-মেগে ওকে ফুটো করে ফেলব!'

'পিস্তল হাতে আমার সামনে দাঁড়ানোর মুরোদ নেই তোমার, ডস!

কখনোই ছিল না!' উস্কানির সুরে ভর্ৎসনা করল পিট। 'ঠিক এজন্যই গরুর পালের সঙ্গে তুমি নিজে থাকোনি, রেড আর মার্ফিকে রেখেছ। লাভের বেলায় ষোলোআনা, কিন্তু ঝামেলার সময় থাকতে চাও না। এখন কিন্তু জড়িয়ে গেলে! বিপদ তোমার নাকের ডগায় এসে উপস্থিত! হাতে একটা পিস্তল থাকলে পেট ভরে গুলি খাওয়াতাম তোমাকে!'

কুৎসিত হয়ে গেছে ডস মার্টিনের মুখ। 'চুপ করো, বোকার হদ্দ! ভীতু কাপুরুষ বলছ আমাকে? আরে, আহাম্মক, সারা দুনিয়া জানে তুমি কেমন কাপুরুষ...' আচমকা থেমে গেল সে, বুঝে গেছে বেফাঁস বলে ফেলেছে। মুখের রোদপোড়া চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে।

'কী যেন বলছিলে, ডস?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ড্যান বোয়েন। 'ওর সম্পর্কে সবাই কী জানে? তুমি যদি ওকে কখনও দেখেই না থাকো, তা হলে কীভাবে জানো সবাই ওকে কাপুরুষ বলে?'

শ্রাগ করল মার্টিন। 'বুঝলে না,' আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'উত্তেজিত অবস্থায় বেশি বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছি, এই যা!' ঘুরে সিঁড়ির ধাপ টপকে পোর্চে উঠে গেল সে। 'বমাল হাতে-নাতে ধরেছ ওকে। এখন ওকে নিয়ে কী করবে সেটা একান্তই তোমার ব্যাপার।'

চলে যেতে উদ্যত হলো সে, কিন্তু পিটের কথায় চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল।

'ডস, আমি যদি তোমাকে না-ই চিনি, তা হলে কীভাবে জানি তোমার পিঠের ডানদিকে সাদা একটা ক্ষত আছে? বলদের খুরের আঘাতের ক্ষত ওটা।'

হেসে উঠল ডস মার্টিন, তবে হাসিতে প্রাণ নেই। কষ্টকৃত চেষ্টায় মুখে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখে মনে হচ্ছে ফাঁদে পড়ে গেছে, নিজের অজান্তে এক পা পিছিয়ে গেল। 'ফালতু কথা বলছ, মিস্টার!' চেঁচিয়ে অস্বীকার গেল ডাবল-এ ফোরম্যান। 'ওরকম কোন ক্ষত নেই আমার শরীরে!'

'সেক্ষেত্রে শার্ট খুলে দেখিয়ে দাও না?' হঠাৎ প্রস্তাব করল হ্যারি নামের যুবক। 'আমি তো এতে অসুবিধার কিছু দেখছি না। স্রেফ এক মিনিটের ব্যাপার।' মুখ শক্ত হয়ে গেছে তার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে মার্টিনের দিকে। 'আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, পিট শয়ার বোধহয় ঠিকই বলেছে। একবার তোমার পিঠে ওরকম একটা ক্ষত দেখেছিলাম। মনে

আছে; স্যান জুয়ানে গোসল করতে নেমেছিলাম আমরা? তুমি বরং শার্ট খুলে দেখিয়ে দাও!'

আরও এক কদম পিছিয়ে গেল ডস মার্টিন, মুখ কঠিন হয়ে গেছে। 'সস্তা এক গরুচোরের কথার নিকুচি করি! কেউ বললেই রাস্তায় শার্ট খুলে ফেলব, এমন ভাবলে কী করে? যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে, আর নয়!'

'আমার বাঁধন খুলে দাও!' মিনতির সুরে ফিসফিস করল পিট। 'ওর শার্ট খুলে ছাড়ব!'

নিজের উপর ক্যারি বোয়েনের দৃষ্টি টের পেল পিট। মেয়েটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কিন্তু চাহনিতে সন্দেহ। পিট টের পেল তীক্ষ্ণধার ছুরির এক পোঁচে ওর হাতের বাঁধন কেটে দিয়েছে হ্যারি, অন্য কেউ তখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কী করা উচিত কিংবা ঠিক কী ঘটছে। হ্যারির হাতের ঝাঁকিতে দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত হলো পিট। প্রায় একইসঙ্গে পিটের হোলস্টারে পিস্তল দুটো ঢুকিয়ে দিল সে। 'বেশ! হয়তো সত্যিই বেকুব আমি, কিন্তু তোমার পক্ষে বাজি ধরলাম! দেখিয়ে দাও তোমার হিম্মত আছে কি-না!'

পুরো ব্যাপারটায় সব মিলিয়ে এক মিনিটও লাগেনি। ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে ডস মার্টিন, এদিকে স্যাডলে স্থাণুর মত বসে আছে ড্যান বোয়েন, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

স্যাডল ছেড়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল পিট। সবার আগে ওকে নামতে দেখল রেড ব্লিগেন। 'বস্!' চেঁচিয়ে উঠল সে, আতঙ্কে তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে কণ্ঠ। 'সাবধান!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ডস মার্টিন, পিটকে এগিয়ে যেতে দেখে স্থির হয়ে দাঁড়াল। দেখল জামার হাতা গোটাচ্ছে পিট শয়ার। মুহূর্তের জন্য অস্থির ও শঙ্কিত বোধ করলেও এবার হেসে উঠল সে। 'অ, তুমি! ভীতুর ডিম! একেই বলে নিয়তি! আজীবন বিপদ দেখলে জ্বর আসত তোমার গায়ে, কিন্তু এবার আর এড়াতে পারবে না। আজকেই তোমার শেষ দিন!'

রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে মার্টিন, তাই খেয়াল করছে না কী বলছে। সামান্য ঝুঁকে এল সে, হাত দুটো পিস্তল ছুঁইছুঁই করছে।

হ্যারির কথায় চৈতন্য ফিরল মার্টিনের, জানল কার সামনে দাঁড়িয়েছে বা সামনে কী বিপদ অপেক্ষা করছে।

'মনে হচ্ছে শয়ার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে ডস,' তির্যক সুরে বলল হ্যারি। 'কিন্তু মিগুয়েল হুর্তেজ যে শয়ারের হাতে মারা গেছে, এটা জানে না এখনও।'

বিস্ময়ে কেঁপে উঠল মার্টিনের দেহ। 'হুর্তেজ তোমার হাতে খুন হয়েছে?' অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল সে। 'সত্যি বলেছে ও?'

পুরানো বন্ধুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে পিট। হাত অনেকক্ষণ বাঁধা থাকায় আড়ষ্ট লাগছিল, ঝিঁঝি ধরে গিয়েছিল; তবে কিছুটা হলেও কমে গেছে এখন। তলে তলে শীতল আক্রোশ আর বিদ্বেষ বোধ করছে ও, ক্রমে ভারী হচ্ছে তিক্ত অনুভূতি। এই মানুষটার পাশে রাইড করেছে, একসঙ্গে খাবার খেয়েছে, কাজ করেছে; অথচ অনায়াসে ওর সঙ্গে বেঈমানি করেছে সে। ওর সরলতার সুযোগ নিতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি, বরং জঘন্য গরুচুরির দায় ওর ঘাড়ে চাপানোর ষড়যন্ত্র করেছে।

'হ্যাঁ, ডস, হুর্তেজকে আমি খুন করেছি। বুঝতেই পারছ তুমি যা ভাবছ তা নই আমি। কখনোই কাপুরুষ ছিলাম না। বরং স্রেফ পছন্দ নয় বলেই গোলমাল এড়িয়ে চলতাম।'

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল মার্টিন, চোখ সরু হয়ে গেছে। আরও একটু কুঁজো হয়ে গেল সে। রাস্তার দু'পাশ থেকে দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে লোকজন। দু'জনের মাঝখানে বড়জোর ৰিশ গজ ব্যবধান।

'শার্ট খুলে ফেলো, ডস,' নির্দেশের সুরে বলল পিট। 'শার্ট খুলে তোমার পিঠ দেখাও সবাইকে। খুব ধীরে ধীরে বোতাম খুলবে। হয় তুমি স্বেচ্ছায় খুলবে, নইলে আমি নিজে তোমাকে উদোম করে ছাড়ব!'

তীব্র রোদে ঝলসাচ্ছে দুপুরের ধূলিময় রাস্তা। গুমট, নিস্তরঙ্গ ও অস্বস্তিকর পরিবেশ। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই; সবই নিথর, নিশ্চল। কোথাও কেঁদে উঠল একটা বাচ্চা, কে যেন বোর্ডওঅকে পায়ের ভর বদল করল—শব্দগুলো স্পষ্ট শোনা গেল। দু'জন মানুষ মুখোমুখি দাঁড়ানো, সময় যেন আটকে গেছে, আশপাশে সবকিছু নিথর, নিঃসাড় ও অর্থহীন হয়ে গেছে।

'গোল্লায় যাও তুমি!' কর্কশ ও অদ্ভুত স্বরে খিস্তি আওড়াল ডস মার্টিন, তারপর অসামান্য ক্ষিপ্রতায় ড্র করল।

বিস্ফারিত চোখে, নিখাদ আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে ক্যারি

বোয়েন। নিজেকে থমকে যাওয়া পারিপার্শ্বিকের অংশ মনে হচ্ছে ওর। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতের চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতার সাপেক্ষে অন্য সবকিছু অতি মন্থর মনে হলো। ডস মার্টিনের পিস্তল উঠে আসতে দেখতে পেল ক্যারি, মার্টিনের মুখের খুনে স্পৃহাও চোখে পড়ল ওর। সরু ও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মার্টিনের ঠোঁট, চোখ জ্বলছে।

দীর্ঘদেহী আগন্তুককে দেখল ক্যারি। সুঠাম দেহ লোকটার, জুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাঢ় মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা, কিন্তু তার গভীরেও এক ধরনের চাপা নিষ্ঠুরতা রয়েছে। বিদ্যুৎ গতিতে হাত দুটো এগিয়ে গেল হোলস্টারের দিকে, পিস্তলের নল থেকে আগুনের ফুলকি উঠল। অদৃশ্য কিছুতে ধাক্কা খেয়েছে যেন, এমনভাবে কেঁপে উঠল ডস মার্টিনের দেহ, টলে উঠল বারবার! গুলির ধাক্কায় পিছিয়ে গেল সে, হিচিং রেইলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সভয়ে পিছিয়ে গেল একটা ঘোড়া, ওটার খুর থেকে বড়জোর কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে পড়ন্ত মার্টিনের দেহ।

ফের গর্জে উঠল মার্টিনের পিস্তল। আগন্তুকের কাঁধে ধুলো চটকাতে দেখতে পেল ক্যারি। দেখল ঠাণ্ডা মাথায় কয়েক কদম পাশে সরে গেছে শয়ার, পড়ে থাকা মার্টিনকে মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে এখন।

উঠে দাঁড়াচ্ছে মার্টিন।

প্রবল বিস্ময় আর মুগ্ধতা নিয়ে ক্যারি দেখল এখন আর গুলি করছে না আগন্তুক, প্রতিদ্বন্দ্বীকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়েছে। পিটের ঠোঁটের নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর, সুনসান নীরবতায় শব্দগুলো সবার কানে পৌঁছাল: 'দুঃখিত, ডস। স্ট্যাম্পিডে সেবার তোমাকে বাঁচিয়ে কী লাভ হলো? সেই আমার হাতেই মরলে! নিজের নিয়তি তুমি নিজে ঠিক করলে!'

পিস্তল তুলল ডস মার্টিন। বুকের কাছে রক্তাক্ত হয়ে গেছে শার্ট। মুখ বিকৃত দেখাচ্ছে, কিন্তু চাহনিতে তীব্র বিদ্বেষ বা খুনের নেশা এখনও আছে। পিস্তল উঁচু করল সে, নিশানাও করল; একই মুহূর্তে আগুন ওগরাল শয়ারের পিস্তল। ঝাঁকি খেল মার্টিনের দেহ, শার্টে ধুলো চটকাল, টলমল পায়ে বোর্ডওঅকের কিনারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। তীব্র যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়েছে যেন, গড়ান খেয়ে রাস্তায় নেমে এল দেহটা, চিৎ হয়ে পড়ে থাকল। নিথর।

বজ্রপাত হলো কোথাও।

দীর্ঘক্ষণ নড়াচড়া করতে বা কথা বলতে ভুলে গেল সবাই। একটা পিন পড়লেও শব্দটা শোনা যাবে। 'বৃষ্টি নামছে,' তারপর কেউ বলল। 'চলো, ভিতরে যাই!'

স্যাডল ছেড়ে পড়ে থাকা মার্টিনের দেহের পাশে চলে গেল হ্যারি। শার্ট খামচে ধরে এক টানে ছিঁড়ে ফেলল সে, পিঠ উন্মুক্ত হতে একটা বলদের খুরের শুকনো দাগ চোখে পড়ল।

স্যাডলে ঘুরে বসল ড্যান বোয়েন। 'ব্লিগেন!' হাঁক ছাড়ল সে। 'ব্লিগেন কোথায়? পাকড়াও করো ওকে!'

'এই যে, আমি এখানে!' যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে সাড়া দিল রেড ব্লিগেন, দালানের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছে। একটা হাত থেকে চুইয়ে রক্ত ঝরছে। মুখ তুলে ড্যান বোয়েনের দিকে তাকাল সে। 'পিট পুরোপুরি নির্দোষ। লোক দরকার ছিল বলে ভাড়া করেছিলাম ওকে। কিন্তু ওকে ফাঁসানোর বুদ্ধিটা ডসের! কথা ছিল ধরা পড়লে পিটকে ফাঁসিয়ে দেব আমরা।'

স্যাডল ছেড়ে ব্লিগেনের পাশে চলে গেল বোয়েন, হাঁটু গেড়ে বসল। 'আমি শুধু জানতে চাই আমার ভাইকে খুন করেছে কে? তুমি না ডস?'

'প্রথমে ডসই গুলি করেছিল, তবে ওর অসমাপ্ত কাজ আমি সেরেছি। সন্দেহ হওয়ায় জ্যাকের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে চমকে দেয় ও। হাতে একটা লাঠি ছিল ওর, কিন্তু ওটাকে পিস্তল বলে ভুল করেছিলাম। না-বুঝে হুট করে গুলি করে ফেলেছি।'

'মার্ফি কোথায়?' জানতে চাইল পিট।

তিক্ত হাসি ফুটল ব্লিগেনের মুখে। 'তোমার হাতে পিটুনি খেয়ে একেবারে বদলে গিয়েছিল টবি, সাহস বলতে কিছু ছিল না। ট্রেইলে সেই যে দৌড় শুরু করেছে, এমনকী পাওনা নেওয়ার জন্যও থামেনি।'

অক্ষত হাত পকেটে ঢোকাল সে। 'ওহ্ হো, তোমার পাওনা তো দেওয়া হয়নি! এই যে, চল্লিশ ডলার। পুরোটাই অর্জন করেছ তুমি।'

টাকাটা নিল পিট, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল রেড ব্লিগেন। মুখ দেখে মনে হলো পিটের প্রতিক্রিয়া দেখে ত্যক্ত হয়েছে। 'কী ব্যাপার, টাকাটা নেবে না নাকি? এটা তোমার পাওনা। আমি নিজে তোমাকে ভাড়া করেছিলাম, তাই না? যত

খারাপই হই, কী জানো, কখনও কারও কামাইয়ের টাকা মেরে দিই না আমি।

'যাক্‌গে,' শুকনো স্বরে খেই ধরল সে। 'দড়িটা দেখে মনে হচ্ছে ওটা আমার না-হলেও চলবে! গুড লাক, কিড! আর,' এবার সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে। 'গোলমাল থেকে দূরে থেকো সবসময়!'

ফের বজ্রপাত হলো। দূরে ডেকে উঠল মেঘের সারি। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বড়বড় ফোঁটায় পড়ছে। অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ধুয়ে-মুছে যাবে সমস্ত আবর্জনা। ঊষর জমিতে ঘাস গজাবে, সবুজ তৃণভূমিতে প্রাণভরে চরবে গরুর পাল। স্নিগ্ধ ও সতেজ হয়ে উঠবে প্রকৃতি।

প্রত্যয়

মরার আগ পর্যন্ত প্রাণপণ লড়েছে লোকটা। লোক না বলে তরুণ বলা উচিত। সবে কৈশোর পেরিয়েছে, তবে এই পশ্চিমের জন্য যথেষ্ট বয়স।

ফায়ারপ্লেসের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে, সামনে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল তরুণ, ওভাবেই আছে এখনও। শিথিল আঙুল ছুঁইছুঁই করছে পয়েন্ট ফোর-ফাইভ কোল্টের বাঁট। কোলের কাছে মেঝে আর কাপড় রক্তে সয়লাব। চারদিকে আলামত দেখে বোঝা যায় তাকে পরপারে পাঠাতে যথেষ্ট সময়, শ্রম এবং আয়াস ব্যয় করতে হয়েছে খুনিদের।

মরার আগে অন্তত তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে সে।

এখানে লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটেছে বটে, তবে শুরুটা হয়েছিল অন্য কোথাও। কেবিনটা দেখে বোঝা যায় বহুদিন ধরে অব্যবহৃত ছিল, মৃত তরুণের স্পারেও রক্ত লেগে আছে, শরীরের কয়েকটা ক্ষতের মধ্যে অন্তত একটা বেশ পুরানো। আনাড়ি হাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

টাম্বলিং-সি রাইডাররা খুঁজে পেয়েছে লাশটা। হাঁটু গেড়ে বসে হতভাগ্য লোকটার কোল্টটা তুলে নিল টেকো বেন ডেগনার। 'চেম্বার খালি!' উত্তেজিত স্বরে বলল সে। 'জীবিত অবস্থায় শেষ বুলেটটাও খরচ করেছে সে, তারপর ওকে খুন করেছে তারা।'

'শরীরটা গরম এখনও?' জানতে চাইল টাম্বলিং-সি র‍্যামরড স্যাম রেডলিন। 'গানপাউডারের গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

'আমার ধারণা খুব বেশি হলে ঘণ্টা খানেক আগে মারা গেছে ও। না জানি কী নিয়ে এই ফ্যাসাদ!'

কোন কিছু হয়তো দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ভেবে চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর চালাল স্যাম। 'পরিস্থিতি সুবিধার মনে হচ্ছে না।' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এমেট পেকার আর ড্যান বেন্ডারের দিকে ফিরল ও। 'বাইরে কিছু পেলে?'

'বিপক্ষের অন্তত একজন তাজা একটা ক্ষত নিয়ে গেছে, সমানে রক্ত ঝরছিল,' সিগারেট রোল করতে করতে বলল ড্যান। 'সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে একা মরেনি ছেলেটা, অন্তত একজনকে নিকেশ করেছে। শেডে কোন খাবার নেই, কিন্তু বাইরে ঘোড়ার পিঠে দারুণ সুন্দর একটা স্যাডল দেখলাম। জিনিসটা দামীও।'

'এ-জায়গাতেই আমাদের আসার কথা, তাই না?' জানতে চাইল পেকার। 'বর্ণনা যা শুনেছি, মিলে যায়।'

সহসা মুখ তুলে তাকাল ডেগনার। 'কেউ আসছে!' দ্রুত বলল সে। 'বেশ কয়েকজন!'

ঝটপট লুকিয়ে পড়ল তিন ক্রু। ফায়ারপ্লেসের প্রান্তে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে, উইন্ডোসিলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ড্যান। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল স্যাম রেডলিন। 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার,' বিড়বিড় করল ও। 'সদ্য মৃত একজন লোকের সঙ্গে আমাদের দেখবে লোকজন।'

মিনিট খানেকের মধ্যে তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছে গেল ছয় রাইডার। সবার সামনে ধূসর ঘোড়ায় আসীন গাট্টাগোট্টা এক লোক, পাশে দীর্ঘদেহী মাঝবয়সী লোকটার বুকের কাছে শার্টে একটা ব্যাজ আঁটা।

বাইরের রেইলে বাঁধা ঘোড়া আর দোরগোড়ায় দাঁড়ানো স্যাম রেডলিনকে দেখে আচমকা রাশ টানল রাইডাররা। স্পষ্টত স্যামের উপস্থিতি ত্যক্ত ও বিস্মিত করেছে খাটো লোকটাকে। 'কে তুমি? এখানে কী করছ?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে।

'একই প্রশ্ন তো আমারও,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল স্যাম। 'এটা তো ফায়ারবক্স রেঞ্জ, তাই না?'

'মার কাছে মামার বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করছ?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভর্ৎসনা করল খাটো লোকটা। 'আমি জানব না তো কে জানবে! এটা যে আমারই র‍্যাঞ্চ।'

'এখন কি তুমিই মালিক?' শান্ত, কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল স্যাম। 'এটা একটা দামী প্রশ্ন। যাক্‌গে, কখনও অ্যালবি বাওয়ারের নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই! ফায়ারবক্সের মালিক ছিল সে।'

'ঠিক। র‍্যাঞ্চটা টাম্বলিং-সির রোয়েনা ক্রকেটের কাছে বেচে

দিয়েছে সে। আমি মিস্ ক্রকেটের ফোরম্যান স্যাম রেডলিন, ওর হয়ে র‍্যাঞ্চের দখল নিতে এসেছি।'

স্যামের জবাব একেবারে বেকুব বানিয়ে দিয়েছে লোকটাকে, মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, তারপর বিস্ফোরিত হলো সে। রাগে জ্বলে উঠল দুই চোখ। 'অসম্ভব! জেমস বাওয়ারের দেওয়া নোট আছে আমার কাছে! বুড়ো টমের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল ও, নগদ টাকা নিয়ে পুরো র‍্যাঞ্চ আমার কাছে বেচে দিয়েছে জেমস।'

'কবে?' স্যামের শান্ত প্রশ্ন। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে ওর মাথায়। অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে কোথাও একটা বড়সড় ঘাপলা হয়ে গেছে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও—ফায়ারবক্সে রোয়েনা ক্রকেটের মালিকানা নিয়ে কোন সংশয় নেই। চুক্তির কপি এ-মুহূর্তে ওর পকেটে আছে। স্যামের ধারণা খাটো লোকটা যে তারিখ বলবে, তার আগেই ওটা করা হয়েছে।

কেবিনে মৃত তরুণ সম্ভবত জেমস বাওয়ার, স্যামের অনুমান।

'অত কথা বুঝি না!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'এটা আমার জমি! ভাল চাইলে কেটে পড়ো, নইলে খেদিয়ে বিদায় করব!'

'অত উত্তেজিত হয়ো না, রিগেল,' এই প্রথম মুখ খুলল শেরিফ। 'শুধু দাবিই করেছে লোকটা, দখল নেয়নি। সত্যি যদি মরার আগে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে থাকে অ্যালবি বাওয়ার, তা হলে তোমার কাগজের ফুটো পয়সাও মূল্য নেই।'

ব্যাপারটা যে রিগেল নামের লোকটার মাথায় খেলেনি তা নয়, বরং ঠিক এজন্যই খেপে গেছে সে। শেরিফ উপস্থিত না-থাকলে এতক্ষণে জান বাঁচাতে গুলি ছুঁড়তে হত ওকে, নিশ্চিত স্যাম। তা ছাড়া, এখন পর্যন্ত চেহারা দেখায়নি টাম্বলিং-সি ক্রুরা, তাই ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞাত রয়ে গেছে রাইডাররা।

'শেরিফ, প্রায় পনেরো মিনিট আগে এখানে এসেছি আমরা,' জানাল স্যাম। 'এসে দেখি কেবিনের ভিতরে মৃত একটা লোক পড়ে আছে। অবস্থা দেখে মনে হলো বেশ কয়েকজন লোকের বিরুদ্ধে জান বাঁচাতে প্রাণপণ লড়েছে সে, কার্তুজ শেষ হয়ে যেতে ওকে খুন করেছে লোকগুলো।'

'কিংবা তুমি ওকে গুলিটা করেছ,' জুড়ে দিল রিগেল।

দরজা জুড়ে রয়েছে স্যামের দীর্ঘ ও সুঠাম দেহ। কোথাও বাড়তি মেদ নেই। রোদপোড়া ত্বক। চাহনি পোড়খাওয়া মানুষের, নিরাবেগ ও সতর্ক।

'কাউকে গুলি করিনি আমি,' অনুত্তেজিত কিন্তু স্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করল স্যাম। 'শেরিফ, আমার নাম স্যাম রেডলিন। এখানে এসেছি আমার বসের হয়ে র‍্যাঞ্চের দখল নিতে। নগদ টাকা দিয়ে বাওয়ারের কাছ থেকে র‍্যাঞ্চটা কিনেছে আমার বস্, লেনদেনের সব কাগজ বা শর্ত কোর্টে রেকর্ড করা হয়েছে। পরবর্তী করণীয় হিসাবে র‍্যাঞ্চের দখল বুঝে নিতে এখানে এসেছি আমরা।'

ক্ষণিকের জন্য থামল ও। 'কেবিনের মৃত তরুণ আমার অচেনা, তবে অনুমান করতে বললে বলব সে জেমস বাওয়ার। ওকে খুন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল খুনিরা। বিপক্ষে একাধিক লোক থাকলেও ভড়কে যায়নি ছেলেটা, বরং প্রাণপণ লড়ে গেছে। আমার তো মনে হয় হঠাৎ আহত হয়েছে বা হুট করে মরে গেছে এমন দু'জন লোকের খোঁজ করলে জেমস বাওয়ারের খুনির পরিচয় বের করতে পারবে।'

স্যাডল ছাড়ল শেরিফ। 'কী করব সেটা পরের ব্যাপার, তবে আগে চারপাশটা দেখে নিই। রেডলিন, আমার নাম জ্যাক ওয়াল্ট।' ইশারায় গাট্টাগোট্টা লোকটাকে দেখাল সে। 'ওর নাম ডিক রিগেল, রানিং-আরের মালিক।'

শেরিফকে জায়গা দিতে এক পাশে সরে দাঁড়াল স্যাম।

ততক্ষণে ফায়ারপ্লেসের আড়াল থেকে সরে ঘরের কোণে চলে গেছে ড্যান বেন্ডার, জানালায় নিজের চেহারা দেখাল সে।

লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল শেরিফ। 'ঠিকই অনুমান করেছ, রেডলিন, এ জেমস বাওয়ার। দেখে মনে হচ্ছে ওর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, কয়েকজনের একটা ঝড়,' বলল স্যাম, বেন্ডার যেহেতু বাইরে নজর রাখছে, তাই নিশ্চিন্ত মনে ভিতরে ঢুকেছে। জেমস বাওয়ারের দেহে পুরানো ক্ষতটা দেখিয়ে শেরিফকে বলল, 'তবে সেও কম জ্বালায়নি ওদের। অন্য কোথাও গুলি খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে এখানে ছুটে এসেছিল সে। ওর স্পারগুলো দেখো। সাহায্য পাওয়ার আশায় এখানে এসেছিল বেচারা, কিন্তু পায়নি।'

বাওয়ারের দেহের ক্ষত আর শূন্য কার্তুজের কেস নিরীখ করল

শেরিফ। বাইরে রাখা বিধ্বস্ত মাসট্যাঙ ঘোড়াটার কথা শুনল স্যামের কাছ থেকে, কিন্তু নিজের চোখে দেখার জন্য বেরিয়ে গেল সে।

যেমন হওয়া উচিত, মানুষটা তেমনই, শেরিফ ওয়াল্ট বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে ভাবল স্যাম। সতর্ক, ধীর-স্থির এবং বুদ্ধিমান লোক, চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে অনিচ্ছুক। কারও কথায় নাচতে নারাজ, বরং চাক্ষুষ প্রমাণ আর তথ্যের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত।

পরিস্থিতি বিবেচনা করল স্যাম। অচেনা এক র‍্যাঞ্চের দখল নিতে এসেছে আর র‍্যাঞ্চের মালিকের ছেলের লাশের পাশে ওদের উপস্থিতি যে-কাউকে দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে প্ররোচিত করবে, বিশেষ করে যখন চৌহদ্দিতে ওরা নবাগত এবং স্থানীয় একজন র‍্যাঞ্চার একই র‍্যাঞ্চের মালিকানা দাবি করছে। সন্দেহ নেই ডিক রিগেল এলাকায় কেউকেটা গোছের কেউ হবে। জ্যাক ওয়াল্টের জায়গায় অন্য কোন শেরিফ হলে নির্ঘাত ফেঁসে যেত টাম্বলিং-সি ক্রুরা।

*

পরিস্থিতি বুঝে ফেলতে ডিক রিগেলেরও দেরি হয়নি। চট করে বুঝে নিয়েছে টাম্বলিং-সি রাইডারদের ধাত। সেয়ানে লোক, আঘাত করলে পাল্টা ছোবল মারতে একটুও দ্বিধা করবে না এরা। টাম্বলিং-সি ফোরম্যানকে চেনে না সে, তবে পিস্তল ঝোলানোর ভঙ্গিতে স্পষ্ট সে ঘাঘু লোক।

খুব কম মানুষ দুটো পিস্তল ঝোলায়, এদের বেশিরভাগ টেক্সাস সীমান্তের লোক। গোলাগুলির সময় একসঙ্গে দুটো পিস্তলই ব্যবহার করে এমন কাউকে আজ পর্যন্ত দেখেনি ডিক রিগেল; দ্বিতীয় পিস্তলের ভূমিকা স্রেফ নিশ্চয়তার জন্য, বীমা হিসাবে কাজ করে, কিন্তু এটাও প্রকাশ পায় যে পিস্তলঅলা যে-কোন বিরূপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।

অস্বস্তি আর বিরক্তি বোধ করছে রিগেল। একেবারে নিশ্ছিদ্র ছিল পরিকল্পনাটা! বুড়ো অ্যালবি বাওয়ার মরে যাওয়ার পর বেশ সহজ হয়ে গিয়েছিল কাজ, জুয়ার দেনা পরিশোধে ওদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল জেমস বাওয়ার, একটা রসিদ নিতে সমস্যা হয়নি; পরের কাজটা সারতে ঝামেলা হলেও শেষপর্যন্ত সফল হয়েছে...আর এখন হুট করে কোত্থেকে আগমন টাম্বলিং-সি ক্রুদের। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওদের ক্লেইমই সাচ্চা। কে ভাবতে পেরেছিল যে

হঠাৎ র‍্যাঞ্চ বেচে দেবে বুড়ো অ্যালবি? কীভাবে বা কখন বেচল? সবসময়ই ওদের শ্যেনদৃষ্টির মধ্যে ছিল সে, তারপরও ঠিক বেচে দিয়েছে!

এখন উপায় একটাই: সংঘর্ষ ছাড়া দখল নেওয়া যাবে না।

কিন্তু সাইলাস গেলভিনকে কী জবাব দেবে? কিংবা জিম ইয়োন্টকে? নিজের ব্যর্থতায় ক্রমে খেপে উঠছে ডিক রিগেল। বড় গলায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অথচ এখন মুখ দেখানোর উপায় নেই। কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটবে সেটা কে জানত, নাকি আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব? বুড়ো মরে যাওয়ার পর একমাত্র পথের কাঁটা ছিল জেমস বাওয়ার–হাসি-খুশি, মিশুক অথচ দায়িত্বজ্ঞানহীন আয়েশী তরুণ, কোন কিছুতে সিরিয়াস হতে জানে না; ঝামেলা দেখলে সবসময়ই এড়িয়ে যেত, ভয় পেত। তাকে সরানোর কাজটা খুব সহজ মনে হয়েছিল। কিন্তু কাজে হাত দিয়ে হাড়ে হাড়ে ধারণাটার অসারতা টের পেয়েছে ওরা। ঘাম ছুটিয়ে ছেড়েছে হারামী ছেলেটা। দুর্ধর্ষ গানম্যানদের মত পাল্টা লড়াই করেছে ভীতুর ডিমটা!

একটার পর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। ভুলও করেছে একের পর এক। প্রথমে অ্যাম্বুশ ব্যর্থ হলো। ঠিক বেঁচে গেল ছেলেটা, পালাতে পালাতে পাল্টা লড়ে গেল। জান নিয়ে ছুটে এল নির্জন ও পরিত্যক্ত এই কেবিনে–কেন এসেছে খোদা মালুম, যদি না আগে থেকে জানত যে এখানে আসবে টাম্বলিং-সি ক্রুরা!

রিগেলের দু'জন সেরা লোক খুন হয়ে গেছে, তিনজন আহত। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ওই তিনজনকে লুকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু এমন জায়গা কোথায়? তা ছাড়া, রেঞ্জে ওদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে। হঠাৎ ড্রাই লেগেটের কথা মনে পড়ল ডিক রিগেলের। হ্যাঁ, মোক্ষম জায়গা! হাইডআউট হিসাবে দারুণ।

কেবিনের পিছনে এক চিলতে বনভূমি রয়েছে। মিনিট দশেকের অনুসন্ধান শেষে ফিরে এল শেরিফ ওয়াল্ট, মুখ থমথমে দেখাচ্ছে।

'রেডলিন, আমার সঙ্গে শহরে যেতে হবে তোমার। চারপাশে চিহ্ন দেখে মনে হলো ছয়-সাতজন লোকের বিরুদ্ধে লড়েছে ছেলেটা, নিজে মরার আগে ওদের অন্তত কয়েকজনকে হতাহত করেছে। পুরোদস্তুর একটা তদন্ত করতেই হবে।'

'আমাকে গ্রেফতার করছ?'

'উঁহুঁ, তবে কিছু প্রশ্ন করা হবে। র‍্যাঞ্চের মালিকানার কাগজ এনেছ না? ওগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে, হয়তো তোমার বস্-কেও আঁসতে হতে পারে। যা ঘটেছে, সবকিছু তলিয়ে দেখব আমরা।'

'বেশ, যাব। কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে,' বলল স্যাম রেডলিন। 'আমাদের পিস্তল বা রাইফেল চেক করাতে চাই। গত কয়েকদিনে আমাদের কারও অস্ত্র থেকে একটা গুলিও করা হয়নি। তথ্যটা তোমার জানা থাকলে কাজে আসবে।'

'অস্ত্র বদল করে থাকলে?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল রিগেল।

তাকে পাত্তা দিল না স্যাম। 'ড্যান, আমাদের সঙ্গে চলে এসো না? বেন, তুমি আর এমেট গাঁট হয়ে বসে থেকো এখানে। শেরিফ বা আমাদের ছাড়া এখানে ভিড়তে দিয়ো না কাউকে। পরিষ্কার?'

'বিলকুল!' মাটিতে হাঁটতে থাকা পিঁপড়ার উপর থোক্ করে চিবানো তামাকের রস ফেলল ডেগনার। 'ধরে নাও দুই মাইলের মধ্যে কারও আসার সাধ্য হবে না।'

ত্যক্ত মনে দর্শক হয়ে থাকল ডিক রিগেল। কোন কিছুই নজর এড়ায় না রেডলিনের, সম্ভাব্য সবকিছু আগে থেকে ভাবছে, এবং সে-অনুযায়ী ক্রুদের আগাম নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। বড্ড সেয়ানা!

তরুণ জেমস বাওয়ারের লাশ কেবিন থেকে বের করে আনা হলো। বিধ্বস্ত ঘোড়ার পিঠে যখন লাশটা উপুড় করে চাপাচ্ছে শেরিফ আর রেডলিন, বুদ্ধিটা চট করে এল মাথায়। চৌহদ্দিতে জেমসকে সবাই পছন্দ করত, বন্ধুর অভাব নেই ওর। স্যাম রেডলিন নামের এই আগন্তুক জেমসকে খুন করেছে–কথাটা চাউর করে দিলে ট্রায়াল বা প্রাথমিক শুনানির ঝামেলাও বেঁচে যেতে পারে। খেপে গিয়ে সাধারণ লোকজন রেডলিনের উপর চড়াও হবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? বরং সে-সম্ভাবনাই বেশি। ঘাড়মোটা শেরিফকে যেহেতু প্ররোচিত করার উপায় নেই, বরং এটাই সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা।

মিনিট পাঁচের মধ্যে শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল সাতজনের দলটা। ড্যান বেন্ডার ওদের সঙ্গে যায়নি, বরং নিজ গরজে কখনও বেশ পিছনে থাকছে, কিংবা ওদের সমান্তরালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। সারাক্ষণ নজর রাখছে দলটার উপর। স্যাডলের উপর আড়াআড়ি রেখেছে উইনচেস্টারটা, প্রয়োজন পড়া মাত্র যাতে তুলে নিতে পারে। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি শেরিফের, তার ঘোলাটে চোখে সমীহ-মিশ্রিত আমোদ

ফুটে উঠল।

'ব্যাটা এমন ছোঁকছোঁক করছে কেন, শেরিফ?' জানতে চাইল রিগেল। 'ওকে আমাদের সামনে থাকতে বলো!'

হেসে উঠল জ্যাক ওয়াল্ট। 'সামনে, পিছনে, না পাশে থাকবে সেটা ওর মর্জি। আমার তো গা জ্বলছে না। হয়েছে কী তোমার?'

*

কটনউড ক্যানিয়নের মুখে পেলনা শহরের অবস্থান। তৃণভূমি থেকে কয়েক মাইল জুড়ে ঢালু জমির বিস্তার; একপাশে গভীর বন, অন্যদিকে খোলা প্রেয়ারিতে ঠাঁই পেয়েছে চৌহদ্দির বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চ। ক্যানিয়নের পিছনে ক্যালট্রপ মাউন্টেন।

পিছনের ক্যানিয়ন বা পর্বতশ্রেণীর তুলনায় শহরটাকে নেহাত ক্ষুদ্র দেখায়, অথচ এটাই শত মাইলের মধ্যে সবচেয়ে জমজমাট শহর। বহু দূরের সান্তা ফে বা এল পাসো সাধারণ কাউহ্যান্ডদের কাছে স্বপ্নের শহর, কিন্তু পেলনা ওদের কাছে বিনোদনের একমাত্র স্থান।

সেলুন, স্টোর, ব্যাঙ্ক, স্টেজ অফিস, স্টেবল, কামারশালা, নাপিতের দোকান···সবই রয়েছে। পাঁচটা স্টোরের মধ্যে সবচেয়ে বড়টার মালিক সাই গেলভিন। গেলভিন'স এম্পোরিয়াম।

গেলভিনকে এ-শহরের রাজা বললে অত্যুক্তি হবে না। আকারে ছোটখাট একটা ভালুক। সমর্থ, পেশিবহুল পেটা শরীর; থুতনিতে সামান্য দাড়ি, চাঁদি হালকা। কটা রঙের চোখে এক ধরনের ঢুলুঢুলু চাহনি, কিন্তু সেটা কেবলই বাহ্যিক–আসলে খুবই নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া লোক সে। দয়া বলতে কিছু নেই তার মধ্যে। মেজাজ তিরিক্ষি থাকে সবসময়।

লেনদেনের ব্যাপারে খুবই কঠোর সাই গেলভিন। বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে নারাজ। পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করতে কসুর করে না, প্রয়োজনে পেশির শক্তিও ব্যবহার করে। লোকে যেমন হুইস্কি বা নারীর প্রতি আসক্তি বোধ করে, টাকার প্রতি ঠিক একই ধরনের লিপ্সা রয়েছে গেলভিনের। উপরন্তু, অ্যাপাচিদের মতই নৃশংস আর আপসহীন মানুষ সে, যদিও ব্যাপারটা খুব কম লোক উপলব্ধি করতে পেরেছে। যারা বুঝেছে, তাদের একজন ওর ডান হাত–জিম ইয়োন্ট।

ইয়োন্ট শিক্ষিত মানুষ। জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর পুবে কাটিয়েছে। দু'বার–নিউ ইয়র্ক আর ফিলাডেলফিয়াতে–খুনের

অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে, কিন্তু কোনবারই প্রমাণ করা যায়নি। শুধু নিউ ইয়র্কের ঘটনায় জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জোচ্চুরি ঢাকতে খুন করেছিল সে। ফিলাডেলফিয়ার ঘটনার পর ইয়োন্টের উপলব্ধি হয় যে ধরা পড়ে যেতে পারে, তাই রাতের আঁধারে সটকে পড়ে সে।

পোকার খেলার পরিণতিতে সেন্ট লুইসে একজনকে খুন করে ইয়োন্ট, এর দুই মাস পর নিউ অর্লিয়েন্সে ছুরির লড়াইয়ে খুন করে আরেকজনকে। আর সব দাগী আসামীর মতই পশ্চিম হয়ে যায় ওর নতুন ঠিকানা। পশ্চিমে আসার পথে অনুশীলনের মাধ্যমে পিস্তলে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে ফেলে সে।

বাল্যজীবন থেকে ইয়োন্টের ধ্যান-জ্ঞান বলতে ছিল শুধুই নৃংশসতা, অসততা আর প্রতারণার সমন্বয়; কিন্তু সাই গেলভিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সেটা সত্যিকারভাবে বিকশিত হয়। জিম ইয়োন্টের নির্লিপ্ত ও সাবধানী অভিব্যক্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঘুমন্ত খুনির পরিচয় আঁচ করতে পারে খুব কম মানুষ।

পেলনায় ওকে পছন্দ করে না কেউ, আবার অপছন্দও করে না। এখানে আসার পর দুটো খুন করে সে, আপাত দৃষ্টিতে ন্যায্য মনে হয়েছে ওগুলো। শহরে গুটিকয়েক লোকের বাস হলেও খুব কমই সাই গেলভিনের সঙ্গে দেখা যায় ইয়োন্টকে, জনসমক্ষে সযত্নে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে ওরা, সম্পর্কটা তাই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। শুধু ডিক রিগেল জানে। সেও সাই গেলভিনের তূণের আরেকটা তীর। নেপথ্যে থেকে শহর শাসন করছে গেলভিন, অথচ তার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব চোখে পড়ে না। একাধিক শত্রুর "দুর্ঘটনাজনিত" মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ইয়োন্ট বা রিগেলের মাধ্যমে। এসব মৃত্যুর পেছনে কার হাত, সেটা জানা না-থাকায় সাই গেলভিনকে দ্বিগুণ ভয় পায় সাধারণ লোকজন।

ডিক রিগেল আর স্যাম রেডলিনকে নিয়ে শেরিফের আগমন সবার আগে সাই গেলভিনের নজরে পড়ল। চোখ কুঁচকে দলটাকে দেখল সে, রাগে জ্বলছে ভিতরটা। হারামী রিগেলটার নিকুচি করি! একটা কাজও কি ঠিকভাবে করতে পারে না? নেপথ্যে ওর ভূমিকা খুব ভালভাবে আড়াল করা আছে, তাই স্রেফ দর্শক হয়ে যেতে অসুবিধা নেই ওর।

দেখা যাক কী ঘটে!

শহরে আসার পথে পুরো পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে স্যাম রেডলিন। রোয়েনা ক্রকেটের সঙ্গে বুড়ো অ্যালবি বাওয়ারের

সমঝোতা শেষ হয়েছে ঠিক চার মাস আগে। কাগজে-কলমে র‍্যাঞ্চের মালিকানা হস্তান্তর করার পরও ফায়ারবক্সে অবস্থান করেছে বুড়ো, পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সব ওলট-পালট করে দিয়েছে। সময়ের আগেই দখল নিতে এসেছে টাম্বলিং-সি।

ডিক রিগেলের দাবি জুয়ার দেনা পরিশোধ করতে র‍্যাঞ্চ লিখে দিয়েছে জেমস বাওয়ার, প্রমাণ হিসাবে একটা রসিদও আছে তার কাছে। প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এটা, কারণ ক্রকেটদের কাছে বিক্রির সময় উপস্থিত ছিল জেমস; জেনে-শুনে বিক্রি হয়ে যাওয়া র‍্যাঞ্চ কারও নামে লিখে দিতে পারে না সে। সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় রিগেলের রসিদটা ভুয়া। অ্যালবি বাওয়ারের মৃত্যুর পর র‍্যাঞ্চ দখল করার সুযোগ চলে আসে রিগেলের সামনে, একমাত্র বাধা ছিল জেমস বাওয়ার। ঠিক এ-কারণেই জেমসকে খুন করা হয়।

ফায়ারবক্স দখলের পরিকল্পনা খুবই সতর্ক ও সুচিন্তিত, কিন্তু নৃশংস তৎপরতা। এই ধুরন্ধর প্রয়াসের সঙ্গে রিগেলকে ঠিক মানায় না—স্যামের সন্দেহ—যদিও সক্রিয়ভাবে জড়িত সে। নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, সেই সময়ও আসেনি; যেহেতু স্যাম এ তল্লাটে নিতান্ত আগন্তুক এখনও। পেলনা শহরের শুধু নামই শুনেছে, কখনও আসেনি; এখানকার কারও সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ও নেই। এ-ধরনের শহরে আগন্তুকদের জন্য তিক্ত অভ্যর্থনা জোটে, বেকায়দায় পড়ে গেলে কখনোই স্থানীয়দের সাহায্য পাওয়া যায় না, বরং উল্টো সমূহ বিপদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং খুবই সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে, প্রতি পদক্ষেপের আগে দেখতে হবে কোথায় পা ফেলছে। যে-ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে তার নেপথ্যে যে-ই থাকুক, স্বার্থসিদ্ধির জন্য খুন করবে লোকটা, সেজন্য এমনকী নিজের লোকজনকে বলি দিতেও দ্বিধা করবে না।

শেরিফ ওয়াল্টকে সৎ লোক মনে হয়েছে স্যামের। আইন প্রতিষ্ঠায় সততা নয়, বরং একজন শেরিফের নির্বিঘ্নে কাজ করার স্বাধীনতাই বড় ব্যাপার। এখানে কতটা স্বাধীন ওয়াল্ট? শহুরে বা এলাকার লোকজনের উপর তার প্রভাব কতটা? পশ্চিমের এসব শহর সাধারণত কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছেয় চলে, নির্বাচিত ল-ম্যানরা মূলত তাদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

এমন কূটকৌশল, স্বার্থপরতা আর রক্তারক্তির মধ্যে কী করতে পারবে স্যাম? নেভাডা থেকে রোয়েনা ক্রকেট এখানে পৌঁছে গেলে ফায়ারবক্সে ওর মালিকানা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না, সেক্ষেত্রে জেমস বাওয়ারের খুন ডিক রিগেলের দিকে নির্দেশ করবে।

ল-অফিসের সামনে যখন থামল শেরিফরা, উল্টো দিকে *ব্যাট কেভ* সেলুনের পোর্চে তখন দাঁড়িয়ে আছে জিম ইয়োন্ট। রেডলিন বা বেন্ডারকে জীবনে কখনও দেখেনি সে, কিন্তু একনজর দেখে তাদের ধাত বুঝে ফেলল–গানফাইটার। সম্ভবত প্রথম শ্রেণীর।

বোর্ডওঅকে দাঁড়ানো ধূসর সুট পরা দীর্ঘদেহী লোকটা স্যামের দৃষ্টি এড়ায়নি। লোকটার অভিব্যক্তিতে কী যেন আছে, স্পষ্ট বোঝা না-গেলেও এটা টের পাওয়া যায় সে সাধারণ কেউ নয়। আগ্রহ নিয়ে লোকটাকে বেশিক্ষণ দেখা হলো না স্যামের, ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টি টের পেয়ে এম্পোরিয়ামের দিকে এগোল লোকটা। রোয়ানের লাগাম হিচ রেইলে বেঁধে ল-অফিসে ঢুকে পড়ল স্যাম।

জেরা আর শুনানি শেষ হলেও কার্যত ফলাফল শূন্যই থেকে গেল। স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা। দীর্ঘ সময় পিছু ধাওয়া করে তরুণ জেমস বাওয়ারকে খুন করেছে অজ্ঞাত কয়েকজন লোক। নানান আলামত দেখে বোঝা গেছে ধাওয়াকারীদের অন্তত কয়েকজনকে পাল্টা হতাহত করতে সক্ষম হয়েছে বাওয়ার।

নিজের সাক্ষ্য দিয়ে অন্যদেরটাও শুনেছে স্যাম রেডলিন। শুনছে, এসময় পিছনে ফিসফিসানির আওয়াজ পেল। শুরু থেকে বাওয়ারের খুনের সঙ্গে ওদের জড়িয়ে আলোচনা করছে লোকজন, তাও ওর কান এড়ায়নি। এলাকায় নতুন টাম্বলিং-সি ক্রুরা, এটাই বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শহরে ঢোকার পরপরই রিগেলের সামর্থ্যের পরিচয় পেয়েছে স্যাম, প্রায় সারাক্ষণ রানিং-আর মালিককে ঘিরে রেখেছে কর্কশ চেহারা কঠিন চাহনির কিছু লোক। স্বয়ং রিগেল তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে–কথাবার্তায় আগ্রাসী এবং বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জেরার সময় স্যাম রেডলিনকে দোষী সাব্যস্ত করার সাধ্যাতীত চেষ্টা চালাল সে।

রানিং-আর ক্রুদের সংখ্যা গোনা হলো। কেউ অনুপস্থিত নেই। ব্যাপারটা সাধারণ লোকজনকে প্রভাবিত করতে পারলেও স্যাম মোটেই সন্তুষ্ট হলো না। বাওয়ারের খুনিদের মধ্যে রিগেল নিজে উপস্থিত

থাকতে পারে, আবার ভাড়াটে বা অন্যদেরও কাজে লাগাতে পারে।

শুনানি শেষে পাশে শেরিফকে দেখতে পেল স্যাম। 'এলাকাটা কেমন, শেরিফ?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল ও। 'ঝামেলা লেগেই থাকে, না মোটামুটি শান্তিপূর্ণ?'

'ঝামেলা হলেও তেমন নয়। এলাকায় রানিং-আর সবচেয়ে বড় আউটফিট, তবে ওরা শহরে কম আসে। ফুর্তি করতে হলে আলমায় চলে যায়। এখানে এলে দু'এক পেগ হুইস্কি গেলে, এবং ঝামেলা পাকায় না বললেই চলে।'

'ছোট আউটফিট কয়টা?'

'দশ-বারোটা হবে। ফায়ারবক্সের পুরো জমিতে গরু চরালে ওটাই সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ হয়ে দাঁড়াবে।' শেরিফের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হলো স্যামের উপর। 'ফায়ারবক্সের সীমানা জানা আছে তোমার?'

'অ্যাপাচি থেকে রিপ-রোয়ারিং মেসা ও ক্রসবি ক্রীক, দক্ষিণে ডিলান মাউন্টেন আর পুব দিকে অ্যাপাচি থেকে ডিলান বরাবর লাইন টানলে যেটুকু পড়ে, আমরা ঠিক করেছি এর পুরোটাই রেঞ্জ হিসাবে ব্যবহার করব।'

'বেশ বড় এলাকা! পুরোটাই ফায়ারবক্সের রেঞ্জ। বিয়ার ক্যানিয়নের ধারে-কাছে কয়েকজন নেস্টর আছে, শক্ত ধাঁচের লোক সবাই, তবে কেউই আমার সঙ্গে ঝামেলা করেনি।'

'মোট বারো টুকরো জমির কাগজ রয়েছে মিস্ ক্রকেটের কাছে,' ব্যাখ্যা করল স্যাম। 'ওই বারো টুকরোর বদৌলতে রেঞ্জের বেশিরভাগ পানির নিয়ন্ত্রণ বা চলাচলের সহজ পথগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কারও সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমরা, কাউকে উত্ত্যক্ত বা উৎখাতও করতে চাই না। স্রেফ গরু চরাতে এসেছি, এবং তাই করব। নিজস্ব রেঞ্জ ছাড়া অন্য কোথাও পাবে না আমাদের।'

'ন্যায্য কথা বলেছ। একটা পরামর্শ দিচ্ছি, বিয়ার ক্যানিয়নের দিকে গেলে সাবধানে থেকো। নেস্টর লোকগুলো ঠিক সুবিধের নয়।'

শহরে ঢোকার পর ড্যান বেন্ডারকে দেখতে পায়নি স্যাম, এ-নিয়ে ভাবছে না, কোথাও আছে নিশ্চয়ই। যে-কোন বিপদ বা বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সামর্থ্য আছে টাম্বলিং-সি সেগুণ্ডোর। পিস্তলে স্যামের সমকক্ষ বলা চলে তাকে।

ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এল স্যাম রেডলিন। রাস্তার দু'ধারে

কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল। স্টোরগুলোর মধ্যে দুটো বেশ সমৃদ্ধ। একটা গেলভিন'স এম্পোরিয়াম, যেখানে দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত নানা পসরা সাজানো, হেন কোন জিনিস নেই যা একজন র‍্যাঞ্চারের কাজে লাগতে পারে। অন্য স্টোরগুলো ছোটখাট হলেও পরিচ্ছন্ন এবং ঝকঝকে।

রাস্তা পেরিয়ে এম্পোরিয়ামে ঢুকল স্যাম। ধূসর সুট পরা খাটো কিন্তু স্বাস্থ্যবান এক লোককে দেখতে পেল কাউন্টারে। চাঁদি হালকা হতে শুরু করেছে, থুতনিতে অল্প দাড়ি। পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বয়স।

কাউন্টারটা পুরানো ধাঁচে তৈরি, ভিতরের দিকে বাঁকানো যাতে হুপশার্ট পরা মহিলাদের দাঁড়াতে অসুবিধা না হয়।

'হাউডি! শহরে নতুন এসেছ?' উৎফুল্ল স্বরে স্বাগত জানাল দোকানি।

'টাম্বলিং-সি। মাত্র ফায়ারবক্সে উঠেছি। বুঝতেই পারছ সাপ্লাই লাগবে আমাদের।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সাই গেলভিন। 'আমার কাছে আসায় কৃতজ্ঞ বোধ করছি! ফায়ারবক্স, না? শুনলাম ওখানে নাকি কী ঝামেলা হয়েছে?'

'তেমন কিছু না,' শেল্ফ আর টেবিলের উপর গুছিয়ে রাখা পসরা দেখতে দেখতে হাঁটছে স্যাম। তবে শুধু পণ্যই নয়, কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো লোকটাও ওর কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। দোকানি বা কীপার হিসাবে বেশ চটপটে ও স্বতঃস্ফূর্ত; একটু চঞ্চলও বলা চলে। চোখ জোড়া উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভেদী।

'বেসিনে একটা কথা প্রচলিত—ফায়ারবক্স মানেই ঝামেলা! এক বুড়ো বাওয়ার বাদে আর কেউ ওটা থেকে লাভ করতে পারেনি। থাকবে তো?'

'থাকব বলেই তো এসেছি।'

দ্রুত ফরমাশ দিল স্যাম। সব যে কাজে লাগবে তা নয়। অন্য স্টোরগুলোয়ও ঢুঁ মারার ইচ্ছে আছে ওর, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে খতিয়ে দেখতে চায়। এখানে যেহেতু থাকবে, বিস্তর টাকা খরচ হবে; সেটা এক জায়গায় খরচ না-করে কয়েক জায়গায় করলে আখেরে লাভ হতে পারে।

নীরবে ফরমাশ নিচ্ছে দোকানি, তবে পয়েন্ট ফোর-ফোর কার্তুজের চাহিদা শুনে তার চোখ কপালে উঠে গেল। 'যুদ্ধ করবে

নাকি? বিস্তর কার্তুজ চাইলে!'

'যুদ্ধ? না না, তেমন কিছু আশা করছি না, তবে তৈরি থাকতে অভ্যস্ত আমরা। দেখোই না, বেশ কয়েকজন কঠিন লোকের হাতে খুন হয়ে গেল বেচারা বাওয়ার। ওরা যদি ফিরে আসে, উপযুক্ত অভ্যর্থনা না-পেলে হয়তো মন খারাপ করবে।'

দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল ডিক রিগেল। দ্রুত পায়ে কাউন্টারের সামনে চলে এল সে, কিছু বলতে গিয়ে দেখতে পেল স্যামকে, জবান আটকে গিয়ে মুখটা হাঁ হয়ে থাকল।

'হাউডি!' স্যামের উদ্দেশে বলল সে। 'মনে হচ্ছে বেশ সহজে ছাড়া পেয়ে গেছ?'

জবাব দেওয়ার আগে সময় নিল স্যাম। 'রিগেল, টাম্বলিং-সি এখানে থাকতে এসেছে। তাই আমাদের উপস্থিতি মেনে নিলেই ভাল করবে। দু'দিন পর হয়তো একসঙ্গে গরু চরাব আমরা, গরু বেচতে যাব, একে অন্যকে সাহায্যও করব। কী জানো, কারও সঙ্গে ঝামেলা করতে চাই না আমরা, কিন্তু ঝামেলার জন্য প্রস্তুত থাকি সবসময়, তাই কেউ করতে এলে তাকে নিরাশ করি না।

'বাওয়ারের সঙ্গে লেনদেন করেছি আমরা। ওর চেয়ে সাচ্চা লোক হয় না! ওর ছেলেকে দেখেও তাই মনে হয়েছে আমার।

'ওরা আমার আউটফিটের কেউ নয়, ব্যাপারটা তাই এখানেই শেষ। কিন্তু জেমস বাওয়ার যদি আমাদের কেউ হত, তা হলে ব্যাকট্র্যাক করে খুনিদের ঠিক খুঁজে বের করতাম; তারপর হানা দিতাম আসল জায়গায়, বস্ লোকটাকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিতাম, এবং সবশেষে ফাঁসি না-হওয়া পর্যন্ত ব্যাটাকে পাহারায় রাখতাম। এমন কিছুই তো পাওনা সে, তাই না?'

উত্তরে হয়তো উত্তপ্ত কিছু বলত ডিক রিগেল, কিন্তু স্যামের পিছন থেকে গেলভিনের ইশারায় নিরস্ত হলো রানিং-আর মালিক। অথচ সেটাই আশা করেছিল স্যাম, এবং রিগেলের চঞ্চল চোখের দৃষ্টি ওর উপর থেকে সরে গিয়ে পিছনে চলে যাওয়াও ওর নজর এড়ায়নি। ব্যাপারটা বিস্মিত করল স্যামকে, তবে চেপে গেল।

ফরমাশ শেষ করে দরজার দিকে এগোল স্যাম। ঝড়ের বেগে ওর পাশ দিয়ে এম্পোরিয়ামে ঢুকল ধূসর-চুলো মাঝবয়সী এক লোক, খেপে বোম হয়ে আছে।

'এই যে, ডিক, হতচ্ছাড়া ভেটারটা কোথায়?' ভিতরে ঢুকেই গর্জে উঠল সে। 'ধার করা ঘোড়াটা আমার বাড়িতে ফেরত দিয়ে যাওয়ার কথা ওর। মেরে দেওয়ার তালে আছে? অথচ ঘোড়াটা আমার না-হলে চলছে না!'

'শান্ত হও তো,' আপসের সুরে বলল রিগেল। 'ঘোড়াটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করছি আমি।'

'কিন্তু ভেটারকে না-হলে চলবে কী করে? ওকে সামনে চাই আমি! ব্যাটা আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছে! ঘোড়া আর টাকা মেরে কেটে পড়েনি তো?'

বেরিয়ে এসে পিছনে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল স্যাম রেডলিন, রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি চালাল। ওপাশের বোর্ডওঅক ধুচ্ছে লালচে-সোনালি চুলের একটা মেয়ে। বেশ সুশ্রী দেখতে।

রাস্তা পেরিয়ে বোর্ডওঅকে পা রাখল স্যাম। মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা, চট করে স্যামকে আপাদমস্তক দেখে নিল। সুন্দরী মেয়ে মাত্র অবিবাহিত মোটামুটি সুদর্শন যুবক দেখলে যে-হাসি উপহার দেয়, তাই করল মেয়েটি।

'তুমি নিশ্চয়ই নতুন আসা টাম্বলিং-সির একজন? সারা শহরে লোকজন তোমাদের নিয়ে আলাপ করছে।'

মাথা ঝাঁকাল স্যাম, হাতের টোকায় হ্যাটের ব্রিম পিছনে ঠেলে দিল। ড্যানের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার মেয়েটার, যা সুন্দর! 'আমি টাম্বলিং-সির ফোরম্যান।'

রাস্তার ওপাশে গেলভিন'স এম্পোরিয়ামের দিকে চলে গেল মেয়েটার দৃষ্টি। 'সাইর কাছ থেকে কেনাকাটা শুরু করেছ? কেমন লাগল ওকে?'

'আজই দেখা হলো। এত তাড়াতাড়ি কি কাউকে পছন্দ বা অপছন্দ করা যায়? এই স্টোরটা তুমি চালাও?'

'হ্যাঁ। এটাই আমার রুটি-রুজির উপায়। উপভোগও করি কাজটা। মোটামুটি চলে যায় আমার। মোট ব্যবসার সিংহভাগই করে সাই। তবে ওর সঙ্গে ঝামেলা হয়নি কখনও।'

তীক্ষ্ণ হলো স্যামের দৃষ্টি। তারমানে কি ঝামেলার আশঙ্কা করে মেয়েটা? প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোণঠাসা করে রাখে সাই গেলভিন?

'এলাকায় নতুন তো, তাই ঠিক করেছি শুরুতে সব জায়গায়

কেনাকাটা করব, কয়েকদিন পর তা হলে বুঝে ফেলব কার কাছ থেকে সেরা সার্ভিস পাওয়া যাবে।' মৃদু হাসল স্যাম। 'ভিতরে যাবে, ম্যা'ম? কয়েকটা জিনিস লাগবে আমার।'

চোখের কোণ দিয়ে বিশালদেহী এক লোককে ওঅক ধরে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল স্যাম। প্রায় দৈত্য বলা চলে তাকে। লোকটার এগিয়ে আসার ভঙ্গিতে ঝামেলার আভাস পেয়ে গেল ও। ওঅকের প্রায় পুরোটা জুড়ে হাঁটছে সে, মাথায় হ্যাট নেই। বহুল ব্যবহৃত জীর্ণ বুটের গোড়ালি ক্ষয়ে গেছে, রঙজ্বলা শার্টের কয়েকটা বোতাম খসে পড়ায় বুকের অনেকটা উন্মুক্ত। পেশিবহুল দুই বাহু দুলছে হাঁটার সঙ্গে, মুগুরের মত দেখাচ্ছে মুঠি দুটো। স্যামের উপর চোখ পড়তে কঠিন হয়ে গেল চাহনি।

'সাবধান!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'ওর নাম বুল। বুল ফ্লিচ।'

সামনে এসে থামল পাহাড়। লোকটার চিবুক স্যামের ভুরু ছাড়িয়ে গেছে, আর চওড়ায় বার্নের একটা দরজার সমান।

'তুমিই রেডলিন? বেশ, আমি হলাম সিমন ফ্লিচ, তবে লোকে বুল ফ্লিচই বলে। বাড়ি আমার বিয়ার ক্যানিয়নে। শুনলাম রেঞ্জ থেকে তাড়াতে চাও আমাদের! কথাটা সত্যি?'

'উঁহুঁ, এখনও মনস্থির করিনি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল স্যাম। 'সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে আমি নিজেই দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

'আচ্ছা! এখনও তা হলে মনস্থির করোনি? না-করলেই ভাল করবে! আর বিয়ার ক্যানিয়ন থেকে দূরে থেকো! ওটা আমাদের নিজস্ব জায়গা, ঝামেলার ফিকির করেছ তো খায়েশ মিটিয়ে দেব তোমার!'

দৃঢ়, শান্ত পদক্ষেপে দৈত্যকে পিঠ দেখাল স্যাম রেডলিন। 'চলো, ম্যা'ম, আরও দু'জায়গায় যেতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো দেখাবে আমাকে? ভাবছি...'

থাবা দিয়ে স্যামের কাঁধ খামচে ধরল দৈত্য, তারপর ঘুরিয়ে দিল স্যামকে। 'তোমার সঙ্গে কথা বলছি আমি,' গর্জে উঠল সে। 'আমার দিকে ফিরে কথা বলবে!'

এমন কিছু ঘটতে পারে ভাবেনি স্যাম, তবে সক্রিয় হতেও দেরি হয়নি ওর। দৈত্যের টানে শরীর ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত চালাল। চিবুকে ঘুসি খেয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে, সটান

আছড়ে পড়ল পোর্চের খিলানের উপর। এদিকে বসে নেই স্যাম, আগে বেড়ে আরেকটা ঘুসি হাঁকাল দৈত্যের মুখে, তারপর একসঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত নামিয়ে আনল ফ্লিচের চাঁদিতে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল দৈত্য। কিছুই যেন হয়নি, এমনভাবে পিছিয়ে এল স্যাম। সেকেন্ড কয়েক পর সরোষে ছুটে আসা ফ্লিচের মুখোমুখি হলো। মাথা নুইয়ে দৈত্যের ডান হাতের ঘুসি এড়িয়ে গেল, তারপর দু'হাতে ঝটপট দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল ফ্লিচের পাঁজরে। স্পঞ্জ যেমন পানি শুষে নেয়, তেমনি নিরুদ্বিগ্ন মুখে সব মার হজম করল নেস্টর, যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে ফের ছুটে এল। সমানে ঘুসি হাঁকাচ্ছে, শরীরের তুলনায় তার ক্ষিপ্রতা চোখ ধাঁধানো, প্রায় অবিশ্বাস্য।

চিবুকে ঘুসি ল্যান্ড করতে উড়ে গিয়ে স্টোরের দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল স্যাম, হাজার তারার ফুলঝুরি দেখছে চোখে। অতি উৎসাহে এগিয়ে এল সিমন ফ্লিচ, অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তর সইছে না। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তার ঘুসি।

দু'পা এগিয়ে গেল স্যাম, মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত করল দৈত্যের চিবুকে, তারপর দু'হাতে পরপর কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল ফ্লিচের পেটে। মাথায় ঝিমঝিমে অনুভূতি বা ঠোঁটে রক্তের নোনা স্বাদ গ্রাহ্য করছে না। করার উপায়ও নেই, কারণ সুযোগ দেওয়া যাবে না দৈত্যকে–দিলে সেটা হয়তো ওর জীবনের শেষ ভুলও হয়ে যেতে পারে।

কোমরে ঘুসি খেয়ে সামান্য টলে উঠল স্যাম। হাঁটু চালিয়ে ওকে কাবু করতে চেয়েছিল দৈত্য, কিন্তু মরিয়া চেষ্টায় পাশ কাটিয়ে গেল স্যাম। পাল্টা ঘুসিতে কান দু'ভাগ হয়ে গেল ফ্লিচের, গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্তে ভাসিয়ে দিল স্যামকে।

টলে গেছে দৈত্যের আত্মবিশ্বাস, কিন্তু জেদ তাড়া করছে তাকে। ফের এগিয়ে এল, উন্মত্ত আক্রোশ আর খুনে প্রতিহিংসায় ধিকিধিকি জ্বলছে চোখ। ফ্লিচের পরের ঘুসি মাথা নুইয়ে এড়িয়ে গেল স্যাম, ঝুঁকে দু'হাতে জাপটে ধরল বিশালদেহীর উরু, তারপর ঠেলে ফেলে দিল তাকে। দড়াম করে বোর্ডওঅকের উপর আছড়ে পড়ল দৈত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, সপাটে ঘুসি হাঁকাল স্যামের মাথায়। বাম হাতে পাল্টা ঘুসি চালাল স্যাম, ডান হাতে হুক ঝাড়ল লোকটার

চিবুকে। তীব্র ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ, ঝুঁকে পড়ল সে।

চারপাশে ভিড় জমে গেছে কেউই খেয়াল করেনি, সমানে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে দর্শকরা। দৈত্যকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়ে পিছিয়ে এল স্যাম। শার্টটা ছিঁড়ে গেছে ওর, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক। লোকটার শক্তি আর সামর্থ্য বিস্মিত করছে ওকে। অন্য কেউ হলে অনেক আগেই ভূপাতিত হত, কিন্তু এখন পর্যন্ত বুল ফ্লিচকে কাবু করতে পারেনি, অথচ আজকের আগে কোন লোককে এত জোরেও মারেনি স্যাম।

হাতাহাতি ওর কাছে নতুন কিছু নয়। বহু উত্থান-পতনের মত এটাও জীবনের অংশ হয়ে গেছে। ফ্লিচকে ঘিরে ধীর গতিতে চক্কর কাটল। আগের চেয়ে ঢের সতর্ক হয়ে গেছে বিশালদেহী নেস্টর, বুঝে গেছে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছে। সহজে পার পাওয়া যাবে না। আজকের আগের প্রতিটি লড়াই ছিল সংক্ষিপ্ত, প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াতেই পারেনি। কিন্তু এই লোকটা ব্যতিক্রম। কৌশল, সামর্থ্য বা দম–সবই আছে এর। ওর চেয়ে বেশিই আছে।

বাম হাতের আপার কাট ঝাড়ল স্যাম, ফ্লিচ পাল্টা আঘাত হানার আগেই ফাঁকি দিয়ে সরে গেল। ফের ভাঁওতা দিয়ে আবার ঘুসি হাঁকাল চোয়ালে।

পরেরবার ভঙ্গি করল সরাসরি ঘুসি হাঁকাবে, কিন্তু তির্যকভাবে ঘুসিটা এল। দেখতে পায়নি, স্রেফ বাতাসে কাঁপন টের পেয়েছে ফ্লিচ। সোলার প্লেক্সাসে ল্যান্ড করল ওটা, আঘাতের প্রচণ্ডতায় মুখ হাঁ হয়ে গেল নেস্টরের। পাল্টা ঘুসি হাঁকাল সে, ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলেছে বলে অনায়াস দক্ষতায় সেটা এড়িয়ে গেল স্যাম।

লড়াই প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঝটপট শেষ করে দেওয়ার পক্ষপাতী স্যাম, নইলে মাশুল গুনতে হতে পারে। কারণ শ্লথ হয়ে গেলেও এখনও শুরুর মতই সমান বিপজ্জনক লোকটা। কোণঠাসা গ্রিজলির মত ভয়ঙ্কর। সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ে সিমন ফ্লিচের অভ্যস্ততাই স্যামের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘক্ষণ লড়তে হবে, এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি সে। তা ছাড়া, প্রথম দুটো স্যাম আঘাত এত দ্রুত করেছে যে সামলে নেওয়ার সুযোগ পায়নি ফ্লিচ।

পরের দুটো মিনিট বারবার দৈত্যকে ফাঁকি দিল স্যাম, এবং সরে যাওয়ার আগে ফ্লিচের চোয়াল আর থুতনিতে চারবার আঘাত করল।

এগিয়ে আসছিল বলে আঘাতগুলো প্রচণ্ড প্রভাব ফেলল নেস্টরের দেহে। ঠায় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে, যেন থমকে গেছে, তারপর হুড়মুড় করে ওঅকের উপর গড়িয়ে পড়ল। আর উঠল না।

ক্লান্তি সামলে নিতে স্টোরের দেয়ালে হেলান দিল স্যাম, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি মুখ খুঁটিয়ে দেখল। স্টোরের সামনে ড্যান বেন্ডারকে দেখতে পেল। পোর্চের সঙ্গে হেলান দিয়ে আয়েশ করে দাঁড়িয়ে আছে সে, কোমরে বেল্টের সঙ্গে দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল আঁকড়ে ধরা, দৃষ্টি সমবেত লোকজনের উপর।

ধূসর সুট পরা দীর্ঘদেহী সেই লোকটাকে পোর্চে দেখতে পেল স্যাম, শহরে ঢুকে যাকে দেখেছিল।

'দারুণ দেখিয়েছ, স্ট্রেঞ্জার!' বলল ধূসর সুট। 'অভিনন্দন। কখনও সাহায্য দরকার হলে দ্বিধা কোরো না। আমার নাম জিম ইয়োন্ট।'

'ধন্যবাদ।'

পড়ে থাকা হ্যাটটা তুলে নিল স্যাম। পাঁচ আঙুলে মুঠি করল, কোনটাই ভাঙেনি তবে আড়ষ্ট হয়ে আছে, গাঁটের কাছে ছড়ে যাওয়ায় টনটনে ব্যথা হচ্ছে। ড্যানের উদ্দেশে সামান্য হাসল ও। 'মনে হচ্ছে কঠিন একটা কাজ জুটে গেছে আমাদের, দোস্ত। এই যদি বিয়ার ক্যানিয়নের নেস্টরদের অবস্থা হয়, তা হলে কপালে সত্যি খারাবি আছে!'

'হ্যাঁ,' ড্যানের চাহনি সন্দিগ্ধ। 'ভাবছি কে ওকে তোমার পিছনে লাগাল।'

'লড়াইটা প্ল্যানমাফিক ঘটেছে?'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। বিয়ার ক্যানিয়নের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নাওনি তুমি, এমনকী ওখানে যাওনি কিংবা নেস্টরদের কারও সঙ্গে দেখাও হয়নি তোমার, অথচ ব্যাটার ধারণা হয়েছে তুমি ওদের তাড়িয়ে দেবে। সিমন ফ্লিচ কীভাবে জানল তুমি কে বা কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে? আমরা নিশ্চিত কেউ তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে রিগেলের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক থাকতে পারে।'

আমোদ ফুটে উঠল ড্যানের চোখে। 'থাকতে বাধ্য। কেবিনের সামনে ফায়ারবক্সে টাম্বলিং-সির দাবির কথা যখন জানিয়েছ, যদি দেখতে রিগেলের মুখটা! শেরিফ ওখানে না-থাকলে নির্ঘাত তোমাকে

খুন করার চেষ্টা করত সে।

'শেরিফই বা ওখানে গেল কেন? এই প্রশ্নেরও জবাব খুঁজতে হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল স্যাম। 'ঠিক বলেছ, ড্যান। তুমি যেহেতু এখানে আছ, চোখ-কান খোলা রেখো। একটা নাম জেনেছি, ভেটার। ব্যাটার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে না, তবে ওর সম্পর্কে জানতে পারবে।'

'ভেটার? ওর সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে?'

'সামান্য,' আলতো হাতে গাল স্পর্শ করল স্যাম, টের পেল সিমন ফ্লিচের ঘুসি হনুর হাড়ের কাছে মাংস থেঁতলে দিয়েছে। 'শুধু এটা জানি শহরে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ওর, কিন্তু ব্যাটা কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।'

রাস্তা ধরে সরে গেল ড্যান। লোকজনের ভিড় কমছে, নিতান্ত অনীহা নিয়ে যার যার কাজে যাচ্ছে সবাই। পিস্তল দুটো জুত মত হোলস্টারে বসিয়ে দিল স্যাম, তারপর শার্টটা ট্রাউজারের ভিতরে গুঁজল। টেনে-টুনে শার্টের ভাঁজ ঠিক করার প্রয়াস চালাল। চারপাশে তাকাতে স্টোরের উপর একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। জেনি'স স্টোর।

দোরগোড়ায় উদয় হলো মেয়েটা।

'জেনি?' জানতে চাইল স্যাম।

'হ্যাঁ। জেনিফার ম্যাককুইন। আইরিশ। তুমিই রেডলিন?'

'তাই তো ডাকে সবাই। স্যাম রেডলিন।'

দ্রুত স্টোরের ভিতরে ঢুকে পড়ল ও, কৌতূহলী দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে আসতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে। চারপাশে উৎসুক নজর বুলাল। গেলভিন'স এম্পোরিয়ামের তুলনায় ছোট ও সমৃদ্ধ না-হলেও সযত্নে এবং রুচির সঙ্গে এখানকার পণ্য বাছাই করা হয়েছে। এমন কিছু জিনিস আছে যা বহু বড় স্টোরে দেখা যায় না।

'পিছনে একটা বেসিন আছে,' প্রস্তাব করল মেয়েটি। 'হাত-মুখ ধোওয়ার ফাঁকে চেহারাটা একবার দেখে নিয়ো।'

'দেখব,' সামান্য হাসল স্যাম। 'না-দেখলেই ভাল বোধহয়।' চারপাশে দৃষ্টি বুলাল ও। 'তোমার এখানে আমার সাইজের শার্ট হবে?'

চোখ সরু করে ওর দিকে তাকাল জেনি ম্যাককুইন। 'আছে। তোমাকে দারুণ মানারে এমন একটা বোধহয় দিতে পারব।'

ওঅশ বেসিনে যাওয়ার দরজা দেখিয়ে দিয়ে কাউন্টারের পিছনে শেল্ফ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। শার্ট খুঁজছে।

আয়নায় নিজের মুখটা অচেনা ঠেকল স্যামের। বুঝল কেন মুখ দেখতে বলেছে জেনি। রক্তাক্ত ও বিক্ষত মুখটা বিদঘুটে দেখাচ্ছে, কালসিটে দাগ ছাড়াও ফুলে গেছে কয়েক জায়গায়, ঠোঁট ফেটে গেছে। চুল উস্কখুস্ক। ফোলা বা কালসিটে দাগের ব্যাপারে কিছু করার নেই ওর, তবে রক্ত ধুয়ে ফেলতে পারে।

তাই করল ও।

স্টোরের পিছনে উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা এক টুকরো খোলা জায়গা। দেয়ালের কিনারা বরাবর কয়েকটা প্রাচীন কটনউড আর এল্ম ছায়া বিলাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত রৌদ্রময় জায়গায় ফুলের বাহারী বাগান। মুখ ধোওয়ার সময় ভেজা ব্যান্ডানা দিয়ে ফুলে ওঠা স্থানে আর ঠোঁটে চাপ দিল স্যাম। সবশেষে মাথা আঁচড়াল।

ভিতরে এসে নতুন শার্ট নিয়ে আবার পিছনের খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল স্যাম। গাঢ় নীল রঙের দুই পকেটঅলা শার্ট। হ্যাট ঝেড়ে ধুলো খসিয়ে মাথায় চাপাল।

ভিতরে ঢুকতে চট করে ওকে একবার দেখে নিল জেনি। 'আগের চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে,' মৃদু হেসে মন্তব্য করল ও। হাতের বাড়তি কয়েকটা শার্ট শেল্ফে রেখে দিল। 'কী করেছ তার পরিণতি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?' স্যাম শার্টের দাম চুকিয়ে দিতে বলল ও। 'বিয়ার ক্যানিয়নের সবচেয়ে টাফ লোকটাকে আচ্ছামত পিটিয়েছ। কাজটা আর কেউ করতে পারেনি, এমনকী ওকে সামান্য টলাতেও পারেনি কেউ। আসলে বহুদিন বুল ফ্লিচের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসই করেনি কেউ।'

থামল মেয়েটি, ভুরু সামান্য কুঁচকে গেছে। 'ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় লাগছে আমার কাছে। ফ্লিচ মোটেই ঝগড়াটে স্বভাবের লোক নয়। বরং এই প্রথম ওকে আগ বাড়িয়ে ঝগড়া বাধাতে দেখলাম।'

'কেউ হয়তো ওর কান ভারী করেছে, অথচ বিয়ার ক্যানিয়ন সম্পর্কে ভাবার ফুরসতই মেলেনি আমার। ওদের ওখানে যাইনি, কিন্তু ফ্লিচ ভেবে বসে আছে ওদের তাড়িয়ে দেব আমি।'

সমীহের চোখে স্যামকে দেখছে জেনি ম্যাককুইন। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। পেশিবহুল শরীরের প্রতি ইঞ্চি থেকে শক্তি আর সামর্থ্য

ফুটে বেরোয়। মানুষটা প্রয়োজনে খুবই নিষ্ঠুর ও চরম বেপরোয়া হয়ে ওঠে, একটু আগে চাক্ষুষ করেছে জেনি। অথচ অন্য সময়ে চোখে বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি থাকে। এটাই স্বাভাবিক। মারকুটে তিন ভাইয়ের সঙ্গে বড় হওয়ার সুবাদে পুরুষদের সম্পর্কে ভালই ধারণা আছে জেনির। হাতাহাতি লড়াইও ওর কাছে বিস্ময়কর কিছু নয়। বুঝতে পেরেছে যান্ত্রিক দক্ষতা, শৈল্পিক নৈপুণ্য আর ইস্পাতদৃঢ় মনোবল নিয়ে লড়েছে এই মানুষটা।

'পরিণতির ব্যাপারে কী যেন বললে, ম্যা'ম?' মনে করিয়ে দিল স্যাম।

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ একটা অধ্যায় শুরু করেছ তুমি? বিয়ার মাউন্টেনের লোকগুলো খুবই কঠিন টাইপের। এমনকী ডিক রিগেলের ক্রুরাও ওদের সঙ্গে লড়ার সাহস করে না।'

'রিগেলের আউটফিট কঠিন লোকজনে ভরা?'

'কয়েকজনকে তুমিও দেখেছ। এদের দু'তিনজন স্বীকৃত খুনি। কেন যে এদেরকে কাজে নিয়েছে রিগেল, খোদা মালুম!'

'যেমন ভেটার?'

'স্টিভ ভেটারকে চেনো? ভেটার একজন, তবে অন্যরা ওর চেয়েও খারাপ। হিস্কিট বা ক্লাইডের তুলনায় ও দুগ্ধপোষ্য শিশু।'

হিস্কিট বা ক্লাইডের নাম স্যামের পরিচিত। জানে তাদের সম্পর্কে। হিস্কিটকে কখনও চোখে না-দেখলেও বিস্তর জানে কুখ্যাত এই পিস্তলবাজ ও ভাড়াটে খুনি সম্পর্কে। টেক্সাসের বেশিরভাগ গরু ব্যবসায়ী বা র‍্যাঞ্চার ঠেকে জেনেছে হিস্কিটের নাম। তরুণ বয়সে ইয়োঙ্গার ভাইদের সঙ্গে রাসলিং করত, টেক্সাস সীমান্তে ওর দৌরাত্ম্যে শান্তি পেত না র‍্যাঞ্চাররা। হিস্কিট হঠাৎ টেক্সাস ছেড়ে মিসৌরি চলে যাওয়ায় তিনদিন ধরে উৎসব করেছিল গরু ব্যবসায়ীরা।

ব্যানক আর এল্ডার গাল্‌শের আশপাশে ব্যাপক পরিচিতি ছিল মন্টানার বন্দুকবাজ হার্ভে ক্লাইডের, তবে পাঞ্চিংয়েও টপহ্যান্ড ছিল সে। কয়েকবার টেক্সাসের বিভিন্ন ট্রেইলে ড্রাইভ করেছে। অ্যাবিলিন আর ডোয়ান'স ক্রসিঙে তাকে দেখেছে স্যাম। সেবার স্যামের হাতে মারা পড়ে এক আউটল, টাম্বলিং-সির গরুর পাল থেকে কয়েকটা গরু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল লোকটা।

ক্লাইড বা হিস্কিটের মত মানুষের সঙ্গে ডিক রিগেলের সখ্যতা

পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে।

আরও কিছু সাপ্লাই কিনে এক লোককে ভাড়া করল স্যাম। ওয়্যাগনে করে সমস্ত সাপ্লাই ফায়ারবক্সে পৌঁছে দেবে লোকটা।

ঘোড়ার কাছে ফিরে আসতে স্যাম দেখতে পেল সেলুনের সামনে অলস সময় কাটাচ্ছে ড্যান বেন্ডার।

'শহরের চৌহদ্দিতে নেই ভেটার,' জানাল ড্যান। 'ব্যাপারটা লোকজনের চোখেও লেগেছে, কারণ সাধারণত ব্যাট কেভ সেলুনে পোকার খেলে সে। দু'দিন ধরে লাপাত্তা। উঁহুঁ, কাউকে জিজ্ঞেস করিনি কিছু, স্রেফ কান খোলা রেখেছি।'

পরের তিন দিন র‍্যাঞ্চে নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকল টাম্বলিং-সি ক্রুরা। কেউ বিরক্ত করতে আসেনি, কেউ দেখাও দেয়নি। তিনদিনে কাজ অনেকটা গুছিয়ে ফেলেছে ওরা।

করালের বেড়া মেরামতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টেকো বেন ডেগনারকে। তৃতীয়দিনে কাজ শেষ করে বেড়াটা খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর সন্তুষ্টির সঙ্গে হেসে, গর্ব ভরে এমেট পেকারের দিকে তাকাল। 'এম, হাতিও এই বেড়া ভাঙতে পারবে না,' মন্তব্য করল সে।

'কী বললে? হাতি এই বেড়া ভাঙতে পারবে না? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!'

'সন্দেহ আছে তোমার? বেড়ার ভিতরে হাতি দেখতে পাচ্ছ, তা হলে অযথা তর্ক করছ কেন?'

খেপা দৃষ্টিতে ডেগনারের দিকে তাকিয়ে থাকল পেকার, তারপর গটমট করে চলে গেল ওখান থেকে।

দিনে দশ থেকে বারো ঘণ্টা স্যাডলে কাটছে ওদের। সারা রেঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে গরু, যেমন আশা করেছিল তারচেয়ে বেশি খাটতে হচ্ছে। গরুর সংখ্যাও বেশি, বিশেষ করে কমবয়সী বাছুর অগুনতি। বেশ কয়েকবার একাধিক রাইডারের ট্র্যাক চোখে পড়ল স্যাম রেডলিনের, তবে কয়েকদিন আগের পুরানো বলে গ্রাহ্য করল না।

তৃতীয় বিকালে ঢালু জমি ধরে তলায় ছোট্ট এক ক্যানিয়নের সামনে উপস্থিত হলো ও। জায়গাটা ডিলান মাউন্টেনের পুব সীমানার কাছে। হঠাৎ ঘাসের উপর রক্ত চোখে পড়ল।

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কয়েকদিনের শুকিয়ে যাওয়া

হলেও রক্তই বটে। স্যাডলে বসে চারপাশে চক্কর কাটল স্যাম, আরও চিহ্ন খুঁজে পেতে পারে। রক্তমিশ্রিত দুটো পাতা পেল দুই জায়গায়। ঘোড়ায় চড়ে জায়গাটা পেরিয়েছে আহত লোকটা, ধীর গতিতে ছুটছিল ঘোড়াটা।

ট্র্যাক অনুসরণ করে নিচু উপত্যকায় পৌঁছল স্যাম। বেশ কয়েকজন অশ্বারোহীর সঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছে আহত লোকটা। অন্তত পাঁচজন। একটা ঘোড়াকে লীড করে নিয়ে যাচ্ছিল।

বাওয়ারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জখম হওয়া লোকটাই? যদি তাই হয়ে থাকে, কোথায় যাচ্ছে এরা? ডিলান ক্যানিয়নের ঢাল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম। এখনও ফায়ারবক্সের রেঞ্জে আছে। সরু ট্রেইল ধরে সঙ্কীর্ণ ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে, তবে ক্রমে চওড়া হচ্ছে ট্রেইল, সম্ভবত প্রশস্ত গিরিখাতে গিয়ে পড়বে। হাঁটুর উপর আড়াআড়ি উইনচেস্টার রেখেছে স্যাম, সতর্ক।

পাহাড়ী এলাকায় অভ্যস্ত একটা বাকস্কিনের পিঠে চেপেছে ও। এবড়োখেবড়ো জমি বা পাহাড় পাড়ি দিতে অভ্যস্ত ঘোড়াটা। গতি, দম বা শক্তি···কিছুর ঘাটতি নেই ওটার মধ্যে। বিপদের সম্ভাবনা থাকলে এমন ঘোড়াই সঙ্গে থাকা উচিত। বুনো পাহাড়ী এলাকাটা স্যামের জন্য একেবারে নতুন।

ক্যানিয়নের সীমানা পেরিয়ে উন্মুক্ত উপত্যকায় চলে এসেছে স্যাম। সামনে ছোট্ট ঝর্না। সরু ট্রেইল ধরে পরের ক্যানিয়নে চলে গেছে রাইডাররা।

ক্যানিয়ন তো নয়, যেন অন্ধকারপুরী! আলো-ছায়ার কারসাজি ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছে। অস্তমান সূর্যের রশ্মি কিনারা হয়ে উঁকি দিচ্ছে ক্যানিয়নে। দৃষ্টিসীমায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্ভেদ্য দেয়াল। পাথুরে দেয়ালের এক জায়গায় বজ্রপাতে কাত হয়ে পড়ে আছে মরা একটা পাইন, এমনভাবে যেন ক্লিফের দিকে সতর্ক সঙ্কেত পাঠাচ্ছে!

সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটাকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে। দিনের আলো এমনিতে ফুরিয়ে গেছে, তায় আকাশছোঁয়া দেয়ালের ছায়া; সব মিলিয়ে গা ছমছম করা অস্বস্তিকর পরিবেশ। ঝর্নার কুলকুল ধ্বনিই এখানে একমাত্র শব্দ। মৃদু বাতাসে জুনিপার ঝোপে মর্মরধ্বনি উঠতে থমকে দাঁড়াল বাকস্কিন, মাথা উঁচু হয়ে গেছে, কান খাড়া।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ফিসফিস করল স্যাম, বাকস্কিনের ঘাড়ে একটা হাত

রেখে আশ্বস্ত করতে চাইল ওটাকে। 'ঘাবড়াস না, বাছা। কিচ্ছু হয়নি।'

আগে বাড়ল ঘোড়াটা, এমনভাবে যেন খুরের আগায় হাঁটছে। খুবই সতর্ক, তটস্থ এবং উত্তেজিত। এই ক্যানিয়নের নাম বক্স, এলাকার সবচেয়ে গভীর গিরিখাত। র‍্যাঞ্চ বিক্রির আলোচনার সময় এটার কথা বলেছিল বুড়ো অ্যালবি বাওয়ার।

পাথুরে দেয়ালের ফাঁকে হঠাৎ ক্ষীণ আলো চোখে পড়ল ওর। নিচু স্বরে ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলল স্যাম, সন্তর্পণে স্যাডল ছেড়ে মাটিতে পা রাখল। রাইফেলটা স্ক্যাবার্ডে রয়ে গেছে।

স্পারের শব্দ যাতে না-হয়, খুবই সতর্কতার সঙ্গে এগোল ও। নরম ঝুরঝুরে মাটি। পাথুরে দেয়ালের কোণ ঘুরতে ছোট্ট একটা আগুন আর ওটার পাশে চওড়া হ্যাট পরা এক লোকের ছায়া দেখতে পেল। চট করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল স্যাম। দেখল নতুন একজন এসেছে, এই লোকটা টেকো, মাথায় হ্যাট নেই।

ক্যানিয়নের জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে সামান্য শব্দও স্পষ্ট শোনা যায়। লোকগুলোর কথাবার্তা প্রায় চমকে দিল স্যামকে, যেন ম্যাগনিফাই করা—স্পষ্ট!

'একটু ভাল লাগছে, ভেটার?' একজনের কণ্ঠ। 'চিন্তা কোরো না, কালই ড্রাই লেগেটে চলে যাব আমরা।'

জবাবটা একজন অসুস্থ মানুষের। অভিযোগ-ভরা কর্কশ ক্লান্ত স্বর। 'কী কারণে এই জাহান্নামে আমাদের ফেলে রেখেছে বস্? রানিং-আরে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? এই গর্তে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব!'

'লুকিয়ে থাকতে হবে তোমার। এখন পর্যন্ত আমাদের সন্দেহ করছে না কেউ, তাই বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে পারলে ধরাও পড়ব না।'

খুঁটিয়ে দেখল স্যাম। আগুনের কাছাকাছি তিনজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এখন, একজনের মাথায় ব্যান্ডেজ। একটু দূরে রান্নার কাজে ব্যস্ত চতুর্থজন। অন্য একজন বোধহয় পাহারায় রয়েছে, মাঝে মধ্যে পায়চারি করছে। দূরে থাকায় কারও চেহারা দেখতে পাচ্ছে না স্যাম, তবে অবয়ব ধরতে পারছে—মুখের কাঠামো, কাঁধের আকার। শিগ্‌গিরই হয়তো এদের সঙ্গে লড়তে হবে, তাই দেখামাত্র তাদের চিনে নিতে চাইছে। কাউকে চেনার জন্য তার কাঠামোটাই যথেষ্ট কখনও কখনও।

চওড়া হ্যাটঅলা হঠাৎ স্যামের দিকে ফিরল।

ভ্যান হিস্কিট!

আজকের আগে কখনও তাকে দেখেনি স্যাম, তবে বর্ণনাটা জানা ছিল। পশ্চিমে এটাই হয়। নামকরা গানফাইটারদের বর্ণনা সবার মুখে মুখে ফেরে। বেসবল খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা, রেসের ঘোড়ার জকি বা বাকারদের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় এরা।

ছিপছিপে, ঋজু দেহ আর চিবুকে সাদাটে ক্ষতচিহ্ন ছাড়াও হিস্কিটের অনুপম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ ও সরু আঙুল।

'কী ব্যাপার, ভ্যান? কোন সমস্যা?' জানতে চাইল ভেটার।

'কিছু একটা আছে ধারে-কাছে, স্পষ্ট টের পাচ্ছি।'

'বাঘ বোধহয়। ক্যানিয়নগুলোতে বাঘের বেশ আনাগোনা। একবার একটাকে ভালুকের সঙ্গে লড়তে দেখেছি। তাও কালো ভালুক। ভাবো একবার! বেতাল না-হলে গ্রিজলির সঙ্গে লড়তে চায় না কোন বাঘ।'

অন্ধকারে আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল হিস্কিটের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আগুনের পাশে গিয়ে বসল সে। 'আমরা চলে আসার পর কেবিনে গেছে যে-লোকগুলো, ওরা কারা? ফিরে আসার সময় দেখলাম সরাসরি কেবিনের দিকে যাচ্ছে।'

'বস্ বোধহয়। শেরিফকে নিয়ে ওখানে যাওয়ার কথা ছিল ওর।'

আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ বাদ দিলে একেবারে নীরব হয়ে গেছে ক্যাম্প, তবে দূর থেকে তাও শুনতে পাচ্ছে না স্যাম। আগুনের শিখার প্রতিফলন উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিয়েছে ক্যানিয়নের দেয়ালে।

'পরিস্থিতি ভাল ঠেকছে না, ভ্যান, একটুও ভাল লাগছে না আমার!' বলছে স্টিভ ভেটার। 'আগেও জখম হয়েছি, কিন্তু এটা খারাপ, বেশ খারাপ! শুশ্রূষা দরকার আমার, একজন ডাক্তার দরকার।'

'শান্ত হও, স্টিভ। সময় হলে সবই পাবে।'

'অবস্থা সুবিধার মনে হচ্ছে না! বুঝলাম কাউকে কিছু জানতে দিতে চায় না বস্, কিন্তু বেঁচে থাকার অধিকার আমারও তো আছে!'

খাওয়ার পালা আসতে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সতর্কতার সঙ্গে পিছিয়ে এল স্যাম, সন্তর্পণে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। স্যাডলে চড়ে ঘোড়াকে ঘোরাতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি, নুড়িপাথরে ঠুকে গেল ওটার খুর!

যথেষ্ট দূরে রয়েছে শত্রুপক্ষ, হয়তো শুনতে পাবে না মনে করেছিল স্যাম। কিন্তু ক্যাম্পে চাপা চিৎকার ওকে জানিয়ে দিল ধারণাটা ভুল। স্পার দাবাল ও, এখন আর লুকোচুরি খেলে লাভ নেই। যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছতে হবে। অন্ধকারে ছুটল ওর ঘোড়া। পিছনে হাঁক ছাড়ল কেউ, তারপর গর্জে উঠল একটা রাইফেল। পাত্তা দিল না স্যাম, জানে এত দূর থেকে গুলি লাগবে না, তা ছাড়া টার্গেটও দেখতে পাচ্ছে না শত্রুপক্ষ। স্রেফ আন্দাজের উপর গুলি করেছে। বাঁকের কারণে ক্যানিয়নের ভিতর দূরের লক্ষ্যবস্তুতে গুলি করাও সম্ভব নয়।

দ্রুত ছুটতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলল স্যাম। উদ্দিষ্ট বাঁকটা কখন পাশ কাটিয়ে এসেছে নিজেও জানে না, হঠাৎ খেয়াল করল ক্যানিয়নের অচেনা অংশে ঢুকে পড়েছে—এদিক দিয়ে ঢোকেনি। ডিলান মাউন্টেনের আকাশচুম্বী শৃঙ্গ নাক বরাবর চোখে পড়ছে, অথচ ডানে দেখতে পাওয়ার কথা। তারার ম্লান আলোয় দেখল ঢালু পথ ক্রমে খাড়া হয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। পিছনে খুরের শব্দ, ধাওয়া করে আসছে হিস্কিটরা। তবে গুরুত্ব দিল না, ধরে নিয়েছে অনুসরণ করে এতটা আসতে পারবে না ওরা।

ট্রেইলে বা ট্রেইলের ধারে অসংখ্য বোল্ডার আর উপড়ে পড়া গাছ পড়ে আছে, অন্ধের মত ছুটতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মিনিট দশেক এগোনোর পর শাখা-গিরিখাতে প্রবেশ করল ও, মুখে হালকা ঝিরঝিরে বাতাস প্রশান্তি ছড়িয়ে দিল দেহে, তবে পিছনে ধাবমান খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে আরও বেশি স্বস্তি বোধ করল। ক্যানিয়নের ভিতরে গোলাগুলির মধ্যে পড়তে চায়নি, সরু ও আঁকাবাঁকা ট্রেইলের দু'পাশে পাথুরে দেয়ালে ছিটকে গায়ে লাগত গুলি, টার্গেট না-হয়েও জখম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ-ধরনের পরিবেশে। খুবই বিপজ্জনক।

দূরে পানির উৎস দেখতে পেল স্যাম। ঘোড়াটাকে নিয়ে ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্নার পাশে উপস্থিত হলো। ঝর্নার কিনারা ধরে প্রায় মাইল খানেক এগিয়ে পাহাড়ী একটা মেসায় পৌঁছল। তারও কিছুক্ষণ পর ট্রেইল খুঁজে পেয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল, সামনে পাহাড়ের জমকাল অবয়ব, চেনা চেনা লাগছে।

চলার পথে ক্যানিয়নে শোনা কথাবার্তা পর্যালোচনা করল ও। ওর সন্দেহই ঠিক—জেমস বাওয়ারের খুনিদের একজন স্টিভ ভেটার।

সম্ভবত হিস্কিটও দলে ছিল। সেক্ষেত্রে, ডিক রিগেল সম্পর্কে ওর কিছু জানা না-থাকলেও, নির্ঘাত তার কাঁধেই সব দায় গিয়ে পড়ে।

জেমস বাওয়ারের মৃত্যু আর ভুয়া রসিদ থাকায় ফায়ারবক্সের মালিকানা পেতে কোন সমস্যাই হত না ডিক রিগেলের। টাম্বলিং-সি ক্রুরা আচমকা উপস্থিত না-হলে ঠিক তাই ঘটত।

এখন কী করবে রিগেল? ফায়ারবক্সের দখল পেতে মরিয়া চেষ্টা বা খুনোখুনির পরিণতিতে শূন্য হাতে ফিরে যাবে? উঁহুঁ, হাল ছাড়বে না। স্যামের অভিজ্ঞতা বলছে ভিন্ন পথ ধরবে রিগেল। এ-ধরনের মানুষ কখনও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। যে-কোন মূল্যে র‍্যাঞ্চের দখল নেওয়ার চেষ্টা চালাবে, তারই পর্যায় হিসাবে টাম্বলিং-সি রাইডারদের ভাবমূর্তি যতটা সম্ভব নষ্ট করে দিতে চাইবে।

ক্যানিয়নের লোকগুলো ড্রাই লেগেটে যাবে। কী ওটা, কোন ক্যানিয়ন বা হাইড-আউট? না গুপ্ত ক্যাম্প? জায়গাটা কোথায়?

করণীয় ঠিক করে ফেলেছে স্যাম। ড্রাই লেগেট জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে, এবং অবশ্যই শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

র‍্যাঞ্চ নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে শুনলে মন খারাপ করবে রোয়েনা ক্রকেট। মারকুটে ক্রুরা সবসময়ই ওর স্বার্থ দেখে, প্রয়োজনে জান বাজি রেখে লড়াই করে। ইদানীং কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে যেখানে লড়াই এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না, কিন্তু রোয়েনার মতে তাই করা উচিত ছিল। মেয়েটা এখনও উপলব্ধি করেনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য দু'পক্ষেরই আগ্রহ থাকতে হয়, একার চেষ্টায় কখনও শান্তি আসে না; তাতে স্রেফ আত্মসমর্পণ করা হয়। এমন কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারবে স্যাম যেখানে শান্তি স্থাপনের জন্য এক পক্ষ অস্ত্র তুলে রেখেছিল, কিন্তু পরিণতিতে অন্যপক্ষের নির্মম আক্রমণের শিকার হয়ে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

স্যাম রেডলিনের জীবনে একটি মাত্র মেয়ে এসেছে। প্রথম দেখায় মেয়েটির প্রেমে পড়েছে সে। সেই মেয়ে রোয়েনা ক্রকেট। সম্পর্কটা একতরফা নয়। কয়েকবার বিয়ের কথাবার্তাও হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবার অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনায় ব্যাপারটা পিছিয়ে গেছে। সবই দুর্ঘটনা বা দৈবাৎ যোগাযোগ? নাকি দু'জনের অন্তত একজন দ্বিধায় ভুগছে? বিয়ে ব্যাপারটা স্যামের জন্য নতুন তো বটেই, রোমাঞ্চকরও, কারণ

বরাবরই স্বাধীনচেতা ও, বাঁধনে জড়াতে চায় না। টাম্বলিং-সিতে যোগ দেওয়ার আগে আক্ষরিক অর্থে ভবঘুরে ছিল।

বিয়ের চিন্তা ঝেঁটিয়ে মাথা থেকে সরিয়ে দিল ও। ব্যক্তিগত কিছু ভাবার অবকাশ নেই এখন। ফোরম্যান হিসাবে বিপজ্জনক ও কঠিন একটা কাজ পেয়েছে হাতে। সমস্ত বাধা টপবে ফায়ারবক্সে রোয়েনা ক্রকেটের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নেভাডা ছাড়াও অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো এবং ইউটাহ্‌তে র‍্যাঞ্চ আছে রোয়েনার, তবে নেভাডাই ওদের হোম-র‍্যাঞ্চ। গরু ব্যবসায় সমৃদ্ধি অর্জন করেছে রোয়েনা, যার মূলে ক্রুদের আন্তরিক সহযোগিতা যেমন আছে, তেমনি স্যামের দূরদৃষ্টি, দক্ষ পরিচালনা বা নিষ্ঠার অবদানও আছে।

রোয়েনার ব্যাপারে স্যামের দ্বিধার একটা কারণ দু'জনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। রোয়েনাকে অঞ্চলের সেরা ধনী বলা চলে। মেয়েটির এই বিত্ত গড়ে ওঠার পিছনে যদিও স্যাম রেডলিনের নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠা রয়েছে। ট্রেইল ড্রাইভে কখনও কখনও দিনের পর দিন ঘুম ছাড়া কাটিয়ে দিয়েছে স্যাম। পরিচালনার ভার স্যামের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করে রোয়েনা। গরু, ঘোড়া, মানুষ···এই তিনটি জিনিস বোঝার সহজাত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে স্যাম রেডলিন। রেঞ্জের অবস্থাও ওর চেয়ে ভাল বোঝে না কেউ। ফোরম্যান হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর টাম্বলিং-সির হৃষ্টপুষ্ট গরুর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে কেবল। শীত বা শুকনো মরসুমে সমস্যা হয়নি।

সঙ্গত কারণে এত দক্ষিণে র‍্যাঞ্চ কিনতে আগ্রহী হয়েছে রোয়েনা, পরামর্শটা স্যামই দিয়েছে ওকে। ওর অভিজ্ঞতা বলছে উত্তরের রেঞ্জে কিছুদিনের মধ্যে মন্দা শুরু হবে, রেঞ্জে ঘাস ক্রমে শুকিয়ে আসছে। মাটির নীচে পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে। এখনই হয়তো কোন প্রভাব পড়বে না, তবে দু'চার বছর পর বিপাকে পড়বে বেশিরভাগ র‍্যাঞ্চার। এমন পরিস্থিতিতে দক্ষিণে অবস্থিত ফায়ারবক্স ওদের জন্য কুশন হিসাবে কাজ করবে।

স্যামের পরামর্শ গ্রহণ করে কখনও ঠকেনি, তাই নির্দ্বিধায় ফায়ারবক্স কিনে নিয়েছে রোয়েনা ক্রকেট। ওয়াইওমিং-এ সম্পত্তি ছিল বাওয়ারদের, বুড়ো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শেষ জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেবে। হয়তো প্রতিবেশীদের সঙ্গে টক্কর এড়াতেও চেয়ে থাকতে পারে

সে। রোয়েনার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বলে খদ্দের হিসাবে রোয়েনাকে প্রথম অফারটা দেয় বাওয়ার।

স্যামের পরামর্শে পানির উৎস আছে এমন জমি কিনেছে রোয়েনা। পশ্চিমে পানি ছাড়া জমির কোন মূল্য নেই, তাই পানির উৎস যার দখলে, কার্যত জমির নিয়ন্ত্রণও তার হাতে থাকে।

ফায়ারবক্স বাঙ্কহাউসে পৌঁছে শুতে শুতে ভোর হয়ে গেল স্যামের। শব্দ পেয়ে জেগে গেছে ড্যান বেন্ডার, একটা চোখ খুলে কৌতূহলী দৃষ্টি হানল স্যামের দিকে, তারপর ফের ঘুমিয়ে পড়ল। কোন প্রশ্ন করেনি, কোন মন্তব্যও করেনি, কিন্তু ঠিক আঁচ করে নিয়েছে সবকিছু।

ঘণ্টা দুই পর জাগল স্যাম। টেবিলে নাস্তা পরিবেশন করছে টেকো ডেগনার। বাঙ্কে উঠে বসে হাঁক ছাড়ল টেকো ক্রুর উদ্দেশে, পাশের কামরায় যেতে বলল তাকে। 'বাড়িটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুছিয়ে নাও, বেন। রোয়েনা···মিস্ ক্রকেট শিগ্‌গিরই পৌঁছে যাবে।'

'হাতে হাজারটা আছে, তার উপর নতুন কাজ চাপিয়ে দিচ্ছ! ক্ষুধার্ত এতগুলো কয়োটের খাবার তৈরি করা কি মুখের কথা? বেড়া মেরামত, ছাদ ঠিক করা···সবই তো আমার কাজ।'

'যা বলেছি শুনেছ!' হাসতে হাসতে বলল স্যাম, জানে এমন খুনসুটি করা ডেগনারের অভ্যাস। এভাবেই কাজ উপভোগ করে সে। 'আরেকটা কথা, বসের জন্য কেবিন তৈরি করতে হবে। চারপাশে প্রকৃতি দেখা যাবে এমন একটা জায়গা পছন্দ করে রেখো। ও তো আমাদের সঙ্গে এক ছাদের নীচে থাকতে পারবে না।'

'হয়েছে! এবার খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো! রাতে সাপার মিস্ করেছ।'

'অন্যরা কোথায়? নাস্তা খায়নি?'

'খেয়ে-দেয়ে আগেই বেরিয়ে গেছে ওরা,' সরু চোখে স্যামের দিকে তাকাল বেন ডেগনার। 'রাতে কী হয়েছিল? ঝামেলায় পড়েছিলে?'

'কিছুটা,' হাত-মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হলো স্যাম। 'হুট করে একটা ক্যাম্পে গিয়ে উঠলাম। পাঁচজনের তিনজনই আহত ছিল ওখানে। ড্রাই লেগেট নামে একটা জায়গায় আজ চলে যাবে ওরা।'

'প্লাযার পশ্চিমের ক্যানিয়ন।'

'প্লাযা?'

'মেক্সিকানদের বসতি ওটা। লোক ভাল ওরা। কয়েকটা অ্যাডোবি দালান, গুটিকয়েক স্টোর, সেলুন···এই নিয়ে প্লাযা।'

'এই এলাকা কতটা চেনো, বেন?'

'ভালই চিনি। এখান থেকে দক্ষিণে একটা আউটফিটের হয়ে কাজ করেছি, এস-ইউ র‍্যাঞ্চটার নাম। বেশ কয়েকবারই প্লাযায় গিয়েছিলাম। সকোরো শহরটা আরও বড়। দু'বার ওখানকার পাহাড়ে কাটিয়েছি। লুকিয়ে থাকার জন্য চমৎকার জায়গা।'

কাউহ্যান্ড বা রাঁধুনি হিসাবে খুবই দক্ষ টেকো ডেগনার, তবে যৌবনের শুরুতে আউটল ট্রেইলে চলাফেরা করেছে বেশি। ত্রিশ পেরোনোর পর বোধোদয় হয় তার, ফিরে আসে সুস্থ জীবনে। ওর বেশিরভাগ বন্ধু ততদিনে ফাঁসিতে ঝুলেছে।

'কালকের জায়গাটা বোধহয় চিনবে তুমি, ওই ক্যাম্পের কথা বলছি। বক্স নামে কোন জায়গা আছে? সম্ভবত ওদিকেই গিয়েছিলাম।' সবিস্তারে জায়গাটার বর্ণনা দিল স্যাম। কফিতে চুমুক দিতে দিতে মনোযোগ দিয়ে শুনল ডেগনার।

'হুঁ,' শেষে বলল সে। 'ডিলান মাউন্টেন পেরিয়ে যে-ক্যানিয়নে গেছ, বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে ওটা নির্ঘাত ডেভিল। তবে বক্সে বা তার নীচে কোথাও ক্যাম্প করেছে লোকগুলো। ফিরে আসার সময় ডেভিল ক্যানিয়নের পথ হারিয়ে ঘুরে ফ্রিস্কো যাওয়ার ট্রেইলে উঠেছ। তারপর সেন্টারফায়ারের ট্রেইল ধরে বাড়ি ফিরে এসেছ।'

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে বাধা পড়ল আলাপে। কফির কাপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল স্যাম, দোরগোড়ায় দেখতে পেল এমেট পেকারকে।

'স্যাম, টার্কি পার্কে জমায়েত করা গরুর পালটা উধাও হয়ে গেছে!' উত্তেজিত স্বরে জানাল সে; ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে। 'পিছু নিয়ে অ্যাপাচি মাউন্টেনের দিকে যাচ্ছে ড্যান।'

'আমাকে ফেলে যেয়ো না আবার!' অ্যাপ্রন খুলতে শুরু করল ডেগনার।

'উঁহুঁ, তুমি এখানে থাকবে!' নির্দেশ দিল স্যাম। 'শার্পসটা হাতে নিয়ে তৈরি থেকো। কে জানে, কেউ হয়তো আমাদের বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে এই কাজ করেছে! চিন্তা কোরো না, এর পিছনে কে দায়ী, অনুমান করতে পারছি।'

বেরিয়ে এসে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ওরা। বিস্তর ট্র্যাক পড়ে আছে। পাল অনুসরণ করে পিছু পিছু গেছে ড্যান বেন্ডার। গভীর ক্যানিয়নকে পাশ কাটিয়ে অ্যাপাচি মাউন্টেনের লাগোয়া ঝর্নার কিনারা ধরে চলে গেছে ট্রেইল। শেষে, ক্রীক পেরিয়ে ওপাশের বন্ধুর জমিতে উঠেছে খুরের ছাপ।

হঠাৎ ঘোড়া থামাল স্যাম, গভীর মনোযোগে শব্দ শুনল। সামনে কোথাও গরু ডাকছে, ক্যানিয়নের ভিতরে বোধহয়।

পাথুরে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ড্যান বেন্ডার। 'কাছাকাছি আছে ওরা। গত কয়েক বছরে এরচেয়ে বদখৎ চেহারার কাউবয় আর দেখিনি। চারজন।'

'চলো!' নির্দেশ দিয়ে স্পার দাবাল স্যাম।

ঝোপ পেরিয়ে খোলা জায়গা ধরে তুমুল বেগে ছুটল ওর ঘোড়া। ড্যান আর পেকার দু'দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গরুর ডাক এবং নড়াচড়ার কারণে ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ চাপা পড়ে গেল। একেবারে কাছাকাছি যখন পৌঁছল, রাসলারদের একজন টের পেয়ে গেল ওদের উপস্থিতি। ঝট করে সিক্সশূটারের দিকে হাত বাড়াল সে। ভোজবাজির মত একটা পিস্তল উঠে এল স্যাম রেডলিনের হাতে, কোমর পর্যন্ত তুলে গুলি করল ও। ঘোড়াটা ছুটছে বলে নিশানা করার উপায় ছিল না, তবে পুরোপুরি মিস্‌ও হলো না, রাসলারের ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে লাগল গুলি। রাইডারকে ছুঁড়ে ফেলে ঢলে পড়ল ঘোড়াটা।

ছুটে গিয়ে তাকে ভূপাতিত করল স্যাম, বাকস্কিনের খুরের নীচে প্রায় চাপা পড়েছে লোকটা।

পাশ ফিরতে স্যাম দেখল আরেকজনকে পেড়ে ফেলেছে ড্যান, তবে অন্য দু'জন ছুটে যাচ্ছে পেকারের দিকে। একইসঙ্গে ছুটল দুই বন্ধু—স্যাম আর ড্যান। ওদেরকে দেখে উৎসাহে ঘাটতি পড়ল দুই রাসলারের। পেকারকে বাদ দিয়ে ড্যানের দিকে নজর দিল একজন, পিস্তল তুলছে। ট্রিগার টানার আগেই ড্যানের গুলি ফুটো করে দিল তার বুক। স্যাডল থেকে ঢলে পড়ল শরীরটা।

ঝটপট মাথার উপর হাত তুলে ফেলল অন্যজন।

সুঠামদেহী বলা যাবে না একে। কর্কশ চেহারার সঙ্গে হিংস্র চোখজোড়া বেশ মানিয়ে গেছে। লম্বা চুল, ক্ষৌরিহীন মুখ আর নোংরা কাপড়। কোমরের পিস্তলটা ঝকঝকে, নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়।

কাঠিন্য ছাপিয়েও বিস্ময় দেখা যাচ্ছে লোকটার মুখে। একে একে তিনজনকে দেখল সে। 'পিস্তলে বেশ চালু তোমাদের হাত,' বলল সে। 'কিন্তু আখেরে লাভ হবে না! আজকের মাশুল দিতেই হবে তোমাদের!'

স্যাডল ক্যান্টারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা দড়ি তুলে নিল পেকার। 'শুভ কাজে দেরি করতে নেই, স্যাম। ধারে-কাছে উঁচু গাছেরও অভাব নেই।'

'আরে! করছ কী!' হঠাৎ ভড়কে গেল লোকটা।

'আমাদের গরু সরিয়ে আনলে কী কারণে, শুনি?' জানতে চাইল স্যাম।

'সব গরু ভাল অবস্থায় আছে, একটাও খোয়া যায়নি,' দ্রুত বলল লোকটা, স্যামের মুখে মারপিটের শুকনো দাগ দেখে বলল, 'তুমি বুল ফ্লিচকে পিটিয়েছিলে না? সেজন্য যদি তোমাকে খুন নাও করে সে, তবে আজকের জন্য করবে। এক সপ্তাহের আগেই কবরে ঠাঁই হয়ে যাবে তোমার!'

'এম, ব্যাটাকে স্যাডলের সঙ্গে আচ্ছা করে বাঁধো তো। ওকে শহরে নিয়ে গিয়ে শেরিফের হাতে তুলে দেব। তারপর বিয়ার ক্যানিয়নে যাব আমরা।'

'বিয়ার ক্যানিয়নে যাবে?' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে। 'মুখে বলছ, না সত্যি যাবে? সাহস আছে তোমার? বোকা, আস্ত বোকা তুমি! বুল তোমাকে খুন করবে! পুরো দলটাকে খুন করে ফেলবে!'

'পারবে না,' বলল স্যাম। 'একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেব ওকে। এখানে থাকতে হলে আমাদের গরুতে হাত দেওয়া যাবে না। হয় এই শর্ত মেনে থাকবে, নইলে সবক'টাকে এখান থেকে তাড়াব আমি। আর না-গেলে পুড়িয়ে মারব!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' অস্থির হয়ে উঠেছে লোকটার চাহনি, একটু আগের ঔদ্ধত্য উধাও হয়ে গেছে, রীতিমত অনুনয় করছে এখন। 'বিয়ার ক্যানিয়নে যেয়ো না! হয়েছে কী, এসবের সঙ্গে জড়িত নয় ওরা!'

'মুখ ফুটেছে তোমার,' অপেক্ষায় থাকল স্যাম।

'ডিক রিগেল এ-কাজ দিয়েছে আমাদের। অ্যাপাচি মাউন্টেন ছাড়িয়ে স্যান্ড ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিটি গরুতে পনেরো ডলার।'

'জজের সামনে এ-কথা বলতে পারবে?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল লোকটার মুখ। সামান্য দ্বিধার পর বলল, 'আমাকে যদি নিরাপত্তা দাও, তা হলে বলতে আপত্তি নেই। মুখ খুলেছি জানলে নির্ঘাত আমাকে খুন করবে রিগেলের লোকেরা!'

ভরদুপুরে পেলনায় পৌঁছল ওরা। দেখে মনে হলো প্রখর রোদে ঝিমাচ্ছে শহরটা, প্রায় ফাঁকা বলা চলে। ল-অফিসের সামনে পৌঁছতে পৌঁছতে পিছনে পনেরো-বিশজনের একটা দল জুটে গেল। বেরিয়ে এসে পোর্চে দাঁড়াল শেরিফ জ্যাক ওয়াল্ট, এক নজরে বুঝে নিল পরিস্থিতি। রাসলার লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল।

'তো, ডেভ, দেখা যাচ্ছে সঙ্গী বাছতে ভুল করেছ তুমি,' মন্তব্য করল শেরিফ, তারপর স্যামের দিকে ফিরল। 'কী করেছে ও?'

'ফায়ারবক্সের এক পাল গরু চুরি করেছে।'

'একা?'

'চারজন ছিল ওরা। অন্যদেরকে আনার উপায় ছিল না, কারণ কথা বলার সুযোগ নেই ওদের। তবে এর আছে।'

ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোক দ্রুত সরে গেল। লোকটাকে অনুসরণ করল স্যামের চোখ, দেখল ত্রস্ত পায়ে গেলভিন'স এম্পোরিয়ামে গিয়ে ঢুকল সে। মুহূর্ত কয়েক পর গলি থেকে বেরিয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে এল জিম ইয়োন্ট।

'আর কারা ছিল তোমার সঙ্গে, ডেভ? বিয়ার ক্যানিয়নের কেউ?'

'শুধু আমি,' যেন ভূতের আছর হয়েছে, ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে ডেভ নামের লোকটা। 'ভিতরে চলো!'

'ঝুলিয়ে দাও!' চেঁচাল কেউ। 'ব্যাটাকে ঝুলিয়ে দাও!'

চড়া কণ্ঠ। কে যেন সমর্থন করল তাকে, তারপর আরও একজন।

কে চেঁচাচ্ছে দেখার জন্য ভিড়ের উপর দৃষ্টি চালাল স্যাম, একই মুহূর্তে অন্য দিক থেকে কেউ চেঁচাল: 'দেরি করছ কেন? একটা গুলি করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল বন্দি, দু'চোখের মাঝখানে ছোট্ট গর্ত তৈরি হয়েছে।

'কে গুলি করেছে?' রাগে জ্বলে উঠল স্যামের চোখ। 'হাত-বাঁধা নিরস্ত্র একজন লোককে যে গুলি করে তার মত নীচ লোকের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই!'

অস্বস্তির প্রবাহ বয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে, এমনকী কেউ ফিরেও তাকাল না। কেউ রাসলারের খুনিকে দেখে থাকলেও ভয়ে টুঁ শব্দ করছে না, বা তাকাচ্ছে না কোন দিকে। ভিড়ের এক পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জিম ইয়োন্ট, তার পাশের লোকজন কিছুটা সরে গেছে।

'কাউকে গুলি করতে দেখলাম না, রেডলিন,' বলল ইয়োন্ট। 'লোকটা রাসলার না? ও মরে যাওয়ায় ভালই হয়েছে, ট্রায়ালের ঝামেলা করতে হলো না।'

'কিন্তু একজন সাক্ষীও ছিল সে! ফায়ারবক্সের গরু রাসলিং করার জন্য ওর সঙ্গে সমঝোতা করেছিল ডিক রিগেল। বুঝতেই পারছ, ওর সাক্ষ্য পেলে আসল চোরকে ধরতে পারতাম আমরা!'

তথ্যটা বিমূঢ় করে তুলেছে দর্শকদের, এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি কেউ। ধীরে ধীরে ভিড় আলগা হয়ে গেল। ল-অফিস থেকে কাছাকাছি স্টোর বা গলিতে সরে গেল লোকজন, খণ্ড খণ্ড জটলার আকারে গরম খবরটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকল।

ধারে-কাছে রিগেল-ক্রুদের কাউকে চোখে পড়ছে না, তবে একটু দূরে স্টোরের পাশের গলিতে স্যাডলে বসে আছে ড্যান বেন্ডার। পিস্তলের বাঁটে একটা হাত রেখে ভিড়ের উপর নজর রাখছে। মাত্রই পৌঁছেছে সে, অজ্ঞাত খুনির গুলি হওয়ার পর।

'সব শুনে নিশ্চয়ই খেপে যাবে রিগেল, রেডলিন,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জিম ইয়োন্ট। 'ভুল বুঝো না আমাকে, স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে বলছি কথাটা।'

'রিগেল জানে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। ওকে বোলো এবার কিন্তু একটা বাচ্চা নয়, পূর্ণবয়স্ক লোককে খুন করতে হবে!'

কামড়ে সিগারের গোড়া আলাদা করে থোক্ করে ছুঁড়ে ফেলল শেরিফ। চাহনি সতর্ক। 'রিগেলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছ তুমি, রেডলিন। প্রমাণ করতে পারবে?'

মৃত রাসলারের দিকে ইশারা করল স্যাম। 'একমাত্র সাক্ষী ছিল ও। ওর কাছ থেকে জেনেছি যে আসল কর্মের হোতা রিগেল, তার নির্দেশেই গরু চুরি করেছে ডেভরা। এর সঙ্গে বিয়ার ক্যানিয়নের নেস্টরদের সম্পর্ক নেই আর...' ট্র্যাক ধরে ডেভিল ক্যানিয়নে যাওয়ার গল্প বলল ও, মনোযোগ দিয়ে শুনল শেরিফ।

'তা হলে ড্রাই লেগেটে চলে গেছে ওরা?' জানতে চাইল জ্যাক

ওয়াল্ট।

'তাই বলছিল ওরা, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টেও থাকতে পারে। আহত তিনজনের মধ্যে ভেটারের অবস্থাই খারাপ ছিল, এ-নিয়ে অভিযোগ করছিল সে। বলছিল, শুশ্রূষা আর ডাক্তারের সেবা দরকার। ভ্যান হিস্কিট ওদের মধ্যে সবচেয়ে মুখর ছিল।'

জেনিফার ম্যাককুইনের স্টোরের সামনে ছায়া আছে এমন জায়গায় বাকস্কিনটাকে বাঁধল স্যাম। ড্যানকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট কেভ সেলুনে ঢুকল।

সেলুনটা বেশ দীর্ঘ। দু'পাশে পেটমোটা দুটো স্টোভ। বারটা কামরার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে। একটা রুলেত টেবিল ছাড়াও তাসের জন্য কয়েকটা টেবিল রয়েছে।

বারের পিছনে টেকো মাথার বিশালদেহী এক বারকীপ, কঠিন চাহনি লোকটার চোখে। বারের উপর দুই সবল বাহুর ভর রেখে ঝুঁকে এসেছে সে, ড্রিঙ্ক হাতে তিনজনের সঙ্গে গল্প করছে। টেবিলে খেলায় ব্যস্ত কয়েকজন। টাম্বলিং-সি ক্রুরা ভিতরে ঢুকতে চোখ তুলে তাকাল সবাই, তারপর যার যার কাজে মনোযোগ দিল।

দুটো বীয়ারের ফরমাশ দিয়ে গেম-টেবিলের দিকে তাকাল স্যাম। এক টেবিলে বসে খেলছে জিম ইয়োন্ট। একটু আগের ঘটনায় নিরীহ দর্শক ছিল সে, নাকি সেই গুলি করেছে ডেভকে?

আনমনে মাথা নাড়ল স্যাম। লোকটার সঙ্গে পোকার খেলতে পারলে উপভোগ করত, উপরন্তু তাকে বুঝতেও পারত। তবে কাউকে বোঝার এরচেয়ে শ্রেয়তর উপায়ও আছে। একে মূড নেই, তায় সময়ও কম। ডিক রিগেলের বিরুদ্ধে গুরুতর একটা অভিযোগ তুলেছে ও, সেটা প্রমাণ করতে হবে।

বীয়ার শেষ করে ড্যান সহ রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। দু'জন বেরিয়ে যাওয়ার পর খেলা ছেড়ে উঠে পড়ল জিম ইয়োন্ট, প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে সেও বেরিয়ে এল, সরাসরি এম্পোরিয়ামে ঢুকল।

'ঝেড়ে ফেলো ওকে!' জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল সাই গেলভিন, কণ্ঠে ভর্ৎসনা। 'সময় থাকতে ফেলে দাও—এখুনি!'

মাথা ঝাঁকাল ইয়োন্ট। 'দু'একটা আইডিয়া দিতে পারবে?'

কুৎসিত হয়ে গেল স্টোর-মালিকের মুখ। 'বুঝেছি! ভজকট করে ফেলবে তুমি! তোমার কিছু করতে হবে না, কাজটা আমার উপর ছেড়ে

দাও!'

'তুমি করবে?' অবিশ্বাসে কর্কশ হয়ে গেছে ইয়োন্টের কণ্ঠ।

স্টিলের রিমের চশমার ওপাশ থেকে সরু চোখে ওর দিকে তাকাল গেলভিন। জীবনে বহু কিসিমের মানুষ দেখেছে ইয়োন্ট, একডজন ভয়ঙ্কর লোক দেখেছে, অথচ সেই ভয়ঙ্কর মানুষগুলোর চোখ এত ভয়ঙ্কর দেখাত না। কী আছে চাহনিতে জানে না, কিন্তু কলজে হিম হয়ে যাচ্ছে ওর! র‍্যাটলারের মত শীতল, গা শিউরানো চাহনি। অজান্তে শিউরে উঠল ও।

'হ্যাঁ, আমি করব,' পুনরাবৃত্তি করল গেলভিন।

*

সন্ধ্যার ঠিক আগে বিয়ার ক্যানিয়নে পৌঁছল ওরা–স্যাম, ড্যান এবং পেকার।

ক্যানিয়নের তলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তৈরি হয়েছে কেবিনগুলো। কোন কোনটা অ্যাডোবির; বেশিরভাগই জীর্ণ, তাড়াহুড়ো করে খাড়া করা হয়েছে। ছোট্ট অগোছাল বসতি, তবে এখানে আসার পর এটার কথাই বেশি শুনেছে স্যাম রেডলিন। গুটি কয়েক মহিলা রয়েছে, পুরুষদের সঙ্গে তাদের তেমন কোন পার্থক্য নেই–মুখ থমথমে, ক্লিষ্ট এবং বৈরী। গুজব রয়েছে গরু বা ঘোড়া চুরি করে জীবন যাপন করে এখানকার অধিবাসীরা।

'এম, ঘোড়ার কাছে থাকো,' নির্দেশ দিল স্যাম। 'ফেরার সময় হয়তো ছুটতে হতে পারে আমাদের। তৈরি থেকো সবসময়, আমার চিৎকার শোনা মাত্র ঘোড়া নিয়ে ছুটে যেয়ো!'

মাঝামাঝি দীর্ঘ বাঙ্কহাউসে বেশিরভাগ অধিবাসী থাকে। ড্যান বেন্ডারকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ির দিকে এগোল স্যাম। জানালা দিয়ে ভিতরে চোখ পড়তে মাত্র দু'জন পুরুষকে দেখতে পেল। একজন সলিটেয়ার খেলছে, অন্যজন চামড়ার বেল্ট মেরামত করছে। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। কাছাকাছি আরও একটা বাড়ি আছে। উঁকি দিতে ভিতরে ছোট্ট বার আর ছড়ানো-ছিটানো টুল দেখতে পেল। ছয়-সাতজন লোক রয়েছে এখানে, এদের একজন বুল ফ্লিচ।

দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল স্যাম রেডলিন। পিছু নিয়ে ড্যানও ঢুকল, চট করে বাম দিকে সরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে ফ্লিচই দেখতে পেল ওদের। চেয়ারে শরীর এলিয়ে আয়েশ

করে বসে ছিল সে, ধীরে ধীরে সিধে হলো, বিপদের আশঙ্কায় শক্ত হয়ে গেছে শরীর।

'কী চাও?' জানতে চাইল সে। 'এখানে কেন এসেছ?'

ঝট করে ঘুরে তাকাল সবাই। দু'জনের চার পিস্তলের বিরুদ্ধে ছয়জনের আটটা অস্ত্র। তা ছাড়া, শহরে আরও লোকজন আছে।

'আজ সকালে ডেভ আর ওর তিন বন্ধু মিলে আমাদের কিছু গরু সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল,' শান্ত স্বরে বলল স্যাম। 'মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন খুন হয়েছে, তবে ডেভ বেঁচে ছিল। ওকে বললাম আসল লোকটার পরিচয় জানালে বিয়ার ক্যানিয়নে আসব না আমি। সে অবশ্য চায়নি এখানে আসি আমরা। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে আসার পরিকল্পনাও ছিল না আমার।

'তারপর ওকে নিয়ে শহরে গেলাম। বলতে শুরু করেছিল ও, কিন্তু ভিড় থেকে গুলি করে ওকে খুন করে ফেলে কেউ।'

'খুন করেছে? ডেভকে খুন করেছে? কে করেছে কাজটা?'

'যা ইচ্ছে ভেবে নাও। ডেভ মুখ খুললে কার ক্ষতি হতে পারত?'

নীরবতা নেমে এল ঘরে। অনেকক্ষণ পর নড়েচড়ে বসল টেবিলের শেষ প্রান্তের মোটাসোটা লোকটা। 'ডেভের সঙ্গে যারা ছিল, ওরা মারা পড়েছে?'

'হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ না-করে কিংবা পালানোর চেষ্টা না-করে লড়াই করে পার পেতে চেয়েছিল ওরা।'

'তোমার লোকজনের মধ্যে কেউ হতাহত হয়নি?'

'না চারজনের বিরুদ্ধে তিনজন ছিলাম আমরা। সংখ্যায় বেশি হলেও কাজ সারতে গিয়ে সুবিধা করতে পারেনি ওরা।'

'কী মনে করে এখানে এসেছ?' ফের জানতে চাইল ফ্লিচ।

'দুটো কারণে। আমি ভেবেছি ডেভের খুনি সম্পর্কে তোমাদের কারও হয়তো ধারণা থাকতে পারে, আর একটা পরামর্শ দিতে: ফায়ারব্রেক গরু থেকে দূরে থাকো।'

ফের নীরবতা জমাট বাঁধল কামরায়। ফ্লিচের মুখে এখনও মারপিটের চিহ্ন, ফুলে আছে কয়েক জায়গায়, কালসিটে দাগে ভরা। তবে কাটা জায়গাগুলো শুকাতে শুরু করেছে। নোজাসাপ্টা, কঠিন চাহনিতে স্যামকে বিদ্ধ করল সে।

'প্রথম প্রশ্নটার উত্তর আমরা নিজেরা খুঁজে নেব। দ্বিতীয়টার

ব্যাপারে তোমাকে বলছিঃ ফায়ারবক্সের গরুর ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমাদের। কখনও ছিলও না। তো, এবার কেটে পড়ো!'

নড়ার লক্ষণ দেখা গেল না স্যামের মধ্যে। 'তোমার হয়তো জানা নাও থাকতে পারে, কিন্তু বিয়ার ক্যানিয়ন ফায়ারবক্সের জমি, বন্ধু। প্রতিটি ইঞ্চি! কথাটা মনে রেখো। তোমাদের এখানে থাকা ফায়ারবক্সের উপর নির্ভর করছে, আমরা চাইলে থাকতে পারবে, না-চাইলে পারবে না। এ-মুহূর্তে আমার কথায় চলছে ফায়ারবক্স! ফায়ারবক্সের স্বার্থে নাক না-গলালে তোমাদের কাউকে বিরক্ত করবে না কেউ, কিন্তু এর অন্যথা হলে কাউকে সতর্ক করব না। পর্যাপ্ত গোলাবারুদ নিয়ে তখন আসব আমরা।'

দরজার খিড়কি ধরতে বাম হাত বাড়াল স্যাম, কবাট সরিয়ে বাইরে পা বাড়াতে উদ্যত হলো, তখনই পিছন থেকে বলে উঠল ফ্লিচঃ 'একটা সান্ত্বনা আছে আমার–তোমার গায়ে আমার চিহ্ন এঁকে দিয়েছি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল স্যাম, আন্তরিক হাসি ওর মুখে। 'তোমাকেও ছাড় দেইনি আমি। পরিণতিতে যাই হোক, সিমন, লড়াইটা দারুণ জমেছিল! এত টাফ লোকের মুখোমুখি কখনও হইনি আমি।'

চট করে বেরিয়ে এল স্যাম। পিছু পিছু ড্যান। দ্রুত পা চালাল ওরা।

তিন কদম এগিয়েছে, এসময় সজোরে খুলে গেল দরজাটা। ছুটে বেরিয়ে এল মোটাসোটা লোকটা, দু'হাতে শটগান ধরে রেখেছে। কাঁধে ওটা তুলল সে। কোত্থেকে কী হলো, টেরই পেল না। একইসঙ্গে স্যাম আর ড্যানের গুলি বিদ্ধ হলো তার দেহে। দুটো পিস্তল গর্জে উঠলেও শব্দ শুনে মনে হলো একটাই। শিথিল মুঠি থেকে শটগান ছেড়ে দিল লোকটা, তারপর ধপ করে বসে পড়ল সিঁড়িতে।

বাঙ্কহাউস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লোকজন। বাফেলো গান হাতে এক লোককে গুলি করল ড্যান। জানালা বরাবর গুলি করে ঝুলন্ত লণ্ঠনটাকে নিভিয়ে দিল স্যাম। মাটিতে আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল ওটা, তেলের ছোঁয়া পেতে ধপ করে আগুন জ্বলে উঠল। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে পুরো বাড়িতে আগুন ধরে গেল।

অন্যান্য বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এল নারী-পুরুষরা। এদিকে ঘোড়ার কাছে চলে গেছে স্যাম আর ড্যান। প্রায় অন্ধকার জায়গায়

ওদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে পেকার।

কয়েকজনে মিলে ভারী ওয়্যাগনের জোয়াল ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল নিরাপদ দূরত্বে, অন্যরা পিছন থেকে ঠেলল। ধারে-কাছে কোথাও ফ্লিচকে দেখা গেল না।

ফিরতি পথ ধরল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে পিছন ফিরে জ্বলন্ত শিখার দিকে তাকাল। বাঙ্কহাউস আর সেলুন, দুটোই পুড়ছে।

'এবার কি এখান থেকে চলে যাবে ওরা?' জানতে চাইল ড্যান।

'বলা কঠিন। তবে এভাবে কাউকে তাড়ানোর পক্ষে নই আমি। মানছি এখানে থাকার অধিকার নেই ওদের, যেমনটা বলেছি ওদের। কিন্তু এমনও হতে পারে ওরা হয়তো ভাবছে এটা সরকারি জমি। ঠাণ্ডা মাথায় যদি ভাবে, তা হলে ওদেরকে নিয়ে ভবিষ্যতে ঝামেলা পোহাতে হবে না।'

'কাউকে তো ভাল মানুষ বলে মনে হলো না,' ড্যানের মন্তব্য।

'হয়তো, তবে জবর লড়েছে ফ্লিচ। অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।'

'একটু আগের লড়াইয়ে কিন্তু জড়ায়নি সে।'

'হ্যাঁ, অন্যদের চেয়ে বোধহয় মাথাটা পরিষ্কার ওর, ন্যায্য কোন্‌টা বুঝতে পারে। মোটকুর ক্ষেত্রে এ-কথা বলতে পারছি না।'

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ওরা দেখল আঙিনায় বিড়বিড় করতে করতে পায়চারি করছে টেকো ডেগনার। 'নিকুচি করি তোমাদের!' ওদের দেখেই বিষোদ্গার করল সে। 'একটা খবরও দেবে না আমাদের? অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছ, তারপর একেবারে লাপাত্তা হয়ে গেলে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'আমাদের মানে?' জানতে চাইল ড্যান। 'কবে থেকে আবার একাধিক লোক হয়ে গেলে তুমি?'

'আমাকে হিসাব করেছে বোধহয়,' দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল জেনি ম্যাককুইন, তিনজনের মুখে নিদারুণ বিস্ময় দেখে ব্যাখ্যা করল: 'এই তো, মিনিট কয়েক আগে এসেছি। তোমাদের সতর্ক করতে এলাম।'

'সতর্ক করতে?'

'তোমাকে, রেডলিন। তোমাকে ধরতে আসবে শেরিফ। তুমি নাকি ডিক রিগেলকে খুন করেছ।'

'কী বললে?' স্যাডল ছেড়ে রেইলের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল স্যাম। 'কী হয়েছে রিগেলের?'

'তুমি শহর ছেড়ে আসার পনেরো মিনিট পর ট্রেইলে পাওয়া গেছে ওর লাশ। পিছন থেকে গুলি করা হয়েছে।'

খুন হয়েছে রিগেল! এগিয়ে গিয়ে পোর্চের একটা চেয়ারে বসে পড়ল স্যাম। কে খুন করল তাকে, কেন?

পিছন থেকে কাউকে গুলি করা পশ্চিমে সবচেয়ে হীন ও কুৎসিত অপরাধ, এমনকী গরু বা ঘোড়া চুরির চেয়েও জঘন্য কাজটা। ধরা পড়লে বেশিরভাগ সময় জুরিদের সামনে পৌঁছানোর সৌভাগ্য হয় না লোকটার, লোকজন স্রেফ ঝুলিয়ে দেয় কাছাকাছি কোন গাছে, কিংবা উন্মত্ত মবের নৃশংসতার শিকার হয়।

ড্যান বেন্ডার ওর সঙ্গে ছিল, তবে সেটা পাত্তা পাবে না কারও কাছে।

'কফি দাও তো, বেন,' অনুরোধ করে জেনি ম্যাককুইনের দিকে ফিরল স্যাম। 'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। আশা করি আমাকে সতর্ক করতে এসে নিজে বিপদে পড়বে না তুমি।'

'আমাকে আসতে দেখেনি কেউ,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল মেয়েটি। 'যাক্‌গে, আমার কাছে মনে হয়েছে তুমি বা টাম্বলিং-সি এখানে থাকলে এলাকার উপকারই হবে। অনেক ব্যাপারই একপেশে হয়ে গিয়েছিল ইদানীং।'

'রিগেল খুন হয়েছে?' অন্যমনস্ক সুরে বলল স্যাম, নিজের মনে হিসাব কষছে। 'এর তাৎপর্য কী হতে পারে? আমার ধারণা ছিল সবকিছুর পিছনে সে-ই রয়েছে, কিন্তু এখন দেখছি ধারণাটা ভুল।'

'ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক নয়?' বলল জেনি। 'এমন সময়ে ঘটল যাতে ঠিক তোমাকে খুনি বলে সন্দেহ হয়।'

মেয়েটির দিকে ফিরল স্যাম। 'তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়! আমাকে ফাঁসাতে চায় আসল খুনি। ধারণা আছে লোকটা কে হতে পারে? আমার তো সন্দেহ ছিল এলাকায় একমাত্র রিগেলকেই শত্রু বানিয়েছি।'

উঠে দাঁড়াল জেনি। 'আমার বাবা মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। সেরা না-হলেও মোটামুটি নাম কামিয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডে। মুষ্টিযুদ্ধে তখন একটা নিয়ম ছিল, বাবা প্রায়ই বলতেন: "সবসময় নিজেকে রক্ষা

করো"।

'শহরে ফিরে যাচ্ছি আমি। সাবধানে থেকো, খুব সাবধান! তুমি বরং কোথাও গা ঢাকা দাও। পাসিতে ওয়াল্টের সঙ্গে অন্তত বিশ-ত্রিশজন থাকবে। দেরি করা ঠিক হবে না তোমার।' ভোরবেলা হয়তো পৌঁছে যাবে সে।

'উঁহুঁ, এখানেই থাকছি আমি।'

ঘোড়ার কাছে চলে গেল জেনি। 'ত্রিশজন লোক যখন একত্র হয়, নানা কিসিমের কারণে কোন ব্যাপারে একমত হতে পারে না ওরা। তাই সুবুদ্ধি বা ন্যায্য আচরণ সবসময় ওদের কাছ থেকে আশা করা বোকামি, মি. রেডলিন।'

'ড্যান, মিস্ ম্যাককুইনের সঙ্গে যাও না! শহর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে এসো ওকে।'

'নিশ্চয়ই, স্যার!' সারাদিনের ধকলে ক্লান্তি লাগছিল ড্যানের, কিন্তু প্রস্তাবটা পেয়ে চাঙা হয়ে উঠল সে। 'পাসির ব্যাপারে কী করবে?'

'ও-নিয়ে ভেবো না। এখানে কোন ঝামেলাও হবে না। মিস্ ম্যাককুইনকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রইল তোমার কাঁধে। খুব ভাল মেয়ে ও।'

*

ব্যাট কেভের পোকার টেবিলে একটা চেয়ার দখল করল জিম ইয়োন্ট। বারটেন্ডার ছাড়া আর কেউ নেই সেলুনে। এই লোকটার সঙ্গে ঠিক জমে না ওর। টেবিলে রাখা তাস নিয়ে শাফল করতে শুরু করল। তাস শাফলের সময় মাথাটা সবসময় কাজ করে ওর। সযত্নে সাত ভাগে তাস বিছিয়ে দিল টেবিলে, তবে মনটা তাসে নেই, বরং গভীর মনোযোগে ভাবছে।

একইসঙ্গে বিমূঢ় ও উদ্বিগ্ন বোধ করছে সে। কয়েক বছর ধরে নিজেকে বিচক্ষণ এবং দক্ষ লোক হিসাবে মনে করে আসছে জিম ইয়োন্ট। আজ পর্যন্ত তাসে কখনোই লোকসান দেয়নি। মানুষকে বুঝতে পারার সহজাত ক্ষমতা আর আঙুলের কারসাজিতে নিজের ভাগ্য গড়ে নিয়েছে। তাসের সব জোচ্চুরি জানা ওর, পেশাদার জুয়াড়ি না-হয়েও ওর দক্ষতা প্রায় শিল্পের পর্যায়ে পড়ে; তবে হাত সাফাই করা লাগে না ওর। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর প্রতিদ্বন্দ্বীর পদক্ষেপ আগে থেকে অনুমান করার ক্ষমতাই ওকে জিতিয়ে দেয়। এভাবে জিতলে

কেউ সন্দেহ করে না। কোনদিনই প্রচুর জেতে না, নইলে সেটা অন্যদের দৃষ্টি কাড়বে। প্রতিদিনই খেলে সে, এবং যেদিন হারে, খুবই অল্প পরিমাণে। আর জেতে এরচেয়ে সামান্য বেশি। কখনও কখনও প্রায় আসলের কাছাকাছি থাকে। তিন মাসের হিসাব করলে ওর জিতে নেওয়া টাকার অঙ্কটা মন্দ নয়। কাউহ্যান্ডরা যেখানে মাসে ত্রিশ-চল্লিশ ডলার কিংবা স্টোরের কেরানি তার অর্ধেক পায়, জিম সেখানে কারও সন্দেহের উদ্রেক না-করেই মাসে দু'শো থেকে আড়াইশো ডলার রোজগার করছে। পেশাদার কোন জুয়াড়ি যখনই বড়সড় অঙ্ক জিততে থাকে, তখনই তাকে সন্দেহ করে সবাই।

ওর ট্যাঁকের খবর এমনকী সাই গেলভিনও জানে না। নানা কাজের জন্য ওকে মজুরি দেয় স্টোরমালিক। শর্ত একটাই: কেউ জানতে পারবে না। গত কয়েক বছরে সব মিলিয়ে বড়সড় অঙ্কের টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে সে, এখান থেকে চলে যাওয়ার পর যেটা কাজে লাগবে। জিম খুব ভাল করে জানে কোনকিছুই আজীবন চলে না, একসময় স্রোত ওদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তখন মোক্ষম সময়ের সম্পর্কচ্ছেদ আর দ্রুতগামী একটা ঘোড়া থাকলে বহু দুর্ভোগ বা চরম বিপদও এড়ানো সম্ভব।

মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর। টের পাচ্ছে সবকিছু ঠিকভাবে ঘটছে না। একটা গড়বড় হয়ে গেছে। ডিক রিগেল বেঘোরে মারা পড়েছে। কে খুন করেছে? তারচেয়েও বড় প্রশ্ন কেন খুন হলো।

প্রশ্নগুলো ওকে খোঁচাচ্ছে। অথচ উত্তরগুলো জানা নেই! সবাই বলবে স্যাম রেডলিন খুনি, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করে না জিম। স্যাম রেডলিন ডুয়েলে হয়তো হাজারবার খুন করবে রিগেলকে, কিন্তু পিছন থেকে কখনোই করবে না। তা ছাড়া, দু'জনের মধ্যে এমন কোন তর্কাতর্কি বা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়নি যে রিগেলকে খুন করবে রেডলিন।

সম্ভাব্য একটাই উত্তর বাকি থাকে: উপযোগিতা বা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে খুন করা হয়েছে রিগেলকে, আর দোষটা স্যাম রেডলিনের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে।

তা হলে, খুনটা আসলে কে করল?

প্রশ্নটার উত্তর জানে না বলে অস্থির বোধ করছে ও। আদপে এটা গেলভিনেরই কাজ, একরকম নিশ্চিত ও, কিন্তু কার মাধ্যমে খুনটা

করেছে? সম্ভাব্য সবার কথা বিবেচনা করল, অথচ কাউকে মেলাতে পারল না। খাপে খাপ লাগছে না।

ব্যাপারটা আরও একটা কারণে ওর অস্বস্তির উদ্রেক করছে। নিজেকে গেলভিনের অন্তরঙ্গ বা অপরিহার্য বলে ধারণা করত ও, কিন্তু এখন বোধহয় ধারণাটা ছুঁড়ে ফেলার সময় হয়েছে। ডিক রিগেলের মতই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে হিসাবের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হবে ওর নাম। বাস্তবিক অর্থে অন্যের খেলার একটা শক্ত হাতিয়ার ও।

ইয়োন্টের মত মানুষের জন্য অভিজ্ঞতাটা তিক্ত, অস্বস্তিকর ও অপমানজনক। নিজেকে মোটেই অন্যের খেলনা বা হাতিয়ার মনে করে না ও, কেউ ওরকম ভাবলেও গ্রাহ্য করে না, বরং সেজন্য যদি লোকটার কাছ থেকে সুবিধা পাওয়া যায় তাতেই খুশি জিম। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণটা সবসময়ই কাম্য ওর। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে চারপাশে এত কিছু ঘটছে যার কোনটার উপরই নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। আদপে নিয়ন্ত্রণ দূরে থাক, প্রায় সব ঘটনা ওর অজ্ঞাতে ঘটছে!

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার: যে-কোন মুহূর্তে হয়তো জল্লাদের কাছে ফরমান পৌঁছে যাবে–ফেলে দাও জিম ইয়োন্টকে।

নিজের সম্পর্কে ওর ধারণা খুব স্পষ্ট। জানে কতটা সামর্থ্য বা কী ওর সীমাবদ্ধতা। মানুষকে সবসময় ব্যবহার্য জিনিস মনে করে জিম–দুর্বলকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে হয় আর সবলকে সমীহ করতে হয় বা এড়িয়ে চলতে হয়। এটাই দুনিয়ার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ফর্মুলা। যে-কোন অপরাধীর মতই অন্যের জীবন জিমের কাছে মূল্যহীন, প্রয়োজনে ভেড়ার মত জবাই করা লাগে। কাজ সারার ব্যাপারে সবসময় দ্বিধাহীন, কঠোর এবং প্রত্যয়ী ও।

বাহ্যিক একটা মুখোশ আছে ওর–সেটা ঠিক ভালমানুষের না হলেও অন্তত বদলোকের নয়। তাচ্ছিল্যের পাত্রকেও সাহায্য করে ও, কারও সঙ্গেই খারাপ আচরণ করে না। বলা যায় না কে কখন ওর জুরি হিসাবে চেয়ারে বসে! ঠিক একই কারণে জঘন্য দুর্ব্যবহার পাওয়ার পরও সাইলাস গেলভিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে জিম।

কেউ ওর চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান, চিন্তাটা অস্থির করে তুলছে ওকে। মোটেও স্বস্তি পাচ্ছে না। সাই গেলভিন একটা পেটমোটা মাকড়সা, যার ক্ষুধা কখনও মিটবে না। তুলনায় জিমকে বড়জোর কৃপণ বলা যায়, এর বেশি কিছু নয়। শহরের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ স্টোর হিসাবে

এম্পোরিয়ামে ভিড় লেগে থাকে, প্রয়োজনের খাতিরে আসা-যাওয়া করে মানুষ। এদের কাউকে কাজে লাগায়নি সে। নির্দিষ্ট কাউকে ভাড়া করেছে। সাই গেলভিন কখনও কাউকে খুন করতে গিয়ে নিজের হাত নোংরা করে না।

হিস্কিট? হ্যাঁ, সে-ই। এ ছাড়া আর কে হবে! ঘাড় ফিরিয়ে যখন পিছন ফিরে তাকায় জিম ইয়োন্ট, দেখার জন্যই তাকায়, দেখতে চায় লোকটা কে। অথচ এই খেলায় এমন একজন অভিনেতা রয়েছে যাকে কেউ সন্দেহ করছে না—ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে।

জিমের বদ্ধমূল ধারণা ডিক রিগেলকে হত্যা করে একসঙ্গে কয়েকটা পাখি শিকার করেছে গেলভিন। স্যাম রেডলিনকে ফাঁসাতে চেয়েছে, এবং রিগেলকে খরচ করে দিয়েছে; উপরন্তু জিম ইয়োন্ট বা অন্যদের প্রতি একটা সতর্ক সঙ্কেত পাঠিয়েছে: কেউই সাই গেলভিনের কাছে অপরিহার্য নয়।

আবার তাস শাফল করল সে। চার ভাগে বিলি করে গুছিয়ে নিল একসঙ্গে, তারপর ফের শাফল করল। হাত দুটো দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলেও ওর মনে দুশ্চিন্তার পাহাড়, ভাবছে এক মনে।

সাই গেলভিন কি শেষপর্যন্ত সফল হতে পারবে? আজতক স্যাম রেডলিনের মত মানুষের সঙ্গে টক্কর লাগেনি স্টোরমালিকের, তাই রেডলিনের মত পোড়খাওয়া অদম্য লোককে সামলাতে সত্যি কঠিন হবে। এমন নয় যে রেডলিনকে দুর্ধর্ষ গানম্যান বা অজেয় ভেবে বসে আছে জিম। বাস্তবে রেডলিন আগাগোড়া একজন কাউম্যান, সৎ পরিশ্রমী কিন্তু শক্তপাল্লা। পিস্তলে চালু হাত। আর টাম্বলিং-সির সেগুন্ডো ড্যান বেন্ডারও সমান সমান।

মগজ কতটা চালু রেডলিনের? গেলভিনের বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, যেখানে জানেই না আসল শত্রু কে? জিমের ধারণা পর্দার আড়ালে সাই গেলভিনের উপস্থিতি শুধু শেরিফ বা রেডলিন কেন, তল্লাটের কারোই জানা নেই।

রেডলিনকে ফাঁসানোর বুদ্ধিটা চমৎকার। সময়টা দারুণ বেছে নিয়েছে গেলভিন। খাপে খাপে মিলে যায়। সাক্ষী তো আছেই। এ ব্যাপারে গেলভিনের তারিফ করতেই হয়।

পাসি নিয়ে শেরিফকে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল ও। না-দেখলেও দিব্যি বলে দিতে পারবে পাসির মধ্যে গেলভিনের নিজস্ব

কয়েকজন লোক রয়েছে। সামান্য অজুহাত পেলে গুলি করবে এরা। সেরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই। সাই গেলভিনকে চেনে বলেই জানে সে।

দরজা খুলে সেলুনে প্রবেশ করল সুঠামদেহী এক লোক। বেশ লম্বা সে। চুল এলোমেলো, অনেকদিন নাপিতের কাছে যায় না বলে কাঁধে নেমে এসেছে। ক্ষৌরিহীন চৌকো মুখে পাথুরে নিস্পৃহতা; ধাতব ঔজ্জ্বল্য রয়েছে যেন, সেখানে ভাবের খেলা খুব কম দেখা যায়। দুটো পিস্তল বহন করছে সে—একটা হোলস্টারে, অন্যটা ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে রাখা।

লোকটা মন্টানার গানম্যান হার্ভে ক্লাইড।

'ওয়াল্ট গেল কোথায়?'

'রিগেলকে খুনের দায়ে রেডলিনকে ধরতে গেছে।'

'রিগেল? রিগেল তা হলে খুন হয়েছে?'

নড করল ইয়োন্ট। 'ট্রেইলে ওর লাশ পাওয়া গেছে।' সাই গেলভিনের নির্দেশে হার্ভে ক্লাইড কাজটা করে থাকতে পারে, মনে মনে ভাবছে ও। যুক্তির খাতিরে ভ্যান হিস্কিটকে বাদ দেওয়া যায় না, তবে জিম যদ্দূর জানে ড্রাই লেগেটে আহতদের সঙ্গে আছে সে। 'সাক্ষী আছে একজন। ব্যাটা শপথ করে বলছে স্বচক্ষে নাকি ঘটনাটা দেখেছে।'

'হয়তো,' নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল ক্লাইড। 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। স্যাম রেডলিনের কথা আগে থেকে জানি। ক্যাটল ট্রেইল আর মাইনিং ক্যাম্পে বেশ নাম-ডাক ওর। ঠিক খাপ খায় না রেডলিনের সঙ্গে। ডিক রিগেলকে ওর খুন করার কথা নয়।'

'তাই? কোন একদিন হয়তো খাবার হিসাবে তোমার পাত্রে উঠে যাবে সে!' হেসে বলল ইয়োন্ট।

'তোমার পাত্রেও উঠতে পারে,' স্বীকার করল ক্লাইড। 'তবে কী, ব্যক্তিগতভাবে ওকে আমি পছন্দ করি।'

'ওকে তোমার উপর ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই আমার,' হুইস্কিতে চুমুক দেওয়ার সময় বলল জিম ইয়োন্ট। বেশ কিছুদিন ধরে চেনে, একসঙ্গে কাজও করেছে, কিন্তু তারপরও হার্ভে ক্লাইড ওর কাছে দুর্বোধ্য একটা চরিত্র। কখনও কখনও তাকে একেবারে বুঝতে পারে না। পিস্তলে চালু হাত, সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের সমকক্ষ কারও

মুখোমুখি হওয়ার বাসনাটা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আসলে কি এত বড় ঝুঁকির কোন প্রয়োজন আছে? স্যাম রেডলিন নিঃসন্দেহে টেক্কা দেবে ক্লাইডের সঙ্গে, এটা জেনেও তার সঙ্গে লড়ার কোন মানে খুঁজে পায় না ইয়োন্ট।

যার সঙ্গে কুলাতে পারবে, তার সঙ্গেই লড়া উচিত।

পিস্তলে নিজেকে হিস্কিট বা ক্লাইডের চেয়েও ক্ষিপ্র মনে করে ও। কিন্তু অযথা ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতী নয়। নিশ্চিত হয়ে তবে কারও মুখোমুখি দাঁড়ায় জিম। নিজের দক্ষতায় অহঙ্কার বোধ করলেও প্রাণটা তারচেয়েও বেশি প্রিয় ওর। স্যাম রেডলিনকে খুন করতে পারলে সত্যিই আনন্দ পাবে, তাই বলে নিজের জানটা খোয়াতে চায় না।

'দেখা হবে,' বলে সেলুন থেকে বেরিয়ে বাইরে পা বাড়াল জিম ইয়োন্ট। পোর্চে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাল ও।

*

পাসিবাহিনী যখন র‍্যাঞ্চের আঙিনায় পৌঁছল, টেকো ডেগনারের সঙ্গে তখন করালের বেড়া মেরামত করছে স্যাম রেডলিন। গর্তে একটা লগের খুঁটি ফেলে মাটি দিয়ে ভরাট করল ও, তারপর র-হাইড দিয়ে বাঁধল আড়াআড়ি। কাজ শেষে ফিরে তাকাল পাসির দিকে।

'হাউডি, ওয়াল্ট! জরুরি কাজে এসেছ মনে হচ্ছে,' মন্তব্যের সুরে বলল ও।

'তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি,' উত্তরে বলল শেরিফ, মুখ থমথমে দেখাচ্ছে। 'সাক্ষী বলছে পিঠে গুলি করে ডিক রিগেলকে খুন করেছ তুমি।'

হাত দুটো সামনে রাখল স্যাম, সতর্ক যাতে কেউ হুট করে ভুল না-বোঝে। ভিড়ের মধ্যে একটা উইনচেস্টার চোখে পড়ল ওর, মাযল সামান্য ঊর্ধ্বমুখী। সরাসরি লোকটার দিকে তাকাল স্যাম, চোখে চোখ রাখল। ঢোক গিলে দৃষ্টি সরিয়ে নিল লোকটা।

'কষ্ট করে এতদূর আসার দরকার ছিল না, শেরিফ, আমাকে একটা খবর পাঠালে নিজেই তোমার অফিসে চলে যেতাম,' বলল ও। 'এত লোককে না-খাটালেও পারতে। তুমি ভাল করেই জানো কাউকে পিঠে গুলি করব না আমি। কেন করব? পিস্তলে রিগেলের হাত ভাল ছিল না, ওকে যদি খুন করার ইচ্ছে থাকত, তা হলে শহরে কোন

অজুহাতে একটা ঝগড়া বাধিয়ে কাজ সেরে ফেলতে পারতাম। ওর মেজাজের ফিউজটা খুবই ছোট, তাই ওকে খুন করার জন্য চালাকি বা অসৎ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন পড়ত না আমার।'

'হতে পারে, কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমার এবং ট্রায়ালের মুখোমুখি হতে হবে।'

'বেশ। আমি হয়তো প্রমাণ করতে পারব ঘটনার সময় অন্য জায়গায় ছিলাম।'

'তোমার নিজের লোক সাফাই গাইবে?' সরু মুখঅলা একটা লোক মুখিয়ে উঠল, সামনের পাটির দুটো দাঁত ভাঙা তার। 'তা হলে তো হবে না! তোমার লোকের কথায় আমাদের বিশ্বাস হবে কেন?'

'তা হলে অন্য লোক লাগবে? ড্যান বেন্ডার ছিল আমার সঙ্গে। বিশ্বাস না-করলে কথাটা ওকে বলে দাও!'

'উঁহুঁ, কোনরকম গণ্ডগোল চাই না, রেডলিন। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা রেষারেষি বরদাস্ত করব না আমি। একটা ঘোড়া সাজিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে।' কেবিনের দিকে তাকাল শেরিফ। অস্ত্র হাতে জানালায় কেউ নেই তো?

'এক শর্তে যাব তোমার সঙ্গে,' দৃঢ় স্বরে বলল স্যাম। 'সঙ্গে অস্ত্র রাখব আমি। রাজি না-থাকলে জোর করে আমার অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে তোমার, সেক্ষেত্রে সঙ্গে খালি কয়েকটা স্যাডল নিয়ে শহরে ফিরতে হবে।'

রেগে গেল শেরিফ। 'অযথা ঝামেলা করছ, রেডলিন! জলদি ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও!'

'শেরিফ, তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন ঝগড়া বা শত্রুতা নেই আমার। স্রেফ দায়িত্ব পালন করছ তুমি, আর আমিও তোমাকে সহযোগিতা করতে চাই; কিন্তু সঙ্গে এমন কয়েকজনকে নিয়ে এসেছ যারা সুযোগ পেলে আমার পিঠটাকে টার্গেট করতে পারে।

'সঙ্গে অস্ত্র রাখতে দ' আমাকে, তা হলে চুপ থাকব। তা ছাড়া, উইনচেস্টার হাতে আমার নিজস্ব দু'জন লোক থাকবে তোমাদের পিছনে।'

স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শেরিফ, শেষে সন্তুষ্ট মনে মাথা ঝাঁকাল। স্যাম রেডলিন লোকটা নিঃসন্দেহে কঠিন মানুষ, তবে ভালমানুষও। ডিক রিগেলের পিঠে গুলি করেছে? অসম্ভব!

'বেশ,' শেষে সায় জানাল সে। 'এবার জলদি রওনা দাও।'

'আমার ঘোড়া তৈরিই আছে। ছোট্ট একটা পাখি তোমার আসার খবর জানিয়েছে আমাকে, সেই থেকে তৈরি হয়ে আছি।'

কালো একটা ঘোড়ায় চাপল স্যাম। পাহাড়ে চড়তে অভ্যস্ত ওটা, দম অফুরন্ত। স্যাডলে চাপার সময় উইনচেস্টারের নল তুলে রাখা লোকটার দিকে তাকাল। 'সবার ভালর জন্য আবারও বলছি: আমাদের পিছু নিয়ে আমার দু'জন লোক শহর পর্যন্ত যাবে। ওদেরকে খাটো করে না-দেখাই ভাল। তিনশো গজ দূর থেকে কারও হাতের তালু ফুটো করে দেওয়ার মত ক্ষমতা ওদের আছে।'

স্যাডলে জুত হয়ে বসল স্যাম, নিশ্চিন্ত বোধ করছে। কালো ফ্রিস্কো জিন্স এঁটে বসেছে উরুর সঙ্গে, পরনে গাঢ় ধূসর রঙের সুট। গানবেল্টে রুপোর আস্তর লাগানো, পিস্তলের ওয়ালনাট হাতল বহুল ব্যবহারে চকচকে হয়ে গেছে।

'বেশ, শেরিফ। এবার রওনা দেওয়া যাক।'

শেরিফের পাশাপাশি ছুটল স্যামের ঘোড়া। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়, শহরে কী ঘটতে পারে আগাম অনুমান করার প্রয়াস চালাল। নিজেকে প্রশ্নটা আবারও করল: কেন খুন হলো ডিক রিগেল? কার নির্দেশে বা ইচ্ছায় খুন হয়েছে লোকটা?

সবকিছুর মূলে ডিক রিগেলকে অশুভ চক্রের হোতা বা নেতা মনে করেছিল ও। পশ্চিমে জমি সবচেয়ে লোভনীয় সম্পদ, আর জমিতে পানি না-থাকলে সেই জমি প্রায় মূল্যহীন। র‍্যাঞ্চার মাত্রই আরও জমির মালিক হতে চাইবে, পানির সরবরাহ চাইবে। ফায়ারবক্সের দিকে প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চারদের লোভী দৃষ্টিতে তাকানো তাই স্বাভাবিক ব্যাপার, বরং এমন কিছু না-ঘটলেই বিস্মিত হত স্যাম। কোন র‍্যাঞ্চার মারা গেলে বা কোথাও সরে গেলে সুযোগ চলে আসে অন্যদের সামনে, এক্ষেত্রে দখল নেওয়ার পাঁয়তারা করে দু'একজন—এটা প্রায় সর্বত্রই ঘটছে। ফায়ারবক্সের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি স্রেফ বুড়ো বাওয়ারের বিচক্ষণতার কারণে, খুবই গোপনে র‍্যাঞ্চ বিক্রি করেছে সে। চলে যাওয়ার কথা কাউকে জানায়নি। তারও আগে, পর্যাপ্ত পানির উৎস বা সাপ্লাই এবং যাতায়াত করার জন্য বিস্তর ট্রেইল আছে এমন জমি পছন্দ করেছে ফায়ারবক্সের জন্য। স্বভাবতই এলাকায় ফায়ারবক্সের নিয়ন্ত্রণ এর ভৌগলিক পরিসীমার চেয়েও বেশি।

ডিক রিগেলকে এখন স্রেফ একটা ঘুঁটি মনে হচ্ছে স্যামের। সম্ভবত কার্যকারিতা বা প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় খুন করা হয়েছে তাকে। রিগেলের খুনের সঙ্গে স্যামকেও সরিয়ে দিতে চায় কেউ। শহরে নেওয়ার পথে বা বন্দি থাকা অবস্থায় সুযোগ মত একটা গুলি করলেই কাজ খতম হয়ে যাবে। ডেভ অ্যালেনের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এমন সুযোগ পাবে বলেই এই ষড়যন্ত্রের বিস্তার, এবং সেভাবে তৈরি হয়েও এসেছে শত্রুপক্ষ–পাসির মধ্যে নিজস্ব লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুলি করার পর দাবি করা হবে পালানোর চেষ্টা করেছিল স্যাম রেডলিন। ব্যস, মামলা খতম!

স্রেফ স্যামের বিচক্ষণতার কারণে ব্যাপারটা ঘটেনি।

সবকিছুর পিছনে খুবই ধূর্ত ও সাবধানী একটা মস্তিষ্ক কাজ করছে। যে-খুন করেনি তার সাক্ষীও আছে! তারমানে সাক্ষী যোগাড় করেছে কেউ। কে যোগাড় করল? কী উদ্দেশে?

এলাকায় ফায়ারবক্স সবচেয়ে সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ। ছোট ছোট বেশ কয়েকটা স্প্রেড আছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বাথান আর একটাই। রানিং-আর। ডিক রিগেলের উত্তরসুরি কে? আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে, নাকি সে-ই বংশের শেষ লোক?

বিয়ার ক্যানিয়নের কেউ? সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল স্যাম। উঁহুঁ, নেস্টরদের ধাত আলাদা। গরু বা ঘোড়া চুরি করবে, জ্বালিয়ে মারবে; এমনকী ড্রাই-গাল্‌শও করতে পারে, কিন্তু এভাবে পিছন থেকে কাউকে খুন করবে না। তা ছাড়া, বিয়ার ক্যানিয়নের নেস্টরদের সঙ্গে কখনও ঝামেলায় যায়নি রিগেল।

জেনিফার ম্যাককুইন জানে কিছু? সুশ্রী, আত্মবিশ্বাসী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ে, কিন্তু তারপরও কী যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে, অন্তত স্যামের কাছে মনে হয়েছে। কী কারণে ওকে সতর্ক করতে এল মেয়েটা? ভেবেছিল স্যাম পালাবে?

কী কারণে ওকে সতর্ক করতে এল মেয়েটা? ওকে পছন্দ করে? না শত্রুপক্ষের কাউকে অপছন্দ করে বলে ওর উপকার করতে চাইছে? ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকল স্যামের কাছে। অবশ্য নারী মাত্রই ওর কাছে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। জীবনে কখনও এদের সফলভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি।

এই ষড়যন্ত্রের হোতার পরিচয় জানে জেনিফার? জানে কেন ওকে

ফাঁসাতে চেয়েছে অদৃশ্য ষড়যন্ত্রকারী? নাকি মেয়েটার উদ্দেশ্য আরও গভীর—দুই পক্ষের লড়াই শেষে যখন কেউ থাকবে না, আপসে নিজেই ফায়ারবক্সের মালিক বনে যাবে?

আদপে কী থেকে কী ঘটেছে বলা মুশকিল।

অন্য খাতে বইল স্যামের চিন্তা। রিগেলের মৃত্যুতে এখন রানিং-আরের মালিক কে? প্রশ্নটার উত্তর জানতে হবে। ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা উন্মোচন করতে গেলে হয়তো শুরুতে এই প্রশ্নটার উত্তর জানতে হবে। এলাকার সবচেয়ে বড় দুটো র‍্যাঞ্চ ফায়ারবক্স আর রানিং-আর। এই দুটোর মালিক হতে পারলে পেলনা বা তার চৌহদ্দিতে অনায়াসে কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে লোকটা। নিঃসন্দেহে এটাই অদৃশ্য ষড়যন্ত্রকারীর মূল লক্ষ্য।

ভাগ্যিস, রোয়েনা নেই এখানে! থাকলে বাড়তি দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন কাটাতে হত। রোয়েনার যেহেতু কোন নিকটাত্মীয় বা উত্তরাধিকারী নেই, মেয়ে বলে এতটুকু খাতির পেত না, বরং অদৃশ্য চালবাজের ষড়যন্ত্রের শিকার হত। অন্তত তাই বিশ্বাস করে স্যাম। কারণ রোয়েনাকে সরিয়ে দিতে পারলেই ফায়ারবক্সের দিকে হাত বাড়ানো যাবে। জাল একটা রসিদ তো তৈরিই আছে। চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ থাকত না।

পেলনায় যখন ঢুকল ওরা, শহরটা তখন জমজমাট। রাস্তায় রিগ আর স্যাডল পরানো ঘোড়ার ভিড়। কাউটাউন মাত্রই অল্প লোকের সমাবেশ—গুটিকয়েক র‍্যাঞ্চার, কৃষক বা সেটলারের একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে এমন উপলক্ষ কমই আসে। তাই শোনা মাত্র দেরি করেনি কেউ, চটজলদি হাজির হয়ে গেছে শহরে। বেশ দ্রুত ছড়িয়েছে খবরটা, বিস্ময়কর না-হলেও একটু অস্বাভাবিক। ডিক টি [illegible] কম-বেশি সবাই চিনত, কেউ কেউ হয়তো পছন্দ করত না, কিন্তু তাকে নিজেদের একজন বলেই মনে করত এরা। স্যাম রেডলিন ওদের কাছে নিতান্ত অচেনা লোক, কারও কারও মতে ঠাণ্ডা মাথার দুর্ধর্ষ খুনি। ভাল লোক কেউ ভাবছে না ওকে, বরং মন্দ লোকই মনে করছে।

তবে হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যেও দু'একজন সন্দেহপ্রবণ বা অতি সচেতন মানুষ থেকে যায়। এখানেও আছে। স্যাম রেডলিনকে শেরিফের পাশাপাশি ঘোড়ায় রাইড করে শহরে ঢুকতে দেখে এদের সন্দেহ আরও গাঢ় হলো। একে স্যামের হাতে হাতকড়া নেই, উপরন্তু

সশস্ত্র। শেরিফ যে আসামীকে পুরো মাত্রায় বিশ্বাস করে, এটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। পশ্চিমের মানুষ বাহ্যিক চেহারা আর আচরণ থেকে একজন মানুষকে বিচার করতে অভ্যস্ত, স্যাম রেডলিনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বেশিরভাগ মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হলো ওকে দেখে মনে হচ্ছে না পিছন থেকে গুলি করে কাউকে খুন করতে পারে। বরং ডিক রিগেলের পক্ষেই এই কাজটা বেশি মানায়!

মূল রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে উৎসাহী কৌতূহলী লোকজন। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে এমেট পেকার। মাথায় একটা সরু ব্রিমের হ্যাট ওর, দীর্ঘ ছিপছিপে দেহ দেখে উঠতি বয়সের তরুণ মনে হয়। তবে ওর হোলস্টারের পিস্তলটা পূর্ণবয়স্কদের, এতটুকু নিরীহ-দর্শন নয়। উইনচেস্টারটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অপেক্ষাকৃত তরুণ ড্যান বেন্ডারের চরিত্র আঁচ করতে কারোই অসুবিধা হয়নি–হাসি-খুশি, আগাগোড়া দুষ্ট প্রকৃতির খুবই চঞ্চল বেন্ডার। এ-ধরনের আমুদে ও কৌতুকপ্রিয় লোক প্রায় সব জায়গায় চোখে পড়ে। নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই এদের পছন্দ করে বেশিরভাগ মানুষ। তবে লোকজন এটাও বুঝেছে কোমরে ঝোলানো বেন্ডারের পিস্তল দুটো শুধুই প্রদর্শনীর জন্য নয়। প্রায় সব কাজে কমবেশি দক্ষ এ-ধরনের তরুণ–কাউপাঞ্চিং, রাইডিং কিংবা মারপিট–সব কাজই উপভোগ করে এরা। জোড়া পিস্তল আরও বিশেষায়িত করেছে বেন্ডারকে।

অল্পক্ষণের মধ্যে বোঝা গেল সবকিছু আগে থেকে ঠিক করা হয়ে গেছে। প্রাথমিক শুনানি হবে কিছুক্ষণের মধ্যে, এবং কার্যত কোর্টরুমের কার্যক্রমও শুরু হয়ে গেছে। স্রেফ আসামীর উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা।

শেরিফ জ্যাক ওয়াল্টের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল স্যাম। 'দেখে মনে হচ্ছে *রেলরোড*[*] এটা। তুমিও আছ এর সঙ্গে?'

'উঁহুঁ, তবে আইনের দ্রুত তৎপরতা ঠেকানোর কোন যৌক্তিক কারণও দেখছি না। এখানে অবশ্য একটু আগে-ভাগে শুনানি বা কোর্টের কার্যকলাপ শুরু হয়।'

'কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা অন্যায্য বলে মনে হতে পারে,' শান্ত

---

[*] রেলরোড: পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে কোর্টে শুনানি বা বিচারের আয়োজনকে তুচ্ছার্থে "রেলরোড" আখ্যা দিত পশ্চিমের লোকজন

স্বরে তর্ক করল স্যাম। 'শহরে বস্ কে, ওয়াল্ট? কার কথায় চলে পেলনা? এমন ধুরন্ধর আর চালু লোক খুব কমই দেখেছি। চিন্তা করো, সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করার কোন সুযোগই আমাকে দেয়নি লোকটা।'

'তোমার চেয়ে বেশি কিছু জানা নেই আমার!' এবার অসহিষ্ণু শোনাল শেরিফের কণ্ঠ। 'হয়েছে, এবার আগে বাড়ো!'

'গত কয়েক বছর ধরে এখানে আছ তুমি! স্বভাবতই তোমার অনেক কিছু জানার কথা!'

উত্তর দেওয়ার গরজ দেখা গেল না ওয়াল্টের মধ্যে। মুখে প্রকাশ না-করলেও বিব্রত সে, চেহারায় মরিয়া একটা ভাব ফুটে উঠেছে। লোকটাকে আর না-খোঁচানোই মঙ্গল হবে, ভেবে চুপ হয়ে গেল স্যাম।

জজ লোকটাকে শহরে আগেও দেখেছে স্যাম। থমথমে মুখ, চৌকো চেহারায় কর্কশ অভিব্যক্তি।

কোর্টের আচার-অনুষ্ঠান খুব কমই পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা হয় পশ্চিমে, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিচারের কাজটা হয় অগোছাল, অপরিকল্পিত ও সময়সাপেক্ষ। তবে অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে করার উদাহরণও আছে। স্পেনিশ কোর্ট সবসময় রীতি-নীতি অনুযায়ী চলে, কিন্তু নির্দিষ্ট ছকে বা নিয়মে কোর্ট চালাতে দারুণ অনীহা রয়েছে অ্যাংলোদের।

অ্যাটর্নি হিসাবে জিম ইয়োন্টকে দেখে বিস্মিত হলো স্যাম রেডলিন। একসময় মিসৌরিতে আইন-ব্যবসা করত সে।

কোর্টরুমে একেবারে সামনের টেবিলে বসানো হলো স্যামকে। ওর পাশে এসে বসল ড্যান বেন্ডার। 'গেরোটা ভালই দিয়েছে ওরা, স্যাম,' নিচু স্বরে বলল সে। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব?'

'ক্যাঙারু কোর্টের আয়োজন করেছে বোধহয়,' শান্ত স্বরে বলল স্যাম। 'এখনই অধীর হয়ো না, আগে দেখা যাক কী ঘটে। নেহাত ঠেকায় না-পড়লে জজের কাছে আপীল করার ইচ্ছে নেই আমার।'

বাদী পক্ষে সাক্ষী এক কাউহ্যান্ড, রিগেলের সঙ্গে তাকে দেখেছে স্যাম। ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলল বুনো একটা টার্কি শিকার করার জন্য ট্রেইলে একটু পিছনে পড়ে গিয়েছিল সে, এদিকে নিজের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল রিগেল। ঝোপের ভিতর টার্কিটাকে হারিয়ে ফেলার পর শিকারের নেশায় ইস্তফা দিয়ে ট্রেইলে ফিরে আসে সে, রিগেলকে ধরতে ঘোড়া ছোটায়। তখনই একটা গুলির শব্দ শুনতে পায়, এবং

ট্রেইলের ধারে ঝোপের আড়ালে ছুটে হারিয়ে যেতে দেখে স্যাম রেডলিনকে। পিছন থেকে রিগেলকে গুলি করেছে রেডলিন, স্পষ্ট ঘোষণা করল কাউহ্যান্ড।

'তুমি নিশ্চিত যে আমাকেই দেখেছ?' জানতে চাইল স্যাম।

'শপথ করেই তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাই না?'

'কোন্ সময়ের ঘটনা এটা?'

'বিকাল পাঁচটার দিকে।'

'রানিং-আর থেকে পেলনায় আসতে হলে পশ্চিম দিক থেকে শহরে ঢুকতে হয়, তাই না? আর একটু আগে সাক্ষ্যতে বলেছ ডিক রিগেলের পিছনে আমাকে দেখেছ, আমাদের একটু পিছনে ছিলে তুমি, টার্কি শিকার করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছিলে?'

'আলবৎ দেখেছি!' সোৎসাহে বলল সে, পলকের জন্য অনিশ্চিত চাহনি ছুঁড়ল জিম ইয়োন্টের দিকে।

'ঘটনা তা হলে কী দাঁড়াল?' হাসতে হাসতে বলল স্যাম। 'বিকাল পাঁচটার দিকে শহর থেকে বেরিয়ে রানিং-আরের দিকে যাচ্ছিলে তুমি, সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় বলে সূর্যটা তখন ঠিক তোমার কপাল বরাবর থাকার কথা, কিন্তু এ-অবস্থায়ও তুমি দেখেছ ডিক রিগেলকে গুলি করে পালিয়ে যাচ্ছে এক স্নাইপার। সত্যি কি লোকটাকে চিনতে পেরেছ?'

কোর্টরুমের লোকজন নড়েচড়ে বসল।

জজের দিকে ফিরল স্যাম। 'ইয়োর অনার, যে সময় আর পরিস্থিতির কথা বলেছে এই ভদ্রলোক, আমার সন্দেহ আমার মত অল্প পরিচিত কেউ দূরে থাক, মায়ের পেটের বোনকেও চিনতে পারবে না ও। আজ বিকেলেই একটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে ওকে।

'আজকের আবহাওয়া গতকালের মতই, অন্তত ঘণ্টাখানেকের আগে সন্ধ্যা হবে না। আমার তো মনে হয় যে-পরিস্থিতির কথা সে বলেছে, ওই পরিস্থিতিতে অতি পরিচিত পাঁচজন লোকের মধ্যে চারজনকেও চিনতে পারবে না সে। যদি পারে, তা হলে ওর সমস্ত কথা আমি মেনে নেব এবং আদালত ওর সাক্ষ্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলে এতটুকু আপত্তি থাকবে না আমার।'

দ্বিধা ফুটে উঠল জজের মুখে, এদিকে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল জিম ইয়োন্ট।

'অযৌক্তিক কিছু তো বলেনি!' দর্শকদের সারি থেকে চেঁচিয়ে উঠল

এক লোক। শোরগোল উঠল।

টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে কোর্টরুমে আবার নীরবতা আনল জজ। 'সবাই চুপ করুন! হ্যাঁ, প্রসিড করুন!'

দর্শকদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি আর মতামত বিনিময় হচ্ছে এ-সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন স্যাম। দু'একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে পশ্চিমের বেশিরভাগ জায়গায় কোর্টরুমে নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে না, কোথাও কোথাও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও স্বার্থ নিয়ে ব্যাপারটা ঘটায় লোকজন। তবে দর্শকদের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বা সমীহ কোনটারই কমতি নেই। কোর্টে ন্যায্য বিচার যেমন ওদের পছন্দ, তেমনি কোর্টরুমের দীর্ঘসূত্রিতা বা রীতি-নীতিও চরম অপছন্দ। ঝটপট কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে অধীর হয়ে পড়ে ওরা। কেউ কেউ সপরিবারে এখানে এসেছে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, সন্ধ্যার মধ্যে রওনা দিতে না-পারলে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

ভিড়ের পিছন দিকে নড়াচড়া উঠল, সবার চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে বুল ফ্লিচ।

'জজ, আমি সাক্ষ্য দেব!' সামনে এসে দাঁড়াল বিশালদেহী সেটলার। 'আমাকে শপথ করাও!'

ইয়োন্টের দিকে সরে গেল জজের দৃষ্টি, অ্যাটর্নি মাথা ঝাঁকাতে বিশালদেহী নেস্টরের দিকে ফিরল সে। ফ্লিচের সারা দেহে মারপিটের শুকনো ক্ষত, বিশেষ করে মুখে। কালসিটে কয়েকটা দাগ পড়েছে, চোখের ফোলা কমেছে বটে তবে পুরোপুরি সেরে যায়নি।

সাক্ষী হিসাবে বাজিমাত করে দিতে পারে এই লোকটা, ভাবল জজ। 'সাক্ষ্য হিসাবে দেওয়ার মত তথ্য জানা আছে তোমার?' স্রেফ নিয়মরক্ষার খাতিরে জানতে চাইল সে।

'নইলে এখানে এসে সবার হাসির খোরাক হব ভেবেছ?' প্রায় অসহিষ্ণু স্বরে পাল্টা জবাব দিল নেস্টর। 'রিগেলকে কে খুন করেছে জানি না, তবে এটা জানি স্যাম রেডলিন ওই কাজ করেনি!'

রাগে শক্ত হয়ে গেছে জিম ইয়োন্টের মুখ। ঘরের এক কোণের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল সে, চাহনিতে প্রত্যাশা ছাড়াও আরও কী যেন আছে। ব্যাপারটা স্যামের চোখে পড়তে সিধে হয়ে বসল ও, সচেতন এবং সতর্ক। সিমন ফ্লিচের কথায় হুল্লোড় উঠেছে পুরো কোর্ট হাউসে, উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে সমানে টেবিলে হাতুড়ি ঠুকছে জজ।

'কথাটার মানে কী?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ইয়োন্ট, মারমুখী ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল বিশালদেহী নেস্টরের দিকে। 'ভেবে-চিন্তে কথা বোলো, ভুলে যেয়ো না তুমি শপথ নিয়েছ!'

'হ্যাঁ, মনে আছে, আর ভেবে-চিন্তেই বলছি। সবাই জানে কয়েকদিন আগে আমাকে পিটিয়েছিল রেডলিন। বুঝতেই পারছ, অন্তত আমার ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ওর হাতে মার খেয়েছি, তবে কাজটা সে করেছে বিন্দুমাত্র অন্যায্য বা অন্যায় কোন সুযোগ না-নিয়ে। পুরোদস্তুর ফেয়ার লড়াই। আমাকে পেটানোর মুরোদ কারও হয়নি, কিংবা হবেও না, কেবল ওই রেডলিন ছাড়া। উন্মত্ত বলদের মত খেপে ছিলাম আমি, অথচ কী ঠাণ্ডা মাথায়ই না আমাকে সামাল দিল!

'মার খাওয়ার পর মাথাটা আরও বিগড়ে গেল। ভাবলাম শক্তিতে বা হাতাহাতিতে যখন পারিনি, বেশ, পিস্তলে অন্তত টেক্কা দিতে পারব ওর সঙ্গে। গতকাল ডেভ অ্যালেনের ঘটনার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ওর পিছু পিছু শহর ছাড়লাম, সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। ঘুরপথে আগেই চলে গেলাম এক জায়গায়, ঘাপটি মেরে থাকলাম। প্ল্যান ছিল হঠাৎ সামনে উপস্থিত হয়ে চমকে দেব ওকে, তারপর ডুয়েল লড়ব।

'জায়গাটা ছিল স্কুইরেল স্প্রিং ক্যানিয়নের মুখে। ঝোপ থেকে বেরোব, তখনই হঠাৎ একটা টার্কি উড়াল দিল। তারপর যা দেখলাম, জীবনে কখনও ভুলতে পারব না! চোখের নিমেষে ওর হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল, এক গুলিতে টার্কিটাকে ফেলে দিল! এত ফাস্ট ড্র জীবনেও দেখিনি আমি!'

হাতের চেটো দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল সে। 'আর যাই হোক, অন্তত বোকা নই আমি, নিজের ভাল-মন্দও বুঝি। জানি কখন অবাধ্য ইচ্ছেকে গলা টিপে হত্যা করতে হয়। চট করে বুঝে ফেললাম আমাকে দিয়ে হবে না। যে-লোক এত দ্রুত ড্র করে আর এমন নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে পারে, তার সঙ্গে আমি কেন, আসলে চৌহদ্দির কেউ কুলিয়ে উঠতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তাকে না-ঘাঁটানোই ভাল।

'তো, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যেতে নিজেও স্বস্তি পেলাম। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। তবে মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি-ছাড়া করিনি রেডলিনকে। শহর ছাড়ার পর স্কুইরেল স্প্রিং ক্যানিয়ন পর্যন্ত পুরো পনেরো মাইল এবড়োখেবড়ো এলাকা, সবাই জানে কেমন রুক্ষ!

'সন্ধ্যা নামার ঠিক আগে টার্কিটাকে গুলি করেছিল ও। সুতরাং

আমি নিশ্চিতভাবে বলতে চাই গতকাল ডিক রিগেলকে খুন করা দূরে থাক, তার সঙ্গে ট্রেইলে দেখাই হয়নি রেডলিনের। প্রতিটা মুহূর্ত আমার চোখের সামনে ছিল সে।'

নিচু স্বরে খিস্তি করছে জিম ইয়োন্ট। ভাগ্য আর কাকে বলে! জাতশত্রু সাফাই গাইল রেডলিনের পক্ষে! দর্শকদের মধ্যে উঠে দাঁড়াল কেউ কেউ, বেরিয়ে যাবে। আদপে কী ঘটেছে বুঝে গেছে অনেকেই। ঘরের নির্দিষ্ট কোণের দিকে তাকাল ইয়োন্ট, এদিকে সমানে হাতুড়ি পিটিয়ে গুঞ্জন থামাতে ব্যস্ত জজ।

প্রশ্নের তুবড়ি ছুটিয়ে সিমন ফ্লিচকে আক্রমণ করল ইয়োন্ট, কিন্তু টলাতে পারল না নেস্টরকে। শেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে, খেপা সুরে জানতে চাইল: 'এই গল্প বলার জন্য রেডলিন কত দিয়েছে তোমাকে?'

রাগে কুৎসিত হয়ে গেল ফ্লিচের মুখ। 'কত দিয়েছে মানে? কোর্টে শপথ নিয়ে মিথ্যে বলাবে আমাকে এমন লোক দুনিয়ার বুকে নেই কেউ! জীবনে সবসময়ই যে সৎ ছিলাম তা বলব না, স্বীকার করছি মাঝে মধ্যে দু'একটা বাছুর চুরি করেছি। সত্যি কথা হচ্ছে এই কোর্টরুমে উপস্থিত প্রতিটি লোকই আমার মত একই কাজ করেছে! কেউ বেঈমানি করলে নির্দ্বিধায় তাকে খুন করব, কিন্তু শপথ নিয়ে মিথ্যে বলার ইচ্ছে নেই আমার, কখনও ওই কাজ করিওনি!

'রেডলিনকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি! ওকে পছন্দ না-করাই স্বাভাবিক আমার পক্ষে। বিয়ার ক্যানিয়নে আমাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে ও, আমার বন্ধুদের গুলি করেছে, কিন্তু কাজটা সে করেছে সামনাসামনি, যখন আমার বন্ধুরাও পাল্টা গুলি করছিল। তাই ওকে পছন্দ না-করলেও ওর কাজ-কারবার কারও অপছন্দ হওয়ার মত নয়। সাচ্চা লোক।

'আমি বরং ডেভের খুনির পরিচয় জানতে চাই! যদি জানতে পারি লোকটা কে, তা হলে দেখবে কী করি! ডেভকে মুখ খুলতে দেঁয়নি লোকটা, ডেভ বলতে যাচ্ছিল ডিক রিগেলের প্ররোচনায় ফায়ারবক্সের গরু চুরি করেছে ওরা।'

উঠে দাঁড়াল স্যাম রেডলিন। 'জজ, আমি চাই কেসটা এখনই ডিসমিস করে দেওয়া হোক। কার্যত আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তোমাদের।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জিম ইয়োন্টের দিকে তাকাল জজ, কিন্তু শ্রাগ

করে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাটর্নি।

'মামলা ডিসমিস!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জজ, প্ল্যাটফর্মে পা রাখল।

দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে দৃষ্টি চালাল স্যাম, যেখানে বার কয়েক চলে গিয়েছিল জিম ইয়োন্টের দৃষ্টি। শূন্য একটা চেয়ার পড়ে আছে! লোকটা কোন্ ফাঁকে সরে পড়েছে কেউ খেয়াল করেনি।

একসঙ্গে সবাই বেরোতে গিয়ে দরজায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। একে একে প্রতিটি লোককে দেখল স্যাম, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই। কেবল একজনই পিছন ফিরে তাকাল। লোকটা সাই গেলভিন।

ভিড় ঠেলে সিমন ফ্লিচের দিকে এগোল স্যাম। ওকে দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল বিশালদেহী নেস্টর, চোখের চাহনি কঠিন হয়ে গেছে।

'ফ্লিচ,' আন্তরিক স্বরে বলল স্যাম। 'তোমার হাতটা ধরতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি!'

ভুরু কুঁচকে তাকাল সে, দ্বিধা কাটাতে পারছে না, তীক্ষ্ণ চাহনিতে স্যামকে বিদ্ধ করল, স্যামের মুখে বা চাহনিতে সামান্য কৌতুক বা হাসি খুঁজছে। কিন্তু নেই। ধীর, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল নেস্টর। শেকহ্যান্ড করল ওরা।

'এখন কী করবে তুমি? ফায়ারবক্সে বেশ কিছু লোক দরকার আমাদের। তুমি কাজ করতে চাইলে খুশি হয়ে নেব।'

'আমি একজন রাসলার, রেডলিন, কথাটা শত লোকের সামনে এই কোর্টে স্বীকার করেছি। এটা জেনেও আমাকে ভাড়া করবে?'

'একটু আগে মিথ্যে বলার জন্য হাজারটা কারণ ছিল তোমার পক্ষে, কিন্তু বলোনি। আমার তো মনে হয় যে-লোক নিজের জবানের এরকম দাম দেয়, রাইড করলে সেই লোক নির্দ্বিধায় ব্র্যান্ডের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। শুধু একটা কথা দিতে হবে: যদ্দিন ফায়ারবক্সের হয়ে কাজ করবে, আমাদের কোন গরু চুরি বা জবাই করবে না। ব্যস, তা হলেই কাজ পেয়ে যাবে।'

'বেশ, কথা দিচ্ছি। কখন কাজে যোগ দিতে হবে?'

মিনিট খানেক পর বিদায় নিয়ে চলে গেল বিশালদেহী নেস্টর।

'কী মনে হয়, আমাদের সঙ্গে লেগে থাকতে পারবে ও?' স্যামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ড্যান বেন্ডার।

'নিশ্চিত থাকতে পারো। নিজেকে নিয়ে অহঙ্কার আছে ওর, সেটা

ওর জবানের। সম্ভবত এটাই লোকটার সারা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অর্জন। কথা দিলে সেটা রাখে। ঠিক লেগে থাকবে ও, আমরা ওকে বিশ্বাস করতে পারি।'

শরীরে কতটা ক্লান্তি জমে আছে, এতক্ষণ টের পায়নি স্যাম, কিন্তু র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে হাড়ে হাড়ে টের পেল। ক্লান্তিতে স্যাডলে নুয়ে পড়ছে দেহ। গত কয়েকদিন ধরে খুব কম ঘুমাচ্ছে, খেয়েছেও প্রয়োজনের তুলনায় কম। অনিয়ম আর অতিরিক্ত শ্রম এখন আঘাত হেনেছে শরীরে, কাবু করে ফেলছে ওকে।

ফায়ারবক্স র‍্যাঞ্চ হাউসে যখন পৌঁছল ওরা, স্যাম তখন ঘুমে কাদা হয়ে গেছে স্যাডলে, কীভাবে এখনও টিকে আছে সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

র‍্যাঞ্চের বেশিরভাগ কামরা আলোকিত। বার্নের কাছে একটা বাকবোর্ড দেখা যাচ্ছে। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার লাগাম ড্যানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল স্যাম। কী করতে হবে জানে ড্যান, ওকে কিছু বলা অত্যুক্তি হবে।

পোর্চে পা রাখল স্যাম, কিছুটা হলেও সুস্থির বোধ করছে, তবে ক্লান্তি কাটেনি। ভেজানো কবাট ঠেলে কামরায় পা রাখল।

ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রোয়েনা ক্রকেট, দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল। ছোট্ট করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। বছরের এই সময়েও, এমনকী যথেষ্ট উচ্চতায় না-হলেও আগুন জ্বালানো লাগছে। বিশেষ করে রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে।

গড়পড়তার চেয়ে লম্বা মেয়েটা, ছিপছিপে কিন্তু ভরাট শরীর। কাপড় ঢেকে রাখছে বটে, তবে ভিতরের কাঠামো কখনও কখনও প্রকটও করে তোলে। বড়বড় গাঢ় নীল চোখ, ঘন কালো চুল। সব মিলিয়ে কাঙ্ক্ষিত এক নারী।

ওকে দেখেই ছুটে এল রোয়েনা। 'স্যাম!' অস্ফুট স্বরে আনন্দ ও স্বস্তি প্রকাশ করল। 'ফিরে এসেছ তুমি!'

'তুমি যে এখানে!' স্বস্তি রয়েছে স্যামের কণ্ঠে, তবে দুশ্চিন্তাটা চেপে রেখেছে। যা ঝামেলা হচ্ছে, রোয়েনার উপস্থিতি তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে—ওকে নিয়ে সারাক্ষণই উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। 'র‍্যাঞ্চ থেকে পুরো পথ বাকবোর্ড চালিয়ে এসেছ?'

'আরে নাহ্, আমি বাকবোর্ড চালাইনি, ম্যাকনীল চালিয়েছে,'

জানাল রোয়েনা। 'আমাদের সঙ্গে শর্টিও এসেছে। বলল আমার নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত করতে ওর আসা, কিন্তু আদপে তা নয় বোধহয়, ওর ধারণা তুমি বিপদে আছ। সেক্ষেত্রে, শর্টির এখানেই থাকা উচিত।'

'রোয়েনা, তুমি এখানে আসায় ভাল লাগছে। সত্যি খুশি হয়েছি, কিন্তু না-এলেই বোধহয় ভাল হত। ফ্যাসাদে পড়ে গেছি আমরা, এর শেষে কী আছে আমি নিজেও জানি না।

'আমার মত তুমিও জানো ভাল ঘাস অন্যের ঈর্ষা আর লোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমার হাতে থাকলে সেটা অন্যরাও পেতে চাইবে। দুনিয়ার সব জায়গায় এটা ঘটে। কেউ কেউ দখলও পেতে চেষ্টা করে। তবে ওরা বেশিরভাগ সময় পানি আর ওঅটরহোলের কথা ভুলে যায়। এখানে আমাদের অবস্থান দারুণ। ঘাস, পানি বা ঝর্না···সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

রোয়েনার দু'কাঁধে হাত রাখল স্যাম। 'আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের।' মেয়েটিকে কাছে টেনে চুমো খেল ও। অধীর হয়ে সাড়া দিল রোয়েনা।

ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল স্যাম, ঘুরে কামরা থেকে বেরোতে উদ্যত হতে বাধা দিল রোয়েনা। 'স্যাম? দয়া করে সব খুলে বলো তো! কোন কিছু লুকিয়ো না। সত্যি কি ঝামেলা হচ্ছে, পরিস্থিতি অতটাই খারাপ? বেনের কাছে শুনলাম তোমাকে গ্রেফতার করে কোর্টে নেওয়া হয়েছে, জেলও হয়ে যেতে পারত?'

'ওটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, তবে সামনে আরও অনেক বিপদ বা ঝামেলা সামাল দিতে হবে আমাদের।'

'কে আছে এসবের পিছনে, স্যাম? আসলে কী চায় সে?'

'আসল সমস্যা তো ওটাই!' তিক্ত স্বরে বলল স্যাম। 'লোকটার পরিচয় কারও জানা নেই, আমিও জানি না। হয়তো এমন কেউ যাকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করছি না।'

চুলোয় চড়ানো কফিপটের দিকে এগিয়ে গেল রোয়েনা। 'স্থির হয়ে বসো তো! কফি খেতে খেতে সবকিছু খুলে বলো আমাকে।'

'র‍্যাঞ্চটা এককথায় দারুণ। উন্নত জাতের পর্যাপ্ত ঘাস, প্রচুর পানি, রেঞ্জের কন্ডিশনও ভাল। অতিরিক্ত গরু না-চরালে সারা বছরই পানি থাকবে। র‍্যাঞ্চটাকে মনের মত করে গড়ে তুলেছিল বাওয়ার, বেশ কয়েকটা ঝর্না বড় করেছে, জমিনে নালা খুঁড়েছে, বাঁধ দিয়ে পুরো

রেঞ্জে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করেছে, অথচ এসব পানি ঝর্না থেকে উপচে পড়ে নষ্ট হয়ে যেত। অন্তত রেঞ্জের কোন কাজে লাগত না। এত ভাল একটা র‍্যাঞ্চ হওয়ার পরও বেচে দিয়েছে সে। কারণটা তখন বুঝতে না-পারলেও এখন অনুমান করতে পারছি।'

কফি পান করে বেরিয়ে এল ওরা। ম্লান চাঁদের আলো বাইরে, দূরে পাহাড়ের অবয়ব ঝাপসা দেখাচ্ছে। ঝিরঝিরে পাইন মাখা বাতাস ধেয়ে আসছে। হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করল ওরা, পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করছে।

'কী যেন ঝামেলার কথা বলছিলে? গোলাগুলি হয়েছে নাকি?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল রোয়েনা ক্রকেট।

'গোলাগুলি হয়েছে বটে, তবে সেটা আমরা এখানে উপস্থিত হওয়ার আগেই ঘটেছে।' তরুণ জেমস বাওয়ারের খুনের ঘটনা খুলে বলল স্যাম, পরবর্তীতে য়াসলারদের ধরতে ওর অভিযান, সিমন ফ্লিচের সঙ্গে হাতাহাতি, ডেভ অ্যালেনের অপমৃত্যু এবং সবশেষে, ডিক রিগেলের খুন হওয়া সম্পর্কে জানাল।

'তা হলে শুধু ডিক রিগেলই নয়, অন্য লোকও আছে এসবের মূলে?' রোয়েনার বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

'ডিক রিগেল ছোট্ট একটা ঘুঁটি ছিল। প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে পিছনের লোকটা আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছে। ফ্লিচ না-থাকলে হয়তো সফলও হয়ে যেত সে।'

'লোকটাকে খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে।'

'শিগগিরই ওকে দেখতে পাবে, আমাদের হয়ে কাজ করবে ও। বিশালদেহী, রগচটা এবং হিংস্র, কিন্তু মনে-প্রাণে ভদ্রলোক। মুখের কথা ওর কাছে ধর্মের মত। আমার ধারণা কিছুদিনের মধ্যে সাচ্চা লোকে পরিণত হবে ফ্লিচ। বিকল্প বা কিছু করার নেই বলে কেউ কেউ বিপথে চলে যায়, ফ্লিচের ক্ষেত্রেও বোধহয় তাই ঘটেছে।

'ফ্লিচ না-থাকায়, আমার ধারণা বিয়ার ক্যানিয়নের লোকজন তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে। বাড়ি-ঘর আবার তুলবে বলে মনে হয় না।'

'স্যাম, এসব আর ভাল লাগছে না আমার! আর কত? অযথা এত রক্তক্ষয়, সংঘাত! খুনোখুনি না-করলেই কি নয়? রীতিমত ঘৃণা ধরে গেছে আমার! আমার মায়ের পেটের ভাই খুন হয়েছে এই

রক্তারক্তিতে। তুমি ভাল করেই জানো, কারণ তুমি নিজেই আমাদের উদ্ধার করেছ।'

'এসব আমারও ভাল লাগে না, রোয়েনা, কিন্তু না-চাইলেও করা লাগে। তবে সময়ের সাথে সাথে সংঘাত কমে যাচ্ছে এখন। পুরানো সেসব দিন প্রায় গত হয়ে গেছে। এখানে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন, খুবই ধূর্ত আর নিষ্ঠুর একজন লোক রয়েছে এসবের পিছনে, মানুষের জীবনের কানাকড়ি মূল্যও নেই তার কাছে। স্বার্থটাই তার কাছে বড়। সব মানুষের মধ্যেই কোন না কোন ভাল গুণ থাকে, কিন্তু এমনও মানুষ আছে যাদের মধ্যে ওসব খুঁজে পাবে না।

'এসবের মূলে যে-ই আছে, আমার অনুমান সত্যি হলে, স্বার্থ হাসিল হওয়া পর্যন্ত একের পর এক খুন করতে থাকবে সে। অতীতে নিশ্চয়ই সব ক্ষেত্রে সফল হয়েছে লোকটা, পরিস্থিতি তাতে আরও খারাপ হয়ে গেছে। কোন কিছুরই পরোয়া করছে না সে।

'ভ্যান হিস্কিট বা হার্ভে ক্লাইডের মত লোক কারা কাজে লাগায়? তাদের অন্তত সৎ বলা যাবে না। রিগেলের হয়ে কাজ করত না ওরা, এখন জেনে গেছি আমরা। রিগেল যার হয়ে কাজ করত, ওরাও তার হয়ে কাজ করে।

'শিগ্‌গিরই ড্রাই লেগেটে গিয়ে আহত ওই লোকগুলোকে ধরতে হবে। পিছনের লোকটাকে খুঁজে পেতে হলে ওদের ধরতেই হবে! খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমার, রোয়েনা, পিছনের ওই লোকটা কোন কিছুতেই থামবে না।'

'কিন্তু আমি তো একটা মেয়ে!'

'মেয়ে বলে এতটুকু খাতির করবে না ওই লোকটা। সাধারণ ভব্যতা বা শিষ্টাচার তার মধ্যে নেই।'

'তোমাকে নিয়ে আমার যত চিন্তা, স্যাম! তোমার কিছু হয়ে গেলে কোথায় যাব আমি?'

'উঁহুঁ, ঠিকই সামলে নিতে পারবে। সাহস, সামর্থ্য বা দক্ষতা, সবই আছে তোমার। নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠার সময় সব দেশ বা শহরেই কিছু সমস্যা দেখা দেয়, এখানেও তাই ঘটছে। সময়ে সব সেরে যাবে, পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের জন্য অনুকূল হবে, কিন্তু অতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরার পাশাপাশি শান্তি স্থাপনের কাজটা আমাদেরই করতে হবে।'

'চলো, অনেক রাত হয়েছে,' বলল রোয়েনা।

র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে ওরা দেখল টেকো বেন ডেগনার ছাড়া বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

'এখনও কি ষোলো-সতেরোয় আছ তোমরা?' ত্যক্ত স্বরে বলল ডেগনার। 'মাঝে মধ্যে ভাবি সাপার না-খেয়ে লোকে কেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়! এর মধ্যে কী মজা আছে?'

'চুপ করো, বুড়ো স্কুঅ-ম্যান!' কৃত্রিম ঝাঁঝ স্যামের কণ্ঠে। 'দরকার হলে খাবার নিয়ে সারা রাত জেগে থাকবে! হ্যাঁ, এমন খিদে পেয়েছে যে তোমার ভাগেরটাও খেয়ে ফেলব আমি।'

'স্যাম!' প্রতিবাদ করল রোয়েনা। 'এভাবে ওর সঙ্গে কথা বলছ কেন? তুমি ভাল করেই জানো শত মাইলের মধ্যে ওর চেয়ে ভাল কুক নেই কেউ।'

খুশিতে বুকে দুটো চাপড় মারল ডেগনার। 'শুনে রাখো! কান খাড়া করে শোনো! বস্ নিজেই সার্টিফিকেট দিয়ে দিল আমাকে! মিস্ ক্রকেট যেখানে একনজর দেখেই খাঁটি জিনিস চিনতে পারে, তোমরা বছরের পর বছর রান্না খেয়েও চিনলে না কত ভাল খাবার খাচ্ছ! আধা-সেদ্ধ বীন আর মুতের মত স্টু খেয়ে খেয়ে তোমাদের জিভ নষ্ট হয়ে গেছে, ভাল জিনিস এখন রুচছে না।'

জবাব দেওয়ার আগেই বাইরে হাঁক শোনা গেল। 'স্যাম? স্যাম রেড্‌লিন!'

ত্যক্ত মনে গজগজ করতে করতে দরজার কাছে চলে গেল বেন ডেগনার, এক টানে দরজা খুলে ফেলল। কড়া গলায় বলবে কী যেন, কিন্তু বলা হলো না। বাইরে গর্জে উঠল একটা বন্দুক। বুলেটের ধাক্কায় আধ-চক্কর ঘুরে গেল ডেগনারের দেহ, হাত থেকে কফির পট খসে পড়েছে। পরপর আরও তিনটা গুলি হলো। রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

ততক্ষণে বাতি নিভিয়ে মেঝেয় ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্যাম, হাতে উদ্যত সিক্সগান। রোয়েনাকেও পাশে শুয়ে পড়তে বাধ্য করেছে।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল গুলির শব্দ। তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল চারপাশ। শুধু কর্কশ শব্দে ডেগনারের নিঃশ্বাস নেওয়ার আওয়াজ হচ্ছে। এবার খুরের শব্দ শোনা গেল, একটাই ঘোড়া—ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল স্যাম, দেয়াশলাই জ্বালিয়ে লণ্ঠন ধরাল। সহসা দূরে কোথাও ফের গর্জে উঠল একটা পিস্তল। বহু দূরে, রহস্যময় রাইডার যেদিকে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্যাম, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দূরের বনভূমির পটভূমিতে এক ঝলক আলো দেখতে পেল।

'বেনের দিকে খেয়াল রেখো!' বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল ও।

ছুটে করালে ঢুকল ও, হাতের সামনে যেটাকে পেল তাই নিয়ে বেরিয়ে এল। কালো একটা চেস্টনাট। এক লাফে ওটার পিঠে চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, দেরি হয়ে যাবে বলে স্যাডল পরায়নি।

তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল স্যাম। আগুনের কাছে পৌঁছে টের পেল পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে এক অশ্বারোহী। ড্যান বোধহয়, অনুমান করল ও। একটা হাত তুলে ড্যানকে ঘোড়ার গতি কমানোর নির্দেশ দিল।

হঠাৎ ট্রেইলের ঠিক মাঝখানে বিশালদেহী এক লোককে দেখতে পেল, দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'রেডলিন! এদিকে এসো, ব্যাটাকে পাকড়াও করেছি!'

সিমন ফ্লিচ!

স্যাডল ছাড়ল দুই বন্ধু। এগিয়ে গিয়ে স্যাম দেখতে পেল ট্রেইলের মাঝখানে খড়ের গাদায় আগুন জ্বলছে। একটু দূরে মাটিতে পড়ে আছে একটা লোক, বুকের কাছে শার্ট রক্তাক্ত, মাটিতেও রক্ত পড়ে আছে।

'বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম, ভাবলাম সকাল থেকে কাজ শুরু করব যখন রাতটা তোমাদের সঙ্গে কাটানোই ভাল। এখানে এসে হঠাৎ লোকটার চিৎকার কানে এল। গুলির শব্দও শুনলাম। তোমাকে টার্গেট করেছিল?

'স্যাডল ছেড়ে কেটে রাখা খড় এনে রাখলাম এখানে। তারপর ব্যাটা সামনে আসতেই একটা কাঠি ফেলে দিলাম। ব্যস, আগুন ধরে গেল। আমাকে দেখেই গুলি করল ও, কিন্তু আমার স্পেন্সারের সঙ্গে গতিতে কুলাতে পারেনি। পয়েন্ট সিক্স-ফাইভের গুলিটা ঠিক বুকে গেঁথেছে।'

সরু মুখের এই রাইডারকে আগেও দেখেছে স্যাম। পাসির সঙ্গে ছিল। 'জবান খুলবে নাকি, দোস্ত?' জানতে চাইল ও।

'নরকে যাও! মরে গেলেও মুখ খুলব না!'

'মরতে বসেছ, তারপরও মুখ খুলবে না?'

এক কনুইয়ের ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হলো লোকটা, ভয়ানক কাশছে, কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে এল মুখে। 'শুনে কী লাভ হবে? রিগেল বলেছিল কীভাবে টাকা বা নির্দেশ পেতে হবে। গর্তঅলা একটা গাছের কথা বলেছিল ও, গিয়ে দেখলাম সত্যি টাকা আছে, সঙ্গে চিরকুটে নির্দেশ—রেডলিনকে শেষ করে দিতে হবে···' কাশতে কাশতে কেঁপে উঠল লোকটা, মুখের কোণ দিয়ে রক্ত চিবুকে গড়িয়ে পড়ছে।

'কার কাছ থেকে টাকা পেয়েছ, ধারণা করতে পারোনি?'

'একটা মেয়ে বোধহয়,' শেষ শক্তি দিয়ে তিনটা শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলো লোকটা, মাটির উপর ঢলে পড়ল শরীর।

'মেয়ে!' বিস্ময়ে প্রায় বিমূঢ় বোধ করছে স্যাম। 'অসম্ভব!'

মাথা নাড়ল ফ্লিচ। 'কী জানি, হতেও পারে! আমার তো মনে হয় যে-কেউ এর পিছনে থাকতে পারে।'

*

সূর্য এখন তপ্ত হল্কা ছড়াচ্ছে সর্বত্র, ঝলমলে উপত্যকা পেরিয়ে ঝর্নার কাছে এসে থামল ওরা। স্যাম আর রোয়েনা। সকাল থেকে পাশাপাশি রাইড করছে দু'জন। মূল উদ্দেশ্য রোয়েনাকে পুরো র‍্যাঞ্চ দেখানো। ক্রীক ধরে স্পার লেকের দিকে এগোল স্যাম, প্রকাণ্ড এক সিয়েনাগাকে পাশ কাটিয়ে গেল।

রোয়েনা অভিভূত। এত সমৃদ্ধ ও সুন্দর রেঞ্জ, পানির যোগান বা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ—সব মিলিয়ে বাথানটা অপূর্ব। পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তুলেছিল বাওয়াররা। রেঞ্জের কিছু কিছু জায়গা এখনও শুকনো ও অনুর্বর রয়ে গেছে, তবে পরিশ্রম করলে সেখানেও সবুজ ঘাস ফলানো সম্ভব।

'একটা কথা,' হঠাৎ জানতে চাইল রোয়েনা। 'কালাহান নামে এক লোকের কথা শুনেছ? খুবই সুদর্শন লোকটা, বয়সও বেশি নয় ওর, সদ্য যুবক বলা চলে। "এইচ" ছাড়া নামটা উচ্চারণ করে সে, তাতে হয়ে যায় কালান।

'হলব্রুকে থাকার সময় দেখেছি পিঙ্কারটনের এক গোয়েন্দা লোকটার খোঁজ করছে। পুরস্কারের অঙ্কও নাকি লোভনীয়। সান্তা ফেতে ট্রেন ডাকাতি করেছিল সে, মেসেঞ্জার ছাড়াও এক যাত্রীকে খুন করেছে। এটা চার মাস আগের ঘটনা। তার আগে এদিকেই নাকি দেখা গেছে তাকে, তবে হঠাৎ হঠাৎ সান্তা ফেতেও উদয় হত।

'আগে আরও একটা ট্রেন ডাকাতি করেছিল সে; নির্দয়ভাবে খুন করেছে তিনজনকে। ঘটনা শুনে পিঙ্কারটন ধারণা করেছে যখনই পালানোর দরকার হয়, সোজা এখানে চলে আসে সে।'

'কখনও এমন কারও নাম কানে আসেনি,' বলল স্যাম। 'তবে এখনও এলাকায় নতুন আমরা।'

'পিঙ্কারটন গোয়েন্দার কাছে শুনেছি পিস্তল বা রাইফেলে ডেডশট লোকটা, এবং খুবই বিপজ্জনক। অনুসরণ করে আলমা পর্যন্ত একবার চলে গিয়েছিল ওরা, কিন্তু গিলা ক্রসিং পেরিয়ে দক্ষিণ-পুবে আসার পর ট্রেইল হারিয়ে ফেলে।'

এগিয়ে চলল ওরা, ঘোড়াকে হাঁটাচ্ছে এখন। র‍্যাঞ্চের সীমানা নির্দেশকারী ফলকগুলো দেখাল স্যাম। 'এলাকায় সবচেয়ে সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ এটা,' জানাল ও। 'স্পার লেক এলাকা, সেন্টারফায়ারের সমস্ত উপত্যকা আর পুব-পশ্চিমে ড্রাই লেক থেকে অ্যাপাচি ক্রীক পর্যন্ত।

'বন বা গাছের অভাব নেই, তাই গরমের সময় ছায়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এই র‍্যাঞ্চের আরও একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এর সীমানার বেশিরভাগ প্রাকৃতিক, তাই চরতে থাকা গরু হারিয়ে যাওয়ার বা অন্য কোন রেঞ্জে চলে যাওয়ার ভয় নেই।'

'যে-ঝামেলার কথা বলেছ, স্যাম, ওটা কি শিগ্‌গিরই মিটে যাবে না মাসের পর মাস ধরে চলতে থাকবে?'

'আলামত দেখে মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই একটা শোডাউন হবে। ভাবছি কয়েকজনকে নিয়ে বেরোব, ঝামেলাবাজ কিছু লোককে ধরে আইনের কাছে সোপর্দ করব। বেন আহত হওয়ায় একটু অসুবিধাই হলো, এলাকাটা হাতের তালুর মতই চিনত ও।'

'কিন্তু ওকে বিছানায় রেখে ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে গেলে তোমার আরাম হারাম করে দেবে ও,' মনে করিয়ে দিল রোয়েনা। 'ক্ষতটা তেমন গুরুতর নয়, মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে শুধু। বিস্তর রক্ত হারানোর পরও ভালই আছে বেন। গায়ে বুলেট বিঁধেছে এই আতঙ্ক ওকে কাবু করে ফেলেছিল।'

থেমে ফিরতি পথে র‍্যাঞ্চের দিকে ছুটল ওরা। উঁচু একটা রীজের চূড়ায় এসে থামল স্যাম, সামনের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অবারিত সবুজ ঘাস। বাতাসে দুলছে একইসঙ্গে, ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

'এই সমৃদ্ধ স্বর্গ, সবই তোমার, রোয়েনা,' বিষণ্ন সুরে বলল স্যাম।

'সাধারণ একজন কাউহ্যান্ডের বউ হওয়া তোমার শোভা পায় না।'

'আবার শুরু করেছ! স্যাম, এ-নিয়ে বেশ কয়েকবারই আলাপ হয়েছে আমাদের। ভুলে গেছ একটা রফায়ও পৌঁছেছিলাম যে এ-কথা আর তোলা যাবে না? বুঝলাম এসব আমার, কিন্তু কে এনে দিল আমার হাতে, কে সামাল দিল যাবতীয় ঝামেলা? কার কারণে সম্ভব হলো? আমি যদি ধনী হয়েই থাকি, তার পিছনে সমস্ত অবদান তোমার। গত দশটা বছর তুমি পাশে না-থাকলে কিছুই হত না। কিচ্ছু না! আমার ভাই যদি বেঁচেও থাকত, এসব সামাল দিতে পারত না, অন্তত তুমি যেভাবে দক্ষভাবে সামলেছ। মানুষ হিসাবে ভাল সে, সব মেয়ের এমন একটা ভাইও থাকা উচিত, কিন্তু র‍্যাঞ্চার বা গরু ব্যবসায় তোমার ধারে-কাছেও ছিল না সে।

'তা ছাড়া, দিনের পর দিন খেটেছ তুমি, আমার ছোট্ট স্প্রেডকে সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চে পরিণত করেছ। এখন আমি একাধারে চারটা র‍্যাঞ্চ আর দুটো খনির মালিক। রেল ব্যবসায় টাকা খাটিয়েছি···সবই তোমার জন্য হয়েছে। অন্তত দু'বার বোকার মত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি জোর করে আমাকে রক্ষা করেছ। সত্যি কথা বলতে কী, সব সম্পত্তির অর্ধেক বরং তোমার হওয়া উচিত!'

'আমার হয়তো কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটা র‍্যাঞ্চ খাড়া করার চেষ্টা করা উচিত,' চিন্তিত স্বরে বলল স্যাম। 'তখন তোমার সামনে এসে দাঁড়ালে নিজেকে কপর্দকশূন্য মনে হবে না।'

'তাতে কয় বছর লাগবে, স্যাম?' পমেলে রাখা স্যামের হাতের উপর হাত রাখল রোয়েনা। 'পাগলামি বাদ দাও তো, ডার্লিং! এসব চিন্তা মাথায় এনো না! তুমি চলে যাবে ভাবলেই ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার! গত দশটা বছর তোমার উপর নির্ভর করে এসেছি, এবং আজ পর্যন্ত কখনও আমাকে হতাশ করোনি।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল বুনো একটা টার্কি, এক দৌড়ে হারিয়ে গেল আবার। সামনে দু'শো গজ দূরে ঘাসে চরছিল তিনটা হরিণ, ওদের সাড়া পেয়ে এক ছুটে হারিয়ে গেল ক্রীকের ধারে।

'এখনও বুঝতে পারোনি?' প্রায় মরিয়া শোনাল রোয়েনার কণ্ঠ। 'তোমার মতই দেখার চেষ্টা করছি সমস্যাগুলো। আজ পর্যন্ত নিজ থেকে কোন সিদ্ধান্ত নিইনি আমি, বরং তুমি যা বলেছ তাই করেছি।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তোমার মতামতকেই গুরুত্ব দিয়েছি। তোমার উপর নির্ভর করতেই ভাল লাগে আমার।

'তোমার কোন ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। আমি একটা মেয়ে, স্যাম, তোমার ক্ষতি হওয়ার চিন্তা ভুলেও কল্পনা করি না। সত্যি কথা বলতে কী, ছেলেদের ব্যাপারেও আমার একই ভাবনা। সবাই ভাল থাকুক। আমি বরং তোমাকে নিয়ে বেশি ভাবছি, এসব খুনোখুনি বা রক্তারক্তি তোমার মধ্যে কী প্রভাব ফেলে, তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন। তুমি যদি খুব কঠিন হয়ে যাও, সেটা সহ্য করতে পারব না আমি।'

'বুঝেছি তোমার আশঙ্কাটা কোথায়। উঁহুঁ, ওরকম কিছু হবে না এখন। একসময় হয়তো সম্ভাবনা ছিল। সেটা অনেক আগের কথা। তখন প্রতিবার বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সময় ঘেন্না লাগত, কিন্তু কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়ার তো উপায় থাকে না, তাই অন্যের রক্ত মাড়িয়ে পথ চলতে হয় মানুষের। দুঃখজনক হলেও সত্য যে কিছু কিছু মানুষ শক্তি ছাড়া কিছু বোঝে না। ওদেরকে বোঝাতে হলে শক্তি বা সামর্থ্য দেখাতে হয়।'

কেবিনের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল ওরা। 'তুমি তা হলে কাল বেরোবে?' জানতে চাইল রোয়েনা।

'হ্যাঁ।'

'গুড লাক তা হলে!' ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল মেয়েটা।

পিছনে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্যাম, নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ আর রিক্ত মনে হচ্ছে। তবে এও জানা আছে এসব স্রেফ বিলাসিতা। এই মেয়ে ওরই, কখনোই অন্যের হবে না, দু'জনেই ভাল করে জানে ওরা, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। সম্পর্কের শুরুতে রোয়েনা ছিল র‍্যাঞ্চের মালিক–টাকার অভাব ছিল না, কিন্তু রেঞ্জ আর গরু সম্পর্কে কিছুই জানত না। স্যামের হাতে আজকের ধনীর দুলালী রোয়েনা ক্রকেটের উত্থান। গত দশ বছরে যা কিছু গড়েছে বা অর্জন করেছে, এর সবই স্যামের মাধ্যমে।

স্যামের তত্ত্বাবধানে টেক্সাসে গরু কিনেছে রোয়েনা, উত্তরের ট্রেইলের ধারে-কাছে চরতে দিয়ে ওদের পেটমোটা করেছে; এবং কয়েকদিন পর কয়েক হাজার ডলার লাভে ওই ক্যান্সাসেই বিক্রি করে দিয়েছে অর্ধেক গরু। পালের বাকি অংশ ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছে

আরও পশ্চিমে। একা রোয়েনার পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না, এমনকী ড্যান বেন্ডার হলেও সম্ভব হত না, যদিও অস্ত্রে ওর সমকক্ষ লোক খুব কমই দেখা যায়, কিন্তু স্যামের মত দায়িত্ববান, বিচক্ষণ বা সূক্ষ্ম বিচারবোধসম্পন্ন নয় সে।

বাঙ্ক হাউসের দরজায় দেখা গেল ড্যানকে। 'কাল, স্যাম?'

'বিস্তর অ্যামুনিশন লাগবে, ড্যান। রাইফেল, পিস্তল···দুটোরই লাগবে। তুমি, এমেট পেকার, শর্টি ওয়েব আর···'

'টেকোকে নেবে না? ওকে সঙ্গে না-নিলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে ওর, শেষে হয়তো বাঙ্কের সঙ্গে ওকে বেঁধে রেখে যেতে হবে তোমার। এক্ষেত্রে আর যাকে পাও, অন্তত আমার সাহায্য পাবে না। এমনিতে তেতে আছে, কীভাবে যেন বুঝে গেছে তুমি ওকে র‍্যাঞ্চে রেখে যাওয়ার কথা ভাবছ।'

'রাইডটা সামলাতে পারবে ও?'

'কী যে বলো!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ড্যান। 'আমরা যখন হাঁটতে শিখছি, তখন থেকে বনে-বাদাড়ে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে বেন। সাধে কী আর মাথায় টাক পড়েছে? বড় শক্ত ওর প্রাণ! রহাইড বা তিমির হাড়ের মত মজবুত।'

'বেশ, তা হলে ওকে সঙ্গে নেব আমরা।'

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই যাত্রা করল ওরা। সূর্য যখন সবে পুবাকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে, তখন বক্স ক্যানিয়নের তলায় গাঢ় ছায়া ধরে এগোচ্ছে পাঁচজন ঘোড়সওয়ারের একটা দল। সবার আগে, জীর্ণ হ্যাট পরা টেকো বেন ডেগনার।

ঠিক পিছনে রয়েছে স্যাম রেডলিন, বেন্ডার, ওয়েব এবং পেকার। এ-পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি কেউ। সতর্ক ও সচেতন ওরা, জানে যে-কোন মুহূর্তে বিপদ এসে উপস্থিত হতে পারে। মরিয়া হয়ে খুন করতে হবে শত্রুকে, সক্রিয় হতে সামান্য দেরি হলে বা কিঞ্চিৎ অসতর্ক বা বেখেয়ালী থাকলে মৃত্যু এসে হানা দেবে। প্রত্যেকে জানে কীসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, এও জানে একবার শুরু হলে সবকিছুর নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত থামবে না। পতাকা বা ড্রামের বাদ্য ছাড়াই লড়তে বেরিয়েছে ওরা, যে লড়াইয়ে যে-কারও মৃত্যু হতে পারে।

চলার পথে বারবার রোয়েনার মুখে শোনা পিঙ্কারটন গোয়েন্দার কথা মনে পড়ছে স্যামের। কালাহান নামের সুদর্শন এক খুনির পিছনে

লেগেছিল লোকটা। এমন দাগী একজন দস্যু, কিন্তু কখনও নামটা ওর কানে আসেনি–এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

ডেগনারকে জিজ্ঞেস করল ও।

'কালাহান? উঠতি বয়সের এমন কারও নাম শুনিনি, তবে যদ্দূর মনে আছে বছর কয়েক আগে এদিকে বাস করত একটা পরিবার। খুবই নীচ চরিত্রের লোক! চার ভাই ছিল ওরা। একজন ছিল ছিপছিপে দেহের খাটো লোক, কিন্তু সবার চেয়ে নীচ আর বখাটে স্বভাবের। অন্যরা দীর্ঘদেহী। সবচেয়ে বড় ভাইটা লিঙ্কন কাউন্টি গানফাইটারদের হাতে খুন হয়ে যায়। সম্ভবত জেসি জেমস বা ওর কোন বন্ধুর হাতে।

'কলোরাডোর ওদিকে পাসির হাতে ফাঁসি হয়ে যায় ওদের অন্তত একজনের, দু'জনও হতে পারে। এই লোকটা যদি সেই কালাহানদের একজন হয়ে থাকে, তা হলে সত্যি কপালে খারাবি আছে আমাদের। খুবই বিপজ্জনক ও বদলোক ওরা।'

ফ্রিস্কোর পাহাড়শ্রেণীকে হাতের বামে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। অনেকক্ষণ চলার পর হাত তুলে ওদের থামাল ডেগনার। স্যাম খেয়াল করল পাহাড়ের কোলে পাইন বনের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

স্যাডলে ঘুরে বসে অন্যদের দিকে ফিরল স্যাম, বলল: 'এটা হচ্ছে হেইফার বেসিন। নাক বরাবর দুই মাইল গেলে ড্রাই লেগেট। ভাবছি মিনিট কয়েক বিশ্রাম নেব, অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করে নেব। তবে সারাক্ষণই সতর্ক থাকতে হবে। ভ্যান হিস্কিট যদি ড্রাই লেগেটে থাকে, নির্দ্বিধায় বলা যায় সত্যিকারের লড়াই হবে!'

স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে বনের ভিতরে ঢুকল ওরা। পরিচিত একটা ঝর্নার কাছে ওদের নিয়ে এল ডেগনার, ঘাসের উপর বসল সবাই। সবক'টা অস্ত্র পরীক্ষা করে যথাস্থানে রেখে দিল স্যাম রেডলিন। রিলোড করার চিন্তা করছে না; কারণ গোলাগুলির ফাঁকে সবসময়ই রিলোড করতে অভ্যস্ত ও।

'এ জায়গাটা সত্যি সুন্দর,' মন্তব্য করল বেভার। 'পাহাড়ের চূড়া বা ওরকম জায়গা সবসময়ই ভাল লাগে আমার।'

'কাউবয় জীবনের মজাই এখানে,' বলল শর্টি ওয়েব। 'কত জায়গায় যে যাওয়া যায়!'

'টেক্সাসের ধুলো ঝড়ের মধ্যে পড়েছ কখনও?' জানতে চাইল বেন ডেগনার।

'নিশ্চয়ই! আমার তো মন্দ লাগেনি, তবে শুরুতে খুব ভড়কে গিয়েছিলাম। জানোই তো, সব কঠিন কাজ করার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে? কাউবয় জীবনে কম তো ঘুরলাম না, যত রকম জায়গা আছে, সব জায়গায় ঢুঁ মেরেছি। আমার কাছে কিছুই নতুন নয় এখন।'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' চট করে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল স্যাম। 'সবাই তৈরি হও! আসছে ওরা!'

বেসিনের অন্য প্রান্তে অশ্বারোহীদের একটা দল দেখা গেল। ছয় জন। শেষ লোকটাকে চিনতে পারল স্যাম, ভ্যান হিস্কিট।

ডান দিকে সরে গেল ড্যান বেন্ডার। গড়িয়ে প্রকাণ্ড এক গাছের গুঁড়ির আড়ালে চলে গেল ডেগনার, স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়েছে। ঝর্নার বাম দিকে গাছের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে ওয়েব আর পেকার।

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করল ওরা, শেষে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল স্যাম রেডলিন। 'হিস্কিট! এবার পাকড়াও করেছি তোমাদের! অস্ত্র ফেলে দাও!'

পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে ওরা। আচমকা স্যামকে ভূতের মত সামনে উদয় হতে দেখে বেশ চমকে গেছে। তবে পেশাদার লোক বলে চমক সামলাতে দেরি হলো না। স্পার দাবিয়ে ঘোড়াটাকে দ্বিগুণ বেগে ছুটিয়ে দিল ভ্যান হিস্কিট, স্যাডল থেকে শরীর খসিয়ে মাটিতে পড়ল সে।

'রেডলিন? আমাকে পাকড়াও করা অত সহজ নয়, সেজন্য অনেক ঘাম ঝরাতে হবে!' চেঁচিয়ে জবাব দিল আউটল।

ড্র করল সে।

এমন কিছু প্রত্যাশা করছিল স্যাম, তাই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করল না। হিস্কিটের আগেই পিস্তল উঠে এল ওর মুঠিতে। প্রথম বুলেট যখন বিঁধল আউটলর দেহে, তখন সবে পিস্তল হোলস্টার থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছে সে। গুলির ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল দেহ।

কয়েক পা এগিয়ে এল স্যাম, পিস্তলের নল স্থির, অপেক্ষায় আছে। হঠাৎ নরক নেমে এসেছে জায়গাটায়, চারপাশে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। সমানে গুলি করছে দুই পক্ষ। হিস্কিটের উপর নজর রেখেছে স্যাম। আউটল পিস্তলের নল ওর সোজাসুজি নিয়ে আসতে পরের গুলি পাঠিয়ে দিল।

মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল হিস্কিট, ঘাস খামচে ধরে নিজেকে তোলার প্রয়াস পেল, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারল না। সারা দেহে খিঁচুনির মত কাঁপন উঠল একবার, তারপর একেবারে নিথর পড়ে থাকল।

চারপাশে তাকিয়ে বেশ কয়েকটা শূন্য স্যাডল দেখতে পেল স্যাম। মোট চারটা লাশ পড়ে আছে। শুধু একজন লোক দাঁড়িয়ে, বাম হাত মাথার উপর তুলে রেখেছে, ডান হাতে একটা স্লিং।

ষষ্ঠজন পালাতে সক্ষম হয়েছে।

'নাম কী তোমার?' জানতে চাইল স্যাম।

'স্টিভ ভেটার,' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লোকটার মুখ, তবে ভয় পায়নি। 'বাম হাত একেবারে চলে না আমার, তাই গোলাগুলির মধ্যে যাইনি।'

'ভাল করেছ, ভেটার। চাইলে আরও ভাল একটা কাজ করতে পারো এবার। এক দল কয়োটের সঙ্গে চলাফেরা করলেও একটা সুযোগ পাবে, মুখ খুললে হয়তো দড়ি এড়াতে পারবে। তোমাদের বস্ কে, কার কাছ থেকে পাওনা পাও?'

'আমি টাকা পাই হিস্কিটের কাছে, কিন্তু সে কোত্থেকে পায় জানি না,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্যামকে নিরীখ করছে লোকটা। 'হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে বাওয়ার ছেলেটার ওই ঘটনার পর থেকে এসব থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছিলাম আমি। নিষ্ঠুরভাবে কোন সুযোগ না-দিয়ে খুন করা হয়েছে ছেলেটাকে। জঘন্য কাজ!'

'শিকারী দলের মধ্যে তুমিও ছিলে, অন্যদের সাহায্য করেছ,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল স্যাম। 'আর কে কে ছিল তোমাদের সঙ্গে? নেতা কে ছিল?'

'নেতৃত্ব দিয়েছিল একেবারে কমবয়সী এক লোক। সদ্য যুবক বলা চলে ওকে। ছিপছিপে দেহ, কিন্তু পিস্তল হাতে শয়তানের মত ভয়ঙ্কর। হার্ভে ক্লাইডের সঙ্গে এসেছিল লোকটা। ওকে আগে কখনও দেখিনি, পরেও দেখিনি। চুলে সোনালি ছোপ আছে। কাছ থেকে অবশ্য ওকে দেখার সুযোগ পাইনি আমরা, না আমি না অন্য কেউ, কেবল ক্লাইড ছাড়া। পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম হার্ভে ক্লাইডকে, বলল ওর নাম নাকি কালাহান।'

কালাহান! নামটা আবার শুনল। পিঙ্কারটন গোয়েন্দা তা হলে ঠিক পথেই এগোচ্ছিল। এই এলাকায় কোথাও লুকিয়ে আছে সে। সবকিছুর

পিছনের লোকটাই কি কালাহান? উঁহুঁ, মিলছে না। কালাহান একজন লুটেরা, গানফাইটার বা খুনি হতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই খুবই চতুর চালবাজ নয়।

'আমাকে তা হলে ঝুলিয়েই দেবে?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ভেটার। 'তা হলে দেরি করছ কেন? কাজ সেরে ফেলো। অপেক্ষা করতে একটুও ভাল লাগে না আমার!'

লোকটার চোখে চোখ রাখল স্যাম, খেয়াল করল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, ভয় নেই চাহনিতে, নিয়তি মেনে নিয়েছে। হয়তো সুযোগের অভাবে বখে যাওয়া তরুণ, ভাবল স্যাম, সৎ সঙ্গ পেলে ড্যান বেন্ডার বা শর্টি ওয়েবের মত হাসি-খুশি কিন্তু বেপরোয়া ও সৎ যুবক হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

'আগে-পরে হয়তো ঠিক ফাঁসি হবে তোমার, যেহেতু এই পথটা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছ। তবে কাউকে ফাঁসি দেওয়ার কাজটা আইনের, আমার নয়। যাও, তোমার ঘোড়ার পিঠে চাপো।'

ততক্ষণে টাম্বলিং-সি রাইডাররা যার যার স্যাডলে চেপে বসেছে। মিনিট কয়েক পর যাত্রা করল ওরা। স্যাডলে উপুড় করে বাঁধা হয়েছে ভ্যান হিস্কিটের লাশ। সামান্য বিব্রত দেখাল ড্যান বেন্ডারকে, ব্যাপারটা যেন ওকে লজ্জিত করেছে। 'হিস্কিটের লাশ দেখে অন্যরা কেটে পড়বে না তো, বস্? ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়ার দশা হলে অবশ্য মন্দ হবে না, আমাদের কাজ কমে যাবে। ভাবছি আরও দু'একটাকে ধরতে পারলে পার্টিটা জমে যেত।'

ভেটারের দিকে ফিরল ড্যান। 'শুধু এটাকে ধরেছি, অন্যরা হয় মরেছে নয়তো লেজ তুলে পালিয়েছে। বস্, একটা কথা বলি? এত ঝামেলায় যাওয়ার কী দরকার! জীবিত একজনকে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে তার লাশ নিয়ে যাওয়া ঢের আরামের এবং নিরাপদও বটে।'

চট করে স্যামের দিকে চলে গেল ভেটারের শঙ্কিত চাহনি। 'ইয়ে, তোমরা কি সত্যি···!' কেঁপে উঠল তার কণ্ঠ। 'দেখো, মি. রেডলিন, আমি সত্যি কথাই বলেছি। কে আমাদের পাওনা দিত সত্যি জানি না। তবে না-জানলেও এটা ঠিক যে আমি তো বোকা নই, বিচার-বুদ্ধি থাকলে অনুমানও করা সম্ভব, তাই না? হিস্কিট আর ক্লাইডের মধ্যে যোগসাজশ আছে, এবং দু'জনেই এম্পোরিয়ামে গিয়ে কার সঙ্গে যেন দেখা করত। কিংবা জায়গাটা ব্যাট কেভও হতে পারে। দু'জায়গাতেই

দেখা গেছে ওদের।'

'চৌহদ্দির অর্ধেক লোক ওই দু'জায়গায় দেখা করে, গল্প করে একে অন্যের সঙ্গে,' বলল স্যাম, মোটেই প্রভাবিত হয়নি। 'তুমি বরং কালাহান সম্পর্কে বলো।'

'জীবনেও দেখিনি ওকে···মানে ওই ঘটনার পর আর কী!'

'ওকে একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলো,' ক্রুদের নির্দেশ দিল স্যাম। 'ওয়াল্টের হাতে ওকে তুলে দেব।'

পেলনার পথ ধরল ওরা। এবার আগে আগে রয়েছে স্যাম। আনমনে নিকট ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় শহরে অনেক বিপদ আর অনিশ্চয়তা অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। মনে মনে আশা করছে শেরিফ শহরের বাইরে থাকলেই ভাল হবে। বুড়ো ল-ম্যানের সঙ্গে টক্কর লাগার ইচ্ছে নেই ওর। শেরিফ হিসাবে দায়িত্ববান সে, নিজস্ব রীতিতে ঝামেলার সমাধান করে, একটু ধীর-স্থির। কিন্তু আশপাশে বহু লোকই পিস্তল হাতে মুখিয়ে আছে। শহুরে শেরিফ হিসাবে সফল জ্যাক ওয়াল্ট, সুনামের সঙ্গে সাধারণ রাসলার, জুয়াড়ি, চোর-বাটপার বা আউটলদের সামাল দিয়েছে, কিন্তু প্রেয়ারি শেয়ালের মত ধূর্ত কিংবা নেকড়ের মত নিষ্ঠুর শত্রুর মোকাবিলা করার সামর্থ্য তার নেই।

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ওরা। এসইউ ক্যানিয়ন হয়ে টুলারোসায় নেমে এল, তারপর আড়াআড়ি পক মেসা পাড়ি দিয়ে স্কুইরেল স্প্রিং ক্যানিয়নের দিকে এগোল। পুরোটাই রুক্ষ এবড়োখেবড়ো পথ।

বিকালে পাহাড়শ্রেণী পেরিয়ে ঢেউ খেলানো তৃণভূমিতে নেমে এল ওরা, মাইলকে মাইল ছুটে পেলনার দিকে এগোল। জেল হাউসের সামনের ধূলিময় রাস্তায় যখন থামল, ততক্ষণে ঘোড়া আর সওয়ারদের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে, সবাই ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত।

বেরিয়ে এসে ওদের সম্ভাষণ জানাল শেরিফ। সরু চোখে স্টিভ ভেটারকে দেখল। 'এই ব্যাটাকে পেলে কোথায়?'

'জেমস বাওয়ারের খুনিদের সঙ্গে ছিল ও। জেমসের গুলি ওর বাহুতে লেগেছে। ট্রায়ালের জন্য নিয়ে এসেছি ওকে।'

'তোমাদের নেতা কে?' ভেটারকে জিজ্ঞেস করল ওয়াল্ট।

দ্বিধা করছে আউটল, কিন্তু একইসঙ্গে চাপা উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশ একবার দেখে নিল, নিশ্চিত

হতে চায় কেউ শুনতে পাচ্ছে না। 'কালাহান,' ফিসফিস করে জানাল সে। 'তবে হিস্কিটও ছিল সঙ্গে।'

বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল শেরিফের চোয়াল, মুখ দেখে মনে হলো বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেছে। এই প্রথম লোকটাকে চিন্তিত ও বিচলিত মনে হলো।

'ভিতরে নিয়ে এসো ওকে,' থমথমে মুখে বলল শেরিফ। 'ওকে সেলে ঢুকিয়ে হিস্কিটের খোঁজে বেরোব আমি।'

'ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই,' বলল স্যাম, মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল একটু পিছনে পড়ে যাওয়া লাশবাহী ঘোড়াটার দিকে। 'ওই যে, হিস্কিটের লাশ।'

থমকে দাঁড়িয়ে থাকল শেরিফ।

'শোনো, এ তল্লাট সাফসুতরোর কাজে নেমেছি আমরা,' যোগ করল স্যাম। 'কাজটা আজই শেষ করব।'

'একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ, রেডলিন! আমি এখানকার আইন। চোর-বাটপার ধরা বা শায়েস্তা করা আমার কাজ।'

'আমি তো অস্বীকার করছি না। হিস্কিটকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, একজন পালিয়ে গেছে। কেবল ভেটার পালায়নি। ওর মত কেউ যদি সুবুদ্ধি দেখায়, তা হলে তোমার কাছে নিয়ে আসব তাদের। কিন্তু বেপরোয়া হলে তাকে নিরাশ করব না আমরা।'

'তুমি আইনের লোক নও!' প্রতিবাদ করল শেরিফ।

'তা হলে আইনের লোক বানিয়ে নাও আমাদের,' সহজ সমাধান বাতলে দিল স্যাম। 'ডেপুটি করে নাও, তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, তোমারও কাজ সহজ হয়ে যাবে। তুমি একা সারতে পারবে না, আমাদের সাহায্য করতে দাও।'

'আমার বোধহয় দিন ফুরিয়ে গেল!'

'উঁহুঁ। যদ্দূর জানি সব শেরিফেরই ডেপুটি লাগে। একা সব কাজ বা সারা বছর কাজ চালানো যায় না। ডেপুটি হওয়ার প্রস্তাব আমিই দিচ্ছি।'

'বেশ,' নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো শেরিফ। 'চাইলে স্টিভ ভেটারকে ঝুলিয়ে দিতে পারতে, কিন্তু আইনের কাছে নিয়ে এসেছ। এ-ঘটনায় তোমার সৎ মানসিকতা প্রকাশ পায়। যাক, তোমার উপর আস্থা রাখতে আপত্তি নেই আমার।'

ল-অফিসের বাইরে স্যামের অপেক্ষায় রয়েছে বেন ডেগনার। 'ঘোষণাই যখন করে ফেলেছ,' স্যামকে বেরিয়ে আসতে দেখে সোৎসাহে জানতে চাইল সে। 'এবার বলে ফেলো, কী করতে হবে?'

'পেকার আর শর্টিকে নিয়ে এম্পোরিয়ামে চলে যাও। সাই গেলভিনকে দেখলে পিছনে লেগে যেয়ো। কোন ক্রমে ওকে চোখের আড়াল করা যাবে না। এম্পোরিয়ামে অন্য লোকজন ঢুকতে চাইলে বাধা দিয়ো না, যার খুশি ঢুকুক বা বের হোক, কিন্তু গেলভিনকে চোখে চোখে রাখতে হবে।'

ডেগনারের দিকে ফিরল ও। 'বেন, রাস্তার ওপাশে চলে যাও। চারদিকে ঢুঁ মারতে থাকো, আর সারাক্ষণ ওপাশের স্টোরের দিকে খেয়াল রেখো।'

'মেয়েটার দিকে নজর রাখতে হবে? কী পেয়েছ আমাকে? আর কাজ পেলে না, একটা মেয়েলোকের উপর নজর রাখতে হবে! আসলে তুমি বোধহয় আসল মজা থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও।'

'যা বলছি তাই করো!' ধমকে উঠল স্যাম। 'ড্যান, আমার সঙ্গে এসো। ব্যাট কেভে যাচ্ছি আমরা।'

স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল শেরিফ জ্যাক ওয়াল্ট, তারপর ঘুরে নিজের অফিসে ঢুকে পড়ল। সেলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল স্টিভ ভেটার, তার উদ্দেশে শেরিফ বলল: 'বুঝলে, স্টিভ, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি। এখন অন্যরা আমার কাজ করে দিচ্ছে।'

সুইভেল চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল সে। দারুণ ভয় পেয়েছিল একটু আগে–নিজের কাছে স্বীকার করল শেরিফ। গোলাগুলি বা রক্তপাতের নয়, বরং আবিষ্কারের ভয় কাজ করেছে ওর মনে। অন্তস্তল থেকে টের পাচ্ছে এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা আশা করছে না, হয়তো প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগবে মনে।

ক্রমে পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে আসছিল, মেঘ কেটে গেছে। এতদিন যেসব এড়িয়ে গেছে, তা আর এড়ানো যাচ্ছে না এখন। স্যাম রেডলিন দায়িত্ব নেওয়ায় এক হিসাবে ভালই হয়েছে, অন্তত ওর জন্য। নিজেকে হয়তো পুরোপুরি নির্ভার ভাবতে পারত না, কিংবা ওর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নও উঠতে পারত।

'স্যাম রেডলিনের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো, শেরিফ,' পরামর্শের সুরে বলল আউটল। 'সৎ লোক, অন্যায্য কিছু

করবে না।' হাত বাড়িয়ে গরাদ চেপে ধরল সে। 'বিশ্বাস করো, শেরিফ, এই গারদের ভিতরে আসতে পেরে কী যে স্বস্তি লাগছে! দিন গড়িয়ে আরেকটা দিন আসার আগেই বহু লোক খুন হয়ে যাবে।

'হিস্কিটের সঙ্গে ডুয়েলের সময় রেডলিনকে যদি অ্যাকশনে দেখতে! অবিশ্বাস্য! নিজের চোখে না-দেখলে আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না ভ্যান হিস্কিটকে কেউ হারিয়ে দিতে পারে! তাও যেনতেন ভাবে নয়, বিস্তর ব্যবধানে। পিস্তল বের করার সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেয়েছে হিস্কিট, অথচ আগে সে-ই পিস্তলে হাত দিয়েছিল।'

'হিস্কিট তো একজন, হার্ভে ক্লাইড আছে এখনও।'

'হ্যাঁ, রেডলিনের সঙ্গে ওর লড়াই দেখার মতই ব্যাপার হবে!' উত্তেজনা স্টিভ ভেটারের কণ্ঠে। 'হায় হায়! ওয়াল্ট, ওদেরকে জিম ইয়োন্টের কথা বলতে ভুলে গেছি!'

'ইয়োন্ট? সেও জড়িত আছে এসবে?' বিস্ময়ে কপালে উঠতে বাকি শেরিফের চোখ।

'জড়িত কি-না? কী যে বলো না, ইয়োন্ট এমনকী পালের গোদাও হতে পারে। সবসময় বাড়তি একটা পিস্তল রাখে ও, বগলে লুকিয়ে রাখে। ডুয়েল লড়ার সময় তুমি ওর কোমরে নজর রাখবে, কিন্তু দেখবে ভোজবাজির মত অন্য জায়গা থেকে হাতে পিস্তল চলে এসেছে, এবং আসল ঘটনা বোঝার আগেই খুন হয়ে যাবে।'

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'ধন্যবাদ, ভেটার। ট্রায়ালের সময় তোমার সাহায্যের কথা মনে রাখব আমরা।'

*

সন্ধ্যা হতে বেশ দেরি আছে, কিন্তু এখনই জমজমাট হয়ে গেছে ব্যাট কেভ। প্রতিটা টেবিল ভরে গেছে, বারের কাছে টুলের সারির একটাও খালি নেই। একেবারে কোণের দিকে এক টেবিলে বসে আছে জিম ইয়োন্ট, এমন জায়গায় যাতে দরজার উপর নজর রাখতে পারে সারাক্ষণ। পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ানো ওর, গায়ে দামী সুট, পায়ে পালিশ করা বুট। সুদর্শন মুখে চাপা হাসি। বরাবরের মত অনায়াস দক্ষতায় কিন্তু অভ্যস্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তাস বাঁটছে। চোখ দুটো চঞ্চল ওর, কোন কিছুই দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। বাড়ির পিছনের স্টেবলে ঘোড়াটা তৈরি আছে, সবসময়ই থাকে। জিম জানে যে-কোন মুহূর্তে কেটে পড়তে হতে পারে।

বারে বসে দেদার পান করছে হার্ভে ক্লাইড। প্রকাণ্ড এক ভালুকের মত দেখাচ্ছে তাকে। যত গিলছে ততই নির্লিপ্ত এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কোন একদিন হয়তো এই অভ্যাস থেকে মুক্তি পাবে সে, এমনভাবে পরাস্ত হবে না নেশার কাছে, কিন্তু সেদিন কবে আসবে জানা নেই ক্লাইডের। পানরত অবস্থায় তাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত সবার। কথাটা যে-কারও জন্য প্রযোজ্য। পেটে তরল পানীয় পড়লে মাথার ঠিক থাকে না ওর। কেউ কথা বলতে গেলে মারমুখী হয়ে পড়ে, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। অথচ এমনিতে যেদিন পান করে, গভীর রাত পর্যন্ত খেতে থাকে, কারও সঙ্গে একটা বাক্যব্যয়ও করে না, কাউকে বিরক্তও করে না। গভীর রাতে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজের ডেরায় চলে যাবে সে, লম্বা ঘুম দিয়ে পরদিন সকালে স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যাবে।

বারে ভিড়, তবে ক্লাইডের দু'পাশে দু'হাত করে খালি। অন্যত্র গাদাগাদি করে বসেছে লোকজন, জায়গা পাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে ঠেলাঠেলিও করছে, কিন্তু কেউ বিরক্ত করছে না ক্লাইডকে, এমনকী ধারে-কাছেও ঘেঁষছে না। বেহেড মাতাল অবস্থায় হার্ভে ক্লাইড কী জিনিস, সবার জানা হয়ে গেছে।

পুরো সেলুনে ধোঁয়ার আস্তর জমেছে। সস্তা পারফিউম, হুইস্কি, সিগারেটের ধোঁয়া এবং ঘামের গন্ধে ভারী হয়ে গেছে গুমট বাতাস। রীতিমত অস্বস্তিকর পরিবেশ, কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করছে না। যারা পান করতে এসেছে, সবাই এতে কম-বেশি অভ্যস্ত। দুই কোণে জ্বলন্ত বিশাল স্টোভ তাপ বিতরণ করায় ঘরের পরিবেশ বাইরের তুলনায় তুলনামূলক উষ্ণ এবং আরামদায়ক।

দুই বারটেন্ডার ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে, খদ্দেরদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে গলদঘর্ম হওয়ার দশা।

আজকের রাতটা যে একটু ভিন্ন, সবার আগে বারটেন্ডাররাই টের পেল। হার্ভে ক্লাইড এখানে কালে-ভদ্রে আসে, মাসে হয়তো একবার। কিন্তু যেদিন আসে, লোকটা বিদায় হওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। খিটখিটে মেজাজের গ্রিজলিকে সার্ভ করার মত–কোনভাবেই যাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, সামান্য পান থেকে চুন খসলে কপালে খারাবি নেমে আসে।

আজকের ব্যাপারটা আরও একটা কারণে ভিন্ন। হার্ভে ক্লাইড

ওদের দুশ্চিন্তার এক অংশ মাত্র। অস্বস্তিকর পরিবেশ ছাপিয়েও বিপদের ঘনঘটা টের পাচ্ছে বারটেন্ডাররা।

বিয়ার ক্যানিয়নে টাম্বলিং-সি রাইডারদের অভিযান, ডেভ অ্যালেনের অপমৃত্যু এবং হেইফার বেসিনের সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করছে লোকজন, তবে নিচু স্বরে। মাঝে মধ্যে নিজের অজান্তে তাদের শঙ্কিত চাহনি চলে যাচ্ছে ক্লাইডের দিকে। সবাই জানে আরও একটা শোডাউন শিগ্‌গিরই ঘটবে–স্যাম রেডলিনের মুখোমুখি হবে হার্ভে ক্লাইড। ঘটনাটা কখন ঘটবে, এটাই চিন্তার বিষয়।

আরেক প্রস্থ ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল ক্লাইড। তার চড়া কিন্তু পরিষ্কার কণ্ঠ শুনতে পেল সবাই। বারটেন্ডার আস্ত বোতল এগিয়ে দিতে থাবা দিয়ে ওটা নিল সে, খটাস শব্দে বারের উপর নামিয়ে রাখল। চট করে সরে গেল বারকীপ, পাছে তাকে পেয়ে বসে বিশালদেহী গানফাইটার।

পুরানো পিয়ানোয় প্রাচীন একটা ব্যালাডের সুর তুলল কে যেন।

দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল স্যাম রেডলিন। তার ঠিক পিছনে ড্যান বেন্ডার। ছিপছিপে দেহ বেন্ডারের, চলাফেরায় চিতার ক্ষিপ্রতা। চট করে একপাশে সরে গেল সে, চকিত চাহনিতে পুরো সেলুনে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে পরিস্থিতি বুঝে নিল। জিম ইয়োন্ট বা হার্ভে ক্লাইডের অবস্থান মগজে ঢুকিয়ে নিল।

সেলুনে ঢুকে থামেনি স্যাম রেডলিন, একই গতিতে এগিয়ে চলল বারের দিকে, তারপর হার্ভে ক্লাইডের কাছ থেকে দুই ফুট দূরে থাকতে থামল। বিশালদেহী গানফাইটার বোতল ধরার জন্য হাত বাড়াতে ধাক্কা দিয়ে ওটা ফেলে দিল স্যাম।

ঝনঝন শব্দে বোতল ভেঙে গেল। পরমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো সেলুন, একটা পিন পড়লেও আওয়াজটা শোনা যাবে এখন। সবার মনোযোগ বারের দিকে। ড্যান বেন্ডার ছাড়া আর কেউই খেয়াল করেনি ঠিক ওই মুহূর্তে সেলুনে ঢুকেছে শেরিফ জ্যাক ওয়াল্ট।

'ক্লাইড, ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব পালন করছি আমি এখন,' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল স্যাম রেডলিন। 'তোমার জন্য একটা নোটিশ আছে। কাল দুপুরের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যাবে। আর কখনও ফিরে আসবে না এখানে।'

'আচ্ছা, তুমি তা হলে রেডলিন? হিস্কিট তোমার হাতেই খুন হয়েছে? ভ্যান নিশ্চয়ই ভড়কে গিয়েছিল। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল ওর,

পিস্তলে নিজেকে প্রথম শ্রেণীর মনে করত। এমনকী আমার চেয়েও চালু ভাবত নিজেকে, অথচ আদপে তা ছিল না। ভুল ধারণাটা নিয়েই মরল বেচারা, যাচাই করার সুযোগ পেল না!'

ঠায় দাঁড়িয়ে স্যাম, অপেক্ষা করছে। জানে সুবোধ বালকের মত ওর নির্দেশ মেনে নেবে না ক্লাইড। পরিণতিটা যে-কোন একজনের জন্যে মারাত্মক হবে, কিন্তু আইনের প্রতিনিধি হিসাবে একটা সুযোগ তাকে দিতেই হবে। নইলে ওর তৎপরতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে। জেমস বাওয়ারের খুনের সঙ্গে হার্ভে ক্লাইডের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ প্রমাণ করা পিস্তল হাতে তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর চেয়ে ঢের কঠিন।

এক হিসাবে ঠিকই বলেছে ক্লাইড, ভাবছে স্যাম। হিস্কিটের মত সহজে কাবু করা যাবে না একে। বিশালদেহে অন্তত এক গণ্ডা বুলেট ঢোকাতে হবে।

'কালাহান কোন্ চুলোয় লুকিয়ে আছে?' জানতে চাইল ও।

উঠে দাঁড়িয়েছে জিম ইয়োন্ট। বারের উদ্দেশে পা বাড়ানোর সময় চকিত দৃষ্টি হানল দরজার দিকে। ড্যান বেন্ডারের সঙ্গে দৃষ্টি এক হলো ওর, বুঝে গেল এখন সেলুন থেকে বেরোতে গেলে গুলি খেতে হবে। অথচ গোলাগুলির জন্য প্রস্তুত নয় সে।

'কালাহান? হাসালে! আমাকে পেরিয়ে যেতে পারলেও ওকে কখনও ধরতে পারবে না!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ক্লাইড, কুৎসিত হয়ে গেছে চাহনি। 'অযথা ওকে খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়ো না, সময় হলে ও-ই তোমাকে খুঁজে নেবে।'

এবার স্যামের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে গ্লাসের দিকে মনোযোগ দিল হার্ভে ক্লাইড, এক ধরনের প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে। বাম হাতে গ্লাস তুলে নিল। 'হুইস্কি!' হাঁক ছাড়ল সে। 'হুইস্কি দাও আমাকে! সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'কালাহান কোথায়, ক্লাইড? এখানেই?'

লোকটা প্রস্তুত, জানে স্যাম, খুন করার জন্য প্রস্তুত। সুস্থির, তৈরি এবং উদ্গ্রীব হয়ে আছে। স্যাম তার এই স্থৈর্য ভেঙে দিতে চাইছে, সামান্য চমকে দিতে পারলে বা মনঃসংযোগে চিড় ধরাতে পারলে···

এক কদম আগে বাড়ল ও। 'ব্যাটা দৈত্য? ভয়ে বলছিস না, তাই না? পেটে হুইস্কি পড়লে অমন বড়বড় কথা সবাই বলে!' কথা বলতে বলতে সপাটে চড়টা মারল বিশালদেহী বন্দুকবাজের বাম গালে।

আঘাতটা প্রচণ্ড ছিল, কিন্তু বিস্ময়টাই বেশি আঘাত করল তাকে। তুলনায় স্যাম অন্তত পঞ্চাশ পাউন্ড কম, গায়ে-গতরেও ছোট। শৈশবের পর দুনিয়ার কোন মানুষের ওকে চড় মারার স্পর্ধা হয়নি।

প্রতিক্রিয়াটা হলো অসামান্য—আর কোন কিছুতে এতটা খেপত না হার্ভে ক্লাইড। রাগে জ্বলে উঠল চোখজোড়া, খুনে চাহনিতে স্যামকে দেখল সে। উন্মত্ত রাগ আর আক্রোশে গলা থেকে উঠে আসা খিস্তিটা অস্পষ্ট হয়ে গেল। হোলস্টারে ছোবল মারল সে।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল লোকজনের মধ্যে, নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চাইছে। কেউ চেয়ার উল্টে পড়ে গেল, কেউ টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু কেউই সেলুন থেকে বেরোল না।

ততক্ষণে দুই কদম পিছিয়ে এসেছে স্যাম রেডলিন, একইসঙ্গে ড্র করেছে। পিস্তল থেকে কমলা আগুন উগরে দেওয়ার সময় বাম দিকে এক পা সরে গেল ও, ক্লাইডকে ওর মুখোমুখি হতে পাশ ফিরতে বাধ্য করল।

ট্রিগার টেনে দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ক্লাইডের শরীরে আঘাত হানল স্যামের প্রথম বুলেট। বুলেটের ধাক্কায় বারের উপর হেলে পড়ল সে, গুলিটা সেলুনের মেঝেতে প্ল্যাঙ্কের পাতাটন ফুটো করল। একই মুহূর্তে দ্বিতীয় গুলি করেছে স্যাম।

শরীরে ঝাঁকি তুলে সিধে হলো হার্ভে ক্লাইড। বুকের কাছে শার্ট রক্তাক্ত হয়ে গেছে, একটা চোখ বুজে গেছে। ফের গুলি করল সে। দুলে উঠল স্যামের দেহ, মনে হলো যেন প্রচণ্ড ঘুসি খেয়েছে, যদিও বুঝতে পারল না শরীরের ঠিক কোথায় আঘাত করেছে বুলেট।

আবার কমলা আগুন ওগরাল ওর পিস্তল। ক'টা গুলি করেছে নিজেও জানে না। বাম হাতের পিস্তল ড্র করল ও, দু'হাতের পিস্তল শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল আবার—অদল-বদল হওয়ায় ডান হাতে পুরো লোডেড পিস্তল চলে এসেছে এখন। নিখুঁত নিশানায় পরের গুলি করল।

ঘরের উল্টোদিকে ছোট্ট একটা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। ক্লাইড আর রেডলিনকে ড্র করতে দেখে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠল জিম ইয়োন্ট—এবার মওকা পাওয়া গেছে! সবার দৃষ্টি এখন ক্লাইড আর রেডলিনের দিকে। স্যাম রেডলিন তো ক্লাইডকে নিয়ে ব্যস্ত, স্রেফ একটা গুলি করতে পারলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে!

বগলে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা আলগোছে চলে এল হাতে, অভ্যস্ত হাতে নিশানা করে গুলি করল। কিন্তু একই মুহূর্তে দু'দিক থেকে ধেয়ে এল দুটো গুলি। ইয়োন্টের হাতে নীলচে ইস্পাতের ঝিলিক দেখা মাত্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বেন্ডার আর শেরিফ। ড্যান বেন্ডারের অবস্থান মূল দরজার পাশে, শেরিফ দাঁড়িয়ে আছে ওর বাম দিকে, পিছনের দরজার কাছে। দু'দিক থেকে ধেয়ে আসা গুলি দুটো পরস্পরের সঙ্গে একটা কোণ তৈরি করল, তীব্র ধাক্কায় ঝাঁকি খেল ইয়োন্টের দেহ, অজান্তে এক হাতে পেট চেপে ধরল সে। নিদারুণ বিস্ময় নিয়ে হাতে উপচে পড়া রক্ত দেখল, বার দুয়েক কেঁপে উঠল সুঠাম দেহ, তারপর আর্তচিৎকার করে উঠল সে।

চিৎকারটা অন্যদের সচকিত করল, ইয়োন্টের দিকে ফিরে তাকাল কেউ কেউ। বিস্ফারিত চোখে শেরিফ আর বেন্ডারকে দেখল ইয়োন্ট, উদ্যত পিস্তল হাতে অপেক্ষায় আছে ওরা–প্রয়োজন হলে আবার গুলি করবে।

হঠাৎ হাঁটু অবশ হয়ে এল ওর, মরিয়া চেষ্টা করেও খাড়া থাকতে পারল না, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়। শেষ মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে টেবিলের কিনারা ধরতে চাইল সে, কিন্তু পারল না। কিনারে রাখা তাসের বাণ্ডিলে পড়ল হাত, টেবিল থেকে খসে পড়ল ওগুলো, কোনটা কোনটায় ওর রক্ত লেগে গেছে। ইয়োন্টকে অনুসরণ করে তাস আর চিপ্‌স সুদ্ধ টেবিলটাও ঢলে পড়ল, সরাসরি জুয়াড়ির গায়ের উপর।

এদিকে বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হার্ভে ক্লাইড, চাহনিতে মরিয়া চেষ্টা। 'তুমি···তুমি···!'

এবার পতন শুরু হলো। পড়ন্ত অবস্থায় বারের গোলাকার কিনারা খামচে ধরল সে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে, কী যেন বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু শেষ করতে পারল না। শিথিল আঙুল ধরে রাখতে পারল না বারের কিনারা, পিছলে যেতে হুড়মুড় করে মেঝেয় ঢলে পড়ল বিশালদেহ, তারপর একটা গড়ান খেয়ে একেবারে নিথর হয়ে গেল।

যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে, শূন্য চাহনিতে ড্যান বেন্ডার আর শেরিফকে দেখল স্যাম রেডলিন।

সেলুনের দিকে ছুটে আসছে কেউ, বোর্ডওঅকে বুটের শব্দ। তারপর দড়াম করে খুলে গেল ব্যাটউইং দরজা। তিনটা পিস্তল

একইসঙ্গে ঘুরে গেল দরজার দিকে, বেচাল দেখলে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করবে।

SUVOM

বেন ডেগনার। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'স্যাম! ঈশ্বর সহায় হোন! একটা মেয়েকে খুন করে ফেলেছি আমি! মেয়েটা···মেয়েটা জেনিফার ম্যাককুইন!'

'কী!' বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল লোকজন।

সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত শহরবাসী উন্মত্ত মবে পরিণত হতে পারে। সবার চোখ স্থির হয়ে আছে ডেগনারের উপর।

'যার যার জায়গায় দাঁড়াও সবাই!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল স্যাম, আশঙ্কা করছে কেউ অতি উৎসাহী হয়ে গুলি করে বসতে পারে ডেগনারকে। 'আগে ওর সব কথা শোনো।'

পিস্তলে তাজা বুলেট ঢোকানোর সময় কুকের দিকে ফিরল স্যাম। 'হ্যাঁ, বেন, এবার বলো তো, কী হয়েছিল।'

'স্টোরের পাশের গলি থেকে হঠাৎ উদয় হলো একটা ছায়া,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডেগনার। 'দেখলাম পিস্তলের নলে নিশানা করছে আমাকে। সামান্য নড়াচড়া করে নিশ্চিত হয়ে গেলাম, উঁহুঁ, কেউ ভুল করছে না–আমিই টার্গেট। এরপর কি আর অপেক্ষা করা যায়? ঝটপট গুলি করে ফেলে দিলাম লোকটাকে।'

'চলো তো, দেখি,' বলল স্যাম।

দ্রুত সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পিছু নিয়েছে উত্তেজিত জনতা। নিজেদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে তাদের, কারও কারও স্বর রীতিমত উস্কানিমূলক।

স্টোরের পিছনের গলিতে ওদের নিয়ে এল বেন ডেগনার। স্টোরের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা চৌকো আলোয় ওরা দেখল মাটিতে পড়ে আছে একটা কাঠামো, রাইডিং ড্রেস পরা। দারুণ সুশ্রী মুখটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্যাম, তারপর ঝুঁকে পড়ে জেনিফার ম্যাককুইনের সোনালি চুল ধরে হ্যাঁচটা টান দিল।

ওর কাজ দেখে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল কেউ কেউ, কিন্তু ফলাফলটা দেখে একেবারে চুপসে গেল। আলগা চুলের উইগ স্যামের মুঠিতে চলে এল, আর ঝাঁকি খেয়ে মাটিতে পড়ল লাশের মাথা। এখন আর জেনিফার ম্যাককুইনের মাথা নেই ওটা, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের একজন যুবকের মাথা হয়ে গেছে!

আরও ঝুঁকে পড়ল স্যাম, ব্লাউজটা মুঠোয় ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। ফোমের তৈরি প্যাড সরানোর পর দেখা গেল ছিপছিপে দেহের এক যুবকের লোমশ বুক এটা।

'যাকে দেখছ তোমরা, ও জেনিফার ম্যাককুইন নয়,' বলল স্যাম রেডলিন। 'আসলে ও দুর্ধর্ষ কালাহান।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ড্যান বেন্ডার, তাকে অনুসরণ করল স্যাম। এম্পোরিয়ামের সামনে পৌঁছতে এমেট পেকারের সঙ্গে দেখা হলো ওদের।

'ওই মেয়েটা ছাড়া আর কেউ এখান থেকে বেরোয়নি,' দ্রুত জানাল পেকার। 'মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে ছিল। বুড়ো স্টোর থেকে বেরোতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে আটকে রেখেছি।'

শেরিফ, বেন্ডার, ডেগনার, পেকার আর ওয়েবকে নিয়ে এম্পোরিয়ামে ঢুকল স্যাম।

রোলটপ ডেস্কের পিছনে বসে আছে সাই গেলভিন। সরু চিবুক বা চোয়ালটা আরও শুকিয়ে গেছে যেন, মুখ মলিন ও থমথমে। ক্রুদ্ধ আক্রোশমাখা চাহনিতে ওদের দেখল সে, তারপর গর্জে উঠল: 'এসবের মানে কী, জানতে পারি? সাহস আছে তোমাদের, আমার স্টোরে আমাকে আটকে রাখছ!'

'জেমস বাওয়ার আর ডিক রিগেলের খুনের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করা হলো, গেলভিন,' ঘোষণা করল স্যাম। 'খুন দুটো তুমি নিজে করোনি, তবে নির্দেশ দিয়েছ অধীন লোকদের।'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল এম্পোরিয়াম মালিক। 'খুনের নির্দেশ দিয়েছি? সেজন্য আমাকে গ্রেফতার করবে? এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে তোমার, বয়। এখানে আইন আমার প্রশ্নের জবাব দেয়, আমি কারও প্রশ্নের জবাব দেই না। আমি বলে দিই কাকে গ্রেফতার করতে হবে আর কাকে শাস্তি দিতে হবে।

'প্রমাণ আছে তোমাদের হাতে? কিচ্ছু নেই! হাজারটা অভিযোগ আনলেও লাভ হবে না, সানি!'

পিছন থেকে এগিয়ে এল বেন ডেগনার। 'স্যাম, এর কথাই বলেছিলাম তোমাকে! আজকের আগে ওকে এত কাছ থেকে বা ভাল করে দেখিনি তো, তাই বুঝতেও পারিনি। ও হচ্ছে শর্টি কালাহান, সবচেয়ে জঘন্য বদমাশটা! ওই ছদ্মবেশী মেয়েটার বড় ভাই।'

'আরও অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে, গেলভিন,' বলল স্যাম। 'সব খুন তুমি অন্যদের দিয়ে করিয়েছ, তবে একটা নিজে করেছ। তুমিই গুলি করেছ ডেভ অ্যালেনকে।'

শেরিফের দিকে ফিরল ও। 'একটু চিন্তা করলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, শেরিফ। সেদিনের অবস্থাটা চিন্তা করো–কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল ডেভ? ঘোড়ার পিঠে ছিল ও। ওকে এক গুলিতে ফেলে দেওয়ার মত জায়গা কেবল একটাই–ওই জানালাটা! এবং কেবল একজন লোকের পক্ষে তা সম্ভব ছিল। লোকটা হচ্ছে সাই গেলভিন!'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল সাই গেলভিন, মুখ চুপসে গেছে। শেরিফকে এগোতে দেখে একেবারে কুঁকড়ে গেল। 'জ্যাক! দয়া করো! ওদের হাতে আমাকে তুলে দিয়ো না! ওরা আমাকে ফাঁসিতে চড়াবে!' মিনতি করল সে।

'আমাদের কাজ শেষ, শেরিফ,' বলল স্যাম। 'এখান থেকে তুমি দায়িত্ব নিচ্ছ। বুলেটটা কোন্ দিক থেকে বা কোন্ অ্যাঙ্গেলে গেছে, জানালা থেকে মেপে দেখতে পারো। তা ছাড়া, ভেটার তো সাক্ষী হিসাবে আছেই। একটু চেষ্টা করলে ডিক রিগেল এবং ডেভ ফ্লিচের সঙ্গে সাই গেলভিনের সম্পর্কও প্রমাণ করতে পারবে। স্টিভ ভেটার এর সবই জানে।'

দরজার দিকে এগোল স্যাম। খুব ক্লান্ত লাগছে। এখন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার ওর। আর কিছু চাই না। তা ছাড়া, কোমরের ডানদিকে হাড়টা জ্বালাচ্ছে। দপদপ করছে যন্ত্রণায়। একটু আগেও স্রেফ টের পাচ্ছিল, কিন্তু এখন তীব্র যন্ত্রণা করছে।

ব্যস্ততার মধ্যে সুযোগ হয়নি দেখার, তাই এবার কোমরের দিকে দৃষ্টি দিল স্যাম। মনে পড়েছে হার্ভে ক্লাইডের সঙ্গে গোলাগুলির সময় কোমরে কী যেন আঘাত করেছিল।

গানবেল্টটা এক জায়গায় ধসে গেছে, দুটো কার্তুজের নাক বোঁচা হয়ে গেছে। ক্লাইভের বুলেট এভাবেই ঠেকিয়েছে ওর গানবেল্ট। দুটো কার্তুজ নষ্ট হয়েছে ওর, আর কোমর সামান্য ছড়ে গেছে। ব্যস, ক্ষতি এটুকুই।

'ড্যান,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'চলো, এবার বাথানে ফিরে যাই।'

***